

আল আকারেদ ওয়াল ফিক্‌হ

الْعَقَائِدُ وَ الْفِقْهُ

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি



বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত

الْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ
আকাইদ ও ফিকহ
الصف التاسع والعشر للداخل
দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

রচনায়

ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

সম্পাদনায়

মাওলানা রহুল আমীন খান

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৭

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা-সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পছ্যায় জীবন গঠনের মাধ্যমে জান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী করে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা-ধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জগতে করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সংক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রগয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বঅভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিত আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ‘আকাইদ ও ফিকহ’ পাঠ্যপুস্তকটি প্রগয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ক্রটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোন প্রকার ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রথম ভাগ : আল আকাইদ	১
২	প্রথম অধ্যায় : আদ দীন	২
৩	প্রথম পরিচ্ছেদ : আল ইমান	৩
৪	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল ইসলাম	৭
৫	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল ইহসান	১১
৬	দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহর উপর বিশ্বাস	১৭
৭	তৃতীয় অধ্যায় : রসুলগণের উপর বিশ্বাস	২৫
৮	চতুর্থ অধ্যায়: আসমানি কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস	৩৭
৯	পঞ্চম অধ্যায়: পরকালের উপর বিশ্বাস	৪০
১০	ষষ্ঠ অধ্যায়: ইমান বিল কদর	৪৭
১১	ষষ্ঠ অধ্যায়: ইলমুল বেলায়েত	৫১
১২	দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ	৫৫
১৩	প্রথম অধ্যায়: ইলমে ফিকহের পরিচয় ও ইতিহাস	৫৫
১৪	দ্বিতীয় অধ্যায়: আল ফিকহ - কুদুরি	৬৭
১৫	প্রথম পরিচ্ছেদ: কিতাবুত তহারাত - পবিত্রতা অধ্যায়	৬৭
১৬	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সালাত - নামাজ অধ্যায়	৮২
১৭	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুল হজ - হজ অধ্যায়	১১২
১৮	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কিতাবুল উদহিয়া - কুরবানি অধ্যায়	১৩০
১৯	পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মদিনা মুনাওয়ারাহ ও মদিনার পবিত্র ছানসমূহের মর্যাদা	১৩৩
২০	তৃতীয় ভাগ: আল আখলাক (নৈতিক চরিত্র)	১৩৮
২১	প্রথম পরিচ্ছেদ: উল্লত চরিত্র	১৩৮
২২	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উল্লত চরিত্রের কয়েকটি দিক	১৪৩
২৩	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নৈতিক অবক্ষয়ের কয়েকটি দিক	১৫১
২৪	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নৈতিক গুণাবলি অর্জনের আমলসমূহ	১৬৬
২৫	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নৈতিক অবক্ষয়ের কর্মসমূহ	১৭৪
২৬	পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দোয়া ও মুনাজাত	১৭৮
২৭	চতুর্থ ভাগ : উসূলুল ফিকহ	১৮১
২৮	প্রথম পরিচ্ছেদ: উসূলুল ফিকহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৮২
২৯	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উসূলশাশ্বীর অধ্যায়সমূহ	১৮৯
৩০	শিক্ষক নির্দেশিকা	২৬৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

আল-আকাইদ ওয়াল ফিকহ

القسم الأول : العقائد

প্রথম ভাগ : আল-আকাইদ

بداية الكلام : أهمية العقيدة الصحيحة في الحياة الإنسانية وخطر العقيدة الباطلة

العقائد جمع العقيدة وهي ماعقد عليه القلب. وفي الاصطلاح هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبهة عنها.

إن الحاجة إلى العقيدة الصحيحة لا تقتصر على عمر الإنسان في هذه الدنيا بل تتجاوز إلى دار الخلود الابدي الذي لا يشوبه نفاد ولا يطأ عليه نقص فهو مبني السعادة القلبية العقلية النفسية في الدنيا من ناحية واساس لسعادة الابد في الآخرة من ناحية أخرى وان الإيمان سبب في منافع الدنيا الطيبة ومتاعها المشروع، كما قال تعالى: "فَلَوْلَا كَاتَبَ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونَسٌ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزِيرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ" (يونس: ٩٨). فالانحراف والفساد في العقيدة فساد كبير في حياة الإنسان والمجتمع وكل عمل من الناس يجري على تصور وعقيدة يقوم بها صحيحاً وفساداً سواء كان امراً دينياً أو دنيوياً ولذا اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتصحيح ما عليه العرب من العقائد منذ احدى عشرة سنة ثم جاء باول عبادة وهي الصلوة وقد قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم "ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيماناً" (ابن ماجه).

প্রারম্ভিক কথা

মানব জীবনে সহিত আকিদার প্রয়োজনীয়তা ও বাতিল আকিদার কুফল

আকাইদ আকিদা শব্দের বহুবচন। আকিদা বলতে আন্তরিক বক্ষনকে বুঝায়। পরিভাষায় “যে ইলম অর্জন করলে প্রকৃষ্ট দলিলের ভিত্তিতে দীনি আকিদা বিশ্বাসসমূহের প্রমাণ এবং এ বিষয়ে আরোপিত সন্দেহের অপনোদন করার যোগ্যতা লাভ করা যায়, তাকে ইলমুল আকাইদ বলে”।

বিশুদ্ধ আকিদার প্রয়োজনীয়তা শুধু মানুষের পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ঐ চিরস্থায়ী জীবন পর্যন্ত প্রসারিত যে জীবনের কোনো শেষ নেই এবং কোনো সংকোচন নেই। একদিক থেকে তা মানুষের দুনিয়ার বুদ্ধিগুরুত্বিক ও মানসিক সফলতার ভিত্তি, অন্য দিক থেকে তা চিরস্থায়ী জীবনের সফলতার মূল বিষয়। আর ইমান পৃথিবীর সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির উপায় এবং শরিয়ত স্বীকৃত উপভোগের মাধ্যম। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তবে ইউনুসের সম্মানয ছাড়া কোনো জনপদ কেন এমন হল না যারা ইমান আনত এবং তাদের ইমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন ইমান আনল তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং ওদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।” (ইউনুস ৯৮)।

আকিদার বিভাগি ও বিকৃতি সমাজে ও জীবনে বড় ধরনের ফেঞ্চা-ফাসাদের কারণ। মানুষের প্রতিটি কর্মের বিশুদ্ধতা ও অঙ্গুহ্যতা আকিদা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, চাই তা হোক ধর্মীয় বিষয় বা পার্থিব বিষয়। এ কারণেই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের আকিদা বিশ্বাস দীর্ঘ ১১বছর কালধরে সংশোধনের কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন। এরপর তিনি প্রথম ইবাদত তথা নামাজ নিয়ে এসেছিলেন। যে ব্যাপারে হজরত জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আমাদের ভরপুর যৌবনে আমরা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কাটিয়েছি। আমরা পবিত্র কুরআন শিক্ষার পূর্বে ইমানের শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এরপর কুরআন শেখার মাধ্যমে আমাদের ইমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

الباب الأول : الدين

الفصل الأول : الإيمان

الدرس الأول : الإيمان والمؤمن بضوء القرآن والسنة

الإيمان مصدر من باب إفعال من الأمن لغة التصديق، والمؤمن من إتصف به، وفي الشرع عبارة عن تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع توقير ذاته وصفاته نهاية التوقير وغاية

التعظيم بما جاء به من عند الله تعالى والاقرار به، وذهب جمهور المحققين الى انه "هو التصديق بالقلب وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا" والنصوص القرآنية تدل على ذلك، كما قال تعالى : "أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ" (المجادلة : ٢٢) وقال تعالى : "وَقَلْبُهُمْ مُّظْمِنٌ بِالْإِيمَانِ" (التحل : ١٠٦)، وقال تعالى : "وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" (الحجرات : ١٤). فجعل الله تعالى القلب محل للإيمان، وأما المؤمن فهو المصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم من عند الله من الأمور الإيمانية . كالتوحيد والرسالة والملائكة والكتب والآخرة والقدر، كما جاء في القرآن المجيد " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا" (النساء : ١٣٦)

وجاء في حديث جبرائيل عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله" (مسند الإمام الأعظم)

প্রথম অধ্যায় : আদৃ দীন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল ইমান

প্রথম পাঠ : কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ইমান ও ইমানদার

শব্দটি শব্দ থেকে বাবে এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ “আন্তরিক বিশ্বাস”। এ বিশ্বাসের অধিকারী মুঘ্যিন। শরিয়তের পরিভাষায়, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সজ্ঞা ও গুণাবলির প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন, চূড়ান্ত তা'মিয়ম প্রকাশসহ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা এবং তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং মুখে স্বীকৃতি দেয়া। আকাইদ বিশারদগণের মতে “ইমান হল আন্তরিক বিশ্বাস আর মৌখিক স্বীকৃতি পার্থিব জগতে শরিয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য শর্ত।” আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “ এ সমষ্টি লোকের অন্তরে ইমান লিপিবদ্ধ করেছেন। ” (মুয়াদ্দালাহ-২২)। আরো

ইরশাদ হচ্ছে, “আর যখন তাদের অন্তরে ইমান প্রবেশ করল” (ভ্যরাত-১৪)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, “তার অন্তর ইমান দ্বারা প্রশংস্ত”। (নহল-১০৬)।

উক্ত তিনটি আয়াতে কারিমায় কলবকে ইমানের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর মুমিন ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমান সংগ্রান্ত বিষয়াবলি যেমন তাওহিদ, রিসালাত, মালাইকা, কিতাব ও তাকদির সম্পর্কে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনিত বিষয়াবলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর এবং রসূলের উপর অবর্তীর্ণ কিতাব ও পূর্বে নাজিলকৃত কিতাবের উপর ইমান আন। যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রসূলগণ এবং পরকাল অস্থীকার করে, সে পথ ভষ্টার অতল তলে হারিয়ে যাবে” (নিসা ১৩৬)।

ইমানের বিষয়সমূহ সম্পর্কে হাদিসে জিবরাইল আলাইহিস সালামে এক প্রশ্নের জবাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ইমান হল “আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহর সাক্ষাৎ, রসূল, পুনরুত্থানে বিশ্বাস এবং তাকদিরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।” (মুসনাদুল ইমামিল আয়ম)।

الدرس الثاني : الكفر والكافر بضوء القرآن والسنة

الكفر في اللغة ستر الشيء وتفريطه، وفي الشرع عدم تصديق الرسول في بعض ما اعلم مجبيه به من عند الله ضرورة فهو خلاف الإيمان كما قال الاشاعرة أن الكافر إذا أظهر الإيمان فهو المنافق وإن أظهر كفره بعد الإيمان فهو المرتد وإن أظهر الشرك في الألوهية فهو المشرك وإن اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه واله وسلم وينطق بعقائد الكفر فهو الزنديق بالإتفاق واعظم الكفر إنكار الوحدانية او الشريعة او النبوة وقد بين الله تعالى عذاب الكفار في كثير من الآيات وحذرنا عليه، قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ التَّارِهِمْ فِيهَا خَالِدُونَ (آل عمران : ١١٦)" . إن الكفر في القرآن على خمسة أوجه، الأول الكفر بالتوحيد ومنه قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" (البقرة : ٦)، الثاني كفران النعمة ومنه قوله تعالى "فَإِذْ كُرُونِي أَذْكُرْتُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" (البقرة : ١٥٦)، الثالث التبرير كما في

قوله تعالى "ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بِيَوْمٍ" (العنكبوت : ٢٥)، الرابع الجحود ومنه قوله تعالى "فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ" (البقرة : ٨٩)، الخامس التغطية كما قال "أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ" (الحديد : ٢٠)، اى يريد الزراع الذين يعطون الحب.

দ্বিতীয় পার্ট : আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুফর ও কাফের

- এর শান্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে ঢেকে ফেলা, আবৃত করা। শরিয়তের পরিভাষায়, "আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল অকাট্য বিধান নিয়ে এসেছেন সে সবের কোনোটিতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসত্য মনে করা"। কোনো কাফের প্রকাশ্যে ইমান দাবি করলে সে মুনাফিক, ইমান আনার পরে কেউ কুফরি প্রকাশ করলে সে মুরতাদ, আল্লাহর প্রভুত্বের মধ্যে শরিক নির্ধারণ করলে সে মুশরেক, এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করার সাথে সাথে যদি কুফরি আকিদামূলক বক্তব্য প্রদান করে তাহলে সে হবে যিন্দিক (ধর্মচ্যুত), আল্লাহর একত্বাদ, শরিয়ত ও নবুয়তকে অঙ্গীকার করা মারাত্মক কুফরি। আল্লাহ রাবুল আলামিন অনেক আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে আল্লাহর কাছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তারা জাহানামের অধিবাসী। চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে" (আলে ইমরান ১১৬)। আল কুরআনে কুফরির ৫টি দিক রয়েছে। প্রথম দিক হল: তাওহিদকে অঙ্গীকার করা, যেমন ইরশাদ হচ্ছে, "নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে তাদেকে আপনি তয় দেখান বা না দেখান তা তাদের জন্য সমান, তারা ইয়ান আনবে না" (বাকারা ৬)। দ্বিতীয়ত: নেয়ামতের না শুকরিয়া করা, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না (বাকারা ১৫২)"। তৃতীয়ত: সম্পর্কচ্ছদ করা, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন "কিয়ামত দিবসে তারা পরম্পর সম্পর্কচ্ছদ করবে" (আনকাবুত ২৫)। চতুর্থত: অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করা, ইরশাদ হচ্ছে "তাদের জানা বিষয় যখন তাদের নিকট আসল, তারা তা অঙ্গীকার করল" (বাকারা ৮৯)। পঞ্চমত: ঢেকে ফেলা বা ইমান গোপন করা, যেমন ইরশাদ হচ্ছে "শস্য কৃষকদেরকে (যারা জমিনে বীজ বপন করছে) বিস্তি করেছে" (হাদিদ ২০)। এখানে কুফফার বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জমিনের নিচে বীজ ঢেকে ফেলেছিল।

الدرس الثالث : النفاق والمنافق بضوء القرآن والسنة

النفاق هو الدخول في باب والخروج من باب آخر، هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه وفي الشرع هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر في القلب فالمنافق أشد

خطرا من الكافر فانه يستر كفره ويظهر إيمانه، ولذاك جعل الله تعالى المنافقين شرا من الكافرين حيث قال : "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء : ١٤٥)".

إن النفاق ينقسم شرعا إلى قسمين، أحدهما النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبيطن ما ينافق ذلك كله أو بعضه وهذا النفاق في العقيدة فهو كفر صريح، والثاني النفاق الأصغر وهو نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان شيئاً من العمل ويبيطن ما يخالف ذلك. فهو من الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا أؤتمن خان اذا حدث كذب اذا عاهد غدر اذا خاصم فجر (متفق عليه) وفي روایة لمسلم وان صام و Zum انه مسلم و قال تعالى في المنافقين : "وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا تَخْنُونَ مُسْتَهْزِئُونَ (البقرة : ١٤)" وأنزل الله سورة علحة تسمى سورة المنافقين وهذه كانت عادتهم أنهم اظهروا الإيمان بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وأبطنوا له العداوة والبغضاء وكذاك جرت عادتهم في كل زمان.

তৃতীয় পাঠ : আল কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে নিফাক ও মুনাফিক

অর্থ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করা এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হওয়া। মুনাফিকি এক ধরনের ধোকা, প্রতারণা, বাহ্যিকভাবে কল্যাণের কথা বলা আর গোপনে তার খেলাফ করা। শরিয়তের পরিভাষায়- বাহ্যিকভাবে ইমান প্রকাশ করা এবং অঙ্গে কুফরি পোষণ করা। সুতরাং কাফেরের তুলনায় মুনাফিক অধিক ভয়ংকর। কারণ মুনাফিক কুফরি গোপন করে ইমান জাহির করে। সে কারণে আল্লাহ পাক রাবুল আলামিন কাফিরের তুলনায় মুনাফিকের অবস্থান যে অধিকতর নিকৃষ্ট সে বিষয়ে ইরশাদ করেছেন, “নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহানামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।” (নিসা-১৪৫)।

শরিয়তের দৃষ্টিতে নিফাক দু'প্রকার। একটি আন-নিফাকুল আকবার বা বড় ধরনের কপটতা। আর তা হল মানুষ বাহ্যিকভাবে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসূলগণ এবং পরকালে বিশ্বাস প্রকাশ করবে, আর গোপনে উক্ত বিষয়সমূহের সবকটি বা কোনো কোনোটি অঙ্গীকার করবে এধরনের

আকিদার ক্ষেত্রে নিফাক বা কপটতা সরাসরি কুফরি। দ্বিতীয়টি আন-নিফাকুল আসগার তথা ছেট ধরণের কপটতা। আর তা হল আমলের ক্ষেত্রে কপটতা, যা কবিরা গুনাহসমূহের অঙ্গভূক্ত। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- চারটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে নিরেট মুনাফিক। আর এই চারটি থেকে কোনো বিষয় কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নেফাকের বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধরে নেয়া হবে। (সেগুলো হলো- মুনাফিক) ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে, ২. কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. অঙ্গিকার করলে ভঙ্গ করে, ৪. বিতর্ক করলে অশ্লীল কথা বলে। (বুখারি ও মুসলিম) মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে- রোজা, নামাজ আদায় করলেও এবং সে নিজেকে মুসলমান মনে করলেও (সে মুনাফিক)। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- “তারা যখন ইমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরা ইমান এনেছি, আর যখন তাদের নেতৃবৃন্দের কাছে নিভৃতে গমন করে তখন বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা তো তাদের সাথে উপহাস করি মাত্র” (বাকারা-১৪)। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা সুরাতুল মুনাফিকুন নামে পৃথক একটি সুরা নাজিল করেছেন। মুনাফিকদের চরিত্র এমনই যে, তারা প্রকাশ্যে যথানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ইমান প্রকাশ করত, আর গোপনে তাঁর প্রতি হিংসা ও শক্ততা লালন করত। সকল যুগের মুনাফিকদের চরিত্র এমনই।

الفصل الثاني : الإسلام

الدرس الأول : الإسلام والإرهاب والفساد

الإسلام دين الله المبين وهو دين الإنسانية الأبدية يستظل تحته كل أبيض وأسود، عال و سافل ، غني و فقير، في كل دهر و زمان ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وان الدين عند الله الإسلام وقد ختم عليه رضاه ختما بقوله : {ورضيت لكم الإسلام دينا}.

ثم الإسلام في اللغة يطلق في معنى التسليم والأمن والخضوع والإسلام ومنه قوله تعالى: "وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران : ٨٣)" . وقد عرف بإطلاقه على الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بعقائده وتكاليفه، وبنائه علي خمس نطق به الحديث - شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكوة والحج وصوم رمضان.

ثُمَّ إِلَّا مِنَ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ وَلَا مَجَالٌ فِيهِ لِلْإِرْهَابِيَّةِ وَأَنَّ الْفَرَقَ بَيْنَ إِلْسَلَامٍ وَالْإِرْهَابِيَّةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ نَرَى نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ مِنْ سَلَمٍ مُسْلِمٌ مِنْ لِسَانِهِ وِيدِهِ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعاهِدًا أَوْ أَنْفَصَهُ أَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طاقتِهِ أَوْ أَخْذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ابوداود). فَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَظْلِمَ أَوْ يَقْتُلَ أَحَدًا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ غَيْرُ مُسْلِمٍ إِلَّا إِذَا قَامَتِ الْحَجَةُ الْقَاطِعَةُ الْمُقْبُولَةُ عَلَى قَتْلِهِ فَحِينَئِذٍ يُجُوزُ لِلْحَاكِمِ قَتْلُ الْمُجْرُمِ قَضَاءً، وَقَالَ تَعَالَى : "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة : ٣٦)" ثُمَّ الْإِرْهَابُ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ وَالْغَلَةُ فِي الدِّينِ ضَلَّوا عَنِ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَاضْلَلُوا.

فَالْإِرْهَابُ يُخْتَلِفُ عَنِ الْجَهَادِ فِي حَقِيقِتِهِ وَمَفْهُومِهِ وَأَسْبَابِهِ وَأَقْسَامِهِ وَثَمَرَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ وَحُكْمِهِ شُرُعاً فَالْجَهَادُ مَشْرُوعٌ وَالْإِرْهَابُ حَرَامٌ فَإِنَّ الْإِرْهَابَ بِمَعْنَىِ الْعُدُوِّانِ وَهُوَ تَرْوِيعُ الْآمِنِينَ وَتَدْمِيرُ مَصَالِحِهِمْ وَمَقْوِمَاتِ حَيَاتِهِمْ وَالاعْتِدَاءُ عَلَىِ امْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَحَرْبَاتِهِمْ وَكَرَامَتِهِمُ الْأَنْسَانِيَّةُ وَأَمَّا الْجَهَادُ فَهُوَ بِذَلِكَ السُّعْيُ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْدِفَاعُ عَنِ حَرَماتِ الْآمِنِينَ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ تَأْمِينُ حَيَاتِهِمُ الْحَرَةُ الْكَرِيمَةُ وَإِلْسَلَامُ لَمْ يَأْمُرْ أَهْلَهُ بِالْعُدُوِّانِ أَبَدًا وَلَا بِتَرْوِيعِ الْآمِنِينَ أَبَدًا وَلَا بِسْلَبِ حَقُوقِ الْآخِرِينَ أَوْ الْإِسْتِلَاءِ عَلَيْهِمْ أَبَدًا.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-ইসলাম

প্রথম পাঠ : ইসলাম, জঙ্গিবাদ ও সন্তাস

ইসলাম আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। ইহা শাশ্঵ত মানবতার ধর্ম। যার ছায়াতলে সকল যুগ ও সময়ের সাদা-কালো, উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, সকলেই আশ্রয় নিতে পারে। “কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অব্দেষণ করে তা কম্পিণকালেও আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন না।” “নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দীন একমাত্র ইসলাম।” এর উপর আল্লাহ তার সন্তুষ্টির চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেছেন “আমি তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।” আভিধানিক অর্থে ইসলাম হল আত্মসমর্পন করা, নিরাপত্তা প্রদান, আনুগত্য ও শর্তহীনভাবে মেনে নেয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন “আসমান জমিনের সবকিছু তার জন্য সমর্পিত।” সাধারণত: ব্যবহারিকভাবে আমাদের

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন নিয়ে এসেছেন তার সমূদয় আকিদা ও বিধি-বিধানের সমষ্টিগত নাম হলো ইসলাম। সন্তাসের ভাষ্য মতে ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাঁবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। ২. সালাত কায়েম করা, ৩. জাকাত আদায় করা, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমজানের রোজা পালন।

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকারী জীবন ব্যবস্থা। এখানে সন্তাসের কোনো স্থান নেই। “ইসলাম ও সন্তাসের মধ্যে দূরত্ব এমন, যেমন আসমান ও জমিনের দূরত্ব।” আমরা আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনি, “মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে।” তিনি আরো ইরশাদ করেন- “হৃশিয়ার! যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় নিরাপত্তা নিয়ে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির উপর অত্যাচার করবে, অথবা তাকে অপমান করবে, অথবা তার ক্ষমতার বাহিরে কোনো বোৰা তার উপর চাপিয়ে দিবে কিংবা তার সম্মতি ব্যতিরেকে তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিবে আমি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন মামলার বাদী হব” (আরু দাউদ)। সুতরাং কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা তার উপর জুলুম করতে পারবে না, চাই সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম হোক। তবে অকাট্য যুক্তিযুক্ত কারণ ও তা যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে স্বীকৃত আদালত তাকে শান্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে। আল্লাহ রাকুন আলামিন ইরশাদ করেন- “যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যা অথবা পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। সুতরাং সন্ত্রাস কোনোভাবেই দীনের অংশ নয়। সীমালজ্ঞণকারী নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছে”।

মৌলিকত্ব, সংজ্ঞা, কারণ, প্রকারভেদ, ফলাফল উদ্দেশ্য এবং শরিয়তের আলোকে বিধানগত দিক থেকে সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ জিহাদ আইন সম্মত বিষয়। আর সন্ত্রাস হারাম। কেননা সন্ত্রাস মানেই সীমালজ্ঞন। যা নিরাপদ জনপদকে অস্তির করে, কল্যাণকর বিষয় ও জীবনের স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে দেয় এবং সম্পদ, সম্মান, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ববোধের উপর আঘাত হানে। পক্ষান্তরে জিহাদ মানে সকল কল্যাণকর কাজে চেষ্টা করা, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত বিনষ্টের চেষ্টা প্রতিহত করা, তাদেরকে স্বাধীন সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করা। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কখনোই সীমালজ্ঞণ করা, শান্তিপূর্ণ মানুষকে অস্তির করা, অন্যদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া কিংবা অন্যায়ভাবে কাউকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয় নি।

الدرس الثاني : الإسلام وحقوق الإنسان

الإسلام دين يعطي كل انسان بل كل خلق ما له من الحق فقد اعلن النبي صلى الله عليه واله وسلم باعلى صوته "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ" (مسند أحمد)، لم يعرف التاريخ قديمه وحديثه دولة قامت على الفكرة الدينية و ساوت بين المؤمنين والمخالفين مثل ما عرف

عن الإسلام ودولته من اثباته وتوفيره الحقوق الإنسانية من غير تفريق بين مسلم وغير مسلم وبين غنى وفقير وبين أبيض وأسود وبين بلد دون بلد. إن الإسلام ذكر فرداً فرداً من أفراد الإنسان من الأب والام والابن والبنت والرجل والمرأة وغيرهم ليعطيهم حقوقهم كما ذكر جنساً جنساً المسلمين واليهود والنصارى وأهل الذمة فاعطاهم ما لهم من الحقوق فالإسلام هو دين يتكلم بالحرية الدينية. كما قال تعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة : ٢٥٦)، وفي عهده صلى الله عليه وسلم لأهل نجران : "وَلَا هُنَّ عَلَيْهِمْ بِغَاءَةٍ وَلَا هُنَّ بِهِمْ بِغَاءَةٍ" وفي عهده صلى الله عليه وسلم على أموالهم وآنفسهم واراضيهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته. فالإسلام قد ساوي بين المسلمين وغير المسلمين في حرمة دمائهم وأموالهم واعراضهم.

দ্বিতীয় পাঠ : ইসলাম ও মানবাধিকার

ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা যা প্রতিটি মানুষকে, বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চ কর্তে ঘোষণা করেছেন, “তোমরা প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্য হক আদায় করে দাও”। প্রাচীন ও আধুনিক কোনো ইতিহাসই এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখেনি যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধর্মীয় আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার অনুসারী ও ভিন্ন মত পোষণকারীদের মধ্যে এমন ভারসাম্য স্থাপন করেছে- যেমনটি ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রদান করেছে। মুসলিম-অমুসলিম, ধর্মী-গরিব, সাদা-কালো ও দেশ থেকে দেশান্তর নির্বিশেষে সবার জন্য ইসলাম সমমানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য বা হক ও অধিকার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলাম মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান ও শরণার্থীদের শ্রেণিগতভাবে উল্লেখ করে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।” নজরানের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পাদিত চুক্তিতে আছে, নজরানবাসী ও তাদের আশ্রিতদের জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা ও নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিম্মাদরী রয়েছে- তাদের সম্পদ, জীবন, ভূমি, ধর্ম, উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, বংশ, পরিবার, উপসনালয়, তাদের মালিকানাধীন স্বল্প বা অধিক সবকিছু রক্ষার দায়িত্ব রসূলের। কোনো খৃস্ট ধর্ম্যাজক তার নিভৃতাবাস থেকে অবতরণ করতে বাধ্য নয়। কোনো পাদ্রী তার

বৈরাগ্য থেকে বিরত থাকতে বাধ্য নয়। ইসলাম মুসলিম সবার মধ্যে রক্ত, সম্পদ ও সন্তুষ্টি রক্ষার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করেছে।

الفصل الثالث : الاحسان

الدرس الأول : أهمية التزكية والتتصوف في الحياة الشخصية والاجتماعية

علم التزكية والتتصوف بدايته إحسان العمل بالاخلاص نهايته ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالتصوف اخلاق كريمة تظهر في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام.

هو علم يعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية ويحصل به اصلاح النفس والمعرفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله "من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق". والتزكية هو التطهير والمراد بها تطهير النفس من أمراض وآفات.

فالتزكية وكذا التتصوف يوثر كل واحد منهما في تهذيب الأخلاق الكريمة في العبد وإزالة الخصال الرذيلة عن المجتمع بحيث لا يوثر فيه مثله غيره فان المجتمع يتربك من أفراد فإذا صفا كل فرد من أفراد المجتمع يجب ان يكون كله صافيا والناس بظهور الظاهر والباطن يكون قريبا من الخلق والخلق ولذا قال تعالى : "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا" (الشمس : ٩- ١٠). ولو لم يكن فيه ذالك كان كالانعام بل اضل والمجتمع لا يأمن من شر مثل هذا. حصول علم التزكية فرض عين على كل مسلم. كما بين الله سبحانه وتعالى: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٥١)، قال العلامة الغزالى رحمه الله تعالى : وكذلك يفترض عليه علم احوال القلب من التوكل والخشية والرضا،

তৃতীয় পরিচেদ : আল ইহসান

প্রথম পাঠ : ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তায়কিয়া ও তাসাওউফের প্রয়োজনীয়তা

ইলমুত তায়কিয়া তথা তাসাওউফ, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত এসবই ইলমুল ইহসানের অন্তর্ভুক্ত, যার সূচনা হল ইখলাসের সাথে আমলকে সুন্দর করা, আর শেষ গন্তব্য হল আল্লাহকে যেন দেখে দেখে ইবাদত করা। যদি দেখার ক্ষমতা না হয়, তিনি আমাকে দেখছেন একিনের এ মাকামে পৌছা। তাসাওউফ এমন সব সুন্দর চরিত্রের নাম যেগুলো সুন্দর সময়ে ভাল মানুষ থেকে নেক সম্প্রদায়ের মাঝে প্রকাশ পায়।

তায়কিয়া ও তাসাওউফ বলতে এমন ইলমকে বুঝায়, যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অবস্থা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, জাহের ও বাতেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকগুলো গঠনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করা যায়, যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর মারেফত অর্জন করা যায় ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে রবকে পাওয়া যায়। ইলমে তাসাওউফের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহ বলেন- “যে ব্যক্তি তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক ইলম অর্জন করল কিন্তু ইলমে ফিকহ অর্জন করল না সে যিন্দিক বা ধর্মচূর্ণত; যে ইলমে ফিকহ অর্জন করল কিন্তু ইলমুত তাসাওউফ অর্জন করল না সে ফাসেক বা সত্যজ্ঞত আর যে ব্যক্তি উভয় ইলম অর্জন করল সেই গ্রহণযোগ্য বা মুহাক্কিক আলেম হল।”

আর তায়কিয়া মানে পবিত্র করা। তায়কিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নফস বা প্রবৃত্তিকে ব্যাধি ও আবিলতা থেকে পবিত্র করা। বান্দার মধ্যে সুন্দর গুণাবলি সৃষ্টি ও সমাজ থেকে অসৎ আচরণগুলো দূর করার ক্ষেত্রে তাসাওফ ও তায়কিয়া যেরূপ কার্যকর ভূমিকা পালন করে অন্য কিছু এরূপ ভূমিকা রাখে না। জনগোষ্ঠী নিয়েই সমাজ তৈরি হয়। সুতরাং সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন নিষ্কলুষ হবে তখন পুরো সমাজ অপরিহার্যভাবে সুন্দর হবে। মানুষ তার বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতার মাধ্যমে স্বষ্টি ও সৃষ্টির নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। সে কারণে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, “ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে তার নফসকে পবিত্র করেছে এবং ঐ ব্যক্তি ধৰ্মস হয়েছে যে তার নফসকে অপবিত্র করেছে” (শামস:৯-১০)। আত্মিক এই পবিত্রতা যদি কারো মধ্যে না থাকে তবে সে হয় চতুর্পদ জন্মের মত, বরং তার থেকেও আরো নিকৃষ্ট। এ রকম লোকদের হাত থেকে সমাজ নিরাপদ থাকে না। ইলমুত তায়কিয়া অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয়ে আইন। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, “অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি আমার নির্দশনাবলি তোমাদের নিকট উপস্থাপন করেন, তোমাদের পৃত পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন আর এমন বিষয় তোমাদেরকে জ্ঞাত করান যা তোমরা জান না” (বাকারা ১৫১)। আল্লামা ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহি আলাইহ বলেন, “অনুরূপভাবে তাওয়াক্কুল, ভয় এবং রিদা ইত্যাদি কলবের অবস্থাসমূহের জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ”।

الدرس الثاني : خصائص المرشد الكامل

المرشد له شرائط: الأولى: أن يكون له الإيمان الكامل والعقيدة الصحيحة والعمل بأعلى مراتب التقوى. كما قال تعالى "الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ" (يوسوس : ٦٣)، الثاني: علم الكتاب والسنة، كما قال تعالى "فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل : ٤٣)، "إِنَّمَا يَخْشَى - اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" (فاطر : ٤٨)، الثالث: العدالة فيجب أن يكون مجتنباً عن الكبائر غير مصر على الصغار. الرابع: أن يكون زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة مواظباً على الطاعات والأذكار، الخامس: أن يكون أمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، السادس: أن يكون صحب المشائخ وتأدب بهم دهراً طويلاً وأخذ منهم النور الباطن والسكنية وذلك لأن الرجل لا يتعلم إلا بصحبة العلماء فكذاك الأولياء يجب عليهم صحبة الأولياء.

وقال الإمام الغزالي رحمه الله : فالمرشد هو الذي قد خرج من باطن حبه المال والجاه وتأسيس البنيان وتربيته على يد المرشد كذلك حتى تنتهي السلسلة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذاق بعض الرياضيات كقلة الأكل والكلام والنوم وكثرة الصلاة والصدقة والصوم واقتبس نوراً من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واشتهر بالسيرة الحسنة والأخلاق المحمدة من صبر وشكر وتوكل ويقين وطمأنينة وسخاء وقناعة وأمانة وحكم وتواضع ومعرفة وصدق ووفار وحياء وسكون وامثالها ، وتطهر من الأخلاق الذميمة كالكبر والبخل والحسد والحقد والحرص والأمل الطويل ونحوها، فالاقتداء بمثل هذا المرشد هو عين الصواب. ويرفع الإنسان بصحبته وفيضه وتوجهه مراتب الفناء والبقاء وبقاء البقاء والمقربين، كما قال الله تعالى : "وَالسَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" (الواقعة : ١٠، ١١).

দ্বিতীয় পাঠ : কামেল মুর্শেদের বৈশিষ্ট্য

কামেল মুর্শেদ অলি হওয়ার জন্য নিম্ন শর্তাবলি রয়েছে-

- ১। কামেল মুর্শেদকে হতে হবে কামেল ইমানদার, সহিত আকিদার অধিকারী এবং তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন “যারা ইমান আনে এবং তাকওয়া পরহেজগারি বজায় রাখে” (ইউনুস ৬৩)।
- ২। আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। তার অনুসারীগণ প্রশংসন করলে যেন জবাব পায়। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, “তোমরা আহলুজ জিকির তথা জ্ঞানী লোকদের জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জান” (নহল ৪৩)। নিচয়ই আল্লাহকে তার আলেম বান্দারাই অধিক ভয় করে” (ফাতির ২৭)।
- ৩। তার মাঝে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা, তাকে হতে হবে কবিরা গুনাহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, সগীরাগুনাহও বারবার তার দ্বারা সংগঠিত হবে না।
- ৪। তাকে হতে হবে দুনিয়া বিমুখ, আখেরাতের প্রতি উন্মুখ, নেক কাজ এবং জিকিরে সদা মশগুল।
- ৫। সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী হতে হবে।
- ৬। অলিগন্দের তথা কামেল মুর্শেদের সুহ্বত প্রাপ্ত হবেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের সাথে আদব সহকারে অবস্থান করবেন, তাদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক নূর ও প্রশান্তি লাভ করবেন।

ইমাম গাজালি রহিমাহল্লাহ বলেন- মুর্শেদ ঐ ব্যক্তি যার অভ্যন্তর থেকে সম্পদ, সম্মান ও ঘর-বাড়ি তৈরির লোভ দূরীভূত হয়ে যায়। তার পরিচর্যা হবে আরেকজন কামেল মুর্শেদের হাতে এবং এভাবে চলতে চলতে ধারাবাহিকতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছবে। কঠোর সাধনার স্বাদ উপভোগ করবে। যেমন- আহার, নিদ্রা ও কথায় স্বল্পতা, নামাজ, রোজা ও দানে অঞ্চলগামী থাকবে। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আলোর ভাস্তব থেকে নূর লাভ করবে। উত্তম স্বভাব ও প্রশংসনীয় চরিত্রে ভূষিত হবে। যেমন- ধৈর্য, শোকর, তাওয়াকুল, একুণ্ড, আত্মিক স্থিরতা, দানশীলতা, স্বল্পে তুষ্টি, আমানতদারি, বিচক্ষণতা, বিনয়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, সততা, ভদ্রতা, লজ্জাশীলতা, ধীরস্থিরতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হবেন। অসৎ গুণাবলি থেকে পরিত্র হবেন। যেমন- অহংকার, কৃপণতা, হিংসা, শক্রতা, লোভ, উচ্চাশা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবেন। এ রকম মুর্শিদের অনুকরণ করা নিশ্চিত সঠিক কাজ। তাঁর সোহ্বত, ফয়েয, তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ফানা, বাকা, বাকাউল বাকা ও মুকাররাবিনের উচ্চ মাকামে মানুষকে উন্নত করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “অঞ্চলগামীরা অঞ্চলগামী হয়েই মুকাররাবীনের মাকামে অধিষ্ঠিত”।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। ইমান মানে কী?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ক. আন্তরিক বিশ্বাস | খ. আন্তরিক মুহূরত |
| গ. আন্তরিক প্রমাণ | ঘ. অন্তরের নির্যাস |

২। আমি তোমাদের দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম- এটি কার কথা?

- | | |
|--------------------|--|
| ক. আল্লাহর | খ. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম |
| গ. সাহাবায়ে কিরাম | ঘ. জিবরাইল আলাইহিস সালাম |

৩। যে তাসাওউফ অর্জন করল না সে কী?

- | | |
|------------|------------|
| ক. মুনাফিক | খ. ফাসেক |
| গ. কাফের | ঘ. যিন্দিক |

৪। কামিল মুর্শিদ কে?

- | | |
|---------------------|--|
| ক. কুরআন জানে | খ. তাকওয়ার সবৰ্বোচ মাকামে অবস্থানকারী |
| গ. উত্তম চরিত্র বান | ঘ. যে বিজ্ঞানী |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ইকরাম একজন সমাজ সেবক কিন্তু তার কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। তার মধ্যে মুনাফিকির আলামত পাওয়া যায়। কিন্তু সে এটাকে প্রয়োজনীয় মনে করে।

৫। ইকরামের কাজ কী প্রকাশ পায়?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. ফাসেকি | খ. মুনাফিকি |
| গ. খারেজি | ঘ. মুশরেকি |

৬। বর্তমানে তার করণীয় হচ্ছে-

- i. এ সকল কাজ থেকে ফিরে আসা
- ii. এ কাজে অবিচল থাকা
- iii. আল্লাহর কাছে তওবা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

জনাব মুনসুর সাহেব মুখে ভাল কথা বলেন, সালাত আদায় করেন কিন্তু তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন এবং গোপনে ঘুস খান। তিনি মনে করেন এটা তেমন কোনো ক্ষতিকর বিষয় নয়, বরং কাজের বিনিময় মূল্য। অপরদিকে জনাব আকবর সাহেব সালাত আদায় করেন এবং কাজের বিনিময় কোনো প্রকার উপটোকন গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু তিনি মনে করেন যারা ইসলামি বিধি-বিধান পালন করে না তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ক. হাদিসে জিব্রাইল কাকে বলে?

খ. মুনাফিক জাহানামের নিম্নস্তরে থাকবে কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব মুনসুর সাহেবের কাজকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব আকবর সাহেবের মনোভাব কি গ্রহণযোগ্য? যুক্তিসহ তোমরা মতামত প্রমাণ কর।

الباب الثاني : الإيمان بالله

الدرس الأول : معرفة الله سبحانه و تعالى بضوء القرآن

هو الله أحد لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر، هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده فلا ابتداء له وهو الآخر الذي لا انتهاء لوجوده فلا انتهاء له وهو الواحد المنفرد في ألوهيته وربوبيته والحمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ليس كمثله شيء فلا مثل له في ذاته ولا في صفاتيه وهو خالق كل شيء ولا تحيط به الجهات كاماً ما وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال واليه تدبير الكليات والجزئيات في الخلق كافة وهو واجب الوجود وله الكمال المطلق وله صفات ذاتية من الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر- والارادة ليس كصفات الخلق. ومن صفاتاته : "هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا يَإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعِلِّيُّ الْعَظِيمُ" (البقرة : ٢٥٥).

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহর প্রতি ইমান

প্রথম পাঠ : আল-কুরআনের আলোকে আল্লাহ তাআলার পরিচয়

আল্লাহ এক। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। তিনি প্রথম, যাঁর অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই। সুতরাং তাঁর প্রারম্ভিকতাও নেই। তিনি শেষ, যাঁর অস্তিত্বের কোনো শেষ নেই। সুতরাং তাঁর শেষ হওয়ারও কোনো প্রশ্ন নেই। তিনি এক, অত্ত্ব প্রভৃতি ও সার্বভৌমত্ব সকল ক্ষেত্রে। তিনি অমুখাপেক্ষী, কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি, কেউ তাঁর সমরক্ষ নন, কোনো বন্ধ তাঁর মত নয়, সুতরাং যাত ও সিফাতের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সমতুল নেই। সকল বন্ধুর স্বষ্টা, সামনে, পেছন, উপর, নিচ, ডান, বাম কোনো দিক তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। সৃষ্টির ছোট বড় সকল কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁর অস্তিত্ব অবিনশ্বর। তিনি নিরঙ্কুশ পূর্ণতার অধিকারী। তাঁর অনেক সত্ত্বাগত গুণাবলি রয়েছে। যেমন- চিরজীব, ক্ষমতাবান ও জ্ঞানবান হওয়া, কথা বলা, শ্রবণ করা, দেখা, ইচ্ছা পোষণ করা। তবে এসব গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলির মত নয়। তাঁর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- তিনি

চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা বা নিন্দ্রা আচ্ছন্ন করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু সবকিছুই তাঁর। তাঁর অনুমতি নিয়েই কেবল কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। তিনি সামনে ও পেছনে যা আছে সবকিছু জানেন, কোনো ব্যক্তি তাঁর ইলমকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি যতটুকু চান ততটুকু অর্জন করতে পারবেন। তাঁর কুরাসি আকাশ-জমিন পরিবেষ্টিত, এ উভয় জগতের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

الدرس الثاني : الله ربنا ورب كل شيء وحقه على العباد

الله ربنا ورب كل شيء وهو رب العالمين، لا شريك له في ربوبيته، وقد أخبر الله تعالى عن ربوبيته بنفسه بقوله : "الحمد لله رب العالمين" (الفاتحة-١) ويقوله : "قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ" (الرعد : ١٦) فهذه حجج قاطعة بأن الله هو رب الْوَحِيدِ ولا رب في الحقيقة غيره فإذا لا تجوز العبادة لغيره تعالى فله حق العبادات كلها، فلقد روى عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : يا معاذ هل تدرى ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله اعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئاً (متفق عليه).

দ্বিতীয় পাঠ : আল্লাহ সকল সৃষ্টির রব ও বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার

আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা এবং সকল কিছুর পালনকর্তা। তিনি সকল সৃষ্টি জগতের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এই রূবুবিয়তের মধ্যে তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাবুল আলামিন” (ফাতিহা ১)। তিনি আরো বলেছেন, “আপনি বলুন, আসমান জমিনের পালনকর্তা কে? বলুন, আল্লাহ”(রাদ ১৬)। এগুলো একথার অকাট্য প্রমাণ করে যে, আল্লাহই একমাত্র প্রভু। তিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অন্য কোনো পালনকর্তা নেই। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা বৈধ নয়। সকল ইবাদতের হক একমাত্র তাঁরই। হজরত মু'আয় রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “হে মু'আয! বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর হক বান্দার উপর এই যে, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না। আর বান্দার হক আল্লাহর উপর এই যে, তিনি যেন ঐ ব্যক্তিকে আয়াব না দেন যে তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না (বুখারি ও মুসলিম)।

الدرس الثالث : الله هو الشارع

ينبغي لنا ان نعلم ان الشرع ما أظهره الله لعباده من الدين، قال الله تعالى: "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا...الخ (الشورى : ١٣)" وحاصله الطريقة المعهودة الثابتة من النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو عليه الصلاة والسلام الشارع من الله تعالى، والله تعالى هو الذي شرع لنا الدين فالمأمور ما امره الله ورسوله والمنهي ما نهى الله عنه ورسوله قال تعالى : "قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (التوبه : ٩٩)" والقضاء ما قضى الله ورسوله، قال الله تعالى : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ - اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الأحزاب : ٣٦)" ، الآية فالشارع هو الله تعالى في الحقيقة وما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله تعالى فشرعيتنا هذه خاتمة الشرائع، ناسخة لما قبلها ولا تنسخ بشريعة بعدها، اذ ليس بعد كتابها كتاب ولا بعد نبيهانبي ولا يقال ان هذه شريعة قديمة، لا تصلاح لهذا العصر الجديد بل هي شريعة خالدة تصلاح لكل قوم في كل عصر لكل بلد وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "لَقَدْ تَرَكْتُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءً" (سنن ابن ماجه)

তৃতীয় পাঠ : আল্লাহ তাআলাই একমাত্র বিধানদাতা

আমাদের এ কথা জানা উচিত যে, শরিয়ত এমন বিষয়গুলোর নাম যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ রাবুল আলামিন বলেন, “দ্বীনের ঐ সকল বিষয় তোমাদের জন্য বিধান করেছেন যা দ্বারা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন” (শুয়ারা ১৩)। তার সার কথা হল, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সহজ সম্পাদনযোগ্য পত্র। সে হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনিও বিধানদাতা। আর আল্লাহই হলেন আমাদের জন্য দীনদাতা। সুতরাং, আদিষ্ট বিষয় তাই যা আল্লাহ ও রসূল নির্দেশ দিয়েছেন। নিষিদ্ধ বিষয় তাই যা আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, “তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা আল্লাহ ও পরকালে ইমান আনেনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা হারাম করেছেন তা তারা হারাম মনে করে না” (তওবা ২৯)। সিদ্ধান্ত তা-ই যা আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহ এবং রসূল কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করলে কোনো

ইমানদার নর-নারীর কোনো এখতিয়ার থাকে না।”(আহ্যাব ৩৬) শরিয়তদাতা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ এবং আল্লাহর পক্ষে থেকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন। আমাদের এই শরিয়ত পূর্ববর্তী সকল শরিয়তকে রহিতকারী সর্বশেষ শরিয়ত। এ শরিয়ত কোনো শরিয়ত দ্বারা রহিত হবে না। কেননা এই শরিয়তের কিতাবের পরে কোনো কিতাব এবং এই শরিয়তের নবির পরে কোনো নবি আসবেন না। এমনটি বলার সুযোগ নেই যে, ইহা পুরাতন শরিয়ত যা নতুন যুগের জন্য অনুপযোগী। কেননা এটি এমন কালোজীর্ণ শরিয়ত যা সকল যুগের সকল স্থানের সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে আলোক উজ্জ্বল দীনের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত দিন সমান।

الدرس الرابع : التوسل والإستعانة والاستغاثة

الوسيلة لغة ما يتقرب به إلى الغير وفي الاصطلاح "التوصل إلى الشي برغبة، قال الحرجاني : كل سبب مشروع يوصل إلى المقصود". يجوز التوسل بالأعمال الصالحة والذوات الصالحة من الأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد مماتهم وهو من الأمور المعلومة لكل ذي دين، فقد قال تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" (المائدة : ٣٥)، عطفا على التقوى الذي هو من الأعمال فيدل على ان الوسيلة فيها هي الذوات.

وعن أَسِئْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَظُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ" (مسند الصحابة في الكتب التسعة، البخاري، سنن البيهقي الكبير، دلائل النبوة للبيهقي)، وفي حديث الضرير "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهُ إِلَيْكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هُنْدِهِ فَتَقْضِي لِي اللَّهُمَّ شَفَعَةً فِي" (الترمذى ومسند أحمد والحاكم)

فهذا الحديث مع كونه دالا على جواز التوسل يدل على جواز الإستعانة من الأنبياء والصالحين، ايضا كما جاء في حديث الشفاعة : "فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغْاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (صحيح البخاري، المعجم الأوسط)

ولكن هذه الإستغاثة وذالك التوسل على إعتقداد ان المغيث والمعين الحقيقي هو الله تعالى والتتوسل والإستغاثة بالأنبياء والأولياء لكونهم عباد الله واحبائه المقربين الذين اصطفاهم، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "رَبِّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأَهُ" (مسلم، رياض الصالحين، كنوز السنة النبوية)، وكذلك التوسل بالأئـار والأماكن المقدسة، لما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحرص كل الحرص على أن يدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ما حضرته الوفاة.

চতুর্থ পাঠ : অসিলা, ইন্তেআনা ও ইন্তেগাসা

অসিলা অর্থ যার দ্বারা অন্যের নৈকট্য লাভ করা যায়। পারিভাষিক অর্থে কোনো বস্তুর কাছে আসত্তির সাথে পৌছে যাওয়া। আল্লামা জুরজানি রাহিমাল্লাহুর মতে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বৈধ সকল মাধ্যমকেই অসিলা বলে।

নেক আমল ও নবি-অলিসহ নেক বান্দাদের অসিলা করা বৈধ, তাদের জীবদ্ধশায় হোক বা ইন্তেকালের পর। সকল দীনদারের কাছে এটা জানা বিষয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে অসিলা তালাশ কর” (মায়েদা ৩৫)। এখানে অসিলাকে তাকওয়া তথা আমলের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে বুঝা যায় যে, অসিলা দ্বারা তাকওয়ার উপকরণ বা তাকওয়াধারী মুস্তাকি উদ্দেশ্য। হজরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অনাবৃষ্টি চলাকালে হজরত আবরাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অসিলায় বৃষ্টির জন্য দোআ করতেন। বলতেন, হে আল্লাহ আমরা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিলায় দোআ করলে আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। এখন আমরা আপনার কাছে নবির চাচার অসিলায় দোআ করছি। আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। তিনি বলেন, অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হল।”

হাদিসে আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দোআ শিখিয়েছেন “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি এবং আপনার প্রতি মনোনিবেশ করি নবির অসিলায় যিনি রহমতের নবি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার অসিলায় আপনার প্রভুর কাছে আমার এই প্রয়োজনে মনোনিবেশ করি যাতে আপনি আমার এই প্রয়োজন পূরণ করে দেন। হে আল্লাহ! আমার জন্য নবির শাফায়াত করুল করুন এবং নবির অসিলায় আমার দোআ করুল করুন” (তিরমিজি, আহমদ, হাকেম)। এই হাদিসটি অসিলার বৈধতার পাশাপাশি নবি ও অলিদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার বৈধতার উপরও প্রমাণ প্রদান করে।

অন্য হাদিসে এসেছে, “হাশরের ময়দানে মানুষ হজরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে অতঃপর হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর কাছে, অতঃপর মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। তবে সাহায্য প্রার্থনা এবং ঐ অসিলা এই বিশ্বাস নিয়ে হতে হবে যে, প্রকৃত সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ। আর নবি ও অলিগনের সাহায্য ও অসিলা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত বন্ধু তাদেরকে তিনি বাছাই করেছেন। রসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন, “অনেক আল্লাহর বান্দা আছেন যারা জীর্ণ শীর্ণ, মানুষের দরজায় প্রত্যাখ্যাত, তাঁরা যদি আল্লাহর কাছে কিছু চায় আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন।” পবিত্র স্থান ও পবিত্র জায়গার অসিলাও অনুরূপ। কেননা, বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ওফাত এর সময় তিনি রসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর পাশে সমাহিত হওয়ার জন্য মনের আকৃতি জানিয়েছিলেন।

الدرس الخامس : حكم النذر في الإسلام

النذر التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشرّع لذالك، مثل ان يقال ان
نجحت في الامتحان اذبح لله شاة فالنذر عبادة قديمة، كانت قبل الإسلام كنذر مريم : "رَبِّ
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (آل عمران : ٣٥)"، والنذر مأمور بالايفاء مالم يكن في
معصية الله تبارك وتعالى، قال تعالى : "وَلْيُوقِفُوا نُذُورَهُمْ (الحج : ٢٩)"، وقال النبي صلى الله
عليه واله وسلم : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِ
(البخاري ومسلم)

ثم النذر على مقابر الأولياء فيه مقال والأصح أن النذر لله اذا قصد به التبرع على من حولها
من الفقراء والمساكين فلا بأس به ولا ينبغي لخادم الشيخ اخذه ولاأكله ولاالتصرف فيه
بوجه من الوجوه إلا ان يكون فقيرا وله عيال فقراء، وقد روى "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ
لِصَنِئِ قَالَتْ لَا قَالَ لِوَثِينٍ قَالَتْ لَا قَالَ أُؤْفِي بِنَذْرِكِ ". (ابوداود و مسند الصحابة في الكتب
التسعة)

পঞ্চম পাঠ : ইসলামে মানতের বিধান

শরিয়ত সম্মত শব্দ দ্বারা কোনো পুণ্যের কাজ নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়াকে মান্নত বলে। যা শরিয়তের মূলে অপরিহার্য নয়। যেমন কেউ বলল, আমি পরীক্ষায় পাস করলে একটি বকরি জবাই করার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করলাম। মান্নত এমন একটি ইবাদত যা ইসলামের পূর্বেও ছিল। যেমন হজরত মরিয়ম আলাইইস সালাম মান্নত করেছেন, “আল্লাহ আমার গর্ভে যা আছে তা আপনার জন্য মুক্ত করে দেয়ার আমি মান্নত করলাম” (আল ইমরান ৩৫)। আল্লাহর নাফরমানির বিষয়ে মান্নত করা না হলে সকল মান্নতই পূর্ণ করার নির্দেশ আছে। আল্লাহ পাক বলেন, তারা যেন তাদের মান্নতসমূহ পূর্ণ করে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মান্নত করে সে যেন আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানি করার ক্ষেত্রে মান্নত করে সে যেন আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকে” (বুখারি ও মুসলিম)।

অলিদের কবর ও মাজারে মান্নত এর ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। শুন্দতম কথা হল-ঐ সকল মান্নত দ্বারা যদি মাজাহরের আশে পাশে বসবাসকারী ফকির মিসকিনদের প্রতি সহায়তার নিয়ত করা হয় তবে সে মানতে কোনো ক্ষতি নেই।

তবে ঐ অলির খাদেম নিজে ফকির না হলে এবং তার অসহায় পরিবার না থাকলে তার পক্ষে কোনোভাবেই উক্ত মান্নত গ্রহণ করা, ভক্ষণ করা কিংবা তাতে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি অমুক জায়গায় (একটি পশু) জবাই করার মান্নত করেছি। ঐ স্থান, যেখানে জাহেলি যুগের লোকেরা জবাই করত। তখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো দেবতার জন্য? মহিলা বললেন, না। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো মূর্তির জন্য? মহিলা বলল, না। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন, তোমার মান্নত পূরণ কর। (আবু দাউদ)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। অসিলা কী?

ক. যার দ্বারা অন্যের নৈকট্য লাভ করা যায়

খ. যার দ্বারা আল্লাহর হৃকুম পালিত হয়

গ. ইসলাম সমুন্নত হয়

ঘ. সুন্দর জীবন গঠন করা যায়

২। সকল ইবাদতের হকদার

- ক. আল্লাহ ও রসূল
গ. আল্লাহর অলি

- খ. একমাত্র আল্লাহ
ঘ. আল্লাহর বান্দা

৩। কোনো পুণ্যের কাজ নিজের উপর অপরিহার্য করাকে বলা হয়।

- ক. ইহসান
গ. মান্নত

- খ. ইমান
ঘ. তাকওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

নাহিদ একজন কলামিষ্ট। কিন্তু সে মনে করে আল্লাহ কেন একমাত্র বিধান দাতা হবেন? বিধানতো আমরাই লিখতে পারি।

৪। নাহিদের কথা কিসের বিপরীত?

- ক. ইসলামের
গ. সম্মানের

- খ. তাওরাতের
ঘ. অসিলার

৫। এখন তার কি করা উচিত-

- i. নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করা
- ii. তওবা করা
- iii. চুপ করে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. iii

- খ. ii
ঘ. i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

সুমন নামাজ পড়ে, সে কামালকে বলল, অসিলা ও মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে। অন্যের নামে বা অন্যের জন্য করলে শেরক হবে। তার কথা শুনে কামাল বলল, তোমার কথা সঠিক তবে অসিলা আল্লাহর জন্য খাস নয়।

ক. অসিলা, ইস্তেআনা ও ইস্তেগাসা অর্থ কী?

খ. মহানবি সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন “তোমার মান্নত পূর্ণ কর” এর ব্যাখ্যা কর।”

গ. সুমন ও কামালের কথাটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

ঘ. কামালের কথাটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

الباب الثالث : الإيمان بالرسل

الدرس الأول : العقيدة بختم النبوة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

ان سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم اول النبي في الخلق وختم به النبوة بالبعث كما قال الله سبحانه وتعالى : "مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" (الأحزاب : ٤٠)، وانه صلى الله عليه واله وسلم قال : "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي" (سنن أبي داود). وايضا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "لَا نَبِيٌّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةٌ بَعْدَ أُمَّتِي" (دلائل النبوة للبيهقي). وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرٌ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرٌ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفِّعٍ وَلَا فَخْرٌ" (خصائص الكبرى ، الدارمي). فمن انكر خاتمية النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد كفر. قال ابن كثير ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال مضل، قد انعقد اجماع الامة على هذه الحقيقة.

وان النبي صلى الله عليه واله وسلم له حياة خاصة حقيقية جسمانية برزخية والأنبياء كلهم احياء في قبورهم يصلون كما شهد به النص وقال تعالى في حق الشهداء : "بَلْ أَحْيَاهُ إِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (آل عمران : ١٦٩). ومعلوم ان الانبياء اعلى مكانا وشرفا من الشهداء فهم اتم واكملا منهم حياة برزخية وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخبر : ان الله حرم علي الأرض ان تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق، (ابن ماجة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء احياء في قبورهم. (أبو يعلى)

فللأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ حياة لها خصائص انفردوا بها من غيرهم من عامة المؤمنين وحياة نبينا صلى الله عليه واله وسلم في البرزخ اكمل من حياة الانبياء الآخرين كما لا يخفى فهو يراقب اعمالنا كل حين. كما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهُ وَسْلَمَ قَالَ : " حَيَا تِي خَيْرٌ لَكُمْ تَحْدِثُونَ وَتُخَدِّثُ لَكُمْ ، وَوَقَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدَتِ اللَّهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرًّا سْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ " (رواه البزار).

তৃতীয় অধ্যায় : ইমান বির রসুল

প্রথম পাঠ

খতমে নবুয়্যাত এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত আকিদা

খতমে নবুয়্যাত বা নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি রিসালাতের প্রতি আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি হিসেবে প্রথম নবি। আর অভিভাবক হিসেবে তাঁর মাধ্যমেই নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ” (আহ্যাব-৪০)।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যাবাদী আসবে যারা সকলেই নিজেকে নবি বলে দাবি করবে। অথচ আমি সর্বশেষ নবি আমার পর কোনো নবি নেই” (বায়হাকি)। তিনি আরো বলেন, “আমার পরে কোনো নবি নেই, আমার উম্মতের পরেও কোনো উম্মত নেই” (বায়হাকি)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি রসুলগণের দলপতি, এতে আমার গর্ব নেই, আমি শেষ নবি এতে আমার অহংকার নেই, আমিই প্রথম শাফায়াতকারী যার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে, এতেও আমার গর্ব নেই” (খাসাইসূল কুবরা, বায়হাকি)। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ নবি হওয়াকে অঙ্গীকার করবে সে নিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনু কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, “জানতে হবে যে, তারপর যে কেউ এ পদের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট। এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে এক বিশেষ ধরণের জীবন রয়েছে, তাঁর শারীরিকভাবে বিদ্যমানতা ও বরফথি জীবন প্রনিধানযোগ্য। অকাট্য দলিলের আলোকেই সকল নবি আপন আপন মাজারে জীবিত আছেন এবং নামাজ আদায় করছেন। আল্লাহ পাক শহিদদের প্রসঙ্গে বলেছেন, “বরং তাঁরা জীবিত, তাঁদের প্রভুর কাছ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছেন” (আলে ইমরান ১৬৯)। আর বলা বাহ্যিক যে, নবিগণ শহিদদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার। সে কারণে তাঁদের বরফথি জীবনের শক্তি শহিদ থেকে আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক নবিদের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন; নবিগণ জীবিত এবং

ରିଜିକ ପାଞ୍ଚେନ । ତିନି ଆରୋ ବଲେନ, ନବିଗଣ ତାଦେର ନିଜନିଜ କବରେ ଜୀବିତ । ସୁତରାଏ ବୁଝା ଗେଲ, ସାଧାରଣ ଇମାନଦାରଦେର ଥେକେ ଭିନ୍ନତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ-ମନ୍ତିତ ଏକ ଧରଣେର ବିଶେଷ ବର୍ଯ୍ୟାଖ୍ୟ ଜିନ୍ଦେଶି ଆଛେ ନବିଦେର । ଆମାଦେର ପ୍ରିୟନବି ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓସା ସାଲ୍ଲାମ ଏର ବର୍ଯ୍ୟାଖ୍ୟ ହାୟାତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବିଦେର ଚେଯେଓ ଅଧିକତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯା ଅତୀବ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତିନି ଆମାଦେର ଆମଲସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରଛେ । ସେମନ ହଜରତ ଆନ୍ଦୁଲ୍ଲାହୁ ଇବନେ ମାସଉଦ ରାଦିୟାଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରସୁଲୁଲ୍ଲାହୁ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓସା ସାଲ୍ଲାମ ଇରଶାଦ କରେଛେ, “ଆମାର ଇହ ଜଗତର ହାୟାତ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର, କେନନା ଆମି ତୋମାଦେର ସାଥେ କଥା ବଲଛି ତୋମରା ଆମାର ସାଥେ କଥା ବଲଛ । ଆର ଆମାର ଇଷ୍ଟେକାଳଓ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର । କେନନା ତୋମାଦେର ଆମଲସମୂହ ଆମାର କାଛେ ଉପସ୍ଥାପନ କରା ହବେ । ସେଥାନେ ନେକ ଆମଲ ଦେଖଲେ ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ଶୁକରିୟା ଆଦାୟ କରବ ଏବଂ ବଦ ଆମଲ ଦେଖଲେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ” (ବାୟଧାର) ।

الدرس الثاني : الاعتقاد بالمعراج ونتيجة إنكاره

والمراج بالروح والجسد في اليقظة حق ثابت نطق به القرآن بما قال تعالى : سُبْحَانَ اللَّذِي أَنْسَرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ لِتُرِيهَ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الإسراء : ١). فالمعراج من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم من المسجد الاقصى الى السموات السبع ثم منها الى ماشاء الله حتى قال تعالى : " ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى " (النجم : ٩، ٨). ثم انه صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما عبر عنه القرآن : " مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى " (النجم : ١١). وقال تعالى : " مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى " (النجم : ١٧). وفي التفسيرات الأحمدية أن المراج الى بيت المقدس ثابت بالقرآن فالإنكار به انكار بالقرآن، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لما فرغت ما كان في بيت المقدس، أتي بالمعراج، ولم أر شيئاً قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر، فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء " (تهذيب الآثار للطبراني وسيرة ابن هشام).

وأول من صدقه في المعراج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذا سمي صديقاً وانكره الكافرون الضالون وسألوه عن علامات بيت المقدس وعد جماهم واحوالها فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما كان فصدقه بعضهم في ذلك وانكره الشقي الابدي.

দ্বিতীয় পাঠ : মেরাজের প্রতি বিশ্বাস ও তা অঙ্গীকার করার পরিণাম

রুহ ও শরীর নিয়ে জাহাত অবস্থায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেরাজ গমন - সত্য ও প্রমাণিত। এ ব্যাপারে কুরআন সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “পবিত্র ঐ সত্ত্বা যিনি স্বীয় প্রিয় বান্দাকে রাতের কোনো অংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমন করিয়েছেন, যার চতুর্পার্শকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাকে আমার নির্দর্শনাবলি দেখাতে পারি। নিচ্যই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃষ্টি” (ইসরা ১)। মেরাজ বলতে ঐ সফরকে বুঝায়, যে সফর মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা, অতঃপর মসজিদে আকসা থেকে সগুষ্ঠ আসমান পর্যন্ত এবং সেখান থেকে উর্ধ্ব জগতে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন ততটুকু পর্যন্ত। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “অতঃপর তিনি নিকটে এসেছেন এবং অতীব নিকটবর্তী হয়েছেন। এমনকি দুই ধনুকের মত নিকটবর্তী হয়েছেন এমনকি আরও অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছেন” (নজর ৮-৯)। অতঃপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রভুকে দেখেছেন। যেমনটি আল কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে, “তিনি যা দেখেছেন অন্তর তাকে অঙ্গীকার করেনি” (নজর ১১)। আল্লাহ বলেন, “দৃষ্টি বক্ত হয়নি এবং লক্ষ্যচ্ছৃত হয়নি” (নজর ১৭)। তাফসিরাতে আহমদিয়া কিতাবে আছে, বাযতুল মোকাদ্দাস থেকে উর্ধ্ব জগতের মেরাজও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিধায় তা অঙ্গীকার করা মানে কুরআনকে অঙ্গীকার করা।

হজরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন “আমি বাযতুল মোকাদ্দাসের কাজ সম্পন্ন করার পর উর্ধ্ব জগতে উঠার মেরাজ বা সিড়ি আনা হল, এমন সুন্দর বস্তু আর কখনও দেখিনি। এটি সম্মুখে এলে তোমাদের মৃত্যুও চোখ খুলবে। আমার সাথী আমাকে উক্ত সিড়িতে আরোহণ করালেন, তারপর এক এক দরজা পার হয়ে আকাশসমূহ অতিক্রম করলাম”(তাহজিবুল আসার লিত তবরী, সিরাতে ইবন হিশাম)।

মেরাজকে সর্বাঞ্জে যিনি সত্য বলে স্বীকার করেছেন তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সে কারণে তাকে সিদ্দিক বলা হয়। পথভৰ্ত কাফের মেরাজকে অঙ্গীকার করে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বাযতুল মোকাদ্দাসের চিহ্নাবলি, কাফেলার উঠের অবস্থা ও সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। তিনি সব কিছু বর্ণনা করলেন যেমনটি বাস্তবতায় ছিল। তা শুনে কেউ তাকে বিশ্বাস করল আর চিরহতভাগা যারা তারাই অঙ্গীকার করল।

الدرس الثالث : معجزات الانبياء عليهم السلام

المعجزة امر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به اظهار صدق من يدعي انه رسول من الله وقد توافت الكتب بمعجزات الانبياء الكرام عليهم السلام ككون عصا موسى حية تسعى وناقة صالح وإحياء الأموات لعيسى وكون السار بردا وسلاما على إبراهيم عليهم السلام وغيره، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكثراً من ان تختص واظهر من ان تبين فهو ذاته معجزة قال تعالى : "قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ" (النساء : ١٧٤). فلا مجال لمؤمن ان ينكر معجزة من معجزات الانبياء عليهم السلام لأن الله تعالى عد للإعراض والإإنكار بعد رؤية المعجزة كفرا في كثير من الآيات.

তৃতীয় পাঠ : আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের মু'জিয়া

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল দাবিদারদের সত্যতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নবুয়তের দাবির সাথে সম্পৃক্তভাবে মঙ্গল ও কল্যাণের কারণ হিসেবে স্বাভাবিকভার বিপরীত যে ঘটনা ঘটে তাকে মু'জিয়া বলা হয়। নবিগণের মু'জিয়ায় কিতাবসমূহে পরিপূর্ণ। যেমন, হজরত মুসা (আলাইহি ওয়া সালাম)-এর লাঠি দ্রুতগতি সম্পন্ন সাপে পরিণত হওয়া, হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের উট, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, হজরত ইব্রাহিম আলাইহি সালামের জন্য অঞ্চিৎ আরামদায়ক হওয়া ইত্যাদি। আর আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর মু'জিয়া এত অধিক যে তা গণনা করে শেষ করা যায় না, এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর পুরো সত্ত্বাই মু'জিয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমাদের কাছে প্রভুর নিকট থেকে বুরহান (মু'জিয়া) এসেছে” (নিসা ١٧٨)। সুতরাং ইমানদারের পক্ষে কোনো নবির মু'জিয়াই অঙ্গীকার করার অবকাশ নেই। মু'জিয়া দেখার পর তা অঙ্গীকার করা বা বিমুখ হওয়াকে অনেক আয়তে আল্লাহ তাআলা কুফর হিসেবে গণ্য করেছেন।

الدرس الرابع : التعظيم والمحبة لأهل بيته صلى الله عليه وسلم

ان النسب النبوى الشريف هو اشرف نسب واطيبه واظهره وازakah على الإطلاق وكذلك الانبياء كانوا يبعثون في اشرف اقوامهم وقد جاء في الحديث انه صلى الله عليه واله وسلم قال

: بَعُثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّىٰ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ" (رواه البخاري).

كذاك ذريته من الأطهار. لقوله تعالى : "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِّبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الأحزاب : ٣٣). فأهل بيته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرفهم الله وكرمهم فعل المؤمنين ان يعظموهم ويحبوهم وكيف لا وقد قال تعالى : "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى" (الشوري : ٤٣). وقد صر عنده صلى الله عليه واله وسلم : "وَاللَّهُ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ إِلَّا يُمَانُ حَتَّىٰ يُجْبَهُمُ اللَّهُ وَلِقَارَبَتِهِمْ مِنْيَ" (مسند الصحابة في الكتب التسعة والترمذى).

قال الإمام الشافعى رحمه الله عنه :

يا اهل بيته رسول الله حبكم + فرض من الله في القرآن انزله

يكتفىكم من عظيم القدر انكم + من لم يصل عليكم لاصلوة له

وقد أكد رسول الله صلى عليه واله وسلم التمسك بالقرآن وأهل البيت كما رواه مسلم "انى تارك فيكم الثقلين اوهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فتمسكون بكتاب الله عز وجل وخذلوا به، وحث فيه ورثي اذكركم الله في اهل بيتي ثلاث مرات".

চতুর্থ পাঠ

ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାନ୍ନାନ୍ନାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ-ଏର ଆହଙ୍କେ ବାଯେତେର ପ୍ରତି ମୁହର୍ବତ ଓ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପ୍ରିୟନବି ସାନ୍ନାନ୍ନାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ-ଏର ନସବ ତଥା ବଂଶ ସନ୍ଧାନ୍ତ, ଉଚ୍ଚ, ପବିତ୍ର ଓ ଶ୍ରେষ୍ଠ ବଂଶ । ଅନୁରାପ ସକଳ ନବି ଆପନ ସମ୍ପଦାଯେର ଶ୍ରେষ୍ଠ ବଂଶେ ପ୍ରେରିତ ହେବେଣ । ହାଦିସ ଶରିଫେ ଏସେହେ, ପ୍ରିୟନବି ସାନ୍ନାନ୍ନାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଇରଶାଦ କରେବେଳ, "ଆମି ବନି-ଆଦମେର ଉତ୍ତମ ବଂଶେ ପ୍ରେରିତ ହେବେଛି । ଯୁଗେର ପର ଯୁଗ ଧରେ ପିତୃ ପରମ୍ପରାଯ । ଅବଶେଷେ ଐ ଯୁଗ ଯେଥାନେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମି ଆଛି" (ବୁଖାରି) ।

তাঁর বৎসরগণও পবিত্র। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই হে আহলে বাইত, আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্র বস্তু দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করতে” (আহ্যাব ৩৩)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহলে বায়াতকে মহান আল্লাহ সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। সুতরাং ইমানদারদেরও দায়িত্ব তাঁদেরকে মর্যাদা দেয়া ও মুহূর্বত করা। আর কেনই বা নয় যেখানে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “আপনি বলুন, আমি এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না, চাই শুধু আমার বৎসরগণের প্রতি ভালবাসা” (গুয়ারা ২৩)। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “(হে আমার বৎসরগণ) আল্লাহর কসম! আল্লাহর ওয়ান্তে এবং আমার সাথে তোমাদের বৎস সম্পর্কের কারণে কেউ তোমাদেরকে মুহূর্বত না করলে তার অন্তরে ইমান প্রবেশ করবে না” (মুসনাদে সাহাবা ফিল কুতুবিত তিসয়া, তিরমিজি)। ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

“আহলে বাইতে রসূল ফরজ তোমাদের ভালবাসা
নাজিলকৃত কুরআন মাঝে তাইতো লেখা
তোমাদের প্রতি সম্মান শেষ হবার নয়
তোমাদের প্রতি দরংদ ছাড়া নামাজ নহি হয়।”

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরার উপর তাগিদ দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহে আলাইহ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি আল্লাহর কিতাব, তথায় হেদায়াত ও নুর রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধর এবং গ্রহণ কর। তিনি আল্লাহর কিতাব বিষয়ে অনেক প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর বললেন, আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি”, একথা তিন বার বললেন।

الدرس الخامس: أهمية الصلوة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء

قال الله تعالى : "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الأحزاب : ٥٦). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُظِّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطَّيَّاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (السنن الكبرى للنسائي).

فالصلة عليه امرنا الله تعالى بها كما امرنا بسائر العبادات لكن الله اثر لنفسه الصلة على نبيه صلى الله عليه واله وسلم فقط دون سائر الاعمال فهذا دليل واضح على ان الصلة والسلام على نبيه صلى الله عليه واله وسلم مما يحبه الله تعالى فالاعمال بما يحبه الله يقبله الله، ولذلك جعل الله تعالى الصلة عليه في صلواتنا كلها وكذا عند الدعاء.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كُنْتُ أَصْلِيْ وَالثَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدْأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى الثَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهَّ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي ، فَقَالَ الثَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سَلْ تُعْطَهُ" (سنن الترمذى)، وعن علی رضى الله عنه قال : "ما من دعاء الا بينه وبين الله حجاب حتى صلي على النبي وآلہ، فإذا فعل ذلك اخرق الحجاب، ودخل الدعاء، وإذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء". (الديلمي، كنز العمال).

পঞ্চম পাঠ : দোআৱ সময় দৱল্দ শৱিফ পাঠ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “নিচয়ই আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশতাগণ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর সালাত (দৱল্দ) প্রেরণ করেন। ওহে যারা ইমান এনেছ তোমরাও তাঁর উপর সালাত (দৱল্দ) পড় এবং তাঁজিমের সাথে সালাম পেশ কর” (আহ্যাৰ ৫৬)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দৱল্দ পড়বে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাজিল করবেন, দশটি গুনাহ তার আমলনামা থেকে মুছে দিবেন, তার মর্যাদা দশ গুণ উন্নত করবেন” (সুনানুল কুবৱা লিন নাসাই)।

আল্লাহ পাক যেভাবে আমাদেরকে অন্যান্য সকল ইবাদত-বন্দেগি করার নির্দেশ দিয়েছেন অনুরূপভাবে প্রিয় নবির উপর দৱল্দ পড়ার নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য অন্যান্য সকল আমল থেকে শুধুমাত্র তার নবির উপর সালাত প্রেরণকে বেছে নিয়েছেন।

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দৱল্দ পাঠ আল্লাহ রাকুল আলামিনের নিকট প্রিয় আমলের মধ্যে অন্যতম। আর আল্লাহ তাআলার পছন্দের আমলসহ যে আমল করা হয় তা তিনি কুবুল করেন। এজন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল সালাতের মধ্যে তাঁর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দৱল্দ পাঠ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে দোআৱ মধ্যেও দৱল্দ পাঠের গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হজরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি সালাত আদায় করছিলাম আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একত্রে বসা ছিলেন। আমি তাদের সাথে বসেই

ଆଲାହ ତାଆଲାର ଉଚ୍ଛାସିତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁ କରଲାମ । ଏରପର ନବି ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଉପର ଦରଳଦ ପଡ଼ିଛିଲାମ । ଏରପର ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଦୋଆ କରଲାମ । ଏରପର ରସୁଲାଲାହ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲଲେନ, ତୁମି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୋମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର ହବେ" (ସୁନାନେ ତିରମିଜି) । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ହଜରତ ଆଲି ରାଦିଆଲାହୁ ତାଆଲା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହାଦିସଟି ଅତ୍ର ହାଦିସେର କାହାକାହି ମର୍ମ ବହନ କରେ, ଆର ତା ହଲ, ଯେ କୋଣୋ ଦୋଆ ଓ ଆଲାହର ମାରୋ ପର୍ଦା ଥାକେ ଯତକ୍ଷଣ ନା ନବି କରିମ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଓ ତାର ବଂଶଧରଗଣେର ଉପର ଦରଳଦ ପଡ଼ା ହୟ । ସଖନ ଦରଳଦ ପଡ଼ା ହୟ ପର୍ଦା ଛିଲ୍ ହୟ ଏବଂ ଦୋଆ ଆଲାହର ଦରବାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଆର ଯଦି ଦରଳଦ ପଡ଼ା ନା ହୟ ଦୋଆ ଫିରେ ଆସେ (କବୁଲ ହୟନା) (ଦାୟଲାମୀ, କାନ୍ୟୁଲ ଉମ୍ମାଲ) ।

الدرس السادس : نزول سيدنا عيسى عليه السلام

قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام : " وَمَا قَتَلُواْ وَمَا صَلَبُواْ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ " (النساء : ١٥٧). قال تعالى : " بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ " (النساء : ١٥٨). فهو حي رفعه الله حياً إلى السماء الثانية وسينزل إلى الأرض، وإن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : " يَنْزُلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَاماً عَادِلاً وَحَكَماً مُقْسِطًا فَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَفِي رَوَايَةٍ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَعْطُلُ الْمِلَلَ حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ وَيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ وَتَقْعُدُ الْأَمْمَةُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْإِلِلُ مَعَ الْأَسْدِ جَمِيعاً وَالثُّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذَّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبُ الصَّبِيَّانُ وَالْغُلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَنْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنْكُثَ ثُمَّ يُتَوَفَّ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفَنُونَهُ " (مسند أحمد).

وروى ابن عساكر انه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر في الحجرة النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَادِلاً وَإِمَاماً مُقْسِطًا " (مسند احمد والبخاري). قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيهِمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ " (البخاري)، وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " من ادرك منكم عيسى بن مريم فليقرأه مني السلام " (المستدرك ومصنف ابن ابي شيبة).

ষষ্ঠ পাঠ : সাঈয়িদুনা ইসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ

হজরত ইসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তারা তাঁকে হত্যাও করেনি আর শূলেও চড়ায় নি বরং তাদের কাছে (অন্য একজনকে তাঁর সাদৃশ করে দেয়া হয়েছে)” (নিসা ১৫৭)। আল্লাহ তাআলা বলেন, “বরং আল্লাহ তাঁকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন” (নিসা ১৫৮)। সুতরাং তিনি জীবিত, আল্লাহ পাক তাঁকে জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর অচিরেই তিনি পৃথিবীতে নেমে আসবেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন, “ইসা (আলাইহিস সালাম) ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফগার বিচারক হয়ে (আসমান থেকে) নেমে আসবেন। অতঃপর ত্রুণ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, অন্য বর্ণনায় আছে, কর রহিত করবেন এবং বাতিল ধর্মসমূহ দূরীভূত করবেন। ফলে তাঁর আমলে ইসলাম ছাড়া সব বাতিল ধর্ম নস্যাত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তাঁর যমানায়ই চরম মিথ্যুক ও এক চোখ অঙ্গ দাঙ্গালকে ধ্বংস করবেন। জমিনে শান্তি-শৃংখলা বিরাজ করবে। এমনকি উট সিংহের সাথে, চিতাবাঘ গাভীর সাথে, নেকড়ে বাঘ বকরীর সাথে, শিশু কিশোররা সাপ-বিচুর সাথে খেলা-ধূলা করবে অথচ কেউ কারো ক্ষতিসাধন করবে না। আল্লাহ পাকের যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত হজরত ইসা আলাইহিস সালাম জমিনে থাকবেন। এরপর তাঁর ইন্তেকাল হবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাজা নামাজ পড়বেন এবং তাঁর দাফন সম্পন্ন করবেন” (মুসনাদে আহমদ)। ইবনে আসাকের বর্ণনা করেন, তাঁকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম, হজরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) ও হজরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এর পার্শ্বে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের হুজরা মোবারকে দাফন করা হবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন, “যার হাতে আমার প্রাণ সে সন্তুর শপথ করে বলছি। অতি সত্ত্বর তোমাদের নিকট মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর পুত্র ন্যায় নিষ্ঠাবান শাসক হিসেবে আগমন করবেন” (মুসনাদে আহমদ, বুখারি)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন, “তোমাদের তখন কেমন লাগবে যখন মরিয়ম (আলাইহি ওয়া সালাম) এর পুত্র তোমাদের মাঝে আগমন করবেন এবং ইমাম হবে তোমাদের (উম্মতে মুহাম্মদিয়ার) থেকে” (বুখারি)। হজরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর পুত্র ইসা (আলাইহিস সালাম) কে পাবে সে যেন তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানায়” (আল মুসতাদরাক, মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা)।

ଅନୁଶୀଳନୀ

କ. ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ:

୧। **ଖାତମ ନ୍ବିଦୀମାନେ-**

- | | |
|--------------------|----------------|
| କ. ନବିର ମୋହର | ଖ. ସର୍ବଶେଷ ନବି |
| ଗ. ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନବି | ଘ. ନବିର ଆଦର୍ଶ |

୨। **ନବିଗଣ କବରେ କୀ କରଛେନ ?**

- | | |
|--------------------|---------------------|
| କ. ନାମାଜ ପଡ଼ୁଛେନ | ଖ. ବିଚରଣ କରଛେନ |
| ଗ. କୁରାଅନ ପଡ଼ାଇଛେନ | ଘ. କାନ୍ନାକାଟି କରଛେନ |

୩। **ହଜରତ ଇସା (ଆଲାଇହିସ ସାଲାମ) ଆଗମନ କରେ -**

- i. ଦାଙ୍ଗାଳ ଧ୍ୱଂସ କରବେନ
- ii. ଉତ୍ସତେ ମୁହାମ୍ମଦିର ନେତୃତ୍ୱ ଦିବେନ
- iii. ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନା କରବେନ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

- | | |
|-----------|-------------|
| କ. i | ଖ. ii |
| ଗ. i ଓ ii | ଘ. ii ଓ iii |

ନିଚେର ଉଦ୍ଦୀପକଟି ପଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

ଇଲିଆଛୁର ରହମାନ ଏକଜନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ । ସେ ବଲଲ ଆମାର ଧାରଗା, ମେରାଜେର ଘଟନା ଏକଟି କାନ୍ନାକାଟି ସ୍ଵପ୍ନେର ବର୍ଣ୍ଣନା ।

୪। **ଇଲିଆଛୁର ରହମାନେର ବଞ୍ଚଯ କେମନ?**

- | | |
|---------------|---------------|
| କ. ଅସତ୍ୟ | ଖ. କାନ୍ନାକାଟି |
| ଗ. ଧାରଗାଥ୍ସୂତ | ଘ. ସଠିକ |

৫। ইলিয়াচুর রহমানের জন্য উচিত হচ্ছে -

- i. তওবা করে সঠিক পথে আসা
- ii. তার বক্তব্য প্রচার করা
- iii. উক্ত বক্তব্যে সুদৃঢ় থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|--------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

হায়াতুন্নবি নামক বইয়ের শিরনাম দেখে আশরাফুল বলল, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবি নন। কারণ তিনি মারা গেছেন। তার কথা শুনে ইমরান বলল, তোমার কথা কুরআন হাদিস পরিপন্থী।

ক. হায়াতুন্নবি কাকে বলে?

খ. “চাই শুধু আমার বংশধরদের প্রতি ভালবাসা” ব্যাখ্যা কর?

গ. আশরাফুলের বক্তব্য কুরআন হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমরানের বক্তব্য পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

الباب الرابع: الإيمان بالكتب

صيانة القرآن عن التحرif

انزل الله تعالى على الأنبياء كتاباً وصحفاً كالتوراة على سيدنا موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام والزبور على داود عليه السلام والقرآن كتاب الله الذي لا كتاب بعده انزل على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي ل النبي بعده فهو خاتم النبيين كما ان القرآن اخر الكتب السماوية فالقرآن باق على حاله ما بقيت الدنيا لا يتبدل حرف منه ولا حرفة انزله الله تعالى وذالك لأن الله يحفظ القرآن تعالى حيث قال : "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" (الحجر : ٩). وقال تعالى : "لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ" (يوسوس : ٦٤). وانه لكتاب عزيز : "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" (فصلت : ٤٤). وقد تمت عنانية الهمة بالقرآن حيث تحدى من خالفه من الكفار والمرجفين بقوله : "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شَهَادَاتِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا" (البقرة : ٢٣ ، ٢٤). فالقرآن هو الخالد الى ابد الدهر، الجديد الذي لا تبل جدته مهما تقدم الرمان انزله الله : "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" (إبراهيم : ١). ويهدىهم الى الحق ويسلك بهم طريق الرشاد فلا سبيل الا التمسك به قال تعالى : "وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ" (الزخرف : ٤٤). وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "تَرَكْتُ فِيهِمْ أَمْرَنِينَ لَنْ تَضْلُلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ ، وَسَنَةَ رَسُولِهِ" (الموطأ لامام مالك رحمه الله، جامع الأصول في أحاديث الرسول)

চতুর্থ অধ্যায় : ইমান বিল কৃতুব

বিকৃতি থেকে কুরআনের সুরক্ষা

আল্লাহ তাআলা নবিদের উপর ছোট ছোট এবং পূর্ণাঙ্গ বহু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন- হজরত
মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর তাওরাত, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর ইঙ্গিল এবং

হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর উপর জাবুর নাজিল করেন। আর কুরআন আল্লাহর এমন কিতাব, যার পর আর কোনো কিতাব নাজিল হবে না- তা আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাজিল করা হয়েছে। যার পরে আর কোনো নবি নেই। তিনিই শেষ নবি। কুরআন সর্বশেষ আসমানী ছান্ত। যত দিন পর্যন্ত পৃথিবী থাকবে ততদিন পর্যন্ত পবিত্র কুরআন অবিকৃত অবস্থায় টিকে থাকবে। তার একটি হরকত কিম্বা সাকিনও পরিবর্তন হবে না যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের হিফাজতের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, “আমিই পবিত্র স্মারকছান্ত (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আর আমি নিজেই তা সংরক্ষণ করবো” (হিজর-৯)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহর বাণীতে কোনো রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন আসে না” (ইউনুস-৬৪)। ইরশাদ হচ্ছে, “আর এটা সম্মানিত কিতাব যার সামনের দিক থেকে কিংবা পিছনের দিক থেকে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না। প্রশংসিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ” (ফুসসিলাত-৪২)। কুরআন সম্পর্কে ঐশী গুরুত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে-যেহেতু কুরআন তার প্রতিপক্ষ কাফের মুশুরিকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, “আমি আমার প্রিয় বন্ধুর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাক, তবে তার (কুরআনের) সাদৃশ্য একটি মাত্র সুরা তোমরা প্রস্তুত কর। আর (এ কাজের জন্য) তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সহযোগিদের আহবান কর, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তোমরা তা করতে না পার। আর তোমরা তো তা কঞ্চিতকালেও করতে পারবে না” (বাকারা ২৩-২৪)। অতএব, কুরআন কালোভীর্ণ, চিরন্তন, চির নতুন। কালের আবর্তনে তার নতুনত্ব পুরাতন হয় না। মানুষকে অঙ্গকার থেকে আলোতে এনে সত্যের দিশা দিতে এবং সঠিক পথে চালাতে মহান আল্লাহ তা নাজিল করেন। সে কারণে পবিত্র কুরআন আঁকড়ে ধরার বিকল্প নেই। যেমনটি তিনি বলেছেন, “এটা আপনার জন্য নসিহত এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য-যা তারা অচিরেই বুঝতে পারবে” (যুখরুফ ৪৪)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি তোমাদের মাঝে দুঁটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কখনও পথ-ভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ” (মুয়াত্তা মালেক, জামিয়ুল উসুল ফী আহাদিসুর রসুল)।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। তওরাত নাজিল হয় কার উপর ?

ক. হজরত আদম আলাইহিস সালাম

গ. হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

খ. হজরত নূহ আলাইহিস সালাম

ঘ. হজরত ইসা আলাইহিস সালাম

୨। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂବିଧାନ କୋନଟି?

କ. ତଓରାତ

ଖ. ଯାବୁର

ଗ. କୁରାନ

ଘ. ଇଞ୍ଜିଲ

୩। କୁରାନ ମାନୁଷକେ ଦେଖାଯ -

i. ହେଦାୟେତେର ପଥ

ii. ଉନ୍ନତି, ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ

iii. ସଫଳତାର ପଥ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

କ. i

ଖ. ii

ଗ. i ଓ ii

ଘ. i, ii ଓ iii

ନିଚେର ଉନ୍ଦିପକ୍ଟି ପଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

ଶାହେଦ ଏକଜନ ଆଲେମ, ତିନି ମନେ କରେନ କୁରାନଇ ଏକମାତ୍ର କିତାବ ଯା ଆନ୍ତାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଏସେହେ ।
ଅନ୍ୟ ସବ ଭାଷା ଓ ବାନାନୋ ।

୪। ଶାହେଦେର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗ କେମନ ?

କ. କୁରାନ ଓ ହାଦିସ ବିରୋଧୀ

ଖ. କୁରାନ ଓ ହାଦିସ ସମସ୍ତି

ଗ. କୁରାନ ଓ ହାଦିସ ସମର୍ଥିତ

ଘ. କୁରାନ ଓ ହାଦିସ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୃତ

୫। ଶାହେଦେର କରଣୀୟ ହଚ୍ଛେ -

i. ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ବଲବନ୍ଧ ଥାକା

ii. ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିହାର କରା

iii. ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରା

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

କ. i

ଖ. ii

ଗ. iii

ଘ. ii ଓ iii

ଖ. ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ:

ମହିନ ଏକଜନ ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ଆଲେମ ନନ । ତାର ମତେ ରସୁଲ (ଦ) ହାୟାତୁନ୍ନବି ନନ ଏବଂ ଶାଫାୟାତକାରୀ ନନ ।
ସେଲିମ ତା ଶୁଣେ ବଲଲେନ, ଆପନି ତୋ ଆଲେମ ନନ, ଆପନାର ଏ ବିଷୟେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରା ବୈଧ ନୟ ।

କ. କୁରାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂବିଧାନ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଟି ଆୟାତ ଲିଖ?

ଖ. ହାୟାତୁନ୍ନବି ବଲତେ କି ବୁଝାଯ ? ଲିଖ ।

ଗ. ମହିନର କଥାଟି ପାଠ୍ୟ ବହିୟେର ଆଲୋକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର?

ଘ. ସେଲିମର କଥାଟି ପାଠ୍ୟ ବହିୟେର ଆଲୋକେ ମୂଲ୍ୟାଯନ କର?

الباب الخامس : الإيمان بالأخرة

الدرس الأول : عذاب القبر ونعيمه

عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بالكتاب والسنّة قال الله تعالى : " يُتَبَّثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّأْيِتِ " (إبراهم : ٢٧). نزلت في عذاب القبر. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في حق المؤمن : " ثم ينادي مناد افرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة افتحوا له بابا الى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح فيأتيه من روحها وطيبها "، وفي رواية : المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً ويضئ حق يكون كالقمر ليلة البدر كذا في الإحياء للغزالى وأما الكافر فيقال له افرشوه من النار والبسوه من النار وافتتحوا بابا الى النار في يأتيه من حرها وسمومها" (رواه احمد وابوداود والترمذى). فيقال للارض التئمى عليه فتلائم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معدباً حتى يبعثه الله من موضعه ذلك. ولذا امرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتعوذ من عذاب القبر وكان يقول نفسه : اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر (البخارى)، ويبيكى سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه عن عذاب القبر، فسأل اصحابه. لما تبكي يا امير المؤمنين قال القبر اول منزل من منازل الآخرة، فمن نجامنه فما بعده ايسره منه ومن لم بنج فما بعده اشد منه.

পঞ্চম অধ্যায় : ইমান বিল আখেরাত

প্রথম পাঠ : কবরের শান্তি ও পুরক্ষার

কবরের শান্তি ও পুরক্ষারের সত্যতা পবিত্র কুরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এই আয়াতটি কবরে শান্তির ব্যাপারে অবরীণ হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের ক্ষেত্রে ইরশাদ করেন, অতঙ্গের একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবে, তোমরা তার জন্য জাল্লাতি বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাল্লাতি পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাল্লাতের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। এরপর তার জন্য জাল্লাতি বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে এবং জাল্লাত উন্মুক্ত করে দেয়া হবে ফলে তার কাছে জাল্লাতের শান্তি ও

সুবাস আসতে থাকবে। আরেক বর্ণনায় আছে, মুমিন তার কবরে সবুজ বাগানে থাকবে। তার কবরকে সন্তুষ্ট হাত প্রশংস্ত করে দেয়া হবে এবং এমন আলোকিত করা হবে যেন পূর্ণ চাদলী রাতের টাঁদ (এহইয়াউ উলুমিদিন)। পক্ষান্তরে, কাফেরকে বলা হবে, তার জন্য জাহানামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহানামি পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহানামের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। ফলে তার কাছে জাহানামের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকবে” (আহমাদ, আবু দাউদ), ইমাম তিরমিজি রহমাতুল্লাহ আলাইহির অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এরপর জমিনকে বলা হবে, তার জন্য সংকুচিত হয়ে মিলিত হয়ে যাও (অর্থাৎ সজোরে চাপ দাও) ফলে জমিন তাকে নিয়ে এমন চাপ দেবে যে তার হাড়গুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে (অর্থাৎ এক পাশের হাড় অন্য পাশে চলে যাবে)। আর আল্লাহ তাআলা তাকে এই কবর থেকে পুনরাবৃত্তি করার আগ পর্যন্ত সেখানে বিরামহীনভাবে শান্তি পেতেই থাকবে। এ কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ কামনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজেও পানাহ চাইতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাই” (বুখারি)। হজরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কবরের আযাবের ভয়ে কাঁদতেন। তাঁর সাথী সঙ্গীগণ জিজেস করলেন “হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কাঁদেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, কবর আখেরাতের প্রথম মন্দির, যে এ মন্দিরে নাজাত পাবে পরবর্তী মন্দিরসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে আর যে এ মন্দিরে নাজাত পাবে না পরবর্তী মন্দিরসমূহ তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে”।

الدرس الثاني : البعث

البعث بعد الموت حق يشهد به القرآن حيث قال تعالى : "وَتُنْفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ . قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقِدَنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (يس : ٥٢ ، ٥١). "عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعَقِيلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى قَالَ أَمَا مَرَرْتُ بِأَرْضِ مِنْ أَرْضِكَ مُجَدِّبَةً ثُمَّ مَرَرْتُ بِهَا مُخْصَبَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ كَذَلِكَ النُّشُورُ" (أحمد). وفي رواية "عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَعْثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ" (احمد ومسلم)

দ্বিতীয় পাঠ : পুনরুদ্ধার

মৃত্যুর পর পুনরুদ্ধার সত্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “যখন শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নির্দ্রাঘ্ন হতে উঠালো? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন এবং রসুলগণ সত্যই বলেছিলেন।” (ইয়াসিন: ৫১-৫২) ইমাম আহমাদ

রহমাতুল্লাহে আলাইহি আবু রাজিন উকাইলি রাদিয়াল্লাহুত্ত তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মৃতদেরকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে পুনরুত্থান করবেন? (জবাবে) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তুমি কি কথনও কোনো শুন্ধ প্রাণের অতিক্রম করেছো? তারপর ঐ ভূমি সতেজ শ্যামল হওয়ার পর কি তুমি তা পুনরায় অতিক্রম করেছো? আমি বললাম জি হ্যাঁ। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমনটাই পুনরুত্থান” (আহমদ)। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বান্দা যে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে সে অবস্থায়ই সে উথিত হবে (আহমদ ও মুসলিম)।

الدرس الثالث : أحوال يوم الحشر

وقال الله تعالى : "وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ" (الأنعام : ٣٨)۔ وقال الله تعالى : "وَحَسْنَ نَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا" (الكهف : ٤٧)۔ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَثْرَصَةَ التَّقَى لَيْسَ فِيهَا عَلْمٌ لِأَحَدٍ" (متفرق عليه)، وفي رواية "يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ" (متفرق عليه)، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "يُحْشِرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ اصْنَافٍ رَكْبَانًا وَمَشَاً وَعَلَى وِجْهِهِمْ" (الترمذى).

তৃতীয় পাঠ : হাশর দিনের অবস্থা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “গৃথবীতে বিচরণশীল যত প্রাণী আছে এবং ডানায় ভর করে উড়য়নশীল যত পক্ষীকূল রয়েছে তা তো সবই তোমাদের মত এক প্রজাতী। আরো ইরশাদ হচ্ছে, “আমি কোনো কিছুই বাদ দেইনি (বরং সবই বর্ণনা করেছি)। অবশেষে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমীপে সমবেত (হাশর) করা হবে” (আনআম ৩৮)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “আমি তাদেরকে একত্রে সমবেত (হাশর) করাব। আর তাদের কাউকে ছেড়ে দেব না” (কাহাফ ৪৭)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে পরিচ্ছন্ন থালা সদৃশ স্বচ্ছ ও শুভ্র জমিনে যার মধ্যে কারো কোনো প্রতীকী চিহ্ন থাকবে না”(মুভাফাকুন আলাইহি)। অন্য বর্ণনায় আছে “কিয়ামতের দিন মানুষ এত বেশি ঘর্মাক্ত হবে যে

তাদের ঘাম গিয়ে সত্ত্বরগজ পর্যন্ত দাঢ়াবে। তাদেরকে লাগাম পরানো হবে যা তাদের থুতনিকে বেষ্টিত করবে” (মুভাফাকুন আলাইহি)। ইমাম তিরমিজির অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন মানুষকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে সমবেত করা হবে, আরোহী অবস্থায়, পদ্ব্রজ অবস্থায় এবং চেহারার উপর ভর করা অবস্থায়”।

الدرس الرابع : الكتاب

ان الكتاب حق نطق به القرآن وشهدت به السنة قال تعالى : " وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ " (الأنفطار : ١٠ - ١٢). وقال تعالى : "هُذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ " (الجاثية : ٢٩). وقال تعالى : " وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ " (الزخرف : ٨٠)، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : قال الله تعالى : اذا هم عبدى بيته فلا تكتبوا علىه، فان عملها فاكتبوها عليه سيئة واذا هم عبدى بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فان عملها فكتبوها عشراء وجاء في التفاسير المعتبرة: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الاعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وواحد امامه فهو بين اربعة ملائكة بالنهار واربعة اخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان ويوقى كتاب العمل يوم الحشر، ويقال له " أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا " (الإسراء : ١٤)

চতুর্থ পাঠ : আমলনামা

আমলনামা সত্য। কুরআনে যার বর্ণনা পাওয়া যায় এবং হাদিসে যার সাক্ষ্য বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের উপরে সংরক্ষণকারী সম্মানিত লেখকগণ রয়েছেন। তোমরা যা কর তা তাঁরা জানেন” (আল-ইনফিতার: ১০-১২)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “এটা আমার কিতাব যা সত্য বলে” (যাহিয়া-২৯)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আমার ফেরেঙ্গণ তাদের কাছে লিখতে থাকে” (যুখরুফ-৮০)। আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার বান্দা যখন অন্যায় কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করবে তখনই তার গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যদি অন্যায় কর্ম সম্পাদন করে তবে তার আমলনামায় একটি গুনাহ লিখে দিবে। আর যদি আমার বান্দা কোনো নেক আমল সম্পাদনের সংকল্প করেছে কিন্তু তা সম্পাদন করেনি তবুও তার আমলনামায় একটি সওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর যদি সে ঐ আমলটি

সম্পাদন করে তবে তার আমলনামায় দশটি সওয়াব লিখে দেওয়া হবে”। তাফসিরসমূহের মধ্যে এসেছে বান্দার ডানে ও বামে ২জন (ফেরেশতা) আমল লিখে রাখেন। ডান পাশের জন নেক আমল লিখেন আর বাম পাশের জন বদ আমল লিখেন। আর ২জন ফেরেশতা তাকে সংরক্ষণ ও পাহারাদারের কাজে নিয়োজিত থাকেন। একজন তার পিছন থেকে আর অপর জন তার সামনে থেকে পাহারা দেন। তাই সে, দিনে চারজন ও রাতে অপর চারজন ফেরেশতাদের মাঝে অবস্থান করেন, সংরক্ষণকারী ২জনের পরিবর্তে অপর সংরক্ষণকারী ২জন এবং আমলনামা লেখক ২জনের পরিবর্তে অপর আমলনামা লেখক ২জন। হাশরের দিন বান্দার আমলনামা তার হাতে দিয়ে বলা হবে, তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট” (আল-ইসরাঃ:১৪)।

الدرس الخامس : العقيدة الصحيحة شرط لاعتبار العمل يوم الحساب

ان قبول الاعمال مشروط بصححة العقائد فإن الله تعالى اخر الاعمال الصالحة من الايمان الذي هو الاذعان في آيات كثيرة والاذعان عبارة عن عقائد صحيحة على ان الله تعالى شرط الايمان للعمل الصالح حيث قال تعالى "من عمل صالحا من ذكر او انشى وهو مؤمن فلنحيئنه حياة طيبة" (الآلية) فعلم ان العمل الصالح من العبد لا يقبل عند الله الا اذا كان على عقيدة صحيحة و بفساد العقيدة تفسد الاعمال فلذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ستفترق أمتي على ثلات وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي فعلم من الحديث ان كون الاعمال صالحة مع افتراق الأمة على العقيدة الباطلة لا يغفي من جهنم شيئا كما قال صلى الله عليه واله وسلم في القدرية الذين هم من الفرق الباطلة مجوس هذه الامة وقال ايضا صنفان من امتي ليس لهم من الإسلام نصيب القدرية والجبرية وقال في الخوارج واهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، فعلينا ان نعمل بعقيدة صحيحة مع التعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى ورسوله.

পঞ্চম পাঠ : বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ ছাড়া হিসাবের দিন আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই

আমল করুল হওয়ার জন্য আকিদার বিশুদ্ধতা শর্ত। যেহেতু আল্লাহ তাআলা অনেক আয়াতে নেক আমলকে ইমানের পরে এনেছেন, **اللَا إِيمَانُ بِالْأَذْعَانِ**। এর অর্থ হল **বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করার নাম।** উপরন্তু আল্লাহ তাআলা নেক আমলের জন্য ইমানের শর্তাবলী করেছেন। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ নারী হোক পুরুষ হোক ইমানদার অবস্থায় যথাযোগ্যভাবে কর্ম সম্পাদন করবে, আমি তাকে পবিত্র, উন্নত, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল জীবন দান করব।” বুরো গেল যে, বিশুদ্ধ আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ছাড়া বাদ্দার নেক আমল আল্লাহর নিকট করুল হয় না। আর অশুদ্ধ আকিদার কারণে নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্য হতে একটি দল ছাড়া অন্য সব দল জাহান্নাম হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে জান্নাতি দল কোনটি? জবাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে পথ ও মতের উপর আমি এবং আমার সাহাবিরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, সে পথ ও মতের অধিকারী দলটিই জান্নাতি দল। সুতরাং হাদিস থেকে বুরো গেল যে, আমল নেক হলেও বাতিল আকিদা বিশ্বাসের কারণে সে আমল কাজে আসবে না। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতিল কদরিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, তারা উম্মতের অগ্নিপূজক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুঁধরনের সম্প্রদায় রয়েছে। ইসলামে তাদের কোনো হিসসা নেই। তারা হল, কদরিয়া ও জবরিয়া। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হস্ত মোবারক দ্বারা ইরাকের দিকে ইঙ্গিত করে খারেজি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন, সেখান থেকে একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কর্তৃতালী পর্যন্ত পৌছবেন। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যেভাবে তীর তার ধনুক হতে বের হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহ ও তার প্রিয় রসূলের প্রতি তাজিম ও মুহর্বতের সাথে বিশুদ্ধ আকিদা - বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে নেক আমল করা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। **البعث** অর্থ কী?

- ক. পুনর্গমন
- গ. পুনর্গঠন

- খ. পুনঃপ্রচার
- ঘ. পুনরুৎসাহ

২। আকিদার বিশুদ্ধতা দ্বারা কী হয়?

- ক. আমল মাকবুল
গ. সওয়াব বৃদ্ধি

- খ. আমল সুন্দর
ঘ. সৌন্দর্য বৃক্ষি

৩। অশুল্ক আকিদার কারণে

- i. নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়
 - ii. জান্মাতের পথে অন্তরায় হয়
 - iii. ইসলামে কোনো হিসসা থাকেনা

ନିଚ୍ଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

ନିଚେର ଉଦ୍ଧିପକ୍ଟି ପଡ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

ଆନ୍ଦୁଳ କରିମ ଏକଜନ ବ୍ୟବସାୟୀ । ସେ ବଲେ ଆଖେରାତ ଓ ପୁରୁଷ୍ଥାନ ବଲତେ କିଛୁ ନେଇ ।

৪। করিমের বক্তব্য কিসের বিপরীত?

- ক. ইমান
গ. ইসলাম

খ. ইহসান
ঘ. ইবাদত

৫। করিমের উচ্চিৎ হচ্ছে -

- i. কথা পরিবর্তন করা
 - ii. তার কথায় অটল থাকা
 - iii. তওৰা কৱে সঠিক পথে আস

ନିଚ୍ଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- | | |
|------------|-------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. iv |

ଶ. ସୁଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ :

মাহমুদ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রিপ্ত থাকে কারণ সে মনে করে কিয়ামত-হাশর অত্যন্ত কঠিন যাতে নিষ্ঠার পাওয়া খুবই কষ্টকর। মাসুম বলল কিয়ামত, হাশর ও উভয় আমল বলতে কিছুই নেই।

ক. الأَعْمَالِ অর্থ কী?

- খ. বিশুদ্ধ আকিন্দা কী? এ সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াত লিখ?
গ. মাহমুদের কথাটি কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মাসমের বঙ্গব্যটি যক্ষিসহ যাচাই কর।

الباب السادس : الإيمان بالقدر

الدرس الاول : معنى التقدير وأهميته في العقيدة الإسلامية

التقدير من القدر ومعنى القدر تبيين كمية الشيء (المفردات) كما قال تعالى "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا" (الفرقان : ۲)، "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" (القمر : ۴۹). وفي الاصطلاح : هو تحديد كل مخلوق بجده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وما يحويه من زمان او مكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، الإيمان بالقدر جزء من اركان الإيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيء بقدر حق العجز والكيس. (مسلم)

أهمية التقدير في العقيدة الإسلامية:

الإيمان بالقدر فرض كالإيمان بالله والرسول عليه السلام. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر" (سنن الترمذى).

الخلق والامر والقضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى عقيدة من اصل التوحيد، فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدرية محبوس هذه الامة ان مرضوا فلا تعودونهم وان ماتوا فلا تشهدونهم (احمد)، القدرية قوم يبحدون القدر فيقولون ان كل عبد من عباد الله خالق لفعله متمكن من عمله او تركه بارادة نفسه، فهم خرجوا من الإيمان والإسلام وان صاموا وصلوا وزعموا انهم مؤمنون.

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইমান বিল কদর

প্রথম পাঠ : তাকদিরের পরিচয় ও ইসলামি আকিদায় এর গুরুত্ব

প্রথম পাঠ : তাকদিরের পরিচয় ও ইসলামি আকিদায় এর গুরুত্ব
কদর অর্থ কোনো বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা। যেমন আল্লাহ

তাআলা ইরশাদ করেন: তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতি সৃষ্টিকে যথার্থ অনুপাতে পরিমিত করেছেন (সুরা ফোরকান-২) আরো ইরশাদ করেন : নিচয়ই আমি সকল বস্তু নির্ধারিত রাপে সৃষ্টি করেছি (সুরা কামার-৪৯) পারিভাষিক অর্থে তাকদির হল “সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার সবকিছুর স্থান ও কাল এবং এসবের শুভ ও অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত হওয়া”।

তাকদিরের উপর বিশ্বাস ইমানের অন্যতম রোকন। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন “প্রত্যেক জিনিসই তাকদির অনুসারে সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তা” (মুসলিম)।

তাকদিরের উপর ইমানের গুরুত্ব:

তাকদিরের উপর ইমান আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ইমান আনার মতই ফরজ। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: কোনো বান্দাই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না এই চারটি কথা বিশ্বাস করে, এ সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসুল। তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুতে বিশ্বাস করবে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে ও তাকদিরে বিশ্বাস করবে। (তিরমিজি)

সৃষ্টি, ক্ষমতা, ফয়সালা ও সবকিছুই নির্ধারিত আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ আকিন্দা আল্লাহর তাওহিদে বিশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকদিরে অবিশ্বাসিদের সম্পর্কে বলেছেন কদরিয়া (তাকদিরে অবিশ্বাসি) এই উম্মতের অগ্নি উপাসক সুতরাং এরা অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যেয়ো না, শঞ্চল্য কর না, এরা মারা গেলে এদের জানাজায় শরিক হয়েন। (মুসনাদে আহমদ) অতএব যারা তাকদিরকে অধীকার করে বলে “সব কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা আল্লাহর বান্দাদের তারা নিজ ক্ষমতাই আমল করে, আবার নিজ ইচ্ছাই আমল ছেড়ে দেয়”। এ ধরণের আকিন্দা পোষণকারীরা নামাজ, রোজা করলেও ইমান ও ইসলাম থেকে খারিজ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করে।

الدرس الثاني : اقسام التقدير والربط بينه وبين التدبير

ينقسم التقدير على قسمين: الاول المبرم والثاني المعلق.

المبرم: ما هو مقدر من الله تعالى لاتبديل فيه، والمعلق وهو ما يتبدل بأسباب من الدعاء والعمل الصالح وغيرهما ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الإمام الأعظم : إنَّ

الشَّكْلِيفَ أَمْرٌ بَيْنَ الْبَيْنِ لاجْبَرَ ولاَقْدَرَ ولاَكْرَهَ ولاَتَسْلِيْطُ". لامعارضه بين التقدير والتدبير.
والله هو عالم الغيب والشهادة ويعلم ما كان وما يكون، فلذا هو قادر لتعيين كل شيء، ولكن
نحن لأنعلم ماذا كتب لنا. فعلينا السعي والعمل مع الخوف والرجاء ، لا يرد القضاء إلا الدعاء.
فعلينا ان ندعوا الله سبحانه وتعالى للخير والصلاح في حياتنا.

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ : ତାକଦିରେ ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ତଦବିରେ ସାଥେ ତାକଦିରେ ସମ୍ପର୍କ

ତାକଦିର ଦୁଇଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ଯଥା- (୧) التَّقْدِيرُ الْمُبِرمُ (ମୁବରାମ) ଯା ନିର୍ଧାରିତ, କଥନ୍ତ ପରିବର୍ତନ ହୁଏ
ନା । (୨) التَّقْدِيرُ الْمُعَلَّقُ (ମୁଆଲ୍ଲାକ) ଯା ଦୋଆ, ନେକ ଆମଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଯେମନ
ରସୁଲୁଲାହ୍ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଇରଶାଦ କରେନ : ନେକ ଆମଲ ଦ୍ୱାରା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଯ ଆର ଦୋଆ
ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତନ ହୁଏ । ଆର ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଗୁଣହେର କାରଣେ ତାର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଧାରିତ ରିଜିକ ଥେକେ ମାହରମ
ବା ବସିତ ହୁଏ । (ଇବନ୍ ମାଜାହ)

ଇମାମ ଆଜମ ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହି ବଲେନ , “ମାନୁସକେ ଶରିୟତ ପାଲନେ ଦାୟିତ୍ବଶୀଳ (ମୁକାଲ୍ଲାଫ) କରାର
ବିଷୟଟି ମାଝାମାବି ଧରନେ ଏକଟି ବିଷୟ । ଏଥାନେ ଯେମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜବୁରି ଓ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନେଇ, ତେମନି
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥତିଆର ବା ସ୍ଵାଧୀନତାଓ ନେଇ” । ତାକଦିର ଓ ତଦବିରେ କୋନୋ ବୈପରିତ୍ୟ ନେଇ । ଆଲ୍ଲାହ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ
ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯା ଘଟିଛେ ଏବଂ ଯା ଘଟିବେ ସବ କିଛୁ ଜାନାର କାରଣେ ସବ କିଛୁର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରା ତାର ପକ୍ଷେ
ସମ୍ଭବ । ଆର ଆମରା ଜାନିନା ଯେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ କି ଲେଖା ଆଛେ । ତାଇ ଆମାଦେରକେ ଭୟ ଓ ଆଶା ଉଭୟ
ମନେ ଛାନ ଦିଯେ ଚେଷ୍ଟା କରା ଓ ଆମଲ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଦୋଆ ଛାଡ଼ା ନିର୍ଧାରିତ ଫୟସାଲାର ପରିବର୍ତନ ହୁଏ ନା ।
ଅତ୍ୟବ ଆମାଦେର ଉଚିତ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସଫଳତାର ଜନ୍ୟ ଦୋଆ କରା ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

କ. ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ:

୧. ଶକ୍ତି ଉତ୍କଳିତ? ତାକଦିର

କ. المقدار

خ. قدر

ଗ. قدار

ଘ. قدير

২. তাকদির কত প্রকার?

ক. দুই

গ. চার

খ. তিন

ঘ. পাঁচ

৩. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা-

i. মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত

ii. অঙ্গীকার করা মানে দীন অঙ্গীকার করা

iii. সৃষ্টি জগতের জ্ঞানের উর্ধ্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:-

মামুন দাখিল দশম শ্রেণির ছাত্র। সামনে পরীক্ষা, সে ঠিকমত পড়া লেখা করে না। সে বলে- আমার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে।

৪. মামুনের উক্তিটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে-

ক. সঠিক

খ. ভাস্ত

গ. পছন্দনীয়

ঘ. প্রশংসনীয়

৫. এক্ষেত্রে মামুনের করণীয় হচ্ছে---

i. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা

ii. নিজের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া

iii. তাকদিরের কথা বলে বসে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. iii

খ. সূজনশীল প্রশ্ন :

সাবির ও শাকিল দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঠে বাজারে যাচ্ছে। পথিমধ্যে সাবির রাস্তায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তখন সে শাকিলকে বলে- যদি আমি তোমার সাথে না আসতাম তাহলে দুর্ঘটনায় পতিত হতাম না। তার উত্তরে শাকিল বলল- এটা তোমার ভাগ্যে ছিল। মানুষের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। তখন সাবির বলল- আমিতো জানি মানুষের চেষ্টা ও দোআর মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে।

ক. تقدیر এর পরিচয় দাও?

খ. سম্পর্কে একটি হাদিস লিখ?

গ. শাকিলের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শেষে বর্ণিত সাবিরের বক্তব্যটি সঠিক কিনা? কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

الباب السابع : علم الولاية

الدرس الاول : تعارف الاولياء وفضائلهم وخصائصهم بضوء القرآن والسنة

الولي فعال بمعنى الفاعل للمبالغة كالعلم والقديم معناه من توالٰت طاعاته من غير تخلٰع
معصية او فعال بمعنى المفعول معناه من يتولاه الحق سبحانه وتعالٰى كما قال تعالى "وَهُوَ
يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ" (الأعراف : ١٩٦)، وقد جاء في الخبر عن النبي صلٰى الله عليه وسلم : "هم
قوم اذا رأوا ذكر الله وقال تعالٰى : أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ (٦٢)
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ" (يونس : ٦٣ ، ٦٤)، وقد ورد في الحديث : "وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ
جَلِيلُهُمْ" (مسلم). وقال ابو علي شقران رحمه الله شيخ ذى النون المصرى رحمه الله ان الزاهد
في الدنيا قوته ما وجد ومسكنه حيث ادرك ولباسه ما ستر والخلوة مجلسه والقرآن حديثه
والله أنيسه والذكر رفيقه والزهد قرينه والصمت محبته والخوف محجته والسوق مطيته
والنصيحة همته والاعتبار فكرته والصبر وسادته والتراب فراشه والصديقون اخوانه والحكمة
كلامه والعقل دليله والحلم خليله والتوكٰل كسبه والجوع ادامه والله عونه. خاصيته اجراء
احكام كتاب الله وسنة رسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخاف لومة لأثم ولا
يخشى الا الله.

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইলমুল বেলায়েত

প্রথম পাঠ : কুরআন সুন্নাহৰ আলোকে অলিগণের পরিচয়, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

العلیم- الولی اولی شدٹی فعال وہنے ارثے اسے فاعل کوئی موالاگا خیکے اسے ہے । یمن شدید القدمی و شدیدی ۔ ارث: یار پوچھمی کا جو رہا را تھا اور مذکوہ کوئی نافرمانی کا انुپ्रیش کرنے ۔ ارثبا تا المفعول فعال وہنے ارثے اسے، یار ارث: آللہ سبھانہ وہی کوئی کوئی بخوبی پریغت کر رہا ہے । یمن آللہ تا آلا ایرشاد کرنے، ”تینی (آللہ) سترمیں دیں بخوبی پریغت کرنے“ (آریاف ۱۹۶) ۔ نبی کریم ساللہ علیہ السلام آلاتی ہی وہی ساللہ علیہ السلام خیکے برجت، تینی

ইরশাদ করেন, তারা এমন ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আল্লাহর তাআলা অলিগনের উচ্চ মর্যাদার কথা ব্যক্ত করে ইরশাদ করেন, মনোযোগের সাথে শোন! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিদের ভবিষ্যতের কোনো ভয় নেই এবং তারা অতীতকর্মের জন্য শক্তিতে হবেন। যারা ইমান এনে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। হাদিসে এসেছে, তারা এমন সম্প্রদায় যাদের মজলিশে কেউ বষ্টিত হয় না (মুসলিম শরিফ)। জুন্নুন মিসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহের শায়খ হজরত আবু আলি শুকরান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন “আল্লাহর অলি (জাহিদ) এ ব্যক্তি যার খাদ্য তাই হয় যেটুকু সে পায়, যেখানে জায়গা পায় সেখানেই তার আবাসস্থল, সতর আবৃত করতে পারে এতটুকু বস্ত্রই তার পোশাক, নির্জনস্থান যার মজলিস, কুরআন যার আলাপ আলোচনা, আল্লাহই যার প্রিয়, জিকির যার সঙ্গী, সংসার ত্যাগ যার সাথী, নিরবতা যার প্রেম, আল্লাহর ভয় যার চলার পথ, আগ্রহ- উদ্দীপনা যার বাহন, কল্যাণকামিতা যার স্পৃহা, শিক্ষাধৃহণ করা যার চিন্তা-চেতনা, ধৈর্য যার বালিশ, মাটি যার বিছানা, সিদ্ধিকগণ যার ভ্রাতা, প্রজ্ঞা যার কথা, বুদ্ধি যার নির্দেশক, বিচক্ষণতা যার বস্তু, তাওয়াক্কুল যার পাথেয়, উপবাস যার আহার্য এবং আল্লাহ যার সাহায্যকারী। আল্লাহর অলিগনের বৈশিষ্ট্য হল “আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করা, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা, নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করা।

الدرس الثاني : أهمية صحبة الصالحين في حياة المؤمن

الصحبة مؤثرة في حياة الإنسان وصحبة الصالحين وسيلة لاصلاح النفس والروح من العقيدة الباطلة و من الأعمال الذميمة. قال الله تعالى : "وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة : ٤٣). وقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبه : ١١٩). قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "قال لقمان لابنه يا بني عليك بمحالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فان الله تعالى يحيي القلب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الارض بوابل المطر".

قال الغزالي رحمة الله عليه في شرح قوله عليه السلام : "هم قوم لا يشقي جليسهم" فإذا صحبتهم عدلت منهم وحسبت معهم وفازت بسبب صحبتهم، وقال الغزالي ايضاً : يلزم أن يكون له مرشد ومربي ليديه على الطريق ويرفع عنه الأخلاق المذمومة ويوضع مكانها الأخلاق المحمودة ومعنى التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يريي الزرع فكلما رأى حجراً أو نباتاً مضراً للزرع قلعه وطرحه خارجاً ويسقي الزرع مراراً إلى أن ينمو ويتربى ليكون أحسن من

غیره واذا علمت ان الزرع محتاج الى المربي علمت انه لا بد للسائل من مرشد مرب البتة لأن الله تعالى ارسل الرسل عليهم السلام للخلق ليكونوا أدلة لهم ويرشدوهم الى الطريق المستقيم وبعد انتقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الى الدار الاخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نواباً ليدلوا الخلق الى طريق الله وهكذا الى يوم القيمة فالسائل لا يستغنى عن المرشد البتة. قال تعالى : "وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ" (القمان : ١٥) .

দ্বিতীয় পাঠ : মুমিনের জীবনে বুয়ুর্গদের সহবতের গুরুত্ব

সোহবাত মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। সালেহিন তথা আল্লাহর অলিদের সান্নিধ্য বাতিল আকিনা ও মন্দ আমল থেকে মানুষের আত্মা ও মন-মানসিকতা পরিশুল্ক করে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন “তোমরা রূকুকারীদের সাথে রূকু কর” (বাকারা ৪৩)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “ওহে যারা ইমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদেকীনদের সাথী হয়ে যাও” (তওবা ১১৯)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “হজরত লোকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে নসিহত করে বলেছেন, হে বৎস! তোমার কর্তব্য হল আলেমগণের মজলিসে বসা। আর তুমি হাকিম তথা বিজ্ঞনের কথা শোন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মৃত অন্তরকে হেকমতের নূর দ্বারা এমনভাবে জীবিত করেন, যেভাবে শুক্ষ জমিন মুষলধারে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবিত হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, “তারা এমন সম্প্রদায় যাদের মজলিশ থেকে কেউ বাস্তিত হয় না”। অত্র হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তুমি তাদের সাহচর্য গ্রহণ করলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে ও তোমাকে তাদের সাথে রাখা হবে এবং তাদের সংস্পর্শের কারণে তোমাকে সফলতা প্রদান করা হবে। ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আরও বলেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য তাকে সুপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে একজন পথ প্রদর্শক এবং মুরব্বির থাকা অবশ্যিক, যিনি তার থেকে নিন্দনীয় গুণাবলি দূর করে সে স্থলে প্রশংসিত চরিত্রাবলি সংস্থাপন করতে পারেন। আর পরিচালনা বলতে ঐ মুরব্বির তত্ত্বাবধানকে বুঝায় যার কর্ম পদ্ধতি এমন কৃষকের ন্যায় যে, শষ্য পরিচর্যা করে। যখনই সে শষ্যে ক্ষতিকর কোনো প্রত্তর বা আবর্জনা দেখে, তখনই তা উপড়ে বাহিরে ফেলে দেয় এবং শষ্য বড় ও সুষম হওয়া পর্যন্ত বার বার তাতে পানি সিঞ্চন করে যাতে তা অন্যের চেয়ে বেশি সুন্দর হয়। যখন তুমি বুঝতে পারলে যে শষ্যের জন্য পরিচর্যাকারী দরকার আছে, তখন তুমি তাও জানতে পারলে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথের পথচারীর জন্যও একজন পরিচালক অবশ্যই দরকার আছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দার কাছে অনেক রসুল প্রেরণ করেছেন যাতে তারা তাদেরকে পথ নির্দেশ করতে পারে এবং তাদের কে সরল সোজা পথে পরিচালিত করতে পারে। হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকাল হওয়ার পরে খোলাফায়ে রাশেদিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, যাতে তারা সৃষ্টিকে (মানুষ জাতিকে) আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে পারেন। আর এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত ওয়ারেশে নবি, সালেহিন, অলিগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অঙ্গৈষণকারী ব্যক্তির অবশ্যই পথ প্রদর্শকের দরকার হবে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তাদের পথ অনুসরণ কর যারা আমার দিকে নিবিষ্ট হয়েছে” (লোকমান ১৫)।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। **الولي**-
শব্দটি-

ক. অসমীয়া	খ. অসমীয়া
------------	------------

ক. অসমীয়া	খ. অসমীয়া
------------	------------

২। সোহৰত মানব জীবনে

ক. প্ৰভাৱ ফেলে	খ. প্ৰথৰ কৰে
----------------	--------------

গ. সুন্দৰ কৰে	ঘ. শান্তি আনে
---------------	---------------

৩। তাৰা এমন সম্প্ৰদায় যাদেৱ মজলিশ থেকে কেউ

ক. বধিত হয় না	খ. বেৰ হয় না
----------------	---------------

গ. পৃথক হয় না	ঘ. শান্তি আনে
----------------	---------------

নিচেৱ উকীপকুটি পড় এবং প্ৰশ্নজলোৱ উত্তৰ দাও:

মাসুদ একজন চাকুরিজীবী। সে মনে কৰে সকল মুঘিন সমান। **الولي** বলতে আলাদা কোনো মৰ্যাদা নেই।

৪। মাসুদেৱ কথা কিসেৱ সাথে সাংঘৰ্ষিক?

ক. কুৱাই ও হাদিস	খ. ইজমা কিয়াস
------------------	----------------

গ. আল্লাহৰ বাণী	ঘ. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এৰ বাণী
-----------------	--

৫। এমতাৰ ভাব তাৰ কি কৰা উচিত

- i. এই বক্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰা

- ii. তওৰা কৰে সঠিক জ্ঞান লাভ কৰা

- iii. তাৰ কথা থেকে ফিরে আসা

নিচেৱ কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
------	-------

গ. iii	ঘ. ii ও iii
--------	-------------

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

সুলতান সাহেব একজন দীনদার ব্যক্তি কিন্তু তিনি মনে কৱেন ইলমে বেলায়েত ও সালেহীনদেৱ সহচৰ্যেৱ কোনো প্ৰয়োজন নেই। এই কথা শুনে মাসুদ বলল আপনাৰ চিন্তা ধাৰণা ঠিক নয়।

ক. ইলমুল বেলায়াত কাকে বলে?

খ. “তাৰা এমন ব্যক্তিবৰ্গ যাদেৱকে দেখলে আল্লাহৰ কথা স্মৃণ হয়”

ব্যাখ্যা কৰ?

গ. সুলতান সাহেবেৱ কথা কুৱাই ও হাদিসেৱ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কৰ

ঘ. মাসুদ সাহেবেৱ কথাটি পাঠ্য বইয়েৱ আলোকে বিশ্লেষণ কৰ?

القسم الثاني : الفِقْه

الفصل الاول : تاريخ علم الفقه

الدرس الاول : معنى الفقه وضرورته

الفقه لغة العلم والكشف والفتنة والفهم، ومنه قوله تعالى: "يَا شَعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ (هود : ٩١)" وفي الاصطلاح على ما عرفه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه : "انه معرفة النفس ما لها وما عليها" وعرفه الإمام الشافعى رحمة الله عليه: بأنه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية والمراد بالادله التفصيلية القران والسنة والاجماع والقياس ويظهر مما عرفه الشافعى رحمة الله عليه ان الفقه ما يتعلق بحياة الانسان العملية من العبادات والمعاملات مثل الصلاة والزكوة والصوم والبيع والشراء وغيرها فالمسلم اذا اراد ان يعمل بشئ من الاعمال يحتاج الى حكمه وكيفيته وهذا الحكم وتلك الكيفية من موضوعات الفقه، والفقيه امين على هذه الامور وقد قال تعالى : "فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَنْدَرُونَ" (التوبه : ١٢٢). وجاء في الخبر ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : "لكل شئ عماد وعماد هذا الدين الفقه".

দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ

প্রথম পরিচেদ : ইলমে ফিকহের ইতিহাস

প্রথম পাঠ : ফিকহের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

এর আভিধানিক অর্থ হল : জানা, উদঘাটন করা, বিচক্ষণতা, বুব্বা । আল্লাহর বাণীর মাঝে এ শব্দের প্রয়োগ হল:-
"يَا شَعِيبَ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ" অর্থ "হে শুয়াইব তোমার অধিকাংশ কথাই আমরা বুব্বিনা ।"
ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফিকহের যে সংজ্ঞা প্রদান করেন সে মতে,
ফিকহ হল আত্মার উপকারী ও অপকারী বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা । আর ইমাম শাফেয়ি
রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফিকহকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেন তা হলো: "বিশদ দলিলসমূহের মাধ্যমে

(الادلة التفصيلية) লক্ষ শরিয়তের আমলযোগ্য বিধানের জনকে ফিকহ বলে।” বিশদ দলিল প্রমাণ

ঘারা উদ্দেশ্য হল কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সংজ্ঞা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ফিকহ মানুষের আমলি জিন্দেগি তথা ইবাদত ও লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন: নামাজ, রোজা, জাকাত, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। মুসলমান কোনো আমল করতে ইচ্ছা করলে তাকে সে আমলের বিধান ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা দরকার হয়। আর আমলের এ বিধান ও পদ্ধতি ফিকহের আলোচ্য বিষয়াবলির অন্যতম। আর ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন, “প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একটি ক্ষুদ্রদল কেন এ উদ্দেশ্যে বের হয় না যে, তারা দীনের বৃৎপত্তি অর্জন করত তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে তাদের কে বিধানাবলি সম্পর্কে সতর্ক করবে। যাতে তারা সর্তক হতে পারে”। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “প্রত্যেক বক্তৃর স্তুতি রয়েছে, আর এ দীনের স্তুতি হল ফিকহ।”

الدرس الثاني : الأئمة الأربع وخدماتهم في علم الفقه

الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه:

هو أبو حنيفة نعيم بن ثابت الكوفي، ولد سنة ثمانين، وذهب أبو ثابت بابنه ثابت إلى سيدنا علي رضي الله عنه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته فنال أبو حنيفة ما نال من الدرجات الرفيعة بسبب ذلك الدعاء وكان خزايا يبيع ثياب الخز في الكوفة ثم مال إلى الفقه وكان حسن الوجه حسن المجلس سخيا ورعا ثقة لا يحدث إلا بما يحفظ سلم له حسن الاعتبار وتدقيق النظر والقياس وجودة الفقه والأمامنة فيه. لقى انس بن مالك لما قدم بالكوفة فلذا عده أكثر العلماء من التابعين، وقيل لقى غيره من الصحابة كعبد الله بن أبي اوافي رضي الله تعالى عنه. وروى عن خلق كثير كعطاء والشعبي وعكرمة وغيرهم رضوان الله تعالى كما روى عنه جم غفير من العلماء كالأمام أبي يوسف محمد الشيباني، والحافظ عبد الرزاق بن الهمام و عبد الله بن المبارك و أبي نعيم و الإمام الأوزاعي و الإمام الشوري وغيره من كبار العلماء والفقهاء الشهيره رضوان الله تعالى عنه. واخذ الفقه ملأ كأسه ونشر الفقه فوق غيره حتى قال فيه الشافعي رحمة الله عليه الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة

رحمه اللہ علیہ و قال ابن المبارک رحمۃ اللہ، افقہ الناس ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ مارأیت فی الفقه مثله ومع انه اشتهر بالفقہ کان اسنداً بالسند واحفظ بالحدیث لان له صحبة مع کبار المحدثین من التابعین ولو سکونة فی الكوفة التي هي مساكن كثیر من الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه ولو رحلة كثيرة الى مكة والمدينة والبصرة وهذه البلدان كانت مراكز للحدیث والعلوم الشرعیة، ولو مولفات عدیدة، منها المسند للإمام الأعظم، الفقه الاکبر، كتاب الآثار، كتاب الرد على القدرية، قصيدة النعمان، كتاب العالم والمتعلم، مکاتیب وصایا إلى حنیفۃ، وnal درجة الشهادة فی إثني عشر من جمادی الاولی سنة خمسین ومائة ودفن بالکوفة.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চার ইমামের পরিচয় ও ইলমে ফিকহের বিকাশে তাদের অবদান ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত, হিজরি ৮০ সনে জন্য গ্রহণ করেন। সাবেতের পিতা ছোট বেলায় সাবেতকে নিয়ে হজরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে গমন করলে হজরত আলি (রা.) তাঁর এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য বরকতের দোআ করেন। আবু হানিফা (রহ.) যে উচ্চ মাকাম লাভ করেছিলেন তা সব ঐ দোআরই ফল। তিনি ছিলেন একজন রেশম ব্যবসায়ী, কুফায় রেশমি কাপড় বিক্রয় করতেন। এরপর তিনি ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ছিলেন আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী, খোদাভীতি ও বদান্যতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল স্মৃতিপঠে সংরক্ষিত হাদিস ভাস্তব থেকেই হাদিস বর্ণনা করতেন। তাঁর ছিল সর্বজন স্বীকৃত যোগ্যতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিবেচনা, ফিকহের পরিপন্থতা এবং তাঁর পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানের পূর্ণ দক্ষতা। হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন কুফায় শুভাগমন করেন তখন তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ জন্য অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম তাঁকে তাবেয়ি হিসেবে গণ্য করেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথেও তাঁর সাক্ষাত হয়। যেমন-আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ প্রমুখ। তিনি মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। যেমন হজরত আতা, শা'বী, ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম প্রমুখ।

তাঁর কাছ থেকে হজরত ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ আশ শায়বানি, হাফেজ আবদুর রায়যাক বিন হামমাম, আবদুল্লাহ বিন মোবারক, আবি নুয়াইম, ইমাম আওয়ায়ি, ইমাম সাওরি রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ বহু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে আলেম দীনি জ্ঞান অর্জন করেন এবং ফিকহ গ্রহণ করেন। ফিকহ বিজ্ঞারে অন্যান্য ফকিহগণের মধ্যে তাঁর আসন সবার উচ্চে। ইমাম শাফেয়ি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

তাঁর সম্পর্কে বলেন, “ফিকহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর পরিবারের অর্জন্তুক।” ইবনে মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, “আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষের চেয়ে অভিজ্ঞ, ফিকহের ক্ষেত্রে আমি তার মত অন্য কাউকে দেখিনি।” ফিকহশাস্ত্রে তার প্রসিদ্ধির সাথে সাথে তিনি ছিলেন সনদের ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী ও হাদিসের ক্ষেত্রে বেশি সংরক্ষণকারী, কারণ তাবেয়িদের মধ্য হতে বড় বড় মুহাদিসের সাথে তাঁর ছিল সুসম্পর্ক ও গোঠা বসা। তাঁর আবাসস্থল ছিল কুফায় যা ছিল হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের আমল থেকে বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের বাসস্থান। মক্কা মুকারামা, মদিনা মুনাওয়ারা এবং বসরায় তিনি বহুবার ভ্রমণ করেন। এ সমষ্টি দেশ ছিল হাদিস এবং শরায় ইলম চর্চার কেন্দ্রভূমি। তাঁর সংকলিত ও প্রনিত গ্রন্থাবলির মধ্যে মসনদে ইমামুল আজম, আল ফিকহুল আকবর, কিতাবুল আসার, কিতাবুর রাদে আলাল কাদরিয়া, কিতাবুল ইলম ওয়াল মুতায়াল্লিম, মাকাতিব (পত্রাবলি) ওয়া ওসাইয়া লে আবি হানিফা, কাসিদাতু নুর্মান ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ১৫০ হিজরি সনে ১২ই জমাদিউল উলা শাহাদাত বরণ করেন। কুফা শহরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

الإمام مالك رحمة الله :

هو امام دار الهجرة مالك بن انس بن ابي عامر الاصبجي رضي الله عنه، ولد بالمدينة المنورة سنة ثلث وسبعين وطلب العلم على علمائها او لهم عبد الرحمن بن هرمز، واخذ عن نافع مولى ابن عمر والزهري رحمهم الله عنهم وشيخه في الفقه ربيعة بن عبد الرحمن رحمة الله وما بلغ ثمانية عشرة سنة نصب للتدريس بعد ان شهد له شيوخه بالحديث والفقه قال الإمام مالك رحمة الله عليه ما جلست للفتيا والحديث حتى شهد لي سبعون شيخا من اهل العلم واتفقوا على امامته وجلالته ودينه وورعه قال الامام الشافعي رحمة الله عليه مالك حجة الله على خلقه وكان اذا اراد ان يخرج للحديث اعتزل ولبس احسن ثيابه وتطيب تعظيمها بحديث النبي صلي الله عليه وسلم و كان ينكر رفع الصوت في مجلس الحديث، ألف المؤطا وبذل جهده في تاليفه حتى انه اقام في تاليفه نحو أربعين سنة وقد ذاع صيته في جميع الاقطار وشاعت شهرته اللافاق حتى اقبلت الامة وعلمائها عليه في حياته وأعجبوا به وروى عنه خلق كثير كالثورى واللىث والأوزاعي الشافعى وغيرهم وتوفي في الحادى عشر من ربيع الأول سنة ١٧٩ (قىع وسبعين ومائة) من الهجرة في المدينة المنورة ودفن بالبقع.

ଇମାମ ମାଲେକ ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହି:

ଇମାମୁ ଦାରଳ ହିଜରତ ମାଲେକ ଇବନେ ଆନାସ ଇବନେ ମାଲେକ ଇବନେ ଆବୁ ଆମେର ଆସବାହି ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ । ମଦିନା ମୁନାଓରାୟ ୧୩ ହିଜରି ସନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେନ ଏବଂ ମଦିନା ମୁନାଓରାର ଓଳାମାୟେ କେରାମେର କାଛ ଥେକେ ଇଲମ ହାସିଲ କରେନ । ତାଁଦେର ଶୀର୍ଷେ ଛିଲେନ ଆବୁର ରହମାନ ଇବନେ ହୁରମୁଜ ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ । ତିନି ଛିଲେନ ଇବନେ ଓମର ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ଏର ଆଜାଦକୃତ ଗୋଲାମ । ହିଜରତ ନାଫେ, ଇମାମ ଜୁହ୍ରି ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହିର ଫିକହ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତାର ଉତ୍ତାଦ ରବିଯା ଇବନେ ଆବୁର ରହମାନ ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହ-ଏର କାଛ ଥେକେ ଇଲମେ ଦୀନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

ତିନି ଯଥନ ୧୮ ବର୍ଷର ବୟାସେ ଉପନୀତ ହନ ତଥନ ତାର ଉତ୍ତାଦଗଣ ତାକେ ହାଦିସ ଓ ଫିକହେର ସନଦ ପ୍ରଦାନେର ପର ତିନି ପାଠଦାନେର ଜନ୍ୟ ସମାସିନ ହନ । ଇମାମ ମାଲେକ ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହି ବଲେନ, ସତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଳାମାୟେ କେରାମେର ମଧ୍ୟ ହତେ ୭୦ ଜନ ଉତ୍ତାଦ ଆମାକେ ସନଦ ଓ ସ୍ଵୀକୃତି ନା ଦିଯେଛେନ, ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମି ହାଦିସ ଓ ଫତ୍ୟା ପ୍ରଦାନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲା ନି । ଓଳାମାୟେ କେରାମ ତାର ଇମାମ ହୁୟାର ଯୋଗ୍ୟତା, ଦୀନଦାରୀ ଏବଂ ଖୋଦାଭୀତିର ବ୍ୟାପାରେ ଐକ୍ୟମତ ପୋଷଣ କରେନ । ଇମାମ ଶାଫେୟି ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହି ବଲେନ, “ଇମାମ ମାଲେକ ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହି ସୃଷ୍ଟିର ସମୀପେ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦଲିଲ ।” ଯଥନ ତିନି କୋନୋ ହାଦିସ ବର୍ଣନା କରତେ ଚାଇତେନ ତଥନ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ-ଏର ହାଦିସେର ସମ୍ମାନେ ତିନି ଉତ୍ତମ ପୋଶାକ ପରିଧାନ କରତେନ ଏବଂ ସୁଗଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରତେନ । ହାଦିସେର ମଜଲିସେ ଉଚ୍ଚ ଆୱୟାଜେ କଥା ବଲାକେ ତିନି ଅପଛନ୍ଦ କରତେନ । ତିନି ମୁୟାଭା କିତାବ ସଂକଳନ କରେନ । ଏ କିତାବ ସଂକଳନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ଵିକାର କରେନ । ଏକାଜେ ତିନି ପ୍ରାୟ ଚାଲ୍ଲିଶ ବର୍ଷର କାଟିଯେ ଦେନ । ସମ୍ରଥ ବିଶ୍ଵେ ତାର ସୁଖ୍ୟାତି ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଓଳାମାୟେ କେରାମ ତାର ଜୀବନ୍ଦଶାୟ ତାର ନିକଟ ଆଗମନ କରେ ତାକେ ଦେଖେ ମୁଖ୍ୟ ହତେନ । ଇମାମ ସୁଫିଯାନ ସାଓରି, ଇମାମ ଲାଇସ, ଇମାମ ଆୱୟାଯ୍ରି ଓ ଇମାମ ଶାଫେୟି ରାହେମାତୁଲ୍ଲାହୁ ଏବଂ ବରେଣ୍ୟ ଓଳାମାୟେ କେରାମ ତାର କାଛ ଥେକେ ହାଦିସ ବର୍ଣନା କରେନ । ହିଜରି ୧୭୯ ସାଲେର ୧୧ଇ ରବିଉଲ ଆୱୟାଲ ତିନି ମଦିନାୟେ ତାଇୟେବାୟ ଇଷ୍ଟେକାଳ କରେନ । ଜାମାତୁଲ ବାକିତେ ତାକେ ଦାଫନ କରା ହ୍ୟ ।

الإمام الشافعی رحمه الله :

هو ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعی الهاشمي من بني عبد المطلب بن عبد مناف ولد بغزة من فلسطين سنة خمسين ومائة من الهجرة ومات ابوه ادريس بعد سنتين من ميلاده فحملته امه الى مكة فنشأ بها يتيمًا في حجر امه ولزم مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله مفتي مكة وتفقه به حتى اذن له بالافتاء وهو ابن خمس عشرة سنة.

ثم ذهب الى الإمام مالك رحمه الله واخذ عنه الموطأ وحفظه في تسع ليال وكان امام مالك رحمه

الله يثني على فهمه وحفظه واحد الفقة من محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنفية رحمة الله عليه وروى الحديث عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض رحمهم الله وغيرهما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله، هو أول من دون أصول الفقه بكتابه الرسالة و أشهر كتبه كتاب الأم وكان صريح الكلام جيد التعبير حسن البيان أبلغ الحجة قوي المنطق صحيح الفراسة حسن الأخلاق، سمي مذهبه شافعيا سلك فيه منهجاً فريداً وتوفي آخر اليوم من شهر رجب في يوم الخميس سنة أربع مائتين من الهجرة بمصر. ودفن بمقام فسطاط.

ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহ:

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ-শাফেয়ি আল-হাশেমি ছিলেন আব্দুল মোতালেব ইবনে আবদে মানাফের বংশধর। তিনি হিজরি ১৫০ সনে ফিলিস্তিনের অস্তর্গত গাজাহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের ২ বছর পর তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তার মা তাকে মক্কা মুকার্রামায় নিয়ে যান এবং সেখানেই মায়ের কোলে ইয়াতিম অবস্থায় তিনি বড় হন। মক্কা মুকার্রামায় মুফতি মুসলিম ইবনে খালেদ জানায় রহমাতুল্লাহে আলাইহ-এর সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তার কাছেই ফিকহের গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অবশেষে ১৫ বছর বয়সে তাকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়। এরপর তিনি হজরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট গমন করেন এবং তার কাছ থেকে মুয়াত্তা কিতাবের জ্ঞান অর্জন করেন। আর মাত্র নয় রাতে মুয়াত্তা গ্রহণ মুখ্যত করে ফেলেন। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ তাঁর মেধা ও সৃতিশক্তির প্রশংসা করতেন। তিনি আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশশাইবানি রহমাতুল্লাহ আলাইহির নিকট থেকে ইলমে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন এবং প্রথ্যাত মুহাদ্দিস হজরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, ফুদাইল ইবনে আয়াজ রহমাতুল্লাহসহ বহু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেন। তার ব্যাপারে হজরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, তিনি পরিত্র কুরআন এবং হাদিস সমষ্ট মানুষের চেয়ে বেশি বুঝতেন। তিনিই সর্ব প্রথম “কিতাবুর রিসালা” নামক উসুলুল ফিকহ গ্রন্থ রচনা করেন, তার রচিত কিতাবগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাব হল ‘কিতাবুল উম’ তিনি ছিলেন সুস্পষ্টভাষী, সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদানে অভিজ্ঞ, সুন্দর বর্ণনায় দক্ষ, সবচেয়ে মজবুত দলিল উপস্থাপনকারী, দৃঢ় বক্তব্য প্রদানকারী, দূরদর্শ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর মাজহাবের নামকরণ করা হয় ‘শাফেয়ি’ মাজহাব। তিনি তার মাজহাবে নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেন। হিজরি ২০৪ সনে রজব মাসের শেষ দিন বৃহস্পতিবার মিসরে ইন্তেকাল করেন। ফুসতাত নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।

الإمام احمد بن حنبل رحمه الله :

هو شيخ الإسلام أمم السنة أبو عبد الله احمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني المروزي رحمه الله، ولد ببغداد سنة اربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول، ونشأ بها وأكب على السنة يجمعها ويحفظها حتى صار أمم المحدثين في عصره ، رحل الى الكوفة والبصرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام واليمن. تفقه على الإمام الشافعي رحمه الله، ومن أسانذته في الحديث سفيان بن عيينة ، يحيى بن سعيد القطان، أبو داؤد الطيالسي وغيرهم رحمهم الله، اخذ منه الحديث والفقه امام الحديث البخاري والامام مسلم والامام ابو داؤد وعبد الرحمن بن مهدي وعلى بن المديني وغيرهم رحمهم الله عنهم، حتى صار مجتهدا مستقلا امتحن بفتنته خلق القرآن فحبس وضرب فما ضعف ولا وهن كما انه امتحن ببسط الدنيا فما مال اليه ولا ركن قال الإمام على ابن المديني رحمه الله ان الله اعز الإسلام برجلين ابي بكر يوم الربة وابن حنبل يوم المحنـة وقال الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد وما خلفت فيها افقه ولا اروع ولا ازهد ولا اعلم من احمد بن حنبل وحسبك دليلا على ذلك كتابه المسند الذي حوى نيفا واربعين ألف حديث وقد اعطى من الحفظ مالم يكن لغيره ومن اهم تصانيفه أيضا كتاب العمل، كتاب التفسير، كتاب المناسك، كتاب الفضائل، كتاب المسائل، كتاب الاعتقاد، كتاب الإيمان، كتاب الزهد وغيرها، توفي سنة احدى واربعين ومائتين من الهجرة، ودفن بين الصفا والمروة في مكة المكرمة،

ইমাম আহমদ ইবনে হাস্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি):

শায়খুল ইসলাম ইমামুস সুন্নাহ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে হাস্বল ইবনে হেলাল ইবনে আসাদ আশ শায়বানী আল মারওয়ায়ি হিজরি ১৬৪ সনে রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। তিনি হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অবশ্যে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কুফা, বসরা, মক্কা মুকাররামা, মদিনা মুনাওয়ারাহ, শাম এবং ইয়ামেনে ভ্রমণ করেন। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্যের কাছ থেকে ফিকহ জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে স্বতন্ত্র মুজতাহিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। হাদিসের ক্ষেত্রে তাঁর

প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদ ছিলেন সুফিয়ান বিন ওয়াইনা, ইয়াহইয়া বিন সাইদ আল কাতান, আবু দাউদ আত তায়ালেসী রাহিমাত্মুল্লাহ। তাঁর কাছ থেকে যারা হাদিসের ইলম অর্জন করেছেন, তারা হলেন ইমামুল হাদিস ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদি, আলি ইবনুল মাদিনি প্রমুখ রাহেমাত্মুল্লাহ আনন্দমুখ। তিনি (ততকালিন যুগে সৃষ্টি) খালকে কুরআন বা কুরআন সৃষ্টি না আনাদি সংক্রান্ত ফিতনায় নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। জেলে বন্ধি করে অমানবিক দৈহিক নিপীড়ন চালানো হলেও তিনি স্থীয় সঠিক মতে অবিচল থাকেন। তিনি দুনিয়ার প্রাচুর্য দ্বারাও পরীক্ষিত হন, কিন্তু আকৃষ্ট বা নীতি বিচ্ছুর্ণ হননি। ইমাম আলি ইবনে মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দুই জন ব্যক্তি দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তারা হলেন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিদ্বার যুদ্ধের সময় (ইসলামের উপকার করেন) এবং ইবনে হাস্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি চরম বিপর্যয়ের দিনে ইসলামের উপকার করেন। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি বাগদাদ থেকে চলে আসছি আর সেখানে আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাস্বলের চেয়ে অধিক ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, অধিক খোদাভোতি সম্পন্ন, অধিক দুনিয়াবিরাগী এবং অধিক ইলমের অধিকারী অন্য কাউকে রেখে আসিনি।” এর প্রমাণ হিসেবে তার মসনদ কিতাবটাই যথেষ্ট, যার মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার হাদিস রয়েছে।

এছাড়াও তিনি কিতাবুল আমল, কিতাবুত তাফসির, কিতাবুল মানাসেক, কিতাবুল ফাযায়েল, কিতাবুল মাসায়েল, কিতাবুল ই'তেকাদ, কিতাবুল ইমাম, কিতাবুল যুহুদসহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ২৪১হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে মক্কা মুকার্রামার সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তি স্থানে দাফন করা হয়।

الدرس الثالث : حياة صاحب القدوري ومزايا كتابه "القدوري"

هو أبو الحسين احمد بن أبي بكر محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري رحمه الله، ولد في سنة اثنين وستين وثلاثة في بغداد، كما بينه السمعاني، قيل انه نسبة الى قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة وقيل نسبة الى بيع القدر وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين ايدي الطلبة، اخذ الفقه عن ابي عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني عن احمد الجصاص عن عبيد الله ابى الحسن الكرجي رحمهم الله عنهم، واخذ الحديث من محمد بن علي بن سويد وعبيد الله محمد جوشى رحمهم الله ، كان ثقة صدوقا انتهت اليه رئاسة الحنفية في زمانه وقال ابن كثير رحمه الله تعالى كان اماما بارعا عالما وثبتنا مناظرا ارتفع جاهه وعظم قدره وكان حسن العبارة في النظر مدیما لتلاؤه القرآن ، صنف المختصر في فقه

الحنفية، كما أنه صنف التجريد في مسائل الخلاف، وكتاب التقريب، وشرح مختصر الكرخي وشرح أدب القاضي، وتوفي يوم الأحد الخامس من رجب عن ست وستين من عمره في سنة ثمانية وعشرين واربع مائة ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخوارزمي الحنفي في البغداد.

مزايا مختصر القدوري: مختصر القدوري من أشهر كتب الحنفية وهو من المتون الاربعة التي اعتمد عليها الحنفية في مسائلهم وهو متن متين يعتبر كان يتداوله العلماء في كل زمان و يقبله الفقهاء في كل مكان، وقال في مصباح انوار الادعية أن الحنفية يتبركون بقراره ايام الوباء لما انه كتاب مبارك، من حفظه يكون امينا من الفخر حتى قيل ان من قرأه على استاذ صالح ودعاه عند ختم الكتاب بالبركة فإنه يكون مالكا لدرهم على عدد مسائله والائمة من بعده كانوا يعتنون بشرحه أكثر ما كانوا يعتنون بغيره حتى صارت شروحه عددا لا يحصى وقال ابو على الشاشي من حفظ هذا الكتاب فهو احفظ اصحابنا ومن فهمه فهو افهم اصحابنا وقال القدوري نفسه هذا كتاب يجمع من فروع الفقه مالم يجمعه غيره.

তৃতীয় পাঠ : কুদুরি গ্রন্থকারের জীবনী ও কুদুরি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ বিন জাফর বিন হামদান আল বাগদাদি আল কুদুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৬২ হিজরি সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। বাগদাদের গ্রামসমূহের মধ্য হতে কুদুরাহ নামক একটি গ্রামের সাথে তাকে সমন্বয় করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, তিনি ডেক বিক্রি করতেন বিধায় তার দিকে সমন্বয় করে তাকে কুদুরি বলা হত। তিনি বরকতময় মুখ্যতাসার কিতাবের রচয়িতা, যা ছাত্রদের হস্তসমূহে আবর্তীত হয়। তিনি ফিকহবিদ আন্দুলাহ মুহাম্মাদ ইবনে জুরজানি, আহমদ ইবনে জাস্মাচ, ওবায়দুল্লাহ আবুল হাসান কারখী প্রমুখ ফকির থেকে নিকট ইলমে ফিকহ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। তাঁর সময়ে হানাফি মাজহাবের নেতৃত্ব-কর্তৃত তাঁর হাতে এসে যায়। আল্লামা ইবনে কাসির বলেন, তিনি ছিলেন সুদক্ষ ইমাম, আলেম এবং গ্রন্থযোগ্য ব্যক্তিত্ব এর সত্ত্বের পক্ষে এবং অসত্ত্বের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী সুউচ্চ মর্যাদা এবং সমুল্লত আসন্নের অধিকারী। কোনো কিছু দেখা মাত্রই তিনি তার সুন্দর বর্ণনা দিতে পারতেন এবং সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি ফিকহে হানাফির মাসয়ালা সম্বলিত মুখ্যতাসার গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তিনি আত-তাজরিদ ফি মাসায়লিল খেলাফ, আততাকরিব, শরহে মুখ্যতাসারুল কারখি, শরহে আদাবুল কাজি ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি

৪২৮ হিজরি রজব মাসের ৫ তারিখ রবিবার ৬৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে ফকিহ আবু বকর খাওয়ারেজমি হানাফির পাশে দাফন করা হয়।

আল মুখতাসার গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য: মুখতাসারুল কুদুরি হানাফি মাজাহাবের সুপ্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের অন্যতম। এটি (المتون الاربعة) চারটি মূলভাষ্যের অন্যতম। এ কিতাবের উপর হানাফিগণ বিভিন্ন মাসযালা মাসায়েলের ক্ষেত্রে নির্ভর করে থাকেন। একটি নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও মজবুত ভাষ্য হিসেবে যুগে যুগে এ কিতাব ওলামায়ে কেরামের চর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফুকাহায়ে কেরাম এ গ্রন্থকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। **مَصْبَاحُ انْوَارِ الْأَدْعِيَةِ** গ্রন্থে বলা হয়েছে, হানাফিগণ বিপদ-আপদে এ কিতাব পাঠের মাধ্যমে বরকত হাসিল করে থাকেন। যেহেতু এটা একটি বরকতময় কিতাব, তাই যে কেউ তা স্মৃতিতে ধারণ করলে অভাব অন্টন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, কেউ যদি কিতাবটি কোনো একজন নেককার ওভাদের নিকট অধ্যয়ন করে এবং ওভাদ খতমের সময় তার জন্য দোআ করেন, তবে এর মাঝে বর্ণিত মাসালার সংখ্যা পরিমাণ অর্থের সে মালিক হবে। পরবর্তী ইমামগণ কিতাবটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনায় এতবেশি মনোনিবেশ করেন যা অন্য কোনো কিতাবের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এ কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অসংখ্য। আবু আলি শাশি বলেন, এ কিতাবখানি যে মুখ্য রাখবে সে আমাদের সঙ্গী সাথিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি এ গ্রন্থখানা বুঝবে সে আমাদের সাথিদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সমবাদার। ইমাম কুদুরি নিজেই বলেছেন, এ কিতাবে ফিকহের শাখা মাসায়ালাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা অন্য কিতাবে করা হয় নি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ফিকহ শব্দের অর্থ কী?

ক. পড়া

খ. বুঝা

গ. রাখা

ঘ. ধরা

২. ইমামে আজম রহমতুল্লাহে আলাইহির নাম কী?

ক. ইমরান

খ. গোফরান

গ. নোমান

ঘ. ইরফান

৩. ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহে আলাইহ জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১২০ হিজরিতে

খ. ১৩০ হিজরিতে

গ. ১৪০ হিজরিতে

ঘ. ১৫০ হিজরিতে

৪. ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহির মাজার কোথায়?

ক. মক্কা মোয়াজ্জামায়

খ. ফিলিস্তিনে

গ. মদিনার জামাতুল বাকিতে

ঘ. ইরাকে

୫. ଦଲିଲ ଗ୍ରହଣ ସାପେକ୍ଷେ ମାଜହାବେର ଅନୁସରଣ ହଚ୍ଛେ-

- i. ଫରଜ
- ii. ଓସାଜିବ
- iii. ମୁଞ୍ଚାହାବ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ ?

- | | |
|--------|-------------|
| କ. i | ଖ. ii |
| ଗ. iii | ଘ. ii ଓ iii |

୬. ଇମାମ ଆଜମ ଲିଖିତ ‘କିତାବୁଲ ଆସାର’ ହଚ୍ଛେ-

- i. ତାଫସିର ଗ୍ରହ୍ଣ
- ii. ହାଦିସ ଗ୍ରହ୍ଣ
- iii. ଫିକହ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ ?

- | | |
|--------|-----------|
| କ. i | ଖ. ii |
| ଗ. iii | ଘ. i ଓ ii |

ନିଚେନ ଉଦ୍ଦିଗକଟି ପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ:

ଆହସାନ ମାଦରାସାୟ ପଡେ ଫିକହ ବିଷୟ ଓ ଇମାମଗଣେର ଅବଦାନ ଶିକ୍ଷକେର କାହା ଥେକେ ଜାନତେ ପେରେହେ ।

କିନ୍ତୁ କୁରାନ ହାଦିସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ନା କରେ ମାଜହାବେର ଅନୁସରଣ କରତେ ରାଜି ନୟ ।

୭. ଆହସାନେର ମାଜହାବ ନା ମାନାର ବିଷୟଟି-

- | | |
|-------------------|--------------------|
| କ. ଫରଯେର ଖେଳାଫ | ଖ. ସୁନ୍ନାତେର ଖେଳାଫ |
| ଗ. ଓସାଜିବେର ଖେଳାଫ | ଘ. ହାଦିସେର ଖେଳାଫ |

୮. ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆହସାନେର କରଣୀୟ ହଚ୍ଛେ-

- i. କୁରାନ ଗବେଷଣା କରା
- ii. ହାଦିସ ଚର୍ଚା କରା
- iii. ମାଜହାବ ଅନୁସରଣ କରା

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ ?

- | | |
|--------|-----------|
| କ.i | ଖ. ii |
| ଗ. iii | ଘ. i ଓ ii |

ଘ. ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ :

ବେଲାଲ ଓ ରିୟାଦ ଦୁଇ ବଙ୍କୁ । ବେଲାଲ ଆମଲ କରାର ଜନ୍ୟ କୁଦୁରି ଗ୍ରହ୍ଣ ପଡେ । ରିୟାଦ ବଲେ ଆମି ହାଦିସ ପଡ଼ିବ, ଫିକହ ପଡ଼ିବ ନା ଏବଂ ତା ଜାନା ପ୍ରୋଜନା ମନେ କରି ନା । କିନ୍ତୁ ଆମଲ କରତେ ଗିଯେ ରିୟାଦ ବାରବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭୁଵୀନ ହୟ ।

- କ. କୁଦୁରି କୋନ ମାଜହାବେର ଫିକହ ଗ୍ରହ୍ଣ?
- ଖ. କୁଦୁରି ଗ୍ରହ୍ଣେ କତ ହାଜାର ମାସଯାଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ?
- ଗ. ଇସଲାମି ଶରିୟତେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ରିୟାଦେର ମତଟି କିରାପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଘ. ରିୟାଦେର ଏ ମତାମତଟି କୁରାନ ସୁନ୍ନାହର ଆଲୋକେ ମୂଲ୍ୟାଯନ କର ।

مختصر القدوري

মুখতাসার্মল কুদুরি

الباب الثاني : الفقه (القدوري)

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল ফিকহ (কুদুরি)

الفصل الأول : كتاب الطهارات

প্রথম পরিচ্ছেদ: কিতাবুত তহারাত (পবিত্রতা অধ্যায়)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقْبِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجْلُّ الرَّاهِدُ أَبُو الْخَسِينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيِّ الْمُعْرُوفُ بِالْقُدُورِيِّ.

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু

সব প্রশংসা মহান রাবুল আলামিনের যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। আখেরাতের শুভ পরিণতি খোদাভাইরুন্দের জন্য। দরুণ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাহাবিগণের উপর। পরম শ্রদ্ধাভাজন, মহান জ্ঞানতাপস ও সাধক, আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল বাগদাদি, যিনি কুদুরি নামে খ্যাত।

قال الله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (المائدة : ٦). ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان تدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى سباتة قوم فبال وتوضاً ومسح على الناصية وخفيفه.

আল্লাহ তাআলা বলেন- “ওহে যারা ইমান এনেছ! যখন তোমরা নামাজ আদায় করার ইচ্ছা কর, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত, গোড়ালিসহ পা ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর”।
(মায়েদা ৬)

সুতরাং, অজুর ফরজ হল চারটি-(উল্লিখিত) তিন অঙ্গ ধোত করা এবং মাথা মাসেহ করা।

আমাদের তিন ইমাম (আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর মতে, উভয় হাতের কনুই এবং পায়ের গোড়ালি ধোত করা ফরয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যুক্তির রাদিয়াল্লাহু আনহু ভিল্লমত পোষণ করেন। মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে ললাট পরিমাণ মাসেহ করা ফরজ যা মাথার এক চতুর্থাংশ। কেননা মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক গোত্রের আবর্জনা স্তুলে গমন করে তথায় প্রস্তাব করলেন। অতঃপর অজু করলেন ও মাথার অগ্রভাগ এবং উভয় মোজায় মাসেহ করলেন।”

وَسِنَ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْأَنَاءِ إِذَا إِسْتِيقَظَ الْمَتَوْضِعُ مِنْ نُومِهِ
وَنَسْمِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِبْتَادِ الْوَضُوءِ وَالسُّوَاقِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ وَمَسْحِ الْأَذْنَيْنِ وَتَخْلِيلِ
الْحَيَّةِ وَالْأَصْبَاعِ وَتَكْرَارِ الْغَسْلِ إِلَى الْثَلَاثِ، وَيُسْتَحْبِبُ لِلْمَتَوْضِعِ أَنْ يَنْوِي الطَّهَارَةَ
وَيُسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيُرْتَبَ الْوَضُوءُ فَيَبْدُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَكْرِهِ وَبِالْمِيَامِنِ وَالثَّوَالِيِّ
وَمَسْحِ الرَّقَبَةِ.

অজুর সুন্নাত: যেমন (১) অজু করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তিনবার হাত ধোত করা, (২) বিসমিল্লাহ পড়ে অজু শুরু করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) গড়গড়া করে কুলি করা, (৫) নাকে পানি দেয়া, (৬) উভয় কান মাসেহ করা, (৭) দাঁড়ি খিলাল করা, (৮) আঙুল সমূহ খিলাল করা, (৯) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোত করা।

অজু ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব- যেমন (১) পবিত্রতা লাভের নিয়ত করা, (২) সম্পূর্ণ মাথা মাসেহের অন্তর্ভুক্ত করা, (৩) ধারাবাহিকভাবে অজু করা- অর্থাৎ আল্লাহ যে অঙ্গের উল্লেখ আগে করেছেন তা দিয়ে আগে শুরু করা, (৪) ডান দিক হতে শুরু করা, (৫) একের পর এক ধোত করা, এবং (৬) ঘাড় মাসেহ করা।

والمعنى الناقصة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقبح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعاً أو متكتئاً أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط عنه والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات رکوع وسجود وفرض الغسل المضمضة والإستنشاق وغسلسائر البدن وسنة الغسل أن يبدأ المغسل بغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة، إن كانت على بدنه

ثم يتوضأً وضوءه للصلوة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وعلى سائر بدنها ثلثاً ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر.

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ: (১) পায়খানা প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে কোনো জিনিস বের হওয়া, (২) রক্ত, (৩) পিণ্ড, (৪) পুঁজ (উল্লিখিত তিনটি) শরীর থেকে বের হয়ে এমন স্থানে পতিত হওয়া, যা পাক করার হুকুমের শামিল, (৫) মুখভর্তি বমি হওয়া, (৬) শয়ে, হেলান দিয়ে বা কোনো এমন জিনিসের উপর ভর দিয়ে ঘুমানো যে ভরকৃত জিনিস সরিয়ে দিলে সে নিশ্চিত পড়ে যাবে, (৭) বেহশির কারণে সঙ্গাহীন হওয়া, (৮) পাগল হওয়া, (৯) রুকু সাজদা বিশিষ্ট নামাজে অট্টহাসি দেয়া।

গোসলের ফরজ: (১) মুখ ভরে কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া যাতে নাকের ভিতরের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছে, (৩) সমস্ত শরীর ধোত করা।

গোসলের সুন্নাত: (১) গোসলকারী ব্যক্তি প্রথমে দ্বীয় হস্তব্য ও লজ্জাস্থান ধোত করবে এবং শরীরের কোনো স্থানে নাপাকি থাকলে তা দূরীভূত করবে, (২) নামাজের অজুর ন্যায় অজু করবে, কিন্তু পা ধোত করবে না, (৪) মাথা ও সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধোত করবে। মহিলাদের চুলের গোড়ায় পানি পৌছলে তাদের বেনী বা খোপা খোলা জরুরি নয়।

والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتعاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيددين والإحرام وعرفة وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والأبار وماء البحار ولا تجوز الطهارة بما اعتصر من الشجر والشمر ولا بماء غالب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل والمرق وماء الباقلاء وماء الورد وماء الزردد وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء ظاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران.

গোসল ফরজ হওয়ার কারণ : (১) যৌন উভেজনার সাথে নারী পুরুষের বীর্যপাত (২) নারী পুরুষের যৌনাঙ্গের মিলন ঘটা, যদি বীর্যপাত নাও হয়। (৩) ঋতুস্নাব (৪) নেফাস।

সুন্নাত গোসলের বর্ণনা : রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলকে সুন্নাত নির্ধারণ করেছেন- (১) জুমার নামাজের জন্য, (২) দুই ইদের নামাজের জন্য, (৩) হজের ইহরাম বাঁধার জন্য, এবং (৪) আরাফাত ময়দানে গমনের জন্য। মদি, অদি নির্গত হলে গোসল ফরজ হয়না। উভয়টিতে অজু (নষ্ট হয় বিধায় অজু) আবশ্যিক।

পানির বিবরণ : ১। বৃষ্টি, উপত্যকা, ঝর্ণা, কৃপ, নদী এবং সাগরের পানি দ্বারা অপবিত্রতা থেকে পরিত্র হওয়া জায়েজ। ২। বৃক্ষ বা ফল নিংড়ানো পানি দ্বারা পরিত্রিতা অর্জন করা জায়েজ নয়। ৩। তার অন্য বস্তুর প্রাধান্যের ফলে মৌলিক গুণাবলি নষ্ট হয়ে যায় সে পানি দ্বারা পরিত্রিতা অর্জন বৈধ নয়। যেমন শরবত, সিরাপ, সিরকা, ঝোল, সবজির রস, গোলাপের পানি এবং গাজরের রস। ৪। সেই পানি দ্বারা পরিত্রিতা অর্জন বৈধ-যাতে কোনো পরিত্র বস্তু মিশে তার কোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন বন্যার পানি এবং উশনেই, (সুগন্ধি ঘাস) সাবান জাফরান ইত্যাদি মিশ্রিত পানি।

وَكُلْ ماء دَائِمٌ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نُجَاسَةٌ لَمْ يَجِزِ الوضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ بِحَفْظِ الْمَاءِ مِنَ النُّجَاسَةِ فَقَالَ لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُنَّ فِيهِ مِنَ الْجُنَاحَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا اسْتِيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَعْمَسِنْ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِيُّ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نُجَاسَةٌ جَازَ الوضُوءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَرَهَا أَثْرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُ مَعَ جَرِيَانِ الْمَاءِ وَالْغَدَيرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يَتَحَركُ أَحَدٌ طَرْفِيهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرْفِ الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَحَدِ جَانِبِهِ نُجَاسَةٌ جَازَ الوضُوءُ مِنِ الْجَانِبِ الْآخَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النُّجَاسَةَ لَا تَصْلِي إِلَيْهِ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يَفْسُدُ الْمَاءَ كَالْبَقْ وَالْذَّبَابُ وَالْزَّنَابِيرُ وَالْعَقَارِبُ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ لَا يَفْسُدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالضَّفْدَعِ وَالسَّرَّطَانِ.

কোনো আবদ্ধ পানিতে অপবিত্র বস্তু পতিত হলে ঐ পানি দ্বারা অজু বৈধ হবে না। পানি কম হটক বা বেশি হটক। কেননা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিকে অপবিত্রতা হতে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- “তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্তাব না করে এবং তাতে অপবিত্রতার গোসল না করে।” রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তার হাত তিনি বার ধোত করার পূর্বে পাত্রে হাত না ঢুবায়। কেননা সে জানেনা তার হাত কোথায় রাত্রি যাপন করেছিল।” প্রবাহমান পানিতে নাজাসাত পতিত হলে তার চিহ্ন দেখা না গেলে সে পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ হবে। কেননা পানি প্রবাহের কারণে অপবিত্রতা ছির থাকে না। বড় পুকুর- যার একপাশে পানি নাড়লে অন্য

পাশে পানি নড়ে না এবং তার একপাশে নাজাসাত পতিত হলে অন্য পাশের পানি দ্বারা অজু জায়েজ হবে। কেননা এটা স্পষ্ট যে, উক্ত পাশে নাপাকি পৌছেনি। যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন নেই তা পানিতে মরে গেলে পানি অপবিত্র হয় না। যেমন- মশা, মাছি, ভিমরুল, বিচ্ছু। যে সকল প্রাণী পানিতে জীবন যাপন করে তারা পানিতে মরে গেলে পানি নাপাক হয় না, যেমন- মাছ, ব্যাঙ ও কাঁকড়া।

ولماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث ولماء المستعمل كل ماء أزيل به ححدث أو استعمل في البدن على وجه القرابة وكل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والأدمى وشعر الميتة وعظمها ظاهر وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها وإن ماتت فيها حمامه أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى خمسين

ব্যবহৃত পানি নাপাকি হতে পরিত্রাতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। ব্যবহৃত পানি হল সেই পানি যে পানি দ্বারা অপবিত্রতা দূরীভূত করা হয়েছে অথবা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে। শুকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত সকল চামড়া পরিশোধনের মাধ্যমে পরিত্র হয়ে যায়। তাতে নামাজ আদায় করা এবং উহা (দ্বারা তৈরি পাত্র) হতে অজু করা জায়েজ হবে। মৃত প্রাণীর হাড় ও পশম পরিত্র। কৃপের মধ্যে নাপাক বন্ধ পতিত হলে উক্ত বন্ধ উঠিয়ে উহার সমুদয় পানি উঠিয়ে ফেলাই হল কৃপের পরিত্রতা। যদি কৃপের মধ্যে ইঁদুর, চুত্তুই, টুন্টুনি, গিরগিট, টিকটিকি পড়ে মারা যায় তবে ছোট বড় বালতির তারতম্য অনুযায়ী ২০-৩০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি সেখানে কবুতর, মুরগি অথবা বিড়াল পড়ে মারা যায় তাহলে ৪০-৫০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে।

وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء، وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبير وعدد الدلاء يعتبر بالدلوا الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلوا عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط إحتسب به وإن كان البئر معينا لا ينزلح ووجب نزح ما فيها أخرجوا مقدار ما فيها من الماء وعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزلح منها مائتا دلو إلى ثلاث مائة وإذا وجد

في البئر فارة ميّة أو غيرها ولا يدرؤن متى وقعت ولم تنفسخ أعادوا صلوة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلوة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحهما الله تعالى ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت سور الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر سور الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس سور الهرة والدجاجة المخلدة وسباع الطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه سور الحمار والبغل مشكوك فإن لم يوجد إلا إنسانٌ غيره توضأ به وتيتم وبأيهمَا بدأ جاز.

কৃপের মধ্যে যদি কুকুর অথবা ছাগল অথবা মানুষ পড়ে মারা যায় তাহলে কৃপের সম্পূর্ণ পানি উভোলন করে ফেলে দিতে হবে। আর যদি কৃপের মধ্যে কোনো প্রাণী (পতিত হয়ে) মারা গিয়ে ফুলে যায় অথবা পঁচে ফেটে যায় তাহলে কৃপের সম্পূর্ণ পানি উভোলন করতে হবে। প্রাণীটি ছোট হোক কিংবা বড়। বালতির সংখ্যা নির্ধারণে শহরে কৃপ হতে পানি উঠানোর জন্য যে মধ্যম মানের বালতি ব্যবহার হয়, তাই ধরতে হবে। সুতরাং যদি বড় বালতি দ্বারা এ পরিমাণ পানি উঠানো যায় যা মধ্যম ধরণের বালতিতে সংকুলান হয়, তাহলে মধ্যম ধরনের বালতি দ্বারা হিসাব করা হবে। কৃপ যদি প্রবাহমান হয় এবং তার সকল পানি উভোলন করা ওয়াজিব হয় তাহলে যে পরিমাণ পানি বর্তমান আছে সে পরিমাণ পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ২০০-৩০০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। যদি কৃপের মধ্যে মৃত ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণী পাওয়া যায় এগুলো কখন পড়েছে কারো জানা না থাকে এবং (প্রাণীগুলো) ফুলে ফেটে না গেলে এর পানি দ্বারা যদি কেহ অজু করে তাহলে তাদের পূর্বের একদিন একরাতের নামাজ পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ পানি দ্বারা যে সব বস্তু ধোয়া হয়েছে, সে সব বস্তু পুনরায় ধোত করে নিতে হবে। আর যদি প্রাণীগুলো ফুলে ফেটে গিয়ে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে তিন দিন তিন রাতের নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর মতে তাদের কিছুই পুনরায় আদায় করতে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা না যায় যে কখন পতিত হয়েছে।

মানুষ ও যে সমস্ত প্রাণীর গোসত খাওয়া হালাল তাদের উচিষ্ট পবিত্র। কুকুর, শুকর ও হিংস্র প্রাণীর উচিষ্ট অপবিত্র। মুরগি, হিংস্র পাক-পাখালী এবং গৃহে অবস্থানকারী প্রাণী যেমন সাপ, ইঁদুর এদের উচিষ্ট মাকরহ। গাঢ়া এবং খচরের উচিষ্ট সন্দেহযুক্ত। মানুষ যদি এছাড়া অন্য কোনো পানি না পায় তাহলে এরপ পানি দ্বারা অজু করবে এবং তায়াম্মুম করবে। যা দ্বারাই শুরু করুক বৈধ হবে।

باب التيم

ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر وبينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيم بالصعيد والتيم ضربتان يمسح ياحداهما وجهه وبالآخر يديه إلى المرفقين والتيم في الجنابة والحدث سواء ويجوز التيم عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله عليه بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والتورة والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف رحمهما الله عليه لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة.

তায়াম্মুম সংক্রান্ত অধ্যায়

কোনো মুসাফির (অমণকারী) ব্যক্তি অথবা শহরের (জনপদের) বাইরে অবস্থানকারী এমন ব্যক্তি যার অবস্থান শহর থেকে ন্যূন পক্ষে এক মাইল বা তার অধিক দূরত্বের চেয়ে বেশি দূরত্ব হয়। অথবা সে পানি পাচ্ছে কিন্তু অসুস্থ, পানি ব্যবহার করলে তার রোগ আরো বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কা করে অথবা কোনো অপবিত্র ব্যক্তি যদি এরূপ আশঙ্কা করে যে, সে গোসল করলে ঠাভা জনিত কারণে তার মৃত হবে কিংবা তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম করার জন্য দুবার হাত মারতে হবে। একবার হাত মারার দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। আর দ্বিতীয় বার হাত মারার দ্বারা উভয় হাতের কুনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। ফরজ গোসল ও অজু ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম একই রকম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর মতে মাটি জাতীয় যে কোনো বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যথা মাটি, বালি, পাথর, সুরকি, চুনা, সুরমা ইত্যাদি। ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহে আলাইহ বলেন, মাটি ও বালি ব্যতীত তায়াম্মুম বৈধ নয়।

والنية فرض في التيم ومستحبة في الوضوء وينقض التيم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ولا يجوز التيم إلا بصعيد ظاهر ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلوة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ وصلى وإنما تيم ويصلى بتيممه ما شاء من الفرائض والتواوفل ويجوز التيم لل الصحيح المقيم

إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل الطهارة أن تفوته صلوة الجنائز فله ان يتيم ويصلي وكذاك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد.

তায়াম্বুমের মধ্যে নিয়ত করা ফরজ। আর অজুর মধ্যে মুস্তাহাব। যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় সে সব কারণে তায়াম্বুমও ভঙ্গ হয়। পানি ব্যবহারে সক্ষম ব্যক্তি পানি দেখা মাত্রই তায়াম্বুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পরিত্র মাটি ছাড়া তায়াম্বুম বৈধ নহে। যে ব্যক্তি পানি পায় না তবে শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার আশা রাখে তার জন্য বিলম্বে নামাজ পড়া মুস্তাহাব। সে যদি পানি পায় তাহলে অজু করে নামাজ আদায় করবে। অন্যথায় তায়াম্বুম করবে এবং সেই তায়াম্বুম দ্বারা ফরজ ও নফল যত ইচ্ছা নামাজ সে আদায় করতে পারবে। যদি নিজ গৃহে অবস্থানকারী সুস্থ ব্যক্তির নিকট জানাজা হাজির হয় এবং যদি সে ব্যক্তিত অন্য কেউ অভিভাবক হয় আর সে যদি আশঙ্কা করে যে অজু করতে গেলে জানাজা ছুটে যাবে তাহলে সে তায়াম্বুম করে জানাজা নামাজ পড়বে। অনুরূপভাবে কেহ ইদের জামাতে হাজির হয়ে যদি এ আশঙ্কা করে যে, অজু করতে গেলে নামাজ ছুটে যাবে তার জন্য তায়াম্বুম করে ইদের জামায়াতে শামিল হওয়া বৈধ।

وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الجمعة توضأ فإن أدرك الجمعة صلاتها وإنلا صلى الظهر أربعاً وكذاك إن ضاق الوقت فخشى إن توضأ فاته الوقت لم يتيم لكنه يتوضأ ويصلي فائنته والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلوته عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقال أبو يوسف رحمة الله يعيده وليس على المتيم إذا لم يغلب على ظنه أن يقربه ماء أن يطلب الماء وإن غالب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيم حق يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيم فإن منعه منه تيم وصلى

কোনো ব্যক্তি জুমার নামাজে হাজির হয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, সে অজু করতে গেলে জুমার নামাজ ছুটে যাবে তথাপি সে অজু করবে। সে যদি জুমার নামাজ পায় তাহলে উহা আদায় করবে। নতুন চার রাকাত যোহরের নামাজ কাজা আদায় করবে। অনুরূপভাবে যদি নামাজের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয় আর সে আশঙ্কা করে যে, অজু করতে গেলে ওয়াক্ত চলে যাবে। তাহলে সে তায়াম্বুম না করেই অজু করে কাজা নামাজ আদায় করবে। মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে গিয়ে তায়াম্বুম করে নামাজ আদায় করে এবং নামাজের ওয়াক্ত বাকি থাকতেই পানির কথা মনে হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার্র মতে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে অজু করে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে। তায়াম্বুমকারীর

যদি নিশ্চিত ধারণা না হয় যে, তার কোনো নিকটবর্তী স্থানে পানি আছে তাহলে তাঁর জন্য পানি অনুসন্ধান করা আবশ্যিক নয়। আর যদি পানি থাকার প্রবল ধারণা হয় তাহলে পানি তালাশ না করে তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। যদি ভ্রমণ অবস্থায় কারো সঙ্গীর নিকট পানি থাকে তাহলে তায়াম্মুমের পূর্বে তার নিকট পানি চাইবে। যদি সে না দেয় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে।

باب المسح على الخفين

المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حديث موجب لل موضوع إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث فإن كان مقيناً مسح يوماً وليلة وإن كان مسافراً مسح ثلاثة أيام وليلتها وابتدائهما عقيب الحديث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع يبدأ من الاصابع إلى الساق وفرض ذلك مقدار ثالث أصابع من أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبيّن منه قدر ثلث أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز.

ମୋଜା ମାସେହ ଅଧ୍ୟାୟ

অজু আবশ্যিক করে এমন অপবিত্রতা হতে মୋଜার উপর মାସେହ করা বৈধ যা আমল যোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অজু করার পর যদি মୋଜা পরিধান করে অতঃপর যদি অজু চলে যায় মুকিম একদিন একরাত ও মুসাফির তিনদিন তিন রাত মାସେହ করতে পারে। এ সময়টা শুরু হবে অজু ছুটে যাওয়ার পর থেকে। হাতের আঙুল দ্বারা উভয় মୋଜা উপরিভাগে রেখাকৃতি করে মାସେହ করবে। পায়ের আঙুল থেকে শুরু করে পায়ের নলির দিকে টানতে হবে। এর ফরজ হলো হাতের তিন আঙুল পরিমাণ। যে মୋଜা এত বেশি কাটা যে, পায়ের তিন আঙুল পরিমাণ বের হয়ে যায় তার উপর মାସେହ বৈধ নয়। যদি ছেঁড়া এর চেয়ে কম হয় তাহলে বৈধ।

ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل وينقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضاً نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام وليلتها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وإن كان أقل منه تم مسح يوم وليلة ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين و قالا

يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضعه فإن سقطت من غير بره لم يبطل المسح وإن سقطت عن بره بطل.

যার উপর গোসল ফরজ হয় তার জন্য মোজা মাসেহ বৈধ নয়। যে সব কারণে অজু ভঙ্গ করে সে কারণগুলো মোজা মাসেহকেও ভঙ্গ করে। পা থেকে মোজা খোলার সাথে সাথে এবং সময়সীমা অতিক্রম করলে মাসেহ এর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মাসেহ বিনষ্ট হয়। যখন সময়সীমা অতিবাহিত হয় তখন মোজা খুলে পা ধূয়ে নিবে এবং নামাজ পড়বে। অজুর জন্য বাকি অঙ্গসমূহ ধোত করতে হবে না (এ মাসয়ালা অজু ঠিক থাকলে প্রযোজ্য হবে)। কোনো ব্যক্তি মুকিম অবস্থায় মাসেহ শুরু করে, অতঃপর সে একদিন এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সফর শুরু করলে তিন দিন তিন রাত মাসেহ করবে। আর যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসেহ শুরু করে মুকিম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সে একদিন একরাত বা ততোধিক দিন মাসেহ করে থাকলে তার জন্য মোজা খুলে ফেলা জরুরি। যদি এর চেয়ে কম হয় তাহলে একদিন একরাত মাসেহ পূর্ণ করবে। জুতার উপর বিশেষ মোজা পরলে তার উপর মাসেহ করবে। চরকার সূতায় তৈরি অথবা পশমী মোজার উপর মাসেহ বৈধ নয়, তবে চামড়া বা নিচে চামড়া লাগানো থাকলে বৈধ।

সাহেবাইন বলেন- মোটা এবং ছেঁড়া না হলে বৈধ। পাগড়ি, টুপি, বোরখা এবং হাত মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা বৈধ যদিও তা বিনা অজুতে বাঁধে। যদি ক্ষত না সারার পূর্বে ব্যান্ডেজ খুলে যায় তবুও মাসেহ বাতিল হবে না। ক্ষত ভালো হওয়ার পরে পড়ে গেলে মাসেহ বাতিল হবে।

باب الحيض

أقل الحيض ثلاثة أيام ولialiها وما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة وأكثره عشرة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصاً والحيض يسقط عن الحائض الصلوة ويحرم عليها الصوم وتقضى الصوم ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن ولا يجوز للمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بخلافه فإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطيها

حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلوة كاملة فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطبيها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدفين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف لا يمنع الصلوة ولا الصوم ولا الوطى وإذا زاد الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة.

মাসিক ঋতুস্নাব অধ্যায়

মাসিক ঋতুস্নাবের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন তিন রাত। এর কম হলে তা ঋতু নয় বরং ইষ্টিহায়া (প্রাকৃতিক রোগ জনিত স্নাব) হায়েজের সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো দশদিন-এর বেশি হলে তা ইষ্টিহায়া। ঋতুস্নাবের সময় মহিলাগণ লাল-হলুদ এবং মেটে রঙের যে রক্ত দেখে তা হায়েজ- খাটি সাদা রং দেখা পর্যন্ত। হায়েজ, ঋতুবর্তী মহিলাদের নামাজ রাহিত করে দেয় এবং রোজা রাখা হারাম করে। রোজা কাজা করতে হবে, তবে নামাজ কাজা করতে হবে না। তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে না। ঋতুবর্তী এবং অপবিত্র মহিলা উভয়ের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা অবৈধ। অজুবিহীন ব্যক্তির জন্য গিলাফ ব্যতীত কুরআন শরিফ স্পর্শ করা জায়েজ নেই। দশ দিনের কমে হায়েজ বন্ধ হলে গোসল করা বা পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ নয়। দশ দিনের পর ঋতুস্নাবের রক্ত বন্ধ হলে গোসলের পূর্বেই সহবাস করা জায়েজ। ঋতুস্নাবকালীন দুর্জন্মাবের মাঝে যে পরিত্রাতা পাওয়া যায় তা হায়েজের প্রবাহিত রক্তে অস্তর্ভুক্ত হবে।

পরিত্রাতার সর্বনিম্ন সময় হল পনের দিন। বেশির কোনো সময়সীমা নেই। তিন দিনের কম ও দশ দিনের বেশি যে রক্ত দেখা যায় তা হলো ইষ্টিহায়া। এর হকুম নাকসিরের (নাক দিয়ে রক্ত ঝরার) হকুমের ন্যায়। ইহা নামাজ রোজা ও সহবাসে বাঁধা দেয় না। যদি হায়েজের রজস্নাব দশ দিনের বেশি হয়, কিন্তু মহিলার ঋতুস্নাবের নির্দিষ্ট অভ্যাসগত সময়সীমা এখনো আছে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাসের দিকে ফেরাতে হবে এবং অভ্যাসের অতিরিক্ত দিন ঋতুস্নাব হলে তা ইষ্টিহায়া বলে গণ্য হবে। যদি কোনো মেয়ে প্রাণ্ড বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে ইষ্টিহায়া প্রাণ্ড হয় তাহলে প্রতিমাসে দশদিন তার হায়েজ ধরা হবে, বাকিটা ইষ্টিহায়া বলে গণ্য হবে।

والاستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلوة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنواوف فإذا خرج الوقت

بطل وضوئهم وكان عليهم استيناف الوضوء لصلة أخرى والتنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وأقل التنفاس لا حد له وأكثره أربعون يوماً وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم على الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في التنفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم تكن لها عادة فنفاسها أربعون يوماً ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى من الولد الثاني.

ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোক, যার অনবরত প্রস্তাব বাবে, যার নাক হতে সবসময় রক্ত বাবে এবং যে ক্ষত হতে অনবরত রক্ত-পূঁজ বাবে এধরনের রোগীরা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে এবং সে অজু দ্বারা সে ওয়াকের ফরজ ও নফল নামাজ যত ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। ওয়াক চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের অজু বাতিল হয়ে যাবে। অন্য নামাজের জন্য তাদের নতুন করে অজু করতে হবে। সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয় তা হল নিফাস। গর্ভবতী মহিলা গর্ভবস্থায় যে রক্ত দেখে এবং প্রসবকালে সন্তান বের হওয়ার পূর্বে যে রক্ত দেখা যায় তা ইষ্টিহায়। নিফাসের কোনো সর্বনিম্ন সীমা নেই। সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৪০ দিন এর অতিরিক্ত হলে তা ইষ্টিহায়। যদি রক্ত প্রবাহ ৪০ দিন অতিক্রম করে এবং সেই মহিলা এর পূর্বেও সন্তান প্রসব করে থাকে এবং তার নিফাসের নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে তাহলে তার পূর্বের অভ্যাসের দিনগুলোর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যদি মেয়েলোকটির কোনো অভ্যাস না থাকে তাহলে তার নিফাস হবে ৪০ দিন। যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা দুটি সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর মতে প্রথম সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাই নিফাস। ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর নিফাস গণ্য হবে।

باب الأنجاس

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلى عليه ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع ظاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد وإذا أصابت الخفنجاسة لها جرم فجفت فدللته بالأرض جازت الصلوة فيه والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزاء فيه الفرك والنجلسة إذا أصابت المرأة أو السيف اكتفي بمسحها

وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نُجَسَّةً فَجَفَّتِ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثْرُهَا جَازَتِ الْصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلَا يَحُوزُ التَّيِّمَمُ مِنْهَا.

নাপাকির অধ্যায়

নামাজ আদায়কারীর শরীর, কাপড় এবং নামাজের স্থান অপবিত্র থেকে পরিব্রত করা ওয়াজিব। পানি এবং এমন সব তরল বস্তু দ্বারা অপবিত্র থেকে পরিব্রততা লাভ করা বৈধ, যা নিজে পরিব্রত এবং উহা দ্বারা অপবিত্র দূরীভূত করা সম্ভব। যেমন-সিরকা, গোলাপের পানি প্রভৃতি। যদি মোজায় দৃশ্যমান অপবিত্রতা লেগে শুকিয়ে যায়, তাহলে মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করলে যথেষ্ট হবে ও তাতে নামাজ আদায় করা বৈধ হবে। মনি নাপাক তরল হলে ধৌত করা ওয়াজিব। যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় তাহলে কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করাই যথেষ্ট। কোনো আয়না বা তরবারীর উপর নাপাক পড়া তা মাসেহ করে ফেলাই যথেষ্ট। যদি অপবিত্র বস্তু মাটিতে পড়ে রৌদ্রে শুকিয়ে যায় এবং উহার কোনো চিহ্ন না থাকে তাহলে সে স্থানে নামাজ পড়া বৈধ। কিন্তু সে স্থানের মাটি দিয়ে তায়ামুম বৈধ হবে না।

وَمِنْ أَصَابَتْهُ مِنَ النُّجَسَةِ الْمَغْلَظَةُ كَالْدَمُ وَالْبُولُ وَالْغَائِطُ وَالْخَمْرُ مَقْدَارُ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ جَازَتِ الْصَّلَاةُ مَعَهُ وَإِنْ زَادَ لَمْ يَجِزْ وَإِنْ أَصَابَتْهُ نُجَسَّةً مَخْفَفَةً كَبِولٍ مَا يُؤْكِلُ لِحْمَهُ جَازَتِ الْصَّلَاةُ مَعَهُ مَا لَمْ تُبْلِغْ رِبْعَ الشُّوْبِ وَتَطْهِيرُ النُّجَسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهِينِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتْهَا زَوَالُ عَيْنِهَا إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنَ أَثْرِهَا مَا يُشْقِقُ إِزَالتَهَا وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتْهَا أَنْ يَغْسِلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهَرَ وَالْاسْتِجَاءُ سَنَةٌ يَجِزِي فِيهِ الْحَجْرُ وَالْمَدْرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُمَا يَمْسِحُهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَدْدٌ مَسْنُونٌ وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَفْضَلُ وَإِنْ تَجَوَّزْتِ النُّجَسَةَ مُخْرِجُهَا لَمْ يَجِزْ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ أَوْ الْمَائَعُ وَلَا يَسْتَنْجِي بِعَظَمٍ وَلَا بِرُوثٍ وَلَا بِطَعَامٍ وَلَا بِيْمِينِهِ.

কোনো ব্যক্তির শরীরে বা কাপড়ে যদি একদিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ গাঢ় অপবিত্রতা কাপড়ে লেগে থাকে। যেমন- রক্ত, মল-মূত্র, মদ প্রভৃতি তাহলে উক্ত অবস্থায় নামাজ আদায় করা জায়েজ। এর অধিক হলে জায়েজ নয়। আর যদি হালকা নাপাকি লাগে, যেমন- হালাল প্রাণীর মৃত্য যতক্ষণ না কাপড়ের এক চতুর্থাংশে পৌছবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় নামাজ আদায় বৈধ হবে। যে সব অপবিত্রতা হতে পরিব্রত হওয়ার জন্য ধৌত করা ওয়াজিব তা দু'প্রকার (১) যদি উহা দৃশ্যমান বস্তু হয় তাহলে তার অন্তিম বিলীন হওয়াই পরিব্রতা কিন্তু তার চিহ্ন যদি দূরীভূত করা কষ্টকর হয় তা এবং

(২) যা দৃশ্যমান নয় তার পরিবিত্তা হল ধৌতকারীর ধারণা অনুযায়ী অপবিত্তা অবশিষ্ট নেই তত সময় পর্যন্ত ধৌত করা।

এন্তেজ্ঞা (শৌচকর্ম) করা সুন্নাত। পাথর, মাটির চিলা এবং এর স্থলাভিষিক্ত বস্তু এর জন্য যথেষ্ট। পরিকার হওয়া পর্যন্ত অপবিত্তার স্থান মুছতে হবে। এর কোনো নির্দিষ্ট সুন্নাত সংখ্যা নেই। পানি দ্বারা ধৌত করা উচ্চম। অপবিত্তা যদি বের হওয়ার স্থান অতিক্রম করে তাহলে পানি বা তরল বস্তু ব্যতীত উহা পাক হবে না। হাড়, গোবর, খাদ্যদ্রব্য এবং ডান হাত দ্বারা এন্তেজ্ঞা করা যাবে না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। নিচের কোনটি অজুর ফরজ?

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ক. বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা | খ. মুখমন্ডল ধৌত করা |
| গ. গড়গড়াসহ কুলি করা | ঘ. নাকে পানি দেয়া |

২। জুমার নামাজের জন্য গোসল করার حکم কী?

- | | |
|--------|----------|
| ক. فرض | খ. واجب |
| গ. سنة | ঘ. مستحب |

৩। তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি?

- | | |
|------|------|
| ক. ২ | খ. ৩ |
| গ. ৪ | ঘ. ৫ |

৪. م الاستحاضة. বলতে বুঝায়, যে রজ্জুব-

- i. তিনদিনের কম হয়
- ii. দশ দিনের কম হয়
- iii. অধিক হারে প্রবাহিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

যায়েদ নামাজের জন্য অজু করতে গিয়ে মাথা মাসেহ ছাড়াই অজু সমাপ্ত করে। তা দেখে সাহল বলল,
তোমার অজু হয় নি।

৫। যায়েদ অজুতে কোন ধরনের حکم লজ্যন করল?

ক. فرض

খ. واجب

গ. سنة

ঘ. مستحب

৬। যায়েদের কাজটি কোন আয়াতাংশের পরিপন্থি?

ক. فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

খ. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاقِيقِ.

গ. وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

ঘ. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

খ. سৃজনশীল প্রশ্ন:

শাহিদের নানা কেরামত আলি একজন পরহেজগার লোক। সে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখল,
তার নানা ঘূম থেকে উঠে পানি দিয়ে উভয় হাত ধৌত করল। সে নানাকে প্রশ্ন করল নানা! এটা করার
কী প্রয়োজন আছে? জবাবে নানা বললেন, এর অনেক গুরুত্ব আছে। অতঃপর কেরামত আলি নাতিকে
অজুর সুন্নতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মিসওয়াকের গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

ক. شدّهارَةٌ الطهارة. শদ্দের অর্থ কী?

খ. مفتاح الصلوة الطهورة. হাদিসটির ব্যাখ্যা লিখ।

গ. কেরামত আলির নাতির উদ্দেশ্যে বর্ণিত বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঘ. পাঠ্য বইয়ের আলোকে কেরামত আলির কাজটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

الفصل الثاني : كتاب الصلاة

أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعرض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي في الزوال وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله إذا صار ظل كل شيء مثله أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم تغب الشفق وهو البياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد رحمهم الله هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সালাত (নামাজ অধ্যায়)

নামাজ পর্ব বা নামাজের বিবরণ : ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন দ্বিতীয় ফজর (প্রকৃত ভোর) উদয় হয় আর তা হল পূর্বাকাশে চওড়া সাদা আভা । ফজরের শেষ ওয়াক্ত হল সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত । যুহরের প্রথম ওয়াক্ত হল সূর্য যখন হেলে যায় এবং উহার শেষ সময় হলো ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহ)-এর মতে, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত । ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া উহার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত । আসরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় উভয় মত অনুসারে যুহরের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর থেকে এবং ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত । মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্যাস্তের পর থেকে এবং তার শেষ ওয়াক্ত হল শাফাক বা শুভ্র আভা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত । ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতে শাফাক এই সাদা আভা যা আকাশের কিনারায় রক্তিম আভার পর দেখা যায় । ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতে রক্তিম আভাটাই হল শাফাক । এশার প্রথম ওক্ত হলো যখন শাফাক চলে যায় এবং শেষ দ্বিতীয় ফজরের উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত । বিতর নামাজের প্রথম ওয়াক্ত হল এশার নামাজ আদায়ের পর থেকে এবং শেষ ওয়াক্ত হল ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত ।

ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجّيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر

لَمْ يَأْلِفْ صَلَاةَ الْلَّيْلِ أَنْ يَؤْخُرَ الْوَتْرَ إِلَى آخر الليل وَانْ لَمْ يُثْقِبْ بِالانتِبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلِ النَّوْمِ.

মুস্তাহাব হলো ফজরের নামাজ উষার আলো পূর্ণভাবে আলোকিত হওয়ার পর আদায় করা, গ্রীষ্ম কালে যুহরের নামাজ ঠাণ্ডা হওয়ার পর আদায় করা এবং শীতকালে ওয়াক্তের প্রথমাংশে আদায় করা; আসরের নামাজ সূর্যের রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা। মাগরিবের নামাজ তাড়াতাড়ি করে (ওয়াক্ত শুরুর সাথে) আদায় করা; এশার নামাজ রাত্রির এক তৃতীয়াংশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করা; বিতর নামাজের মুস্তাহাব হল- যে ব্যক্তি তাহাঙ্গুদ নামাজ আদায় করার অঞ্চলী তার জন্য বিতর নামাজ রাতের শেষাংশে আদায় করা। যদি রাত্রি জাগরণের কারো অভ্যাস না থাকে তাহলে সে যেন নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই বিতর নামাজ আদায় করে।

باب الأذان

الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلوة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد حى على الفلاح قد قامت الصلوة مرتين ويترسل في الأذان ويحدى في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلوة والفالح حول وجهه يميناً وشمالاً ويؤذن للفائمة ويقيم فإن فاته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيراً في الثانية : إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلوة قبل دخول وقتها إلا في الفجر عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةَ اللَّهِ.

আজান অধ্যায়

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমা নামাজের জন্য আজান দেওয়া সুন্নাতে। অন্যান্য নামাজের জন্য সুন্নাত নহে। আজানে তারজি (শাহাদাতের শব্দগুলো ক্ষীণ আওয়াজে উচ্চারণের পরে আবার বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারণ করা) নেই। ফজরের আজানে এরপর হী উল্লাঘ এরপর নামাজের জন্য আজান দেওয়া সুন্নাতে আজানে তারজি করতে হবে। একামত আজানের মতই। তবে উহাতে আজানের পরে আবার বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারণ করতে হবে। একামতে আজানের মতই। তবে উহাতে আজানের পরে আবার বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারণ করতে হবে। আজানে অর্থাৎ, থেমে এবং একামতে অর্থাৎ আজানের পরে আবার বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারণ করতে হবে।

তাড়াতাড়ি বলতে হবে। আজান ও একামত কেবলামুখি হয়ে বলতে হবে। সে (মুয়াজিন) যখন ৫

حى على الصلوة و على الفلاح

কাজা নামাজের জন্য আজান ও একামত দিতে হবে। যদি কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে প্রথম ওয়াক্ত নামাজের জন্য আজান ও একামত দিতে হবে এবং দ্বিতীয় নামাজের জন্য এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে আজান ও একামত উভয়ই দিতে পারবে। অন্যথায় শুধু একামতের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। আজান ও একামত উভয়টি পবিত্র অবস্থায় দেওয়া উচিত। অজু বিহীন অবস্থায় আজান দিলেও জায়েজ হবে। বিনা অজুতে একামত দেওয়া অথবা অপবিত্র (যার উপর গোসল ফরজ) অবস্থায় একামত দেওয়া মাকরহ। নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আজান দেওয়া যাবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহ-এর মতে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ফজরের নামাজের আজান দেয়া যাবে।

باب شروط الصلوة التي تتقدمها

يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة والركبة عورة دون السرة وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزاء والأول أفضل وينوي للصلاحة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضوره من يسأله عنها اجتهد وصل فـإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها.

নামাজের পূর্বের শর্তসমূহ:

পূর্বে বর্ণিত নাপাকি ও অপবিত্রতা হতে পবিত্রতার কাজটাকে পূর্বে সেরে নেওয়া মুসলিম উপর ওয়াজিব। ছতর আবৃত করা, পুরুষের ছতর হল নাভির নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত। হাটু লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু নাভি নয়। স্বাধীন মহিলার মুখমণ্ডল ও হাতের কঙি ব্যতীত সবই ছতর। ক্রীতদাসীর ছতর পুরুষের ছতর এর অনুরূপ, তবে তার পেট ও পিঠ ছতরের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া তার শরীরের অন্যান্য অংশ ছতর নয়। যদি কেহ অপবিত্রতা দূর করার জন্য কোনো কিছু না পায় তবে সে ঐ

ଅପବିତ୍ରତା ସହ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରବେ ଏବଂ ଏ ନାମାଜ ଆର ପୁନରାୟ ଆଦାୟ କରତେ ହବେ ନା । କେହ ଯଦି ଛତର ଆବୃତ୍ତ କରାର ମତ କାପଡ଼ ନା ପାଯ ତାହଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ରବିହୀନ ଅବଶ୍ୟାନ ବସେ ନାମାଜ ପଡ଼ିବେ । ରୁକୁ ଓ ସାଜଦାର ଜନ୍ୟ ଇଶାରା କରବେ ଆର ଯଦି (ଏ ଅବଶ୍ୟାନ) ଦାଁଡିଯେ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରେ ତାହଲେ ଜାଯେଜ ହବେ, ତବେ ପ୍ରଥମଟି ଉତ୍ତମ । ଯେ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରାର ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ନାମାଜେର ନିୟମ କରବେ । ଯାତେ ତାକବିରେ ତାହରିମା ଏବଂ ନିୟତେର ମାବୋ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଆମଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବଧାନ ନା ହୟ । ସେ କେବଳାମୁଖି ହବେ, ତବେ ଯଦି ସକ୍ଷମ ନା ହୟ କିନ୍ତୁ ଯେ ଦିକେ ସକ୍ଷମ ସେଦିକେ ଫିରେ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରବେ । କେବଳାର ବ୍ୟାପାରେ କାରୋ କୋନୋ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଲେ ଏବଂ ଜିଜାସା କରାର ମତ କୋନୋ ଲୋକ ପାଓୟା ନା ଗେଲେ ଚିନ୍ତାଭାବନା କରେ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରବେ । ଉତ୍ତ ନାମାଜ ଆଦାୟେର ପର ଯଦି ସେ ଅବଗତ ହୟ ଯେ, ସେ ଭୁଲ କେବଳାର ଦିକେ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରେଛେ ତୁମ୍ଭ ତାର ନାମାଜ ପୁନରାୟ ପଡ଼ିବେ ହବେ ନା । ଆର ଯଦି ନାମାଜେର ମଧ୍ୟେ ସେ ଜାନତେ ପାରେ ତାହଲେ ସେ ନାମାଜେଇ କିବଳାର ଦିକେ ମୁଖ ଫିରାବେ ଏବଂ ବାକି ନାମାଜ ତାର ଉପର ଭିନ୍ନ କରେ ଶେଷ କରବେ ।

ବାବ ଚର୍ଚା ଚଲୋ

ଫରାତ୍ ଚଲୋ ستة التحرية والقیام والرکوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار النشهد وما زاد على ذلك فهو سنة وإذا دخل الرجل في الصلوته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى يابها ميه شحمت أذنيه فإن قال بدلًا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله وقال أبو يوسف رحمة الله لا يجوز إلا أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت السرة ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاثة آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام ولا الضالين قال أمين ويقولها المؤتم ويختفيها ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويحيط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في رکوعه سبحان رب العظيم ثلاثة وذلك أدناه.

ନାମାଜେର ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ:

ନାମାଜେର ଫରଜ ୬ଟି : (୧) ତାକବିରେ ତାହରିମା ବଲା (୨) ଦାଁଡିଯେ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରା (୩) କିରାତ

ପଡ଼ା (୪) ରୁକୁ କରା (୫) ସାଜଦା କରା (୬) ଶେଷ ବୈଠକେ ତାଶାହ୍ଦ ପରିମାଣ ବସା, ଏହାହ୍ଦ ଅନ୍ୟ କାଜ ସୁନ୍ନାତ । ସଖନ କୋନୋ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମାଜ ଶୁରୁ କରବେ ତଥନ ଆଲ୍ଲାହ ଆକବାର ବଲବେ ଏବଂ ତାକବିରେର ସାଥେ

সাথে উভয় হাত এতদূর উঠাবে যাতে উভয় বৃক্ষাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর হয়। যদি কেহ আল্লাহু আকবার এর স্থলে আল্লাহু আজালু বা আ'জামু অথবা আর রাহমানু আকবারু বলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর নিকট বৈধ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে আল্লাহু আকবার অথবা আল্লাহল আকবার অথবা আল্লাহল কাবির ব্যতীত অন্য কিছু বলা বৈধ হবে না। অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে উভয় হাতকে নাভির নিচে রাখবে। তারপর ছানা, আউয়ুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ নিচু স্বরে পড়বে। অতঃপর সুরায়ে ফাতিহা ও উহার সাথে অন্য কোনো সুরা অথবা যে কোনো সুরা হতে তিনটি আয়াত পাঠ করবে। ইমাম যখন **وَلَا الصَّالِحِينَ** তখন আমিন বলবে তখন মুজাদিও আন্তে আন্তে আমিন বলবে। তারপর তাকবির বলে রুকুতে যাবে ও উভয় হাটুর উপর হাত রাখবে এবং হাতের আঙুলের মাঝে ফাঁকা রাখবে। পিঠ বিছিয়ে দিবে, মাথা উচু করে রাখবেনা এবং নিচুও করবেনা রুকুতে কমপক্ষে তিনবার **سَبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ** বলবে।

ثُمَّ يرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدَهُ وَيَقُولُ الْمَؤْتَمِ رِبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبِيرًا وَسَجَدَ وَاعْتَمَدَ بِيَدِيهِ عَلَى الْأَرْضِ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَهَتْهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَا لَا يَجُوزُ الْإِقْتَصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عَذْرٍ فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كُورِ عَمَامَتِهِ أَوْ عَلَى فَاضِلِ ثُوبِهِ جَازَ وَيَبْدِي ضَبْعِيهِ وَيَجْعَلُ بَطْنَهُ عَنْ فَخْذِيهِ وَيَوْجِهُ أَصَابِعَ رِجْلِيهِ نَحْوَ الْقَبْلَةِ وَيَقُولُ فِي سَجْدَتِهِ **سَبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى** ثَلَاثَةً وَذَالِكَ أَدْنَاهُ ثُمَّ يرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَكْبُرُ وَإِذَا اطْمَأْنَ جَالَسَا كَبِيرًا وَسَجَدَ فَإِذَا اطْمَأْنَ سَاجِدَا كَبِيرًا وَاسْتَوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدِيهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتَحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يَرْفَعُ يَدِيهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيَسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيَمْنَى نَصِباً وَوَجَهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقَبْلَةِ وَوَضَعَ يَدِيهِ عَلَى فَخْذِيهِ وَيَبْسِطُ أَصَابِعَهُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَالْتَّشَهِيدُ أَنْ يَقُولُ التَّحْيَاتَ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّبَيَّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى

وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء ما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وسلام عن يساره مثل ذالك.

অতঃপর মাথা উঠিয়ে এবং মুক্তাদি سمع الله لمن حمده বলবে। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লালাহ বলে সাজদা করবে। উভয় হাত ভূমিতে রাখবে, মুখমণ্ডল হস্তদ্বয়ের মাঝে রাখবে এবং সাজদা করবে নাক ও কপাল দিয়ে। যদি এর কোনো একটির উপর সংক্ষিপ্ত করে তথাপি ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট বৈধ হবে। সাহেবাইনের মতে কারণ ছাড়া একটির উপর করা বৈধ হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি পাগড়ির প্যাচের উপর বা অতিরিক্ত কাপড়ের উপর সাজদা করে তা বৈধ হবে। সাজদাতে উভয় বাহু খুলে রাখবে, পেট উভয় উরু থেকে দূরে রাখবে এবং পায়ের আঙুল কেবলামুখি রাখবে। সাজদায় কমপক্ষে তিনবার ‘সুবহানা রাবিলাল আ’লা’ বলবে। অতঃপর তাকবির বলে মাথা উত্তোলন করবে এবং ভালভাবে ছিরতার সাথে এসে তাকবির বলে সাজদা করার পর তাকবির বলে পায়ের পাতার উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়াবার সময় বসবে না এবং মাটির উপর ভর দেবেনা। তবে ছানা ও আউজুবিল্লাহ পড়বে না এবং অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের অনুরূপ করবে। প্রথম তাকবির ছাড়া অন্য কোনো তাকবিরের বেলায় হাত উত্তোলন করবে না। দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা উঠানোর পর পা বিছিয়ে দিয়ে উহার উপর বসবে। ডান পায়ের আঙুলসমূহ কেবলামুখি করে পা খাড়া করে রাখবে এবং উভয় হাত রানের উপর রাখবে, আঙুলসমূহ বিছিয়ে রাখবে। তারপর তাশাহুদ পড়বে। তাশাহুদ হলো-

التحيات- ... اللَّهُ أَكْبَرُ ... اللَّهُ أَكْبَرُ ... اللَّهُ أَكْبَرُ
প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ-এর পর কিছু বৃদ্ধি করবেনা। শেষের দুর্বাকাতে কেবল সুরা ফাতিহা পড়বে। নামাজের শেষে যখন বসবে প্রথম বৈঠকে বসার ন্যায় বসবে এবং তাশাহুদ পড়ে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুণ শরিফ পড়বে। তারপর কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দোআর সাথে সামঞ্জস্যশীল দোআ পড়বে। এমন দোআ পড়বেনা যা মানুষের কথার সাথে সামঞ্জস্য হয়। অতঃপর ডানদিকে সালাম ফিরাবে এবং বলবে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’। অনুরূপভাবে বাম দিকেও সালাম ফিরাবে।

ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، إن كان إماماً ويخفي القراءة فيما بعد الأولتين، وإن كان منفرداً فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر والوتر ثلاث ركعات، لا يفصل بينهن بسلام

ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبيرة ورفع يديه ثم قنت ولا يقنت في صلواة غيرها وليس في شيء من الصلوة قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها ويكره أن يتخذ قراءة سورة بعينها الصلوة لا يقرأ فيها غيرها وأدفأ ما يجزئ من القراءة في الصلوة ما يتناوله اسم القرآن عند الإمام الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يجوز أقل من ثلاثة آيات قصار أو آية طويلة ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين نية الصلوة ونية المتابعة.

কোনো ব্যক্তি যদি ইমাম হয় তাহলে ফজর, মাগারিব ও এশার প্রথম দুরাকাতে উচ্চস্থরে কিরাত পড়বে এবং প্রথম দুরাকাতের পর নিম্ন স্থরে কিরাত পড়বে। যদি একাশি হয় তাহলে সে ইচ্ছাধীন, চাইলে জোরে পড়বে এবং নিজেকে শুনাবে। আর চাইলে আস্তেও পড়তে পারে। ইমাম সাহেব জোহর ও আসরের নামাজে নিম্নস্থরে কিরাত পড়বে। বিতর নামাজ তিন রাকাত এর মধ্যে সালাম দিয়ে বিচ্ছিন্ন করবেন। সারা বৎসর বেতরের তৃতীয় রাকাতে রুকুর পূর্বে দোআ কুনুত পড়বে। বেতরের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সুরা পড়বে। যখন দোআ কুনুত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবির বলে উভয় হাত উত্তোলন করবে এবং দোআ কুনুত পড়বে। বিতর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে দোআ কুনুত পড়ার প্রয়োজন নেই। যে কোনো নামাজে নির্দিষ্ট সুরা ব্যতীত অন্য সুরা পড়া বৈধ হবে না, এমন বলতে কিছু নেই। নামাজের জন্য কোনো সুরা নির্দিষ্ট করা এ অর্থে মাকরুহ হবে যে, উক্ত নামাজে এ সুরা ব্যতীত অন্য কোনো সুরা পড়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে নামাজ সহিহ হওয়ার জন্য কমপক্ষে এতটুকু কুরআন পড়তে হবে যাকে কুরআন বলে গণ্য করা যায়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত এবং বড় এক আয়াত ব্যতীত নামাজ বিশুদ্ধ হবে না। ইমামের পিছনে মুক্তাদি কিরাত পড়বেন। যদি কেহ অপরের নামাজে প্রবেশ করতে চায় তাহলে সে দুটি নিয়তের মুখাপেক্ষ হবে, নামাজের নিয়ত এবং ইমামের অনুকরণের নিয়ত।

بَأْبُ الْجَمَاعَاتِ

والجماعـة سـنة مؤـكـدة وأـولـى النـاس بـالـإـمامـة أـعـلـمـهم بـالـسـنة فـإـن تـساـوـوا فـأـقـرـأـهـم فـإـن تـساـوـوا فـأـورـعـهـم فـإـن تـساـوـوا فـأـسـنـهـم ويـكـرـهـ تـقـدـيمـ العـبـدـ وـالـأـعـرـابـيـ وـالـفـاسـقـ وـالـأـعـمـيـ وـولـدـ الزـنـاـ فـإـن تـقـدـمـوا جـازـ وـيـنـبـغـيـ لـإـلـمـاـمـ أـنـ لـاـ يـطـوـلـ بـهـمـ الصـلـاـةـ وـيـكـرـهـ لـلـنـسـاءـ أـنـ يـصـلـيـنـ وـحـدـهـنـ

بِجَمَاعَةِ إِنْ فَعَلَنْ وَقَفَتِ الْإِمَامَةُ وَسَطَهُنْ كَالْعَرَةِ وَمَنْ صَلَى مَعَ وَاحِدًا أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ
كَانَ اثْنَيْنِ تَقْدِمُ هُمَا وَلَا يَحُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَقْتَدِيَا بِأَمْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ وَيَصِفُ الرِّجَالَ ثُمَّ الصَّبِيَّاَنِ
ثُمَّ الْخَنْثَى ثُمَّ النِّسَاءَ إِنْ قَامَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَنْبِ رِجَلٍ وَهُمَا مُشَتَّكَانِ فِي صَلْوَةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَّتِ
صَلْوَتُهُ وَيُكَرِّهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ وَلَا بِأَسْبَابٍ تَخْرُجُ الْعَجُوزُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْعَشَاءِ عِنْدِ أَبِي حَنْيفَةَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَهُمَا اللَّهُ يَحُوزُ خَرْوَجُ الْعَجُوزِ فِي
سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلَا يَصِلِّي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلْسُ الْبَوْلِ وَلَا الطَّاهِرَتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ
وَلَا الْقَارِئُ خَلْفَ الْأُمِّيِّ وَلَا الْمَكْتَسِيِّ خَلْفَ الْعَرِيَانِ.

জামাত অধ্যায়

জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমামতির জন্য সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে
সুন্নতের (আমলযোগ্য হাদিস শরিফ) ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে সবাই সমান হলে তাদের মধ্যে
যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী। এতে সমান হলে যিনি পরহেজগার ব্যক্তি। এতেও সমান হলে
যিনি সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি। ক্রীতদাস, বেদুইন, ফাসেক, অঙ্গ ও অবৈধ সন্তানের ইমামতি করা
মাকরুহ। মুসলিমগণ এমন কাউকে এগিয়ে দিলে বৈধ হবে। ইমামের উচিত হবে নামাজ দীর্ঘ না করা।
মহিলাদের একক জামাত করা মাকরুহ। যদি তারা জামাতে নামাজ পড়তে চায় তাহলে ইমাম প্রথম
কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে যেমনভাবে উলঙ্গ লোক নামাজ পড়তে দাঁড়ায়। একজন মুক্তাদি নিয়ে
নামাজ পড়লে তাকে ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবে দুজন হলে তাদের সামনে দাঁড়াবে। পুরুষের জন্য মহিলা
ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পিছনে একতেদা করা বৈধ নয়। জামাতে নামাজের জন্য প্রথম পুরুষ তারপর
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেরা, অতঃপর হিজড়ারা অতঃপর মহিলারা দাঁড়াবে। যদি কোনো পুরুষের পাশে
মহিলা দাঁড়ায় এবং উভয় একই নামাজে অংশীদার হয় তাহলে পুরুষের নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।
মহিলাদের জন্য নামাজের জামাতে হাজির হওয়া মাকরুহ। ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-
এর মতে ফজর, মাগরিব ও এশার জামাতে বৃদ্ধা মহিলার জন্য হাজির হওয়া দোষনীয় নয়। ইমাম আবু
ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতে বৃদ্ধ মহিলাদের সকল নামাজের জামাতে উপস্থিত
হওয়া বৈধ। বহুমুত্র রোগীর পিছনে পাক ব্যক্তি নামাজ পড়বে না এবং মুত্তাহায়া মহিলাদের পিছনে
পবিত্র মহিলারা, কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি কুরআন পাঠে অক্ষম ব্যক্তির পিছনে, কাপড় পরিহিত ব্যক্তি
বিবন্ধ ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে না।

وَيَحُوزُ أَنْ يَؤْمِنَ التَّيِّمَ المُتَوَضِّيْنَ وَالْمَاسِحَ عَلَى الْخَفِينَ الْغَاسِلِيْنَ وَيَصِلِّيَ الْقَائِمَ خَلْفَ الْقَاعِدِ
وَلَا يَصِلِّي الَّذِي يَرْكِعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمَوْمِيِّ وَلَا يَصِلِّي الْمَفْتَرِضُ خَلْفَ الْمَتْنَفِلِ وَلَا مِنْ

يصلی فرضا خلف من يصلی فرضا آخر ويصلی المتنفل خلف المفترض ومن اقتدى بامام ثم علم أنه على غير طهارة اعاد الصلوة ويكره للمصلی أن يعبث بثوبه أو بجسده ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسوية مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يشبك ولا يتخرّب ولا يسدل ثوبه ولا يكفه ولا يعقص شعره ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا يقعي كاقعاء الكلب ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب.

তায়াম্মুমকারী অজুকারীর এবং মোজা মাসেহকারী পা ধৌতকারীর ইমামতি করা বৈধ। দাঁড়নো ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করতে পারে। রুকু সাজদাকারী ব্যক্তি ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে না। ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর পেছনে এবং এক ফরজ আদায়কারী ভিন্ন ফরজ আদায়কারীর পেছনে একত্তেদা করবে না। কেহ যদি ইমামের পিছনে একত্তেদা করে নামাজ পড়ার পর জেনে যায় যে, ইমাম অজুবিহীন ছিল তাহলে সে নামাজ পুনরায় পড়ে নিবে। মুসল্লির জন্য মাকরুহ হল, স্বীয় কাপড় বা তার শরীরের সঙ্গে অহেতুক কর্ম করা এবং পাথর কণা সরানো। তবে তার উপর সাজদা করা অসম্ভব হলে একবার সরাতে পারে। আঙুল ফুটাবে না। আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জালের আকৃতি বানাবেনা। কোমরে হাত রাখবে না। গলার দুপাশে কাপড় ঝুলিয়ে রাখবেনা এবং কাপড় গুছাবেনা। (পুরুষ) চুল বেধে রাখবেনা। ডান এবং বাম দিকে তাকাবেনা। কুকুরের বসার ন্যায় বসবেনা। মুখ বা হাত দিয়ে সালামের উত্তর দিবে না। ওজর ব্যতীত চার জানু হয়ে বসবেনা। পানাহার করবে না।

إإن سبقه الحدث انصرف وتوضأ ويفني على صلوته إن لم يكن اماما فإن كان إماما استخلف وتوضأ ويفني على صلاته ما لم يتكلم والاستئناف أفضل وإن نام فاحتلم أو جن أو أغبي عليه أو قهقهه استئناف الوضوء والصلوة وإن تكلم في صلوته ساهيا أو عامدا بطلت صلوته وإن سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلوة تمت صلوته وإن رأى المتيم الماء في صلاته بطلت صلوته وإن رأه بعد ما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل قليل أو كان أمينا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو مؤميا فقدر على الركوع والتسجود أو تذكر أن عليه صلوة قبل هذه او احدث الامام القارئ فاستخلف أمينا

او طلعت الشمس في صلوة الفجر او دخل وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن براء او كانت مستحاضة فبرئت بطلت صلوتهم في قول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم تمت صلوتهم في هذا المسائل.

নামাজি ব্যক্তির অজু ভেঙে গেলে সে যদি ইমাম না হয় তাহলে নামাজ ছেড়ে অজু করে আসবে এবং তার পূর্বের নামাজের উপর ভিত্তি করে নামাজ শেষ করবে, আর যদি ইমাম হয় অন্য কাউকে প্রতিনিধি (ইমাম) বানিয়ে অজু করে উক্ত নামাজের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ পড়বে-যতক্ষণ না সে কথাবার্তা বলবে। তবে নতুনভাবে নামাজ আদায় করা উচ্চম। যদি কেহ নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তথায় স্বপ্নদোষ হয় অথবা পাগল হয়ে যায় অথবা বেহশ হয়ে যায় অথবা অটহাসি দেয় তাহলে নতুনভাবে অজু করে পুনরায় নামাজ শুরু করতে হবে। নামাজি যদি নামাজে ভুলবসত বা ইচ্ছা করে কথা বলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যদি কেহ তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর অজু নষ্ট হয় তাহলে অজু করে এসে সালাম ফিরাবে। যদি কেহ তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর এ অবস্থায় ইচ্ছা করে অজু নষ্ট করে বা কথা বলে বা নামাজের পরিপন্থি কোনো কাজ করে তাহলেও নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তায়াম্মুকারী নামাজের মধ্যে পানি দেখলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যদি তায়াম্মুকারী তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখে অথবা মোজা মাসেহকারীর মুদ্দত (মেয়াদ) শেষ হয়ে যায় বা সামান্য কাজের সাথে মোজা খুলে ফেলে অথবা কোনো মূর্খ ব্যক্তি সুরা শিখে ফেলে অথবা কোনো নয়ব্যক্তি বন্ধ লাভ করে অথবা ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি রক্ত সাজদায় সক্ষম হয় অথবা যদি অরণ হয় যে তার পূর্বের নামাজ কাজা রয়েছে অথবা কারী ইমামের অজু নষ্ট হওয়ার পর উম্মিকে স্থলাভিষিক্ত বানায় অথবা ফজরের নামাজে সূর্য উদয় হয়ে যায় ,অথবা জুমার নামাজে আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করে, নামাজি ব্যান্ডেজের উপর মাসেহকারী হলে ক্ষত শুকিয়ে যদি ব্যান্ডেজ পড়ে যায় অথবা মুস্তাহায়া মহিলা ইন্তিহায়া মুক্ত হয় এসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, তাদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে।

باب قضاء الفوائت

ومن فاتته صلوة قضاها إذا ذكرها وقدمها على صلوة الوقت إلا أن يخاف فوت صلوة الوقت فيقدم صلوة الوقت على الفائتة ثم يقضيها ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على خمس صلوات فيسقط الترتيب فيها.

কাজা নামাজ অধ্যায়

কারো নামাজ ছুটে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নিবে। ওয়াক্তিয়া নামাজের পূর্বে তা আদায় করে নিবে। যদি ওয়াক্তিয়া নামাজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাজ আগে আদায় করে পরে কাজা নামাজ পড়বে। যার কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে যায় মূলত যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেই ধারাবাহিকভাবে কাজা আদায় করবে। যদি কাজা নামাজ পাঁচ ওয়াক্তের অধিক হয় তবে উহা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার বিধান রাখিত হয়ে যায়।

باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

لا يجوز الصلوة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الاعصر يومه ولا عند قيامها في الظهيرة ولا يصلى على جنازة ولا يسجد للتلاؤة ويكره أن يتennifer بعد صلوة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوائت ويكره أن يتennifer بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتennifer قبل المغرب.

নামাজের মাকরুহ ওয়াক্তের অধ্যায়

সূর্যোদয়ের সময় নামাজ পড়া বৈধ হবে না; সূর্যাস্তকালেও তা বৈধ হবে না- তবে ঐ দিনের আসরের নামাজ ব্যতীত এবং ঠিক দ্বি-প্রত্যরের সময়েও তা আদায় করা বৈধ নয়। এ সময় জানাজার নামাজ পড়া এবং তেলাওয়াতে সাজদা করাও বৈধ নয়। ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের নামাজের পর সূর্য অন্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। তবে এ দু'সময়ে কাজা নামাজ, তেলাওয়াতে সাজদা ও জানাজার নামাজ পড়া দুষ্পীয় নয়। তবে তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামাজ পড়া যাবেনা। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের অধিক অন্য কোনো নফল নামাজ পড়া মাকরুহ, মাগরিবের পূর্বেও কোনো নফল নামাজ পড়া যাবে না।

باب النوافل

السنة في الصلوة أن يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها وإن شاء ركعتين ونواتل النهار إن شاء صل ركعتين بتسلية واحدة وإن شاء أربعًا

ويكره الزيادة على ذلك فاما نوافل الليل فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه إن صلى ثمانى ركعات بتسلية واحدة جاز ويكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يزيد بالليل على ركعتين بتسلية واحدة والقراءة واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الآخرين إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء سكت وإن شاء سبع القراءة واجبة في جميع ركعات النفل وجميع الوتر ومن دخل في صلوة النفل ثم أفسدها قضاها فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الآخرين قضى ركعتين ويصلی النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يؤمئ إيماء

নফল নামাজ অধ্যায়

সুন্নাত নামাজ হলো ফজর উদয়ের পর দুই রাকাত, যোহরের পূর্বে চার রাকাতও পরে দুই রাকাত, আছরের পূর্বে চার রাকাত ইচ্ছা করলে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত এবং এশার পূর্বে চার রাকাত পরে চার রাকাত ইচ্ছা করলে দুই রাকাতও পড়া যায়। দিনের নফল নামাজ ইচ্ছা করলে দুই রাকাত এক সালামে পড়া যায় অথবা চার রাকাত ও পড়তে পারে। এক সালামে এর বেশি পড়া মাকরুহ। রাতের নফল নামাজ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আট রাকাত এক সালামে পড়া জায়েজ। এর বেশি পড়া মাকরুহ। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, রাতে এক সালামে দুরাকাতের বেশি পড়া যাবে না। ফরজ নামাজে প্রথম দুরাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব, শেষের দুই রাকাত নামাজির ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলে সুরা ফাতহা পড়বে, ইচ্ছা করলে চুপ থাকতে পারবে বা ইচ্ছা করলে তাসবিহও পড়তে পারবে। নফল ও বিতর নামাজের সকল রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। কেহ নফল নামাজ শুরু করে নষ্ট করে ফেললে উহার কাজা আদায় করবে। কেহ চার রাকাত নামাজ পড়ে এর প্রথম দুই রাকাত পর বসে অতঃপর শেষের দুই রাকাত নামাজ নষ্ট করে ফেলে তাহলে দুই রাকাত কাজা আদায় করবে। দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ বসে পড়া যায়। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেহ যদি নফল নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করার পর বসে আদায় করে তাহলেও বৈধ হবে। সাহেবাইন বলেন, অপারগতা ব্যতীত বৈধ হবে না। কেউ শহরের বাহিরে থাকলে নিজ বাহন যেদিকে যায় সেদিকে ফিরে ইশারায় নামাজ আদায় করবে।

باب سجود السهو

سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام يسجد سجدين ثم يتشهد ويسلم ويلزم سجود السهو إذا زاد في صلوته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلًا مسنوناً أو ترك قراءة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود.

সাহু সাজদাহ অধ্যায়

নামাজে কম বেশির ক্ষেত্রে সাহু (ভুল করার কারণে) সাজদা দেওয়া ওয়াজিব। সালামের পর দুঁবার সাজদা করবে অতঃপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। সাহু সাজদা তখন ওয়াজিব হবে যখন নামাজি তার নামাজের মধ্যে এমন কোনো কাজ বৃদ্ধি করবে যা নামাজ জাতীয় কাজ অথচ নামাজের অঙ্গভূক্ত নয় অথবা কোনো ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিবে বা সুরায়ে ফাতিহা, দোআ কুনুত, তাশাহুদ বা দুই ইদের নামাজের তকবিরসমূহ ছেড়ে দিবে অথবা ইমাম নিম্নস্থরে কেরাতের স্থলে উচ্চস্থরে এবং উচ্চ স্থরের স্থলে নিম্ন স্থরে পড়ে। ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদির উপরও সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। মুক্তাদি ভুল করলে ইমামের উপর সাহু সাজদা ওয়াজিব নয় এবং মুক্তাদির উপরও ওয়াজিব নয়।

ومن سهی عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلوته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة وإن قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم بظنهما القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلوته والركعتان نافلة ومن شك في صلوته فلم يدر أثلاً صل أُم أربعها وذلك أول ما عرض له استئناف الصلاة فإن كان يعرض له كثيراً بني على غالب ظنه إن كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على الميقين.

যদি কেহ ভুলক্রমে প্রথম বৈঠকে না বসে, দাঁড়াতে শুরু করে তবে বসার নিকটবর্তী অবস্থায় যদি স্মরণ হয় তাহলে সে বসে যাবে এবং তাশাহুদ পড়বে। আর যদি সে দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে বসার দিকে ফিরবে না এবং শেষে সাহু সাজদা করবে। যদি কেহ ভুলক্রমে শেষ বৈঠক ভুলে গিয়ে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে, পঞ্চম রাকাত বাতিল করবে এবং সাজদায়ে সাহু করবে। পঞ্চম রাকাতকে যদি সাজদা দ্বারা আবদ্ধ করে তাহলে তার ফরজ বাতিল হয়ে উক্ত নামাজ নফলে পরিণত হবে, এ ক্ষেত্রে তার জন্য করণীয় হলো ষষ্ঠ রাকাতকে মিলানো। যদি কেহ চতুর্থ রাকাতে বসে এবং প্রথম বৈঠক মনে করে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে পঞ্চম রাকাত সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে এবং সালাম ফিরিয়ে সাজদায়ে সাহু করবে। আর যদি পঞ্চম রাকাত সাজদা দ্বারা আবদ্ধ করে নেয় তাহলে উহার আরো এক রাকাত মিলাবে। এ ক্ষেত্রে তার (ফরজ) নামাজ পূর্ণ হবে এবং (অবশিষ্ট) শেষ দুই রাকাত নফল নামাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। যদি কেহ তার আদায়কৃত নামাজে সন্দেহ পোষণ করে যে, সে কি তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত? এ ধরনের সন্দেহ (যদি) তার এই প্রথম বার হয়, তাহলে সে নামাজ পুনরায়, শুরু করবে। আর যদি এ ধরনের সন্দেহ তার ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়ে থাকে তাহলে সে তার প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে। আর যদি তার ধারণা না থাকে তবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে।

باب صلوة المريض

إذا تعذر على المريض القيام صلٰى قاعداً يركع ويُسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أو مَا إيماء وجعل السجود أخفّ من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على قفاه وجعل رجليه إلى القبلة وأوْمًا بالركوع والسجود وإن اضطجع على جنبه ووجهه إلى القبلة وأوْمًا جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه آخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بجاجبيه ولا بقلبه وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمته القيام وجاز أن يصلٰى قاعداً يومئ إيماء فإن صلٰى الصحيح بعض صلوته قائماً ثم حدث به مرض أتمها قاعداً يركع ويُسجد ويومئ إيماء إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقياً إن لم يستطع القعود ومن صلٰى قاعداً يركع ويُسجد لمرض ثم صح بني على صلاته قائماً فان صلٰى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن أغمى عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح وإن فاتته بالإغماء أكثر من ذالك لم يقض.

রুগ্ন ব্যক্তির নামাজ অধ্যায়

রুগ্ন ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে রুকু সাজদা সহকারে নামাজ আদায় করবে। রুকু এবং সাজদা করতে অক্ষম হলে ইশারায় নামাজ আদায় করবে। সাজদার সময় রুকু হতে বেশি নিচু হবে। সাজদা করার জন্য কোনো বস্তু তার চেহারার দিকে উঁচু করবেনা। যদি বসতে সক্ষম না হয় তাহলে চিৎ হয়ে শুবে এবং উভয় পা কেবলামুখি রাখবে। অতঃপর ইশারায় রুকু ও সাজদাহ করবে। যদি কাত হয়ে শুয়ে এবং তার মুখমণ্ডল কিবলার দিকে থাকে এবং ইশারায় নামাজ পড়ে তাহলেও বৈধ হবে। যদি মাথা দিয়ে ইশারা করতে অক্ষম হয় তাহলে নামাজ বিলম্বিত করবে। দুই চক্ষু, ক্র এবং অন্তর দ্বারা ইশারা করবে না। যদি কেহ দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু ও সাজদা করতে অক্ষম, তাহলে তার জন্য দাঁড়ানো জরুরি নয়। তার জন্য বসে ইশারায় নামাজ পড়া বৈধ। যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তি নামাজের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়ে অতঃপর অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে বসে রুকু সাজদা করে নামাজ আদায় করবে। রুকু সাজদার ক্ষমতা না রাখলে ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে অথবা বসার ক্ষমতা না রাখলে চিৎ হয়ে আদায় করবে। যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে (বসে) নামাজ আদায় করেছিল কিন্তু নামাজের ভিতরে যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে বাকি নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করবে। কেহ যদি তার কিছু অংশ নামাজ ইশারায় আদায় করার পর রুকু সাজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে নতুনভাবে নামাজ আদায় করতে হবে। যদি কেহ পাঁচ বা এর কম নামাজের সময় পরিমাণ অজ্ঞান থাকে, জ্ঞান ফেরার পর উক্ত নামাজ কাজা আদায় করবে। বেহশের কারণে এর চেয়ে বেশি নামাজ ছুটে গেলে তার কাজা আদায় করতে হবে না।

باب سجود التلاوة

في القرآن أربعة عشر سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد وفي التحل وفي بني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم السجدة والنجم والأشقاق والعلق والسجود واجب في هذه الموضع على الثاني والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد فإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المؤموم معه فإن تلا الماموم لم يلزم الإمام ولا المؤموم السجود وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلوة وسجدوها بعد الصلاة فإن سجدوها في الصلوة لم تجزءهم ولم تفسد صلاتهم ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدها حق دخل في الصلوة فتلاها وسجد لما أجزأته السجدة عن التلواتين وإن تلاها في غير الصلوة فسجدتها ثم دخل في الصلوة

فتلاها سجدها ثانيا ولم تجزئه السجدة الأولى ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام.

তেলাওয়াতে সাজদার অধ্যায়

কুরআন শরিফে মোট ১৪ টি সাজদা আছে। (১) সুরা আরাফের শেষে (২) সুরা রাঁদে, (৩) সুরা নাহলে (৪) সুরা বনী ইসরাইলে (৫) সুরা মারিয়ামে, (৬) সুরা হজ্জের প্রথমে, (৭) সুরা ফুরকানে, (৮) সুরা নামলে (৯) সুরা আলিফ লাম মীম তানজিলে (১০) সুরা সোয়াদে (১১) সুরা হা-মীম সাজদাতে (১২) সুরা নাজমে (১৩) সুরা ইনশিকাকে ও (১৪) সুরা আলাকে। এসব ছানে তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সাজদা ওয়াজিব। শ্রবণের ইচ্ছা করুক বা না করুক। ইমাম সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে তিনি এবং মুকাদিগণ একই সাথে সাজদা করবেন। মুকাদি তেলাওয়াত করলে ইমাম ও মুকাদির কারো উপর সাজদা ওয়াজিব হবে না। যদি তারা নামাজে এমন কোনো লোকের নিকট হতে সাজদার আয়াত শোনে, যিনি তাদের নামাজের অন্তর্ভুক্ত নন- তাহলে নামাজের মধ্যে সাজদা না করে পরে সাজদা করবে। নামাজের মধ্যে সাজদা করলে তা ঠিক হবে না। তবে এতে নামাজ নষ্ট হবে না। কেহ যদি নামাজের বাহিরে সাজদার আয়াত পড়ে কিন্তু তখন সাজদা না করে নামাজে প্রবেশ করে পুনরায় সেই আয়াত পড়ে এবং উভয় তেলাওয়াতের জন্য (একটি মাত্র) সাজদা করে তাহলে উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। যদি নামাজের বাহিরে আয়াতে সাজদা তেলাওয়াত করে এবং উহার জন্য সাজদা করে অতঃপর নামাজে প্রবেশের পর আবার সেই আয়াত তেলাওয়াত করে, তাহলে প্রথম সাজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। যদি কেহ একই মজলিসে কোনো সাজদার আয়াত বারবার তেলাওয়াত করে এক সাজদাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তেলাওয়াতের সাজদা করার ইচ্ছা করলে হাত উত্তোলন না করে আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় যাবে। পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে মাথা উত্তোলন করবে। উহাতে তাশাহ্দ ও সালাম কিছুই করতে হবে না।

باب صلوة المسافر

السفر الذي يتغير به الأحكام هو أن يقصد الإنسان موضعاً بينه وبين المقصود مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر في ذلك بالسير في الماء وفرض المسافر عندنا في كل صلوة رباعية ركعتان ولا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعاً وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزاء الركعتان عن فرضه وكانت الآخريات له نافلة وإن لم يقعد في الثانية

مقدار التشهد في الركعتين الأولىين بطلت صلوته ومن خرج مسافرا صلی ركعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم المسافر حق ينوي الإقامة في بلدة خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإمام فإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم ومن دخل ولم ينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرى أو بعد غد أخرى حتى بقى على ذلك سنين صلی ركعتين وإذا دخل العسكر في أرض الحرب فنعوا الإقامة خمسة عشر يوما لم يتموا الصلوة.

মুসাফিরের নামাজ অধ্যায়

যে সফরের কারণে শরিয়তের বিধানাবলি পরিবর্তন হয়, তা হল মানুষ এমন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে যে স্থান এবং নিজের মধ্যে উট চলার বা পদব্রজে তিন দিনের দূরত্ব হয়। এ দূরত্ব জল পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পরিগণিত হবে না। আমাদের আহ্নাফের নিকট মুসাফিরের জন্য ফরজ হল, প্রত্যেক চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাত পড়া। দুর্বাকাতের বেশি পড়া তার জন্য বৈধ নয়। যদি কেউ চার রাকাত পড়ে এবং প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ বসে তাহলে প্রথম দুই রাকাত ফরজের জন্য যথেষ্ট হবে এবং শেষের দুই রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ না বসে তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ভ্রমণের জন্য বের হবে সে দুই রাকাত করে নামাজ পড়বে যখন তার নিজ জনপদ অতিক্রম করবে এবং ঐ সময় পর্যন্ত সফরকারীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে যতক্ষণ না পনের বা তার চেয়ে বেশি দিনের জন্য কোনো শহরে অবস্থানের নিয়ত করবে তখন তার জন্য পূর্ণ নামাজ পড়া জরুরি হবে। যদি কেউ তার (পনের দিনের) চেয়ে কম সময়ের অবস্থানের নিয়ত করে তাহলে সে নামাজ পূর্ণ পড়বে না। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শহরে প্রবেশ করে ১৫ দিনের অবস্থানের নিয়ত না করে বরং বলতে থাকে যে, আগামী কাল বা তার পরের দিন চলে যাব। এভাবে যদি সে কয়েক বৎসরও কাটিয়ে দেয় তথাপি সে দুই রাকাত করে নামাজ আদায় করবে। কোনো সৈন্য শক্র ভূমিতে প্রবেশ করে ১৫ দিনের অবস্থানের নিয়ত করে তবুও চার রাকাত পড়বে না।

وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم معبقاء الوقت أتم الصلوة وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلوته خلفه وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلی ركعتين وسلم ثم أتم المقيمون صلوتهم ويستحب له إذا سلم أن يقول لهم أتموا صلواتكم فإذا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلوة وإن لم ينوي الإقامة فيه ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر

فدخل وطنه الأول لم يتم الصلوة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومني خمسة عشر يوما لم يتم الصلوة والجمع بين الصلوتيين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا وتجوز الصلوة في سفينة قاعدا على كل حال عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وعندهما لا تجوز الا بعدر ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء.

যদি কোনো মুসাফির ওয়াক্ত থাকতে মুকিমের (ইমামতিতে) নামাজ আদায়ের একতেদা করে তাহলে সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। যদি কাজা নামাজের একতেদা করে তাহলে মুকিমের পিছনে নামাজ আদায় হবে না। কোনো মুসাফির যদি মুকিমের ইমামতি করে তাহলে মুসাফির দুই রাকাত নামাজ পড়ে সালাম ফিরাবে আর মুকিমগণ তাদের (অবশিষ্ট দুই রাকাত) নামাজ পূর্ণ করবে। (মুসাফির) ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো সালাম ফিরানোর পর বলে দেয়া যে, আপনারা নিজ নিজ নামাজ পূর্ণ করুন। কেননা আমরা মুসাফির দল। যদি মুসাফির নিজ জনপদে পৌছে যায় তাহলে সে অবস্থানের নিয়ত না করলেও নামাজ পূর্ণ করে আদায় করবে। যদি কেহ আপন বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাসস্থান গ্রহণ করে, অতঃপর সেখান থেকে সফর করে পূর্বের বাসস্থানে গমন করে তাহলে সে তার নামাজ পূর্ণ করবে না। যদি কোনো মুসাফির মঙ্গা এবং মিনায় ১৫ দিনের নিয়ত করে তাহলে সে নামাজ পূর্ণ করবে না। মুসাফিরের জন্য দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়া আদায়ের বিবেচনায় বৈধ; ওয়াক্তের বিবেচনায় বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নৌকায় সর্বাবস্থায় নামাজ বসে পড়া বৈধ। সাহেবাইনের মতে, (শরয়ি গ্রহণযোগ্য) কারণ ব্যক্তিত নামাজ বসে পড়া বৈধ নয়। সফর অবস্থায় কারো নামাজ কাজা হলে মুকিম অবস্থায় দুই রাকাত কাজা আদায় করবে এবং মুকিম অবস্থায় করে নামাজ কাজা হলে সফর অবস্থায় চার রাকাত কাজা নামাজই আদায় করবে। সফরের শিথিলতা অবাধ্য ও বাধ্য (বান্দা) সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

باب صلوة الجمعة

لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو من أمره السلطان ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده ومن شرائطها الخطبة قبل الصلوة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وقال لا

بد من ذكر طويل يسمى خطبة فان خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة رحمة الله عليه ثلاثة سوى الإمام و قالا اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بقرائه في الركعتين وليس فيما قراءة سورة بعينها ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا لاصي ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت.

জুমার নামাজ অধ্যায়

জনবঙ্গল শহর বা শহরসম জনপদ ব্যতীত অন্যস্থানে জুমা শুন্দ হবে না। আমে জুমা জায়েজ নেই। শাসক বা শাসকের নির্দেশিত ব্যক্তি ব্যতীত জুমার নামাজ কায়েম করা বৈধ নয়। জুমার শর্তসমূহের একটি হলো ওয়াক্ত। সুতরাং যোহরের সময় জুমা বিশুন্দ হবে কিন্তু এরপর বিশুন্দ হবে না। উহার শর্ত সমূহের আরেকটি শর্ত হলো নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদান। ইমাম দুইটি খোতবা দিবেন। উভয় খোতবার মাঝে একটি বৈঠকের মাধ্যমে পার্থক্য করবেন। ইমাম পবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করবেন। ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহ)-এর মতে, খোতবাকে আল্লাহর জিকিরে সীমাবদ্ধ করা বৈধ। আর সাহেবাইন বলেন, এমন দীর্ঘ জিকির হতে হবে, যাকে খোতবা বলা যায়। যদি কেহ বসে বা অপবিত্র অবস্থায় খোতবা প্রদান করে তা জায়েজ হবে তবে মকবুহ হবে। জুমার জন্য একটি শর্ত হলো জামাত। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহ-এর মতে জামাতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ইমাম ব্যতীত তিন জন। সাহেবাইনের মতে ইমাম ব্যতীত ২ জন। উভয় রাকাতে ইমাম উচ্চস্থরে কিরাত পড়বেন। উভয় রাকাতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সুরা নেই। মুসাফির, মহিলা, অসুস্থ ব্যক্তি, নাবালেগ, ক্রীতদাস এবং অঙ্গের উপর জুমা ওয়াজিব নয়। তবে তারা যদি উপস্থিত হয়ে মানুষের সাথে নামাজ আদায় করে তাহলে যুহরের ফরজের জন্য যথেষ্ট হবে।

ويجوز للعبد والمسافر والمريض أن يؤمّوا في الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلوة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلوة الظهر عند أبي حنيفة رحمة الله عليه بالسعى إليها وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما لا تبطل حق يدخل مع الإمام ويكره أن يصل المعنور الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند

أبى حنيفة وأبى يوسف رحمة الله عليهما وقال محمد رحمة الله عليه إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك معه أقلها بنى عليها الظهر وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته و قالا لا باس بان يتكلم مالم يبدأ بالخطبة وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدى المنبر ثم يخطب الإمام وإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلوة.

ঞীতদাস, মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জুমার ইমামতি করা জায়েজ। জুমার দিন যদি কেহ ইমামের জুমা আদায়ের পূর্বে নিজ গৃহে যোহরের নামাজ আদায় করে এবং তার কোনো কারণ না থাকে তাহলে তা মাকরুহ হবে। তবে নামাজ জায়েজ হবে। যদি সে জুমার নামাজে হাজির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, অতঃপর নামাজের দিকে যাত্রা করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট যাত্রা প্রচেষ্টা দ্বারাই তার যোহরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে, ইমামের সাথে শরিক না হওয়া পর্যন্ত নামাজ বাতিল হবে না। অক্ষম ব্যক্তিদের জুমার দিন যোহরের নামাজ জামাতে আদায় করা মাকরুহ। অনুরূপভাবে কয়েদিদের জন্যও। জুমার দিন যে ব্যক্তি ইমামের সাথে যতটুকু নামাজ পাবে ততটুকু তার সাথে আদায় করবে, বাকি নামাজ তার উপর ভিত্তি করে জুমা হিসেবেই আদায় করবে। যদি সে ইমামকে তাশাহুদ বা সাজদা সাহুর মাঝে পায়, তাহলে শায়খাইনের মতে তার উপর ভিত্তি করে জুমার নামাজ আদায় করবে। জুমার দিন ইমাম যখন বের হয় মুসলিম তার খোতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামাজ ও কথাবার্তা পরিত্যাগ করবে। সাহেবাইন বলেন, খোতবা শুরু না হওয়া পর্যন্ত কথা বলা দোষগীয় নয়। মুয়াজ্জিন জুমার প্রথম আজান দিলে মানুষ ক্রয়, বিক্রয় পরিহার করবে এবং জুমার জন্য রওয়ানা হবে। ইমাম যখন মিস্বরে বসবেন তখন মুয়াজ্জিন মিস্বরের বরাবর সামনে দাঁড়িয়ে আজান দিবেন। অতঃপর ইমাম খোতবা দিবেন এবং খোতবা শেষ করে নামাজ আদায় করবেন।

باب صلوة العيدين

يستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان شيئاً قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة رحمة الله ويكتبر عندهما ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد فإذا حللت الصلوة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصل الإمام الناس ركعتين

يَكْبُرُ فِي الْأُولَى تَكْبِيرَةِ الْأَحْرَامِ وَثُلَاثًا بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ فاتحةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعْهَا ثُمَّ يَكْبُرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَكَبَرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَكَبَرَ تَكْبِيرَةً رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا وَيَرْفَعُ يَدِيهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خَطْبَتَيْنِ يَعْلَمُ النَّاسُ فِيهَا صَدَقَةُ الْفَطْرِ وَأَحْكَامُهَا وَمِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا فَإِنْ غَمَ الْهَلَالُ عَنِ النَّاسِ وَشَهَدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرَؤْيَاةِ الْهَلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيدُ مِنَ الْغَدِ فَإِنْ حَدَثَ عَذْرٌ مَنْعِ النَّاسِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يَصْلِهَا بَعْدَهُ.

দুই ইদের নামাজ অধ্যায়

ইদুল ফিতরের দিন মুন্তাহাব হল ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া এবং গোসল করে আতর ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে ইদগাহে রওয়ানা হওয়া। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে, ইদগাহের পথে তাকবির বলবে না। সাহেবাইনের মতে, তাকবির বলবে। ইদগাহে ইদের নামাজের পূর্বে কোনো নফল নামাজ পড়বে না। সূর্য উপরে উঠার পর যখন নামাজ পড়া জায়েজ তখন থেকে ইদের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বলবৎ থাকে। সূর্য হেলে গেলে তার ওয়াক্ত শেষ হয়। ইমাম মুসলিমগণকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন। প্রথম রাকাতে তাকবিরে তাহরিমা বলার পর আরো তিনটি তাকবির বলবেন। পরে সুরা ফাতিহা এবং উহার সাথে অন্য একটি সুরা পড়বেন। অতঃপর তাকবির বলে রূকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাত কিরাত দিয়ে শুরু করবেন। কেরাত সমাপ্ত হওয়ার পর তিনবার তাকবির বলবেন। চতুর্থ তাকবির বলে রূকুতে যাবেন। উভয় ইদের তাকবির শুলোতে হাত উত্তোলন করতে হবে। নামাজের পর দুই খোতবা দিবেন। সে খোতবায় মানুষকে সদাকাতুল ফিতর এর বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দিবেন। কোনো ব্যক্তির ইমামের সাথে ইদের নামাজ ছুটে গেলে তার কাজা পড়বে না। ইদের চাঁদ যদি মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত থাকে (পরের দিন) সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইমামের নিকট এসে কিছু লোক নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে পরদিন ইদের নামাজ পড়তে হবে। যদি এমন কোনো বিশেষ কারণ সৃষ্টি হয় যা দ্বিতীয় দিন মানুষকে নামাজ হতে বিরত রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর ইদের নামাজ পড়বে না।

ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلى الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيما الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة يوم الأضحى صلاتها من الغد وبعد الغد ولا يصليهما بعد ذلك وتكبير التشريق أوله عقب

صلوة الفجر من يوم عرفة وآخره عقیب صلوة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق والتکبير عقیب الصلوات المفروضات الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله والله أکبر الله أکبر والله الحمد.

ইদুল আযহার দিন মুস্তাহাব হল গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, ইদের নামাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত দেড়িতে আহার করা, তাকবির দিতে দিতে ইদগাহের উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়া। ইদুল ফিতরের ন্যায় ইদুল আযহার নামাজ দুই রাকাত পড়তে হবে। নামাজের পর দুর্খোত্তোষ দিতে হবে এবং সে খোত্তোষ মানুষকে কুরবানী এবং তাকবিরে তাশরিক সংক্রান্ত মাসায়েল শিক্ষা দিতে হবে। যদি এমন কোনো কারণ সৃষ্টি হয় যা মানুষকে নামাজ পড়তে বাঁধা প্রদান করে তাহলে পরবর্তী দিন বা তার পরবর্তী দিন নামাজ আদায় করবে। এরপর আর ইদের নামাজ আদায় করবে না। আরাফার দিনে ফজরের পর হতে তাকবিরে তাশরিক শুরু হবে। আর এর শেষ সময় হল ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে কুরবানির দিনের (১২ ফিলহজ্জ) আসর নামাজের পর পর্যন্ত। আর সাহেবাইনের মতে, তাকবিরে তাশরিকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত। তাকবিরে তাশরিক ফরজ নামাজসমূহের পর পরেই পাঠ করতে হয়, আর তা হল ‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়াল্লাহিল হামদ’।

باب صلوة الكسوف

إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئه النافلة في كل ركعة رکوع واحد ويطول القراءة فيما ويخفى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد يجهر ثم يدعو بعدها حق تنجلي الشمس ويصلى بالناس الإمام الذي يصلى بهم الجمعة فإن لم يحضر الإمام صلاتها الناس فرادى وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلى كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة.

সূর্য গ্রহণের নামাজ অধ্যায়

সূর্য গ্রহণ হলে ইমাম মানুষদের নিয়ে নফল নামাজের ন্যায় দুই রাকাত নামাজ পড়বেন। প্রত্যেক রাকাতে রুকু হবে একটি এবং উভয় রাকাতে ইমাম দীর্ঘ কিরাত পড়বেন। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, কিরাত আন্তে পড়বেন। সাহেবাইনের মতে উচ্চস্থরে পড়বেন। সূর্য আলোকিত

না হওয়া পর্যন্ত দোআ করবেন। যে ইমাম জুমার নামাজ পড়ান সে ইমামই এ নামাজে মানুষের ইমামতি করবেন। ইমাম অনুপস্থিত থাকলে লোকজন একা একা পড়বে। চন্দ্র গ্রহণের নামাজে কোনো জামাত নেই। প্রত্যেকে নিজে নিজে নামাজ পড়বে। সূর্য গ্রহণের নামাজের খোতবা নেই।

باب صلوة الاستسقاء

قال أبو حنيفة رحمه الله عليه ليس في الاستسقاء صلوة مسنونة بالجماعة فإن صل الناس
وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى
يصل الإمام بالناس ركعتين يجهر فيها بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب
الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديةهم ولا يحضر أهل الذمة للاستسقاء

বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ অধ্যায়

ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামাজ জামাত সহকারে আদায় করার কোনো বিধান নেই। তবে যদি মানুষ একাশি পড়ে বৈধ হবে। ইসতেক্ষা মূলতঃ দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইমাম দুই রাকাত নামাজ পড়বেন এবং উভয় রাকাতে উচ্চস্থরে কিরাত পড়বেন। অতঃপর খোতবা পড়বেন এবং কেবলামুখি হয়ে দোআ করবেন ইমাম তার ছাদের উল্টিয়ে ফেলবেন। কিন্তু মুকাদিগণ তাদের ছাদের উল্টারে না। ইসতেক্ষার নামাজে জিমিরা উপস্থিত হবে না।

باب قيام شهر رمضان

يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصل بهم إمامهم خمس ترويحات
في كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ترويحة مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصل
الوتر بجماعة في غير شهر رمضان.

তারাবিহ নামাজ অধ্যায়

রমজান মাসে এশার নামাজের পর সকল মানুষ একত্রিত হওয়া মুস্তাহাব। ইমাম তাদেরকে পাঁচ তারাবিহ নামাজ পড়বেন। প্রতি তারাবিহতে দুবার সালাম ফিরাতে হয়। দু'তারাবির মাঝে এক তারাবির সমান বসতে হবে। অতঃপর জামাতের সহিত বিতর নামাজ আদায় করবে। রমজান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে বিতরের নামাজ জামাতে আদায় করবে না।

باب صلوٰة الخوف

إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفة الى وجه العدو وطائفة خلفه فيصل ب بهذه الطائفة ركعة وسجدين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصل بهم الإمام ركعة وسجدين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدين بقراءة وتشهدوا وسلموا فإن كان مقرباً صل بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصل بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة ولا يقاتلون في حال الصلوٰة فإن فعلوا ذالك بطلت صلاتهم وإن اشتد الخوف صلوٰة ركبانا وحدانا يؤمون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجّه إلى القبلة.

ভয়কালীন নামাজ অধ্যায়

ভয় প্রবল হলে ইমাম লোকজনকে দুভাগে বিভক্ত করবেন। একদল শক্রর দিকে থাকবে, আর অন্যদল ইমামের পিছনে থাকবে। ইমাম এ দল নিয়ে দুই সাজদায় এক রাকাত নামাজ পড়বেন যখন দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উত্তোলন করবেন তখন এ দল শক্রর সম্মুখে যাবে এবং ঐ দলটি আসবে। ইমাম তাদেরকে দুই সাজদায় এক রাকাত নামাজ আদায় করবেন এবং তাশাহুদ পড়বেন ও সালাম ফিরাবেন। কিন্তু তারা (দল) সালাম না ফিরায়ে শক্রর সম্মুখে চলে যাবে এবং প্রথম দলটি ফিরে এসে এক রাকাত দুই সাজদার মাধ্যমে একা একা কিরাত ব্যতীত আদায় করবে এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর শক্রর সম্মুখে যাবে। দ্বিতীয় দলটি এসে দুই সাজদার মাধ্যমে কিরাত সহকারে এক রাকাত নামাজ পড়বে এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। ইমাম যদি মুকিম হন তাহলে প্রথম দল নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়বেন আর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে দুই রাকাত পড়বেন। মাগরিবের নামাজ প্রথম দল নিয়ে দুই রাকাত এবং দ্বিতীয় দল নিয়ে এক রাকাত পড়বেন। নামাজরত অবস্থায় তারা যুক্তে লিঙ্গ হবে না। সংঘর্ষে লিঙ্গ হলে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। ভয় আরো তীব্র হলে আরোহী অবস্থায় ইশারার মাধ্যমে ঝঁকু সাজদা করবে। কেবলামুখি হওয়া সম্ভব না হলে যে দিকে সম্ভব সে দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করবে।

باب الجنائز

إذا احضر الرجل وجهه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادتين وإذا مات شدوا لحيته وغمضوا عينيه فإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقه وزنعوا ثيابه ووضؤوه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمرون سريه وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه.

জানাজা অধ্যায়

মানুষ মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে তাকে ডানপার্শে কেবলামুখি করে শোয়াবে এবং তাকে কালেমা শাহাদাতের তালক্ষ্মীন দিবে। যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তার দাঁড়ি বেধে দিবে এবং তার উভয় চক্ষু বন্ধ করে দিবে। যখন তাকে গোসল দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন একটি খাটের উপর রাখবে এবং তার লজ্জাস্থানের উপর এক খড় কাপড় রেখে তার শরীর হতে সমস্ত কাপড় খুলে নিবে। তাকে অজু করাবে কিন্তু কুলি করাবে না এবং নাকে পানি দিবে না। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে এবং তার খাটটিকে বেজোড় সংখ্যায় আগরবাতি প্রজ্ঞলিত করার দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করবে। বরই পাতা বা উশনেই ঘাস দিয়ে পানি ফুটাবে। এসব পাওয়া না গেলে স্বচ্ছ পানি হলেই চলবে। অতঃপর খিতমি ফুল মিশ্রিত সিদ্ধ পানি দিয়ে তার মাথা ও দাঁড়ি ধোত করবে। এবার বাম পার্শ্বে শোয়াবে এবং বরই পাতা মিশ্রিত সিদ্ধ পানি দিয়ে এমনভাবে ধোত করবে যাতে মৃত ব্যক্তির নিচ পর্যন্ত পানি পৌছে। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে ডান পার্শ্বে শোয়াবে এবং পানি দিয়ে এমনভাবে ধোত করবে যাতে তার নিচ পর্যন্ত পানি পৌছে।

ثم يجلسه ويستدنه إليه ويمسح بطنه مسحاً رقيقاً فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ثم ينشفه في ثوب ويدرج في أكفانه يجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده والسننة أن يكفن الرجل في ثلاثة أنواع إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه وتكلفن المرأة في خمسة أنواع إزار وقميص وثمار

وخرقة تربط بها ثدياتها ولفافة فإن اقتصرت على ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة و يجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته ولا يقص ظفره ولا يقص شعره وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا فإذا فرغوا منه صلوا عليه.

তারপর তাকে নিজের দিকে একটু হেলান দেয়াবে এবং হালকাভাবে তার পেট মাসেহ করবে। যদি তার পেট থেকে কোনো কিছু বের হয় তাহলে ধুয়ে ফেলবে। পুনরায় আর গোসল দিতে হবে না। অতঃপর কাপড় দিয়ে শরীর মুছে কাফন পরাবে। তার মাথায় ও দাঢ়িতে সুগন্ধি এবং সাজদার ছান সমূহে কর্পুর লাগাবে।

পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নাত হল *ইয়ার*, কুর্তা ও লেফাফা এ তিনি কাপড়ে কাফন পরানো। যদি দুই কাপড়ে সীমাবদ্ধ রাখে তবুও বৈধ হবে। যখন তাকে লেফাফা পরানোর ইচ্ছা করবে তখন বাম দিক থেকে রঞ্জ করবে। তারপর ডান দিক থেকে। কাপন খুলে যাওয়ার ভয় থাকলে বেধে দিবে। মহিলাদের কাপন পড়াতে হয় পাঁচ কাপড়ে। *ইয়ার*, কামিজ, ওড়না, সিনাবন্দ যা দ্বারা স্তনদ্বয় বাঁধা হয় এবং চাদর। যদি তিনি কাপড়ে সংক্ষিপ্ত করা হয় বৈধ হবে। ওড়না থাকবে কামিজের উপরে লেফাফার নিচে। মহিলাদের চুল তাদের বক্সের উপরে রাখতে হবে। মৃত ব্যক্তির চুল দাঢ়ি আচড়াবে না এবং নখ ও চুল কাটবে না। কাফন পরানোর পূর্বে কাফনের কাপড়গুলোকে বেজোড় সংখ্যায় সুগন্ধি ধূনী দিবে। কাফন শেষ হলে জানাজার নামাজ পড়বে।

وأولى الناس بالامامة عليه السلطان إن حضر وإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الجي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى عليه الولي لم يجز أن يصلى أحد بعده فإن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره إلى ثلاثة أيام ولا يصلى بعد ذلك ويقوم المصلى بجذاء صدر الميت والصلة أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقبها ثم يكبر تكبيرة ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعوه فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر تكبيرة رابعة وسلم ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبر فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع من أعناق الرجال ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله

ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسمى اللبن على اللحد ويكره الأجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم يهال التراب عليه ويسمى القبر ولا يسطح ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلبي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقه ودفن ولم يصل عليه.

জানাজা নামাজের ইমামতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হলো শাসক যদি তিনি উপস্থিত থাকেন। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তাহলে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব। অতঃপর মৃতের (শরয়ি) অবিভাবক। যদি অবিভাবক এবং শাসক ব্যক্তিত অন্য কেহ নামাজ পড়ায় তাহলে অবিভাবক পুনরায় নামাজ পড়তে পারে। যদি অবিভাবক নিজে জানাজার নামাজ পড়ে ফেলে, তারপর আর কারো জন্য জানাজার নামাজ পড়া বৈধ নয়। যদি কাউকে জানাজা নামাজ না পড়িয়ে দাফন করা হয়, তাহলে তিনি দিন পর্যন্ত তার কবরের উপর জানাজার নামাজ পড়া বৈধ। এরপর নামাজ পড়া যাবে না। জানাজা নামাজ পড়ার সময় ইমাম লাশের সিনা বরাবর দাঁড়াবে। জানাজা নামাজের নিয়ম হল, প্রথমে আল্লাহর আকবার বলে হাত বাখবে ও সানা পড়বে, অতঃপর দ্বিতীয় তাকবির বলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরবদ শরিফ পড়বে। এরপর তৃতীয় তাকবির বলে নিজের জন্য মৃত ব্যক্তির জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য দোআ করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম তাকবির ব্যক্তিত অন্য তাকবির গুলোতে হাত উঠাবে না। যে মসজিদে জামাত হয় সে মসজিদের অভ্যন্তরে জানাজা নামাজ পড়া যাবে না। খাটের উপর লাশ উঠানোর পর উহার চার পা ধরবে এবং না দৌড়ে দ্রুত হাটবে। কবরে পৌছার পর কাঁদ থেকে খাট নামানোর পূর্বে অন্যদের জন্য বসা মাকরুহ। কবর খনন করে লহন করে দেওয়া হবে। মৃত ব্যক্তিকে কেবলা দিক করে কবরে নামাবে। কবরে রাখার সময় যারা রাখবে তারা ‘বিসমিল্লাহে ওয়ালা মিল্লাতে রসুলিল্লাহ’ (দোআটি) পড়বে। মৃত ব্যক্তিকে কেবলামুখি করে শোয়াবে এবং গিরাণগুলো খুলে দিবে। কবরের উপর কাঁচা ইট গুলো সমান করে বসিয়ে দিবে। কবরের উপর পাকা ইট বা কাঠ দেওয়া মাকরুহ। বাঁশ দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। তারপর উহার উপর মাটি ঢেলে দিতে হবে এবং কবরকে উটের পিঠের ন্যায় করে দিতে হবে। উহাকে চার কোণ করা যাবে না। জন্মের পর কান্না করলে (শব্দ করার পর মারা গেলে) তার নাম রাখতে হবে, গোসল দিতে হবে এবং জানাজা পড়তে হবে। কোনো শব্দ না করলে তাকে এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করতে হবে। জানাজা পড়তে হবে না।

باب الشهيد

الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمين ظلماً ولم يجب بقتله دية فيكتن ويصلب عليه ولا يغسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى عليهما لا

يغسل ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والخشوالحف والسلاح ومن ارث غسل والارثنات أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلوة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه ومن قتل من البغاء أو قطاع الطريق لم يصل عليه

শহিদ অধ্যায়

শহিদ এই ব্যক্তি যাকে মুশরিকগণ হত্যা করে অথবা যুদ্ধের ময়দানে যখনের চিহ্ন সহ মৃত পাওয়া যায় অথবা তাকে মুসলমানগণ অন্যায়বশত হত্যা করে, তার হত্যার কারণে কারো উপর রক্তপণ ওয়াজিব হয় না। শহিদকে কাফন পড়াতে হবে, তার জানাজা নামাজ পড়া হবে কিন্তু তাকে গোসল দেয়া যাবে না। তবে যার উপর গোসল ফরজ এমন কেহ শহিদ হলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে গোসল দিতে হবে। অনুরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেহ শহিদ হলে তাকেও গোসল দিতে হবে। সাহেবাইনের মতে এ দু'জনের কাউকে গোসল দিতে হবে না। শহিদের রক্ত ধোত করা যাবে না এবং তার পোশাকও খোলা যাবে না। তবে চর্ম নির্মিত পোশাক, তুলা ভরা কাপড়, মোজা এবং যুদ্ধাত্মক খুলতে হবে। মুরতাছ এই ব্যক্তি যিনি আহত হওয়ার পর পানাহার করেন অথবা চিকিৎসা গ্রহণ করেন অথবা এক ওয়াক্ত নামাজ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান থাকা অবস্থায় জীবিত থাকেন অথবা তাকে রণক্ষেত্র থেকে জীবিত আনা হয়। যাকে শরিয়তের দণ্ডবিধি মোতাবেক প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় অথবা হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা হয় তাকে গোসল দিয়ে জানাজা পড়তে হবে। কোনো ইসলামি রাষ্ট্রদ্বারা বা ডাকাত নিহত হলে তার জানাজা নামাজ পড়া যাবে না।

باب الصلوة في الكعبة

الصلوة في الكعبة جائزة فرضها ونفلتها فإن صل الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام جاز ويكره ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلواته وإذا صل الإمام في المسجد الحرام تخلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلواته إذا لم يكن في جانب الإمام ومن صل على ظهر الكعبة جازت صلواته.

কাঁবা শরিফের অভ্যন্তরে নামাজ অধ্যায়

কাঁবা শরিফের অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল নামাজ পড়া বৈধ। যদি ইমাম সেখানে জামাতে নামাজ আদায় করেন এবং তখন যদি কতক মুকাদি ইমামের পিঠের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায় তথাপি বৈধ হবে। যদি কেহ ইমামের মুখোমুখি দাঁড়ায় তবুও বৈধ হবে; তবে মাকরুহ হবে। যদি কাহারো পিঠ ইমামের মুখের দিকে হয় তাহলে তার নামাজ বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম মসজিদে হারামে নামাজ পড়লে মুকাদিগণ কাঁবা শরিফের চারদিকে গোলাকৃতি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমামের সাথে নামাজ আদায় করবে। তাদের মধ্যে হতে যদি কেহ ইমামের তুলনায় কাঁবা শরিফের বেশি নিকটবর্তী হয় তবুও তার নামাজ বৈধ হবে। যদি না সে ইমামের পার্শ্বে থাকে। কেহ যদি কাঁবা শরিফের ছাদে নামাজ পড়ে তাহলে তার নামাজ বৈধ হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আজান দেয়ার হুকুম কি?

ক. فرض

খ. واجب

গ. سنة

ঘ. مستحب

২। নামাজের ফরজ কয়টি?

ক. ৫ খ. ৬

গ. ৭ ঘ. ৮

৩। জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের حکم কী ?

ক. فرض

খ. واجب

গ. سنة

ঘ. مستحب

৪। ইমামতির জন্য সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে

- i. সুন্নাহর ব্যপারে অধিক জ্ঞাত
- ii. বিশুদ্ধ কুরআন তিলওয়াতকারী
- iii. অধিক দানশীল ব্যক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

ନିଚେର ଉଦ୍ଦିପକଟି ପଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ:

ରାଶେଦ ଏକଜନ କୃଷକ, ସେ ନାମାଜ ପଡ଼ିତେ ଯେଯେ ମାର୍ଖାନାନେ ଉଭୟ ହାତେର ଆଙ୍ଗୁଳ ଫୋଟାଯି ।

୫ । ରାଶେଦେର କାଜଟି ଶରିଆତେର ଦୃଷ୍ଟିତେ କେମନ ହଚ୍ଛେ?

କ. ଫ୍ରେସ୍

ଖ. ଓଜବ

ଗ. ସ୍ନେଅ

ଘ. ମୁସିହି

୬ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ରାଶେଦେର କରଣୀୟ ହଚ୍ଛେ--

- i. ନାମାଜ ଛେଡ଼େ ଦେଯା
- ii. ପୁନରାୟ ନାମାଜ ପଡ଼ା
- iii. ନାମାଜ ଚାଲିଯେ ଯାଓଯା

ନିଚେର କୋନାଟି ସଠିକ?

କ. i

ଖ. ii

ଗ. i ଓ ii

ଘ. ii ଓ iii

ଖ. ସ୍ଵଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ :

(୧) ରାଯହାନ ଦାଖିଲ ଦଶମ ଶ୍ରେଣିର ଛାତ୍ର । ସେ ଯୋହରେ ନାମାଜେର ଇମାମତି କରତେ ଗିଯେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ନା କରେ ଦାଡ଼ିଯେ ଯାଯ । ଏକଜନ ମୁସଲ୍ଲୀ اَكْبَرُ اللّٰهُ ବଲେ ଲୋକମା ଦିଲେଓ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେନି ଏବଂ ସ୍ଵାଭାବିକ ନିଯମେଇ ଚାର ରାକାତ ନାମାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଉତ୍କ ମୁସଲ୍ଲୀ ତାକେ ନାମାଜ ପୁନରାୟ ପଡ଼ିତେ ବଲଲେ ସେ ବଲେ ନାମାଜ ଆଦାୟ ହେଁ ଯାବେ ।

କ. ନାମାଜେର ନିଷିଦ୍ଧ ସମୟ କରାଟି?

ଖ. لَا يقرء المؤتم خلف الامام ଗ୍ରହାକାରେର ଉତ୍କ ଉକ୍ତିଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର?

ଗ. ରାଯହାନେର କରଣୀୟ କି ଛିଲ? ପାଠ୍ୟ ବହିଯେର ଆଲୋକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର?

ଘ. ରାଯହାନେର ପ୍ରତି ମୁସଲ୍ଲୀର ପରାମର୍ଶ ତୁମି କି ଠିକ ମନେ କର? ତୋମାର ମତେର ସ୍ଵପଞ୍ଚ ଦଲିଲ ଦାଓ ।

(୨) ଆରିଫ ଚାଁଦପୁର ଥେକେ ଢାକାର (ଦୂର୍ଗତ୍ୱ ୧୦୦ କି ମି) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଲଞ୍ଚ ଯୋଗେ ରାତାନା ହେଁ । ସେ ଲଞ୍ଚେ ଆସରେର ନାମାଜ ଆଦାୟ କରତେ ଗିଯେ ଚାର ରାକାତ ଆଦାୟ କରେ । ମାଓଲାନା ଆଦ୍ବୁସ ସାଲାମ ତାକେ ବଲଲେନ, ଆପନାର ନାମାଜ ହୟନି, ଶରିଆତେ ମୁସାଫିରେର ଜନ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାଲାତେର ବିଧାନ ରହେଛେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ରିୟାରେ ଆରିଫ ବଲଲ, ଆମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର ରାକାତ ପଡ଼ୁଛି ବେଶି ସାଓୟାବ ପାବ ।

କ. ପ୍ରଥମ ତେଲାଓୟାତେ ସାଜଦା କୋନ ସୁରାୟ?

ଖ. الجمع بين الصلواتين ବଲତେ କି ବୁଝାଯ?

ଗ. ମାଓଲାନା ଆଦ୍ବୁସ ସାଲାମେର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ପାଠ୍ୟ ବହିଯେର ଆଲୋକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର?

ଘ. ଆରିଫେର ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟଟି ପାଠ୍ୟ ବହିଯେର ଆଲୋକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର?

الفصل الثالث : كتاب الحج

الحج واجب على الأحرار المسلمين البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لابد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمناً ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها حرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً والمواقيت التي لا يجوز أن يتتجاوزها الإنسان إلا محظياً : لأهل المدينة ذو الحليفة وأهل العراق ذات عرق وأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن وأهل اليمن يلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ومن كان بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কিতাবুল হজ্জ

সাধীন মুসলমান, প্রাণ্পন্থ বয়স্ক, বিবেকবান এবং শারীরিক ভাবে সুস্থ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরজ। যখন তারা পাথেয় ও বাহনের সক্ষমতা রাখবে যা বাসস্থান এবং উহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ হতে অতিরিক্ত হবে এবং যাতায়াতের পথ নিরাপদ হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের সাথে মুহরিম বা স্বামী থাকবে যে মহিলার সাথে হজ্জ আদায় করবে। এই দুই শ্রেণির লোক ব্যতীত মহিলার জন্য হজ্জ করা বৈধ নয়। যখন তার ও মক্কা শরিফের মাঝে তিনদিন বা ততোধিক দিনের দূরত্ব হবে। মিকাতসমূহ যা এহরাম বাঁধা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে অতিক্রম করা বৈধ নয়। তা হল- (১) মদিনাবাসীদের জন্য মূল হৃলাইফা, (২) ইরাকিদের জন্য যাতু ইরক, (৩) সিরিয়াবাসীদের জন্য জোহফা, (৪) নজদবাসীদের জন্য করণ, (৫) ইয়ামেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। এ সকল মিকাতে আসার পূর্বে যদি এহরাম বাঁধা হয় তাহলে বৈধ হবে। যারা মিকাতসমূহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তাদের মিকাত হল ‘হিল’। মক্কায় যারা অবস্থান করে তাদের জন্য হজ্জের মিকাত হল হারাম শরিফ এবং উমরার মিকাত হল ‘হিল’।

وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداء ومس طيباً إن كان له وصل ركعتين وقال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ثم يلبي عقيب صلاته فإن كان مفرداً بالحج نوى بتلبية الحج والتلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغي

أَن يَخْلُ بَشِّي مِنْ هَذِهِ الْكَلْمَاتِ فَإِنْ زَادَ فِيهَا جَازٌ إِذَا لَبِيَ فَقَدْ أَحْرَمَ فَلِيْتِكَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
مِنِ الرُّفْثِ وَالْفَسُوقِ وَالْجَدَالِ وَلَا يَقْتَلُ صَيْدًا وَلَا يَشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا يَدْلِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْبِسَ
قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا عَمَامَةَ وَلَا قَنْسُوَةَ وَلَا قَبَاءَ وَلَا خَفَينَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدْ نَعْلَيْنِ
فَيَقْطَعُهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَغْطِي رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ وَلَا يَمْسِ طَبِيبَاهُ وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَا
شَعْرَ بَدْنَهُ وَلَا يَقْصُ منْ لَحِيَتِهِ وَلَا مِنْ ظَفَرِهِ وَلَا يَلْبِسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بُورْسَ وَلَا بَعْفَرَانَ
وَلَا بَعْصَفَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسْلًا وَلَا يَنْفَضُ.

যখন কেহ ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করে তখন সে গোসল বা অজু করবে। গোসল করাই উত্তম। অতঃপর দুটি নতুন অথবা পরিষ্কার কাপড়-লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। সম্ভব হলে সুগন্ধি লাগাবে। তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়ে বলবে ‘হে আল্লাহ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি, তুমি উহা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং তা আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নাও। তালবিয়া পড়বে। ইফরাদ হজ্জকারী হলে তালবিয়া পড়ার সাথে সাথে হজ্জের নিয়ত করবে। (নিয়ত হলো এভাবে বলা বা সংকল্প করা- **اللَّهُمَّ**

إِنِّي أَرِيدُ الْحَجَّ فِيسِرِهِ لِي وَتَقْبِلْهُ مِنِّي হে আল্লাহ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি তাই উহা আমার জন্য সহজ করুন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।) তারপর তালবিয়া এভাবে বলবে:

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই। আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ এবং রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো শরিক নেই”। এ শব্দ গুলো হতে কোনো শব্দ বাদ দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ বৃদ্ধি করে জায়েজ হবে। তালবিয়া পাঠ করা মাত্রই এহরাম বাঁধা সম্পন্ন হবে। অতঃপর মুহরিম ব্যক্তি আল্লাহর যা নিষিদ্ধ কার্যাবলি যেমন- যৌনাচার, অশ্লীল কার্যাবলি ও ঝগড়া-বিবাদ হতে বিরত থাকবে। কোনো শিকারী শিকার করবে না বা তার দিকে ইঙ্গিতও করবে না; কাউকে তার সন্ধান দিবে না; জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি, শেরওয়ানী ও মোজা পরিধান করবে না- তবে স্যান্ডেল না থাকলে টাখনুর নিচ হতে মোজার উপর অংশ কেটে নিবে, মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকবে না। কোনো সুগন্ধি দ্রব্য স্পর্শ করবে না মাথা মুক্ত বা শরীরে কোনো লোম কর্তব্য করবে না; দাঁড়ি, নখ কর্তব্য করবে না। ওরাস ঘাসের রস, জাফরান ও উসফুর লতার রসে রংকৃত কাপড় পরিধান করবে না তবে ধৌত করলে তা পরিধান করা বৈধ। যদিও এতে রং না উঠে।

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلْ وَيَدْخُلَ الْحَمَامَ وَيَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحَمَّلِ وَيَشَدَّ فِي وَسْطِهِ الْهَمِيَّانِ وَلَا

يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ويكثر من التلبية عقب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار فإذا دخل بمكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهل ورفع يديه مع التكبير واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذى مسلما ثم أخذ عن يمينه ما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذالك فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل طوافه من وراء الخطيم ويرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي فيما بقي على هيئته ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع وينتظم الطواف بالاستلام ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث ما تيسر من المسجد وهذا الطواف طواف القدوم.

গোসল করা, গোসল খানায় প্রবেশ করা এবং বায়তুল্লাহ কিংবা বাহনের ছায়ায় বসতে কোনো সমস্যা নেই। কোমরে টাকার ব্যাগ বাঁধতে পারে। খিতমি দ্বারা মাথা ও দাঁড়ি ধোত করবে না। সকল নামাজের পর বেশি করে তালবিয়া পাঠ করবে। উচু ছানে ওঠা, নিম্ন ভূমিতে নামা, কোনো আরোহী দলের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সময় এবং শেষ রাতে তালবিয়া পাঠ করবে। মকায় প্রবেশ করার পর মসজিদে হারাম থেকেই হজের কার্যক্রম শুরু করবে। যখন কাঁবা ঘর দেখবে তখন আল্লাহ আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। তারপর হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবে। উহার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। আল্লাহু আকবার বলার সময় হাত উভোলন করবে। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তিত যদি সম্ভব হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুম্বন করবে। অতঃপর হাজরে আসওয়াদের ডানদিক- যে দিকে কাঁবা ঘরের দরজা বিদ্যমান- সেদিক হতে তাওয়াফ শুরু করবে। এর পূর্বে সীয় চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে কাঁধে পেঁচিয়ে রাখবে। অতঃপর বায়তুল্লাহকে সাত বার তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ হাতিমের বাহিরে দিয়ে করতে হবে। প্রথম তিন তাওয়াফ রমল (স্বজোরে হেলে দুলে গমন) করবে। বাকি তাওয়াফগুলো স্বাভাবিকভাবে হেটে করবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের পার্শ্বে দিয়ে যাবে সম্ভব হলে তা চুম্বন করবে। চুম্বনের মাধ্যমে তাওয়াফ শেষ করবে। অতঃপর মাকামে ইব্রাহিমে আসবে। সেখানে বা মসজিদুল হারামের যে কোনো অংশে দুই রাকাত নামাজ পড়বে। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে কুদুম বলে।

وهو سنة ليس بواجب وليس على أهل مكة طواف القدوم ثم يخرج إلى الصفا فيقصد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى حاجته ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هيئته فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين

الأخضرين سعياً حتى يأتي المروءة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختتم بالمروءة ثم يقيم بمكة محرماً فيطوف بالبيت كلما بدا له وإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى مني والصلة بعرفات والوقوف والإفاضة.

আর এই তাওয়াফ (কুদুম) সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে কুদুম নেই। অতঃপর সাফা পর্বতে গিয়ে তার উপর আরোহণ করবে, কেবলামুখি হয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে; এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর দরুন্দ পড়বে এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করবে। অতঃপর সাফা হতে নেমে মারওয়া অভিযুক্ত গমন করবে এবং স্বাভাবিক গতিতে হাটবে। এরপর বাতনুল ওয়াদিতে নেমে সবুজ স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত, হেটে চলবে। মারওয়া পৌছার পর তথায় আরোহণ করবে এবং সাফায় যা করেছে, সেখানেও তাই করবে। এতে এক চক্র হলো। এভাবে মোট সাত চক্র দিবে (প্রতি বার) সাফা থেকে শুরু করে মারওয়াতে শেষ করবে। অতঃপর এহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে আর যখনই সুযোগ হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে। তারবিয়া এর পূর্ব দিন (৭ জিলহজ্জ) ইমাম খোতবা দিবেন। এতে তিনি হাজিগণের মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়া, আরাফাতে নামাজ আদায় ও তথায় অবস্থান করা এবং তাওয়াফে ইফাদা- এর শিক্ষা দিবেন।

إِذَا صَلَى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرُوِيَّةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَيْ مِنِّي وَأَقَامَ بِهَا حَتَّىٰ يَصْلِي الْفَجْرَ يَوْمَ عِرْفَةِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عِرْفَاتٍ فَيَقِيمُ بِهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عِرْفَةِ صَلَى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ فَيَبْتَدِئُ بِالْخُطْبَةِ أَوْلًا فَيَخْطُبُ خَطْبَتِيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَعْلَمُ النَّاسُ فِيهِمَا الصَّلَاةُ وَالْوَقْفُ بِعِرْفَةِ الْمَذْدَلْفَةِ وَرِمَيِ الْجَمَارِ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَصْلِي بِهِمِ الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظَّهَرِ بِأَذْانٍ وَإِقَامَتِيْنِ وَمِنْ صَلَى الظَّهَرِ فِي رَحْلَهُ وَحْدَهُ صَلَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَهُمَا اللَّهُ : يَجْمِعُ بَيْنَهُمَا الْمَنْفَرْدُ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقَفِ فَيَقِفُ بِقَرْبِ الْجَبَلِ وَعِرْفَاتٍ كُلُّهَا مَوْقَفٌ إِلَّا بَطْنُ عَرْنَةِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْفِي بِعِرْفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَدْعُو وَيَعْلَمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوَقْفِ بِعِرْفَةٍ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ

على هينتهم حق يأتوا المزدلفة فينزلون بها والمستحب أن ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قرح ويصلـي الإمام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة.

তারবিয়ার দিন ফজরের নামাজ আদায় করে মক্কা হতে মিনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং সেখানে আরাফাতের দিনের ফজরের নামাজ পড়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর আরাফাতের দিকে যাত্রা করবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। আরাফার দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইমাম সকল মানুষ নিয়ে একত্রে জোহর ও আসর নামাজ আদায় করবেন। প্রথমত ইমাম খোতবা দিয়ে শুরু করবেন। নামাজের পূর্বে দুই খোতবা দিবেন এবং তিনি খোতবাদ্বয়ে নামাজ, আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিষ্কেপ, কুরবানি মাথা মুভন ও তাওয়াফে জিয়ারতের শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুহরের সময় এক আজান ও দুই একামতের মাধ্যমে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করবেন। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহ আনহ -এর মতে কেউ একাশি স্থীয় তাবুতে জোহর আদায় করলে প্রত্যেক নামাজ স্ব-স্ব ওয়াকে আদায় করবে। সাহেবাইন বলেন- একাশি নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিও উভয় নামাজ একই সাথে আদায় করবে। অতঃপর মাওকেফের (অবস্থানস্থল) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং জাবালে রহমতের নিকট অবস্থান করবে। বাতনে উরনা ব্যতীত আরাফা ময়দানের সকল স্থানই অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান। ইমামের উচিত যেন তিনি স্থীয় বাহনের উপর উঠে দোআ করেন এবং হাজিগণকে হজের কার্যাবলি শিক্ষা দেন। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে গোসল করা এবং অধিকহারে দোআ করা মুস্তাহাব। সূর্য যখন ডুবে যাবে তখন ইমাম ও সকল মানুষ স্বাভাবিক গতিতে মুয়দালিফায় যাবে এবং সেখানে অবতরণ করবে। ঐ পর্বতের নিকট অবতরণ করা মুস্তাহাব যার উপর মাকিদা (আগুন জালানোর স্থান) অবস্থিত। একে কুয়াহ (পাহাড়) বলা হয়। ইমাম তথায় সকল লোককে নিয়ে এশার সময় মাগরিব ও এশার নামাজ একই আজান ও একামতে একত্রে আদায় করবেন।

ومن صلـي المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة وـمحمد رـحـمـهـا اللـهـ تـعـالـى فـإـذـا طـلـعـ الفـجـرـ صـلـيـ الإـمامـ بـالـنـاسـ الـفـجـرـ بـغـلـسـ ثـمـ وـقـفـ الـإـمامـ وـقـفـ النـاسـ مـعـهـ فـدـعاـ :ـ والمـزـدـلـفـةـ كلـهاـ مـوـقـفـ إـلـاـ بـطـنـ مـحـسـرـ ثـمـ أـفـاضـ الـإـمامـ وـالـنـاسـ مـعـهـ قـبـلـ طـلـوعـ الشـمـسـ حقـ يـأـتـواـ مـنـ فـيـبـتـدـئـ بـجـمـرـةـ الـعـقـبـةـ فـيـرـمـيـهاـ مـنـ بـطـنـ الـوـادـيـ بـسـبـعـ حـصـيـاتـ مـثـلـ حـصـةـ الـخـذـفـ وـيـكـبرـ معـ كـلـ حـصـةـ وـلـاـ يـقـفـ عـنـدـهـاـ وـيـقـطـعـ التـلـبـيـةـ مـعـ أـوـلـ حـصـةـ ثـمـ يـذـبـحـ إـنـ أـحـبـ ثـمـ يـحـلـقـ أـوـ يـقـصـرـ وـالـحـلـقـ أـفـضـلـ وـقـدـ حلـ لـهـ كـلـ شـيـءـ إـلـاـ النـسـاءـ ثـمـ يـأـتـيـ مـكـةـ مـنـ يـوـمـهـ ذـالـكـ أـوـ مـنـ الـغـدـ أـوـ مـنـ بـعـدـ الـغـدـ فـيـطـوـفـ بـالـبـيـتـ طـوـافـ الـزـيـارـةـ سـبـعـ أـشـواـطـ فـإـنـ كـانـ سـعـيـ بـيـنـ الصـفـاـ وـالـمـروـةـ عـقـيـبـ طـوـافـ الـقـدـومـ لـمـ يـرـمـلـ فـيـ هـذـاـ طـوـافـ وـلـاـ سـعـيـ عـلـيـهـ وـإـنـ لـمـ يـكـنـ قـدـمـ

السعي رمل في هذا الطواف ويسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه.

ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা- এর মতে, যদি কেহ পথি মধ্যে মাগরিবের নামাজ আদায় করে তাহলে উহা বৈধ হবে না। সুবহে সাদিক হলে ইমাম অতি প্রত্যয়ে মানুষজনকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর ইমাম অবস্থান করবে এবং অন্যান্য লোকও তার সাথে অবস্থান করবে এবং দোআ করবে। বাতনে মুহাস্সার ব্যতীত মুখদালিফার সকল স্থান মাওকেফ (অবস্থান স্থল)। অতঃপর ইমামের সাথে সকল মানুষ সূর্যোদয়ের পূর্বে যাত্রা করে মিনায় পৌছে জামরায়ে আকা'বা (কক্ষ নিষ্কেপ) দ্বারা শুরু করবে। অতঃপর বাতনে ওয়াদি হতে খজফের কক্ষের ন্যায় সাতটি কক্ষ উহার উপর নিষ্কেপ করবে। প্রত্যেক কক্ষের নিষ্কেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে। জামরার নিকট অবস্থান করবে না। প্রথম কক্ষের নিষ্কেপের সময় তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। অতঃপর ভাল মনে করলে কুরবানি করবে। তারপর মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল ছেট করবে। তবে মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম। তখন নারী সঙ্গ ব্যতীত সকল কাজই বৈধ। অতঃপর সেই দিনই অথবা পরের দিন বা তার পরের দিন মক্কা শরিফে আসবে এবং সাতবার বায়তুল্লাহ শরিফের তাওয়াফে জিয়ারত করবে। যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাফা মারওয়া সাই করে থাকে তাহলে এ তাওয়াফে রমল করতে হবে না এবং সাই ও করতে হবে না। আর পূর্বে সাই করে থাকলে এ তাওয়াফে রমল করবে এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা মোতাবেক সাফা মারওয়া সাই করবে। এরপর তার জন্য স্ত্রী সম্মোগ হালাল হবে। হজ্জের দিবসসমূহে এ তাওয়াফটি ফরজ। আর এ তাওয়াফটি উক্ত (হজ্জের) দিবসসমূহ হতে বিলম্ব করা মাকরহ। যদি কেহ বিলম্ব করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর নিকট এর জন্য কুরবানি দেয়া ওয়াজিব। সাহেবাইনের নিকট তার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়।

ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنْ فِي قِيمِ بَهَا إِنَّمَا زَالتُ الشَّمْسُ مِنْ أَيَّامِ الْيَوْمِ الثَّانِيِّ مِنَ النَّحْرِ رِمَادُ الْجَمَارِ
 الْثَّلَاثُ يَبْتَدِئُ بِالْتِي تِلِيهَا تِلِيَّةً مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقْفَ عَنْهَا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ كَذَلِكَ
 عَنْهَا فَيَدْعُو ثُمَّ يَرْمِي الْتِي تِلِيهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقْفَ عَنْهَا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ كَذَلِكَ
 وَلَا يَقْفَ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رِمَادُ الْجَمَارِ الْثَّلَاثُ بَعْدَ زَوْالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا
 أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفَرُ إِلَى مَكَّةَ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْيِيمَ رِمَادَ الْجَمَارِ الْثَّلَاثَ فِي يَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوْالِ
 الشَّمْسِ كَذَلِكَ إِنْ قَدِمَ الرَّمِيُّ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوْالِ بَعْدَ طَلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي
 حَنِيفَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَقَالَا لَا يَجُوزُ وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْدِمَ الْإِنْسَانُ ثَلَقَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيَقْيِيمَ بَهَا حَتَّى يَرْمِي

فِإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكْهَةَ نَزَلَ بِالْمَحْصُبِ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَا يَرْمِلُ فِيهَا وَهَذَا طَوَافُ
الصَّدْرِ وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكْهَةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى أَهْلِهِ.

অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানে অবস্থান করবে। কুরবানির দ্বিতীয় দিন (১১ জিলহজ্জ) সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামারা তিনটিতে কক্ষর নিষ্কেপ করবে। মসজিদে খায়ফ সংলগ্ন জামরা হতে আরম্ভ করবে। সেখানে সাতটি কক্ষর নিষ্কেপ করবে। প্রত্যেক কক্ষর নিষ্কেপের সময় তাকবির বলবে। অতঃপর তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করে দোআ করবে। তারপর নিকটস্থ জামারায় একইভাবে নিষ্কেপ করবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। এরপর জামারা আকাবায় নিষ্কেপ করবে তবে সেখানে অবস্থান করবে না। পরদিন (১২ জিলহজ্জ) সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামারাত্রে পূর্বের ন্যায় কক্ষর নিষ্কেপ করবে। কেহ দ্রুত মক্কায় যেতে চাইলে সে মক্কায় চলে যাবে। আর যদি কেহ সেখানে থাকতে চায়, তাহলে সে চতুর্থ দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামারা তিনটিতে কক্ষর নিষ্কেপ করবে। কেহ যদি এ দিনে ফজরের পর দুপুরের পূর্বে কক্ষর নিষ্কেপ করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে - বৈধ হবে। কিন্তু সাহেবাইন বলেন - এটা বৈধ হবে না। পাথর মারার জন্য মিনায় অবস্থান করে মাল পত্র মক্কায় আগে পাঠিয়ে দেয়া মাকরুহ। মক্কায় যখন ফিরবে তখন বাতনে মুহাস্সারে অবতরণ করবে। অতঃপর মক্কা শরিফে পৌছে সাত চক্রে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করবে। এ সময় রমল করবেনা। একে তাওয়াফে সদর বলে। এটা মক্কাবাসী ছাড়া সকলের উপর ওয়াজিব। তারপর দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন করবে।

إِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْمَحْرَمَ مَكْهَةَ وَتَوَجَّهْ إِلَى عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمَنَاهُ سَقْطُهُ طَوَافُ
الْقَدُومِ وَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ لَتَرْكَهُ وَمَنْ أَدْرَكَ الْوَقْفَ بِعِرْفَةِ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عِرْفَةِ
إِلَى طَلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ اجْتَازَ بِعِرْفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مَغْمُى عَلَيْهِ
أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ أَجْزَاءٌ ذَالِكَ عَنِ الْوَقْفِ وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ ذَالِكَ كَالرَّجُلِ غَيْرُ أَنَّهَا لَا
تَكْشِفُ رَأْسَهَا وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالثَّلْبِيَّةِ وَلَا تَرْمِلُ فِي الطَّوَافِ وَلَا تَسْعِ
بَيْنَ الْمَلِيلِيْنِ الْأَحْضَرِيْنِ وَلَا تَحْلِقُ وَلَكِنْ تَقْصُرُ

মুহরিম ব্যক্তি যদি মক্কায় প্রবেশ না করে আরাফায় চলে যায় এবং ইতোপূর্বে আমরা যা আলোচনা করেছি তদানুযায়ী আরাফায় অবস্থান সম্পন্ন করে তাহলে তার জন্য তাওয়াফে কুদুম রাহিত হয়ে যাবে। এটা ছেড়ে দেয়ার কারণে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। যে ব্যক্তি আরাফার দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে কুরবানির দিন ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফায় অবস্থান করতে পারল সে হজ্জ পেয়ে গেল। কোনো ব্যক্তি ঘূমান্ত, বেহৃশ অবস্থায় অথবা না জেনে আরাফা অতিক্রম করল এটাই তার জন্য উকুফে আরাফা অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে। হজ্জের সমষ্টি কাজ মহিলা পুরুষের ন্যায় পালন

କରବେ । ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ଯେ, ମହିଳାଗଣ ମାଥା ଖୋଲା ରାଖବେ ନା ତବେ ଚେହରା ଖୋଲା ରାଖବେ । ତାଲବିଯା ପାଠ କରାର ସମୟ ଦ୍ୱରା ଉଚ୍ଚ କରବେ ନା । ତାଓୟାଫ କରାର ସମୟ ରମଳ କରବେ ନା । ସବୁଜ ଜ୍ଞାନଦ୍ୱରୀର ମାଝେ ସାଇ କରବେ ନା । ମାଥା ମୁଣ୍ଡନ କରବେ ନା ବରଂ ଚୁଲେର ଅହଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ଛାଟବେ ।

باب القران

القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من المعيقات ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وقبلهما مني فإذا دخل مكة ابتدأ بالطواف فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في ثلاثة الأول منها وينشي فيما بقى على هيئة وسعي بعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حق المفرد فإذا رمى الجمرة يوم الحرج ذبح شاة أو بقرة أو بدنية أو سبع بدنية أو سبع بقرة فهذا دم القران فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة فإن فاته الصوم حق يدخل يوم النحر لم يجز إلا الدم ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز فإن لم يدخل القارن بمكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفض عمرته وعليه قضاوها.

କିରାନ ଅଧ୍ୟାୟ

ଆମାଦେର ନିକଟ ତାମାତ୍ର ଓ ଇଫରାଦ ହଜ୍ଜର ତୁଳନାଯ କିରାନ ହଜ୍ଜ ଉତ୍ତମ । କିରାନେର ପଦ୍ଧତି ହଲ ମିକାତ ହତେ ଏକଇ ସାଥେ ହଜ୍ଜ ଓ ଉମରାର ଏହରାମ ବାଧବେ ଏବଂ ଏହରାମର ନାମାଜେର ପର **اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ**

ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ଯେ ଆଲ୍‌ଲାହ ଆମି ହଜ୍ଜ ଓ ଉମରାର ଇଚ୍ଛେ କରେଛି, ତୁମି ଏ ଦୁଟି ଆମାର ଜନ୍ୟ ସହଜ କରେ ଦାଓ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଟି ଆମାର ଥେକେ କରୁଳ କରେ ନାଓ । ଅତଃପର ମଙ୍କା ଶରିଫେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାଓୟାଫେର ମାଧ୍ୟମେ ଶୁରୁ କରବେ । ବାଯତୁଲ୍‌ଲାହ ଶରିଫ ସାତବାର ତାଓୟାଫ କରବେ । ପ୍ରଥମ ତିନ ଚକ୍ରରେ ରମଳ କରବେ ବାକିଗୁଲୋତେ ସ୍ଵାଭାବିକଭାବେ ହେଁଟେ କରବେ । ଅତଃପର ସାଫା ଓ ମାରଓୟାତେ ସାଇ କରବେ । ଏଗୁଲୋ ହଲ ଉମରାର କାଜ । ସାଇର ପର ପୁନରାୟ ତାଓୟାଫେ କୁଦୁମେର ଜନ୍ୟ ତାଓୟାଫ କରାର ଓ ହଜ୍ଜର ଜନ୍ୟ ସାଫା ଓ ମାରଓୟା ସାଇ କରବେ । ଯେମନ ଇଫରାଦ ହଜ୍ଜ ପାଲନକାରୀର ଜନ୍ୟ ଆମରା ବର୍ଣନା କରେଛି । କୁରବାନିର ଦିନ ଗୁଲୋତେ କଞ୍ଚକ ନିକ୍ଷେପେର ପର ଛାଗଲ, ଗରୁ, ଉଟ ବା ଏକଟି ଉଟେର ସାତ ଭାଗେର

একভাগ অথবা একটি গরুর সাত ভাগের একভাগ কুরবানি করবে। এটা হল কিরানের কুরবানি। যদি কারো কুরবানির জানোয়ার না থাকে তাহলে হজ্জের মধ্যে তিন দিন রোজা রাখবে শেষটি হবে আরাফার দিন। যদি রোজা ছুটে যায় এমতাবস্থায় কুরবানির দিন সমূহ চলে আসে তাহলে তাতে দম ব্যতীত কোনো কিছুতেই যথেষ্ট হবে না। অতঃপর নিজ দেশে ফিরে সাত দিন রোজা রাখবে। হজ্জ কার্য সম্পন্ন করার পর মক্কা শরিফে রোজা রাখলেও বৈধ হবে। কিরান হজ্জ পালনকারী যদি মক্কা শরিফে প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফায় গমন করে তাহলে আরাফায় অবস্থানের কারণে উমরা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার নিকট হতে কিরানের কুরবানি রাহিত হয়ে যাবে। উমরার ভঙ্গের দরুণ দম দেয়া এবং পরে উমরা কাজা করা জরুরি হয়ে যাবে।

باب التمتع

التمتع أفضل من الإفراد عندنا والتمتع على وجهين متمنع يسوق الهدى ومتمنع لا يسوق الهدى وصفة التمتع أن يبتدىء من الميقات فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلاوة فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع فإن لم يجده ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج وبسبعة إذا رجع إلى أهله وإن أراد الممتنع أن يسوق الهدى أحرم وساق هديه فإن كانت بدنـة قلـدها بـمزـادـة أو نـعلـ وـأشـعـرـ الـبدـنـةـ عـنـدـ أـبـيـ يـوسـفـ وـمـحـمـدـ رـحـمـهـ اللـهـ تـعـالـيـ وـهـوـ :ـ أـنـ يـشـقـ سـنـامـهـاـ مـنـ الـجـانـبـ الـأـيـمـنـ وـلـاـ يـشـعـرـهـاـ عـنـدـ أـبـيـ حـنـيفـةـ رـحـمـهـ اللـهـ تـعـالـيـ .

তামাতু অধ্যায়

আমাদের নিকট ইফরাদ হতে তামাতু উত্তম। তামাতু আদায়কারী দু'ধরনের হতে পারে। (১) তামাতু আদায়কারী কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে যাবে। (২) তামাতু আদায়কারী কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে যাবে না। তামাতুর পদ্ধতি হল : তামাতু পালনকারী মিকাত হতে শুরু করবে। প্রথমে উমরার এহরাম বাধবে। অতঃপর মক্কা শরিফে গিয়ে তাওয়াফ ও সাই করবে। তারপর মাতা মুন্ডন বা চুল ছেটে নিবে। (ঐগুলো করার পর) সে তার উমরাহ হতে হালাল হয়ে যাবে। তাওয়াফ শুরুর সময় তারবিয়া পাঠ বন্ধ রাখবে এবং মক্কা শরিফ হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই জিলহজ্জ) মসজিদে হারাম হতে হজ্জের এহরাম বাধবে এবং ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর ন্যায় হজ্জ কার্য সম্পন্ন করবে। তার উপর তামাতুর কুরবানি ওয়াজিব। যদি কুরবানির পশু না পায় তাহলে হজ্জের

মধ্যেই তিনদিন রোজা রাখবে এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন রোজা রাখবে। যদি তামাতু হজ্জ পালনকারী কুরবানির পশু সংগে নিতে চায় তাহলে পুরনো চামড়া বা স্যান্ডেল পশুর গলায় বেথে দিতে হবে। সাহেবাইনের মতে পশুকে চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত করার পদ্ধতি হল- উটের কোহানের ডানপাশে সামান্য ক্ষত করে দেওয়া। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে, ক্ষত করে চিহ্নিত করতে হবে না।

إِنَّمَا دَخَلَ مَكَةَ طَافَ وَسَعَى وَلَمْ يَحْلِلْ حَتَّى يَحْرُمَ بِالْحِجَّةِ يَوْمَ التَّرُوِيَّةِ إِنْ قَدِمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ
جَازَ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتعِ إِنَّمَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامِينَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَةَ تَمَتعُ
وَلَا قَرَانٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً إِنَّمَا عَادَ الْمَتَمَتعُ إِلَى بَلْدَهُ بَعْدَ فَرَاغَهُ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ
سَاقُ الْهَدَى بَطْلًا تَمَتعُهُ وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحِجَّةِ فَطَافَ لَهُ أَقْلَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ
ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحِجَّةِ فَتَمَمَّ هَا وَأَحْرَمَ بِالْحِجَّةِ كَانَ مَتَمَتعًا إِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحِجَّةِ
أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ فَصَاعَدَ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَالِكَ لَمْ يَكُنْ مَتَمَتعًا وَأَشْهُرُ الْحِجَّةِ شَوَّالُ وَذِو
الْقَعْدَةِ وَعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِنْ قَدِمَ الْإِحْرَامَ بِالْحِجَّةِ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامَهُ وَانْعَدَ حَجَّهُ وَإِنَّ
حَاضِتَ الْمَرْأَةَ عِنْدِ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرُ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ
بِالْبَيْتِ حَقَّ تَطْهِيرٍ وَإِنَّ حَاضِتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ يَعْرَفُهُ وَبَعْدَ طَوَافِ الْزِيَارَةِ انْصَرَفَتْ مِنْ مَكَةَ
وَلَا شَيْءٌ عَلَيْهَا لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ.

মক্কা শরিফে পৌছে তাওয়াফ ও সাই করবে। তারবিয়ার দিন হজ্জের এহরাম না বাঁধা পর্যন্ত হালাল হবে না। এর আগে এহরাম বাধলে বৈধ হবে এবং তার উপর তামাতুর কুরবানি ওয়াজিব। কুরবানির দিন মাথা মুভণ করলে উভয় এহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। মক্কাবাসীদের কিরান অথবা তামাতু কোনটি আদায় করা বৈধ নয়। তাদের জন্য কেবল ইফরাদ হজ্জ। তামাতু পালনকারী যদি উমরার শেষে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং কুরবানির পশু যদি সাথে না নিয়ে হজ্জের সময়ে এসে থাকে তাহলে তার তামাতু বাতিল হয়ে যাবে। হজ্জের মাসের পূর্বে যদি কেহ উমরার এহরাম বাধে এবং এর জন্য চার চক্করের কম তাওয়াফ করে অতঃপর হজ্জের মাস শুরু হওয়ার পর অবশিষ্ট তাওয়াফ সম্পন্ন করে এবং হজ্জের জন্য এহরাম বাধবে সে তামাতু পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে। হজ্জের মাসের পূর্বে যদি কেহ তার উমরার চার বা তার চেয়ে বেশি চক্কর তাওয়াফ করে অতঃপর সেই বৎসরই হজ্জ পালন করে তাহলে সে তামাতু পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে না। হজ্জের মাস হল শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহজ্জের দশদিন। যদি কেহ হজ্জের মাসের পূর্বে এহরাম বাঁধে তবে এহরাম বিশুদ্ধ হবে এবং হজ্জ ও পূর্ণ হবে। এহরামকালে কোনো মহিলা ঝুঁতু বর্তী হলে সে গোসল করে এহরাম বাঁধবে এবং সে অন্যান্য

হাজিগণের ন্যায় সকল কাজ করবে। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করতে পারবে না। আরাফাতে অবস্থান এবং তাওয়াফে জিয়ারতের পর ঝুতুবতী হলে মক্কা শরিফ হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তাওয়াফে সদর পরিত্যাগের কারণে তার উপর কোনো কিছুই আরোপিত হবে না।

باب الجنایات

إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فان تطيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم وإن تطيب أقل من عضو فعليه صدقة وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذالك فعليه صدقة وإن حلق ربع فصاعدا فعليه دم وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة وإن حلق مواضع المحاجم من الرقبة فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله صدقة وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم.

হজের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কার্যাবলি সম্পর্কিত অধ্যায়

মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার উপর এর কাফপারা ওয়াজিব। যদি পূর্ণ একটি অঙ্গ বা তার বেশি অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করে তার উপর দম তথা কুরবানি ওয়াজিব। আর এক অঙ্গের কম পরিমাণ লাগলে (ফিতরা পরিমাণ) সদকা করা ওয়াজিব। যদি সেলাই করা কাপড় পরিধান করে বা মাথা আবৃত করে পূর্ণ দিবস পরিমাণ তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব। এর কম হলে সদকা দিতে হবে। যদি কেহ মাথার এক চতুর্থাংশ বা এর বেশি মুভন করে তার উপর দম ওয়াজিব। আর চতুর্থাংশের কম মূভালে সদকা ওয়াজিব। যদি কেহ ঘাড়ে শিংঘা লাগানোর জায়গা মুভন করে তাহলে আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে এতে দম দেয়া ওয়াজিব। আর সাহেবাইনের মতে সদকা ওয়াজিব। কেহ উভয় হাত পায়ের নখ কাটলে তার উপর দম ওয়াজিব। এর এক হাত বা এক পায়ের নখ কাটলেও দম ওয়াজিব।

وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد رحمه الله تعالى عليه دم وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن قبل أو لم يمس بشهوة فعليه دم انزل أو لم ينزل ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة

ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه وعليه القضاء وليس عليه أن يفارق أمرأته إذا حج بها في القضاء عندما ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بذلة ومن جامع بعد الحلق فعليه شاة ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضها وعليه شاة وإن وطئ بعدها ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمها قضاوها ومن جامع ناسيها كمن جامع عامدا في الحكم.

তবে পাঁচ আঙ্গুলের কম নখ কাটলে তার উপর সদকা ওয়াজিব। হাত ও পায়ের বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটির কম নখ কাটলেও ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা- এর মতে তার উপর সদকা ওয়াজিব। মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব। ওয়েরের কারণে সুগন্ধি লাগালে, মাথা মূড়ন করলে বা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করলে এটা তার ইচ্ছাধীন থাকবে, চাইলে সে একটি ছাগল কুরবানি করবে, চাইলে ছয়জন মিসকিনকে তিন-সা' পরিমাণ খাবার দান করবে, নতুবা তিনটি রোজা রাখবে। যদি কেহ উন্ডেজনার সাথে চুম্বন করে বা স্পর্শ করে তার উপর দম ওয়াজিব। বীর্যপাত হোক বা না হোক। উকুফে আরাফার পূর্বে পেশাব - পায়খানার কোনো রাস্তায় ঘোন ক্রিয়া করলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। তার উপর একটি ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব। তবে যার হজ্জ নষ্ট হয়নি তার ন্যায় হজ্জের কার্যাদি চালিয়ে যাবে। পরে তার জন্য কাজা করা ওয়াজিব। আমাদের মতে কাজা করার সময় তার জন্য তার স্ত্রী হতে আলাদা থাকা ওয়াজিব নয়। উকুফে আরাফার পর কেহ ঘোন ক্রিয়া করলে তার হজ্জ নষ্ট হবে না। তবে তার উপর উট কুরবানি করা ওয়াজিব। মাথা মূড়নের পর কেহ সঙ্গম করলে তার উপর একটি ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব। কেহ উমরার মধ্যে চার চকরের পূর্বে স্ত্রী গমন করলে তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে তবে উমরার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পরে এর কাজা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি ছাগল কুরবানি করতে হবে। আর যদি চার চকরের পর স্ত্রীর কাছে যায়, তাহলে তার উপর একটি ছাগল ওয়াজিব। এতে তার উমরা নষ্ট হবে না এবং পরে এর কাজা করতে হবে না। ভুলবসতঃ স্ত্রী গমন করলে সে ইচ্ছাকৃত স্ত্রী গমনকারীর ন্যায় গণ্য হবে।

ومن طاف طاف القدوم محدثاً فعليه صدقة ومن كان جنباً فعليه شاة ومن طاف طاف الزيارة محدثاً فعليه شاة وإن كان جنباً فعليه بدنة والأفضل أن يعيد الطاف ما دام بمكة ولا ذبح عليه ومن طاف طاف الصدر محدثاً فعليه صدقة وإن كان جنباً فعليه شاة وإن ترك من طاف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة أشواط بقي محrama ^ف أبداً حتى يطوفها ومن ترك ثلاثة أشواط من طاف الصدر فعليه صدقة وإن ترك طاف

الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه
قام ومن أفض من عرفة قبل الإمام فعليه دم ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم ومن
ترك رمي الحمار في الأيام كلها فعليه دم وإن ترك رمي إحدى الحمار الثلاث فعليه صدقة
وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم ومن آخر الحلق حتى مضت أيام النحر
فعليه دم عند أبي حنيفة رحمة الله وكذلك إن آخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمة
الله.

কেহ বিনা অজুতে তাওয়াফে কুদুম করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব। অপবিত্র হলে ছাগল কুরবানি
করা ওয়াজিব। কেহ বিনা অজুতে তাওয়াফ জিয়ারত করলে তার উপরও একটি ছাগল কুরবানি করা
ওয়াজিব। অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করলে তার উপর উট কুরবানি করা ওয়াজিব। উভয় হল মক্কায়
অবস্থান কালিন সময়ে পুনরায় তাওয়াফ করা এবং সেক্ষেত্রে কুরবানি লাগবে না। কেহ বিনা অজুতে
তাওয়াফে সদর করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব। অপবিত্র হলে ছাগল ওয়াজিব। কেহ তাওয়াফে
জিয়ারতের তিন চক্র বা এর কম তরক করলে তার উপর ছাগল ওয়াজিব। আর চারচক্র ছেড়ে দিলে
তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে হালাল হবে না। যদি কেহ তাওয়াফে সদরের তিন চক্র তরক করে তার
উপর সদকা ওয়াজিব। আর যদি পূর্ণ তাওয়াফে সদর বা চার চক্র ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর
একটি ছাগল ওয়াজিব। কেহ সাফা - মারওয়ার মাঝে সাই ছেড়ে দিলে তার উপর একটি ছাগল
ওয়াজিব। তবে হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইমামের আগে আরাফা হতে চলে আসবে তার উপর
দম ওয়াজিব। যে ব্যক্তি মুফদালিফায় অবস্থান পরিত্যাগ করবে। তার উপর দম ওয়াজিব। কেহ সব
কক্ষ নিষ্কেপ ছেড়ে দিলে তার উপর দম ওয়াজিব। আর তিন জামারার কোনো একটিতে ছেড়ে দিলে
তার উপর সদকা ওয়াজিব। কুরবানির দিন জামরায়ে আকাবায় কক্ষ নিষ্কেপ ছেড়ে দিলে তার উপর
দম দেওয়া ওয়াজিব। যদি কেউ মাথা মুভানো বিলম্বিত করে আর কুরবানির দিনসমূহ পেরিয়ে যায়
আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে তার উপর দম দেওয়া ওয়াজিব। এরপে কেউ যদি
তাওয়াফে জিয়ারতে বিলম্বিত করে আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে তার উপর দম দেয়া
ওয়াজিব।

وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء سواء في ذلك العائد والناسي
والمبتدئ والعائد والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما أن يقوم الصيد في المكان الذي
قتله فيه أو في أقرب الموضع منه إن كان في برية يقومه ذوا عدل ثم هو خير في القيمة إن
شاء ابتعاد بها هداانا فذبحة ان بلغت قيمة هديا وإن شاء اشتري بها طعاما فتصدق به على

كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير : إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا وقال محمد رحمه الله : يجب في الصيد النظير فيما له نظير في الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بذنة وفي اليربوع جفرة ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقض من قيمته وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج به من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة من قيمته ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته فإن خرج من البيضة فرخ ميت فعليه قيمته حيا .

মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকার করে বা শিকারীর সঙ্গান দেয় তাহলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব । ষষ্ঠায় এমন করুক বা ভুল বসত এবং এটাই প্রথমবার হোক বা একাধিক । শায়খাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে বিনিময় হল যে স্থানে শিকার করা হয় সেখানকার বা বলে হলে তার পাশ্ববর্তী এলাকার মূল্য অনুপাতে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে । মূল্য নির্ধারণ করবে দুজন মুত্তাকি ব্যক্তি । অতঃপর সে ইচ্ছাধীন । চাইলে তার মূল্য দ্বারা অন্য কোনো প্রাণী ক্রয় করা সম্ভব হলে তা যবেহ করবে, নইলে তার দ্বারা খাবার ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিন কে অর্ধ সা গম বা এক সা যব এর পরিবর্তে একটি করে রোজা রাখবে । (সদকা করার পর) যদি অর্ধ সা হতে কম খাদ্য থেকে যায় তাহলে সে ইচ্ছাধীন চাইলে সদকা করে দিবে, নতুন পূর্ণ একদিন রোজা রাখবে । ইমাম মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শিকারের ক্ষেত্রে যে প্রাণী অনরূপ প্রাণী পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে তার (সদৃশ প্রাণী) দেওয়া আবশ্যক । সুতরাং হরিণ বা গুইসাপ শিকার করলে ছাগল খোরগোশের ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী ছাগল বাচ্চা, উট পাখির ক্ষেত্রে উট বা বন্য ইদুরের ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী ছাগল দিতে হবে । কোনো মুহরিম শিকার আহত করলে বা তা তার পশম ছিড়ে ফেললে বা অঙ্গহানী করলে তাতে উক্ত পাখির মূল্য কমে যায়, সে পরিমাণ অর্থ দান করতে হবে । আর যদি কোনো পাখির পালক উপড়ে ফেলে বা হাত পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যা দ্বারা তার আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা হারিয়ে যায় এ ক্ষেত্রে তার পূর্ণ মূল্য সদকা করতে হবে । কেহ কোনো প্রাণীর ডিম ভেঙ্গে ফেললে তার উপর উক্ত ডিমের মূল্য প্রদান কর ওয়াজিব । আর যদি ডিম থেকে মৃত বাচ্চা বের হয় তাহলে জীবন্তাচ্ছার মূল্য সদকা করতে হবে ।

وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحيثة والعقرب والفارفة والكلب العقور جزاء وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء ومن قتل قملة تصدق بما شاء ومن قتل جراده

تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة وإن صالح السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قتل حماماً مسرولاً أو ظبياً مستأنساً فعليه الجزاء وإن ذبح المحرم صيداً فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده وحلال ذبحه إذا لم يدخله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد المحرم إذا ذبحه الحال الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بملك ولا هو مما يننته الناس فعليه قيمته وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دماً فعليه دمان : دم لحنته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزم دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد الحرام فعل كل واحد منها الجزاء كاملاً وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد وإذا باع المحرم صيداً أو ابتعاه فالبيع باطل.

কাক, চিল, নেকড়ে বাঘ, সাপ, বিছা, ইদুর ও পাগলা কুকুর হত্যা করলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব নয় এবং মশা, বোলতা, ও আটালী (ডাস মাছি) মারার দ্বারা কিছু ওয়াজিব নহে। কেহ উকুন মারলে যা ইচ্ছা সদকা করবে। কেহ টিডিড (বড় ফড়িং) শিকার করলে নিজ বিবেচনা মাফিক কিছু সদকা করবে। বস্তুত একটি ফড়িং এর তুলনায় একটি খেজুরের মূল্যমান বেশি। কেহ হিংস্র হারাম পশু বা এ জাতীয় কিছু হত্যা করলে তার ওপর বিনিময় ওয়াজিব। তবে তার মূল্য যেন একটি ছাগলের মূল্য অতিক্রম না করে। হিংস্র প্রাণী যদি তার উপর আক্রমন করে আর সে তা হত্যা করে তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। (প্রাণ রক্ষা কল্পে) যদি মুহরিম ব্যক্তি উহার মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য সে তা বদ করে তাহলে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব। মুহরিমের জন্য ছাগল, গরু, উট মোরগ ও পাতিহাঁস জবাই করা দূষণীয় নয়। তবে পায়ে পর বিশিষ্ট করুতর বা পালিত হরিণ বধ করলে তার উপর ওয়াজিব। মুহরিম ব্যক্তি কোনো শিকার জবাই করলে তার জবাইকৃত প্রাণী মৃত বিবেচিত হবে। তা খাওয়া হালাল হবে না। মুহরিমের জন্য ঐ শিকারের গোশত খাওয়া দূষণীয় নয় যা কোনো হালাল ব্যক্তি শিকার করে জবাই করে থাকে। তবে শর্ত হল যদি কোনো মুহরিম তার সঙ্কান বা নির্দেশ না দেয়। এহরাম বিহীন ব্যক্তি যদি হারাম শরিফের কোনো প্রাণী শিকার করে তার ওপর এর বিনিময় ওয়াজিব হবে। যদি কেউ হারাম শরিফের ঘাস বা বৃক্ষ কাটে। যা কারো মালিকানাভুক্ত

ନୟ ଏବଂ ତା ମାନୁମେର ଉତ୍ପାଦିତ ବା ଲାଗାନୋ ନୟ ତବେ ତାର ଉପର ଏର ମୂଳ୍ୟ ସଦକା କରା ଓସାଜିବ । ପୂର୍ବେଳିଖିତ ଯେ ସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଇଫରାଦ ହଜ୍‌କାରୀ ଓପର ଏକଟି ଦମ ଓସାଜିବ ହୟ କିରାନ ହଜ୍ ଆଦାୟକାରୀ ତା କରଲେ ତାର ଉପର ଦୁଟି ଦମ ଓସାଜିବ ହବେ । ଏକଟି ଦମ ହଜ୍‌ର କାରଣେ ଆରେକଟି ଦମ ଉମରାର କାରଣେ । ତବେ ଯଦି ଏହରାମ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ମିକାତ ଅତିକ୍ରମ କରା ଯାଯା ଏରପର ହଜ୍ ଓ ଉମରାର ଏହରାମ ବାଧଲେ ୧ଟି ଦମ ଦେଓୟା ଓସାଜିବ । ହାରାମ ଶରିଫେର ଶିକାରେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଯଦି ଦୁଜନ ମୁହରିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରିକ ଥାକେ ତାହଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଉପର ଏକଟି କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିମୟ ଓସାଜିବ । ମୁହରିମ ବ୍ୟକ୍ତି କୋନୋ ଶିକାର ବିକ୍ରି କରଲେ ବା କ୍ରୟ କରଲେ ଉକ୍ତ ବେଚା କିନା ବାତିଲ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେ ।

بَابُ الْإِحْصَارِ

إِذَا أَحَصَرَ الْمَحْرَمَ بَعْدَهُ أَوْ أَصَابَهُ مَرْضٌ بِمَنْعِهِ مِنِ الْمُضِيِّ جَازَ لِهِ التَّحْلُلُ وَقِيلَ لَهُ : ابْعَثْ شَاءْ تَذْبِحَ فِي الْمَحْرَمِ وَوَاعِدْ مِنْ يَحْمِلُهَا يَوْمًا بَعْدِهِ يَذْبَحُهَا فِيهِ ثُمَّ تَحْلُلُ وَإِنْ كَانَ قَارَنا بَعْثَ بَدْمِينَ وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْمَحْرَمِ وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ وَقَالَ : لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ لِلْمَحَصُرِ بِالْحَجَّ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحرِ وَيَجُوزُ لِلْمَحَصُرِ بِالْعُمَرَةِ أَنْ يَذْبَحَ مَقْتَ شَاءُ وَالْمَحَصُرُ بِالْحَجَّ إِذَا تَحَلَّ فَعْلَيْهِ حِجَّةٌ وَعُمَرَةٌ وَعَلَى الْمَحَصُرِ بِالْعُمَرَةِ الْقَضَاءُ وَعَلَى الْقَارَنِ حِجَّةٌ وَعُمَرَتَانِ وَإِذَا بَعَثَ الْمَحَصُرُ هَدِيَا وَوَاعِدُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمِ بَعْدِهِ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ فَإِنْ قَدِرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدِيِّ وَالْحَجَّ لَمْ يَجزِ لِهِ التَّحْلُلُ وَلِزْمَهُ الْمُضِيِّ وَإِنْ قَدِرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدِيِّ دُونَ الْحَجَّ تَحْلُلُ وَإِنْ قَدِرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجَّ دُونَ الْهَدِيِّ جَازَ لِهِ التَّحْلُلُ اسْتِحْسَانًا وَمِنْ أَحَصَرِ بَمَكَّةَ وَهُوَ مَنْعُو عَنِ الْوَقْفِ وَالطَّوَافِ كَانَ مَحْصُرًا وَإِنْ قَدِرَ عَلَى إِحْدَهُمَا ادْرَاكُ فَلِيُّسْ بِمَحَصُرِ.

ହଜେ ବାଁଧାଗ୍ରହଣ ହସାର ବର୍ଣନା ଅଧ୍ୟାୟ

ମୁହରିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଶକ୍ତ କର୍ତ୍ତ୍ରକ ବାଁଧାଗ୍ରହଣ ହୟ ବା ଏମନ ରୋଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯା ତାର ହଜ୍ ପାଲନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତାର ଜନ୍ୟ ହାଲାଲ ହସାର ବୈଧ ଏର ଜନ୍ୟ ତାକେ ହାରାମ ଶରିଫେ ଜବାଇ କରାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଛାଗଲ ପାଠାନୋର ଜନ୍ୟ ବଲତେ ହବେ । ଯେ ତା ନିୟେ ଯାବେ ତାକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ଜବାଇ କରାର ଓସାଦା ଦିବେ । ଅତଃପର ସେ ହାଲାଲ ହବେ । ଯଦି ସେ କିରାନେର ନିୟତକାରୀ ହୟ ତାହଲେ ଦୁଟି ଦମ ପାଠାତେ ହବେ । ବାଁଧାଗ୍ରହଣ ହସାର ଦମ ହାରାମେର ଭିତର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜବେହ କରା ଜାଯେଜ ହବେ ନା । ଇମାମ ଆବୁ ହାନିଫା ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନନ୍ଦ-ଏର ମତେ କୁରବାନିର ପରେର ଦିନ ଉକ୍ତ ଦମ ଜବେହ କରା ଜାଯେଜ । ସାହେବାଇନ ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନନ୍ଦ-ଏର ମତେ

কুরবানির দিন ব্যতীত জবেহ করা বৈধ নেই। উমরায় বাঁধাগ্রস্থ ব্যক্তির দম যে কোনো সময় জবেহ করা যায়েজ। হজে বাঁধা গ্রস্থ হালাল হয়ে গেলে পরে তার উপর হজ ও দু'উমরা কাজা আদায় করা ওয়াজিব। বাঁধাগ্রস্থ ব্যক্তি যখন দম পাঠায় এবং নির্দিষ্ট দিনে তা জবেহ করার ওয়াদা নেয়। অতঃপর যদি তার বাঁধা দূর হয় তাহলে দম ও হজ পাওয়ার ব্যাপারে সক্ষম হলে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ হবে না। বরং হজ আদায় করা জরুরি। আর যদি দম পেতে সক্ষম হয় কিন্তু হজ পেতে অক্ষম না হয় তাহলে ইসতিহসানের ভিত্তিতে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। যে ব্যক্তি মকায় বাঁধাগ্রস্থ হয় যদি তাকে উকুফ ও তাওয়াফ হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে বাঁধাগ্রস্থ হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটি পেতে সক্ষম হলে সে বাঁধাগ্রস্থ গণ্যহবে না।

باب الفوات

ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه وال عمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وال عمرة سنة وهي : الإحرام والطواف والسعى.

হজ ছুটে যাওয়া অধ্যায়

হজ্জের এহরাম বাঁধার পর উকুফে আরাফা তরক হয়ে যায় এমনকি (উকুফ ব্যতীত) কুরবানির দিনের ফজর উদয় হয়ে যায়, তাহলে তার হজ ছুটে যাবে। তার জন্য তাওয়াফও সাই করে হালাল হওয়া ওয়াজিব। আগামী বৎসর হজ কাজা আদায় করা জরুরি। এত তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। উমরা কখনো বাতিল হয় না। বছরে ৫ দিন ব্যতীত সারা বছর উমরাহ আদায় করা বৈধ। তবে পাঁচ দিন উমরার কার্যবলি পালন করা মাকরুহ। তাহলো- ৯ হতে ১৩ জিলহজ্জ, ইওয়ামে আরাফা (৯ তারিখ) ইয়াওমে নাহার ১০ তারিখ, আইয়ামে তাশরিক (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ)। আর উমরা করা সুন্নাত। উমরার কাজ হল এহরাম, তাওয়াফ ও সাই করা।

باب الهدى

أدناء شاة وهو من ثلاثة أنواع من الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك كله الشيء فصاعدا إلا من الصأن فإن الجذع منه يجزئ فيه ولا يجوز في الهدى مقطوع الأذن ولا أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين : من طاف طواف الزيارة

جنبًا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنـة والبدنة والبقرة يجزئ كل واحدة منها عن سبعة أنفس إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبيه اللحم لم يجزئ للباقيـن عن القرية ويـجوز الأكل من هـدي التطـوع والمـتعـة والقرآن ولا يـجوز من بقـية الـهدـايا ولا يـجوز ذبح هـدي التطـوع والمـتعـة والقرآن إلا في يوم النـحر ويـجوز ذبح بـقـية الـهدـايا في وقت شـاء ولا يـجوز ذبح الـهدـايا إلا في الحـرم ويـجوز أن يتـصدق بها على مـساـكـين الحـرم وغـيرـهم ولا يـجب التـعرـيف بالـهدـايا

ହାଦି ଜଞ୍ଜ ଅଧ୍ୟାୟ

সର୍ବନିମ୍ନ କୁରବାନି ହଲ ଛାଗଲ । କୁରବାନି ତିନ ପ୍ରକାର- ଉଟ, ଗରୁ ଓ ଛାଗଲ ଏ ସବ ଗୁଲୋର କ୍ଷେତ୍ରେ ସାନି ବା ତତୋଧୀକ ବୟାସି ଯଥେଷ୍ଟ, ତବେ ଦୁଷ୍ମା କିଛୁଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଦୁଷ୍ମା ଛୟମାସ ବୟାସୀ ହଲେଓ ଯଥେଷ୍ଟ । ହାଦିର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏଇ ସକଳ ଜଞ୍ଜ ଯବାଇ କରା ନାଜାଯେଜ ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅର୍ଧେକ କାନ କାଟା, ଲେଜ କାଟା, ହାତ କାଟା, ପା କାଟା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଅତି କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ଖୋଡ଼ା ଯା ଜବାଇ ଶ୍ତୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ଅକ୍ଷମ । ଦୁଜାଯନ୍ତା ଛାଡ଼ା କ୍ରମି ବିଚ୍ୟୁତିର ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ଛାଗଲ କୁରବାନି ବୈଧ । ଆର ତାହଲେ (କ) ଜୁଲୁବି ଅବଶ୍ୟା ତତ୍ତ୍ଵାଫେ ଜିଯାରତ କରଲେ ଓ (ଖ) ଉକୁଫେ ଆରାଫାର ପର ସମ୍ମ କରଲେ । ଏ ଦୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଉଟ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛୁ କୁରବାନି କର ଜାଯେଜ ନନ୍ଦ । ଉଟ ଓ ଗରୁ ସାତ ଜନେର ପକ୍ଷ ହତେ ବୈଧ । ଯଥନ ତାଦେର ନିୟମ ହବେ ଆଲ୍ଲାହର ନୈକଟ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରଲେ । ସୁତରାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଯଦି କୋନୋ ଏକଜନେର ଗୋଶତ ଖାଓୟାର ନିୟମ ଥାକେ ତାହଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛୟ ଜନେର ଆଲ୍ଲାହର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାକା ସତ୍ତ୍ଵେଓ କୁରବାନି ବୈଧ ହବେ ନା । କିରାନ, ତାମାତ୍ର ଓ ନଫଳ ହାଦିର ଗୋଶତ ଖାଓୟା ଜାଯେଜ । ବାକି ହାଦିର (ହଙ୍ଗେର) ନିୟମ ଭଙ୍ଗେର କାରମେ ଆରୋପିତ ହାଦିର ଗୋଶତ ଖାଓୟା ଜାଯେଜ ନେଇ । କିରାନ ତାମାତ୍ର ଓ ନଫଳ ହାଦି କୁରବାନିର ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଯବାଇ କରା ବୈଧ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଦି ଯେ କୋନୋ ସମୟ ଜବାଇ କରା ଯାଏ । ହାଦିର ଜଞ୍ଜ ହାରାମ ଶରିଫ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟତ୍ର ଜବାଇ କରା ନା ବୈଧ । ହାଦିର ଗୋଶତ ହାରାମ ଶରିଫେର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିସକିନଦେର ସଦକା କରେ ଦେଇ ଜାଯେଜ । ହାଦିର ପଶୁ ଆରାଫାଯ ନିଯେ ଯାଓୟା ଜରୁରି ନନ୍ଦ ।

وبالأفضل بالبدن النحر وفي البقر والغنم الذبح والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بمحالها وخطامها ولا يعطي أجرة الجزار منها ومن ساق بدنـة فاضطر إلى رکوبها رکبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإن كان لها لبـن لم يحلبها و لكن ينصح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللـبـن ومن ساق هـديـا فـعـطـبـ فإنـ كانـ تـطـوـعاـ فـلـيـسـ عـلـيـهـ غـيـرـهـ وإنـ كانـ عـنـ وـاجـبـ فعلـيـهـ أـنـ يـقـيمـ غـيـرـهـ مقـامـهـ وإنـ أـصـابـهـ عـيـبـ كـثـيرـ أـقـامـ غـيـرـهـ مقـامـهـ وـصـنـعـ بـالـعـيـبـ ماـ شـاءـ إـذـاـ عـطـبـ الـبـدـنـ فـإـنـ كانـ تـطـوـعاـ نـحـرـهـ

وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقرآن ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنایات.

উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু ছাগলের ক্ষেত্রে যবাই করা উত্তম । নিজে ভালভাবে জবাই করতে পারলে নিজেই জবা করা উত্তম । যবাইকৃত গরুর গদি ও রশি সদকা করে দিবে । উক্ত প্রাণী হতে কিছুই কসাইকে পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করবেনা । কেউ কুরবানি নিয়ে রওয়ানা হয়ে যদি তাতে আরোহণ করতে বাধ্য হয় তাহলে তাতে আরোহণ করবে । আর বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে আরোহণ করবেনা । গবাদির পশুর স্তনে দুধ থাকলে তা দোহন করবে না । বরং স্তনে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিবে যাতে দুধ বক্ষ হয়ে যায় । কেহ কুরবানি সঙ্গে নেয়ার পর যদি তা পথিমধ্যে মারা যায় সেটি নফল হাদি হবে । অন্যটি ওয়াজিব নয় । আর ওয়াজিব হয়ে থাকলে তার পরিবর্তে আরেকটি নিবে । আর রোগাক্রান্তিকে যা ইচ্ছা তা করবে । যদি হাদি উট পথে মারা যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে নফল হলে সেটি নহর করবে । তার ক্ষুরে রক্ত লাগিয়ে দিবে এবং কাঁধে চাপ লাগিয়ে দিবে । তার গোশত সে নিজে বা অন্য কেহ খাবে না যদি বিক্রিব হয় । আর যদি তা ওয়াজিব হয় তাহলে এর স্তলে অন্য একটি ব্যবস্থা করবে । আর এটি যা ইচ্ছা তাই করবে । নফল হাদি এবং তামাত্র ও কিরান হজের হাদির গলায় বেড়ি (চামড়া টুকরা মালাদ্বন্দপ) ঝুলিয়ে দিবে । ইহসার এবং ক্ষতি পূরণে হাদির গলায় বেড়ি ঝুলাবে না ।

الفصل الرابع : كتاب الأضحية

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুরবানি অধ্যায়

الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى يذبح عن نفسه وعن ولده الصغير ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر أضحية وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصل الإمام صلاة العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد طلوع الفجر وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي بالعمياء والعراء والمرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها أو ذنبها وإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز ويجوز أن يضحي بالجماء والخصي والجرباء والشولاء والأضحية من الإبل والبقر والغنم ويجزئ من ذلك كله الشيء فصاعدا إلا الضأن فإن

المجذع منه يجزئ ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب له أن لا ينقص الصدقة من الثالث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ويذكره أن يذبحها الكتافي وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأاً عنهم ولا ضمان عليهمما.

কুরবানি প্রত্যেক স্থাবীন মুসলমান মুকিমের উপর ওয়াজিব যিনি কুরবানি ইদের দিন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকবে। তিনি নিজের এবং তার ছোট সন্তানের পক্ষ থেকে কুরবানি করবে। তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি ছাগল অথবা সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট ওয়াজিব নয়। কুরবানির দিন সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই কুরবানি করার সময় শুরু হলেও শহরবাসীদের জন্য ইমাম ইদের নামাজ আদায় করা পর্যন্ত কুরবানি করা বৈধ। ইদের দিন ও পরের ২দিন এই তিনি দিন কুরবানি করা বৈধ। দুই চোখ অঙ্গ, এক চোখ অঙ্গ, পা ভাঙা যা জবেহের স্থান পর্যন্ত হেটে যেতে পারে না, এমন বুড়ো যে হাড়তে মজ্জা নেই এ ধরণের পশু দিয়ে কুরবানি করা যাবেনা। কান কাটা ও লেজ কাটা পশু অথবা কান অথবা লেজের বেশী অংশ কাটা পশু দিয়ে কুরবানি করলে হবে না। তবে কান বা লেজের বেশী অংশ অবশিষ্ট থাকলে বৈধ হবে। শিংবিহিন পশু, খাসি, চামড়ায় ক্ষত তাজা পশু এবং পাগল পশু দ্বারাও কুরবানি করা যায়। উঠ, গরু ও ছাগল দ্বারা কুরবানি জায়েজ। তবে ভেড়া হয় মাসের হলেই চলে। কুরবানি গোশত নিজে থাবে ধনী-গরীব সকলেই খাওয়াবে এবং জমা করে রাখাও জায়েজ। তবে এক তৃতীয়াংশের কম দান না করা উত্তম। চামড়া সদকা করে দেবে অথবা তা দিয়ে ঘরের ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। জবাই ভাল জানলে নিজের কুরবানি নিজে করা উত্তম। আহলে কিতাব দিয়ে কুরবানি করানো মকরহ। ভুল করে একজন অন্য জনের কুরবানির পশু জবাই করে ফেললে উভয়ের পক্ষ থেকেই আদায় হয়ে যাবে এবং কোনো জরিমানা আরোপিত হবে না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। নিচের কোনটি হজ্জের ফরজ?

ক. আরাফায় অবস্থান

খ. মুজদালিফায় অবস্থান

গ. তাওয়াফে কুদুম

ঘ. পাথর নিষ্কেপ

২। যিলহজ্জ মাসের কত তারিখকে যৌم الترويّة বলে?

ক. ৭

খ. ৮

গ. ৯

ঘ. ১০

بطنِ محصر کی؟

- ক. ময়দান
গ. প্রাসাদ

৪। মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে -

- i. সুগন্ধি ব্যবহার করা
 - ii. সেলাইয়ুক্ত কাপড় ব্যবহার করা
 - iii. হাত পরের নখ কাটা

নিচের কোনটি সঠিক?

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

হজের ক্ষেত্রে তাওয়াফ শেষ করে আশফাক সাহেব মানুষকে ঠেলে ঠেলে কষ্ট দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে চম্পন করতে যান।

৫। আশফাক সাহেবের কাজ শরিয়াতের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে?

- | | |
|-------|-------|
| کرام. | مکروہ |
| مباح. | جائز |

৬। এক্ষেত্রে আশফাক সাহেবের উচিত ছিল--

- i. ইশারা করে হাক চুম্বন করা
 - ii. চুম্বন না করে ফিরে আসা
 - iii. মানবকে কষ্ট না দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. iii |

খ. সুজনশীল প্রশ্ন:

জাবের ও সাবের দুই ভাই একত্রে হজ্জ করতে যায়। আরাফার ময়দানে অবস্থানের পূর্বেই জাবের অসুস্থ হয়ে যায়। সুস্থ হয়ে আরাফায় অবস্থান ছাড়া অন্যান্য কাজগুলো ঠিকমত আদায় করে। এ দিকে সাবের পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মুদালিফায় অবস্থান করতে পারেনি। তবে অন্যান্য কাজ সঠিকভাবে আদায় করে।

ক. হজ্জ কত প্রকার?

খ. طواف الصدر، بলতে কী বুঝ?

গ. জাবেরের হজ্জ আদায় পর্ণ হয়েছে কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাবেরের হজ্জ কিভাবে পরিপূর্ণ হতে পারে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে মতামত দাও।

الفصل الخامس : فضائل المدينة المنورة واماكن المقدسة

الدرس الاول : فضيلة زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة

اجمع العلماء سلفا وخلفا على زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم من افضل القربات وقد أمرنا الله تعالى في القرآن. بقوله تعالى : **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوكَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا** (النساء : ٦٤). فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لنجاة المذنبين الى الله تعالى في حياته وبعد وفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَثَ لَهُ شَفَاعَتِي" (رواوه الدارقطني والبيهقي وسنن ابن ماجه). وقال في فضيلة زيارة روضة المباركة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حيائي" (المعجم الأوسط للطبراني)

وتكتفى في ذلك الاية المذكورة فانها دلت على الحث على المجيء الى الرسول والاستغفار عنده واستغفاره صلى الله عليه وسلم للمذنبين سواء في حياته وبعد وفاته، لانه حي بحسده وروحه في روضة ويرد السلام عن امته، زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لا زدياد المحبة له

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মদিনা মুনাওয়ারাহ ও পবিত্রস্থানের মর্যাদা

প্রথম পাঠ : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মুবারক জিয়ারতের ফজিলত

অতীত ও বর্তমানের সকল ওলামায়ে কেরামের ইজমা হল যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা জিয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা একথা বলে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আর যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূল তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে পাবে তত্ত্বা কবুলকারী দয়াবান। (সুরা নিসা-৬৪) সুতরাং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুণাগারের জন্য আল্লাহর দরবারে অসিলা-ত্তার জীবদ্ধশায় এবং ওফাতের পরেও। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেন, “যে আমার রওজা জিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে” (বায়হাকি, দারেকুতনি)।

আল্লার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার ইস্তেকারে পর আমার রওজা জিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্ধায় আমার সাথে সাক্ষাত করল” (তবারানি, মুজামুল আওসাত) এ ক্ষেত্রে উপরোক্তখিত আয়াতই যথেষ্ট। কারণ, এই আয়াত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান, তাঁর দরবারে গিয়ে ইস্তেগফার করা এবং গুনাগারের জন্য আল্লাহর দরবারে তাঁর সুপারিশ- চাই তা তাঁর জীবদ্ধায় কিংবা ওফাতের পর-এ সব কিছুর উপর নির্দেশ প্রদান করে। রওজা শরিফে এ জন্য যওয়া উত্তম কেননা, প্রিয়নবি স্বশরীরে রওজা পাকে জীবিত। তিনি তাঁর উম্মতের সালামের জবাব দেন। তাঁর রওজা জিয়ারতের মাধ্যমে তার প্রতি মুহার্কত বৃদ্ধি পায়।

الدرس الثاني : خطر المنع عن زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة في سفر الحج

انعقد الاجماع على ان زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم من افضل القربات مع ماورد فيها من الحث بالاحاديث الحسان وما جاء من الحض على الاتيان الى النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده الى الله تعالى : كما قال تعالى "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا". (النساء : ٦٤). فالمنع عن ذلك حرمان عن الفوز وبعد عن الرحمة ومخالفة لما امر الله به والمنع عن حضوره دأب المنافقين والتخلص اليه صلى الله عليه وسلم زاد المحبين وقد افرد كثير من العلماء بالسفر الى المدينة المنورة للزيارة فقط عملاً بالآية المذكورة. المنع عن زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم خطر عظيم للمحبين الذين قلوبهم معلقين مع رسول صلى الله عليه وسلم ولكن المنافقين لا يفقهون.

দ্বিতীয় পাঠ : হজ্জ সফরে পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতে বাঁধা দানের পরিগতি

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্যের অন্যতম প্রধান উপায় হওয়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু হাসান পর্যায়ের অনেক হাদিস দ্বারা এ বিষয়ে যথেষ্ট তাগিদ দেয়া আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আর যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূল তাদের জন্য

সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে পাবে তওবা করুলকারি দয়াবান” (নিসা ৬৪)। এই আয়াত দ্বারা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যাওয়া, সেখানে গিয়ে তাঁকে আল্লাহর দরবারে এস্টেগফার করার মাধ্যম হিসেবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করা চূড়ান্ত সফলতা থেকে বঞ্চিত হওয়া, রহমত থেকে দুরে সরে থাকা এবং আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়ের বিরোধিতা করার নামান্তর। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা দেয়া মুনাফিকদের অভ্যাস এবং তাঁর দরবারে একনিষ্ঠ হয়ে থাকা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পাথেয়। অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম উপরের আয়াতে করিমার মর্মালোকে শুধুমাত্র মদিনা মুনাওয়ারার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পৃথক সফর করেছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মোবারক থেকে বারন রাখা ঐ সকল প্রেমিকদের জন্য ভয়ানক বিপদ, যাদের অন্তর্সমূহ রওজা মুবারকের সাথে লেগে আছে, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুবাতে পারে না।

الدرس الثالث : أهمية أماكن الشهيرة بالمدينة المنورة وزيارتها

ان لزيارة الأماكن المقدسة من المدينة المنورة اثرا عميقا في اظهار تعظيم النبي صل الله عليه وسلم ومحبته التي هي اصل الايمان فان المدينة تشرفت من النبي صل الله عليه وسلم وكذلك كل ما له به نسبة او حادثة من الآثار والأماكن يدعونا حبه الى ان نشاهدتها ونزاورها كما ثبت زيارته شهداء احد وكما ثبت ذهابه وصلوته في مسجد قبا في كل سبت من الاسبوع وقال النبي صل الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري وهذا ملامسته فقط وكذلك ماله به نسبة من رياض الجنة وغار حراء وجبل ثور وغيرها وقد قال في الشفا ومن اعظام النبي صل الله عليه وسلم اعظم اعظام جميع اسبابه وما لمسه او عرف به صل الله عليه وسلم انه في نفسه الاشياء متعلق به من شعائر الله.

তৃতীয় পাঠ : মদিনার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের গুরুত্ব

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাজিম ও ভালবাসা প্রকাশ ইমানের মূল। এ ভালোবাসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মদিনা শরিফের পবিত্র স্থানসমূহের জিয়ারত করার গভীর প্রভাব রয়েছে। কেননা মদিনা শরিফ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে মর্যাদাবান হয়েছে। অনুরূপভাবে যে সকল বস্তু ও স্থানের সাথে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্ক রয়েছে বা তাঁর সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনা ঘটেছে তাঁর প্রতি ভালবাসাই ঐ সকল বস্তু দেখা ও জিয়ারত করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করে। যেমন উভদের শহিদদেরকে জিয়ারত করা প্রিয়নবি করিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত আছে। অনুরূপভাবে প্রতি সঙ্গাহের শনিবার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোবা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করাও প্রমাণিত। প্রিয়নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ার সাল্লাম ইরশাদ করেন, “উভদ এমন একটি পাহাড় যা আমাকে ভালবাসে এবং আমিও তাকে ভালবাসি”। এটা শুধুমাত্র প্রিয় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কের কারণে। অনুরূপ যে সকল বন্তর সম্পর্ক নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছে। যেমন রিয়াজুল জান্নাত, হেরো পর্বত, সওর পর্বত ইত্যাদি। শেফা কিতাবে উল্লেখ আছে যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত, স্পর্শিত ও পরিচিত সকল বন্তর প্রতি সম্মান প্রদর্শন মূলত তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামাঞ্জর। তিনি নিজে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই আল্লাহর নির্দর্শন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. **روضہ** শব্দের অর্থ কী?

ক. ঘর

খ. মসজিদ

গ. বাগান

ঘ. খানকা

২. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা জিয়ারত করা-

ক. ফরজ

খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত

ঘ. ইমান

৩. রওজা মোবারক জিয়ারত করলে -

i. মনে শান্তি পায়

ii. মুহার্বত বৃদ্ধি পায়

iii. ইমান বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জামাল মদিনা গেল কিন্তু পবিত্র স্থানগুলো জিয়ারত করল না। তার বিশ্বাস এগুলো জিয়ারত করে কোনো ফায়দা নেই।

৮. জামালের পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত না করা-

ক. আদবের খেলাফ

খ. তাজিমের খেলাফ

গ. সুন্নতের খেলাফ

ঘ. যুক্তির খেলাফ

৮. এ ক্ষেত্রে জামালের করণীয় হচ্ছে-

i. পবিত্র স্থান সমূহের প্রতি আদব দেখানো

ii. পবিত্র স্থান সমূহ জিয়ারত করে সুন্নাত পালন করা

iii. তার বিশ্বাস পরিবর্তন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

সাকিব ও রফিক হজে গিয়ে মক্কা মকারুরামায় হজের কাজ সম্পন্ন করে। সাকিব বলে বঙ্গ চল প্রিয় নবির রওজা মোবারক জিয়ারত করে তাকে সালাম দিয়ে থ্রান ঠাভা করি। রফিক বলল আমি যাব না কারণ আমার মাদানি হজুর বলেছেন রওজা জিয়ারত হজের অংশ নয়। হজের কাজ সেরে বাড়ি ফেরাই উন্নতম।

ক. উন্দুদ পাহাড় কোথায় অবস্থিত?

খ. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহুরত কিসের আলামত? ব্যাখ্যা কর।

গ. সাকিবের কাজটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর?

ঘ. মাদানি হজুরের এই বক্তব্য কি সঠিক? ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর?

القسم الثالث : الأخلاق

الفصل الأول : الأخلاق الحميدة

الدرس الأول : أخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم

اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم هي الاخلاق الحميدة والاداب الشريفة حق اثني الله تعالى عليه بقوله " وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم :٤)" وليس بعد ذالك ثناء فان حسن الخلق اعظم ما يتحلى به الانسان فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو المثل الاعلى في محسن الاخلاق التي اكتسابها خير من اكتساب الذهب والفضة والاموال الطائلة ولا سبيل الى ذالك الا بالاتباع بالنبي صلى الله عليه واله وسلم اذ قال "بعثت لأتم مكارم الاخلاق" وفي الصحيحين "كان خلقه القرآن" ، فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسن الاخلاق لين الجانب جميل السجايا بعيد عن الغلظة يعدل بين الناس ولا يظلم احدا ويعطي ذا القربى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرض عن الجاهلين وعما لا يعنيه ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويكسب المعدوم ويصدق الحديث ويحسن مع الأسرة من الاخلاق الحميدة كما جاء في الحديث: عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص نعله ويحيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته" (مسند أحمد)، وعن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تسعم سينين فما أعلمته قال لي قط لم فعلت كذا وكذا ولا عاب على شيئاً قط" (صحيح مسلم). كان اشد حياء واكثر جهدا وعبادة اوفي عهدا ووعدا.

তৃতীয় ভাগ: আল আখলাক (নীতি বিজ্ঞান)

প্রথম পরিচেছদ : উন্নত চরিত্র

প্রথম পাঠ : প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক মূবারক সর্বোত্তম ও প্রশংসিত চরিত্রাবলির সমাহার। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজেই তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বলেন, “(হে রসুল!) নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত” (কলম 8)। আল্লাহ তাআলার এই প্রশংসন পর আর প্রশংসন বাকি থাকে না। মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান উপকরণ হল সৎ চরিত্র। সৎ চরিত্রের ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সৎ চরিত্র এমন একটি গুণ যা অর্জন করা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অচেল সম্পদ অর্জনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ ভিন্ন তা অর্জনের বিকল্প কোনো পথ নেই। যেহেতু তিনি নিজেই বলেছেন, “আমি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি”। বুখারি ও মুসলিম শরিফে রয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রেই ছিল কুরআন (অর্থাৎ কুরআনের বর্ণিত সকল গুণাবলির সমাবেশ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ঘটেছে)। আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, অন্যের সাথে কোমল ভাষী, ঝুঢ় আচরণ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। তাঁর ছিল মধুর স্বভাব। তিনি ন্যায় বিচার করতেন এবং কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন না। তিনি ছিলেন নিকটাত্তীয়দের প্রতি অত্যন্ত দানশীল, সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। অঙ্গ-মূর্খ লোকদের (সাথে বিতর্ক) থেকে দূরে থাকতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। আত্মায়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতেন, অন্যের বোঝা বহন করতেন, মেহমানদারী করতেন, নিঃস্বদের জন্য ছিল তাঁর উপার্জন, সদা সত্য কথা বলতেন, পরিবারের সাথে সদাচরণ করতেন। এই জন্যই তিনি ছিলেন সমগ্র আরবের আল-আমিন। পরিবারের সাথে তিনি ছিলেন উন্নম ব্যবহারকারী যেমন হাদিস শরিফে এসেছে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এক প্রশ়ের জবাবে বলেন, “তিনিও তোমাদের মত গৃহস্থলীর কাজ কর্মে মশগুল থাকতেন, নিজের কাপড় ও জুতা নিজেই সেলাই করতেন” (মুসনাদে আহমদ)। হজরত আনাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, “আমি নয় বৎসর পর্যন্ত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি, কিন্তু আমার জানা নেই তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি এরূপ কেন করেছ এবং তিনি কখনো আমার কোনো কাজে সামান্যতম ত্রুটিও ধরেন নি” (মুসলিম)। তিনি ছিলেন খুব লজ্জাশীল, খুববেশি সাধনাকারী, ইবাদতকারী, প্রতিশ্রূতি পূরণকারী।

الدرس الثاني : أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

ان الصحابة الذين اختارهم الله ليكونوا اصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم فقد جعلوه في اخلاقهم قدوتهم وامامهم ومتبوعهم وأسوتهم ولذا وصل بهم الامر بالاتباع والامتثال الى الحد الاقصى والاكمel الذى لا يدانيه فعل اتباع نبى من الانبياء السابقين عليهم السلام فاذا رأوه فعل شيئاً فعلوه لا لشئ الا لانه صلى الله عليه واله وسلم فعله. والله سبحانه وتعالى بين نموذج اخلاقهم في القرآن الكريم كما قال الله تعالى : "مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ" (الفتح : ٢٩)، إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَتَقَوَّى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (الحجرات : ٣). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يقول لا تمس النار مسلماً رأني أو رأى من رأني" (سنن الترمذى)، وقال عليه الصلوة والسلام "ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيمة" (سنن الترمذى). وهم هداة الدين ونجوم الإسلام واختارهم الله لصحبة نبىه ولا قامة دينه، وقال عليه الصلوة والسلام " فمن سبهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيمة صرفاً ولا عدلاً" (القرطبي)

দ্বিতীয় পাঠ : সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহে তাআলা আলাইহিমের আখলাক

সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই সকল ব্যক্তি যাদের কে আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গীরপে নির্বাচিত করেছেন। তাই তাঁরা প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের চরিত্রের ক্ষেত্রে আদর্শ, ইমাম, মডেল ও অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই কারণেই তাঁদের মধ্যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের মাত্রা এতটা পূর্ণতা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল যে, পূর্ববর্তী নবিদের মধ্য থেকে কোনো নবির অনুসারীদের অনুকরণ তার ধারে কাছেও যেতে পারে নি। যখন তাঁরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো কাজ করতে দেখতেন তখন তাঁরাও তা করতেন, শুধু এজন্য যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেন “মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল; তাঁর সাহাবিগণ কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরম্পরের প্রতি

সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্মতি কামনায় আপনি তাদেরকে ‘রুকু’ ও সাজদায় অবনত দেখবেন। তাদের চিহ্ন হল তাদের মুখমণ্ডলে সিজ্দার প্রভাবে ‘পরিস্ফুট থাকবে’ (ফাতহ ২৯), আরো ইরশাদ হচ্ছে, “যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কর্তৃত্ব নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার” (হজরাত ৩)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন “যে মুসলিম হিসেবে আমাকে দেখেছে এবং আমি যাদের দেখেছি, তাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না” (তিরমিজি)। তিনি আরো বলেন, “আমার কোনো সাহাবি কোনোস্থানে ইতেকাল করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন ঐ এলাকার নেতা বা নূর হিসেবে উঠাবেন” (তিরমিজি)। তাঁরা দীনের হাদি, ইসলামের নক্ষত্র। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে নবিজির সোহবতে থাকার জন্য বাছাই করেছেন। প্রিয়ন্বি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যারা সাহাবাগণকে গালি দেবে, মন্দ বলবে (সমালোচনা করবে), তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানবকুলের লাভন্ত নেমে আসবে। তাদের ফরাজ ও নফল কোনো আমলই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না।” (কুরআনি ৮/১৯৬)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। আল-আখলাক মানে কী?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. নীতি বিজ্ঞান | খ. নৈতিক বিশ্বাস |
| গ. নীতি নির্ধারণ | ঘ. উত্তম ব্যবহার |

২। সাহাবা কারা-

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ক. ইসলামের অনুসারী | খ. আল্লাহর বার্তা বাহক |
| গ. নবিজি (ﷺ) এর অনুসারী | ঘ. রসূল (ﷺ) এর সঙ্গী ব্যক্তিবর্গ |

৩। মানুষকে সুসজ্জিত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে

- i. সৎ মানুষিকতা
- ii. সৎ চরিত্র
- iii. সৎ কর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. i ও iii

নিচের উদ্বীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

হাসান মনে করে সম্পদ ও সৎ চরিত্র এক নয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন। তবে কি করে সর্বোত্তম সৎ ব্যক্তি হন।

৪। হাসানের ধারণা কিসের পরিপন্থি?

ক. ইমান

খ. ইসলাম

গ. ইহসান

ঘ. তাকওয়া

৫। এমতাবস্থায় তার করণীয় হচ্ছে-

i. নতুন করে ইমান আনা

ii. তাওবা করে তার দোষ স্বীকার করা

iii. বেশি বেশি নেক আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. iii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মাওলানা আব্দুর রহমান একজন ইমাম, তাঁর মুসুল্লি মাসুদ অপর একজন লোকের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এবং অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে। ইমাম সাহেব তাকে বললেন তোমার আচরণ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের বিপরীত। মুমিন হিসেবে উত্তম আচরণ ইসলামের উত্তম বৈশিষ্ট্য।

ক. আখলাকুন্নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একটি হাদিস লিখ?

খ. আল আখলাকুল হামিদা বলতে কি বুঝ?

গ. মুসুল্লির কাজটি কেমন হচ্ছে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

الفصل الثاني : نماذج من الأخلاق الحميدة

الدرس الأول : حسن المعاملة

حسن المعاملة خير ما يكتسب الانسان في الدنيا والآخرة، وهو منقسم الى قسمين، الأول دنيوية والثاني اخروية، الناحية الدنية هو ان يبقي الإنسان بما ابرمه من عقود مع الآخرين من الرفق بهم والإحسان اليهم وفي الناحية الأخروية هو ان يصدق الإنسان في تعامله مع خالقه وان يخلص نيته في عبادته مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم "الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك". حسن المعاملة يتضمن امور عديدة منها الوفاء بالعهود والعقود مع الله عز وجل ومع الناس، والصدقة لذى عسرة، كما قال تعالى "وَأَنْ تَصَدِّقُوا بِخَيْرٍ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة : ٢٨٠)، وإيفاء والعقود. كما قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ" (المائدة : ١). والاحتراز عن مال اليتيم، كما قال تعالى "وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْيَتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ" (الإسراء : ٣٤)، وأيفاء الكيل: كما قال تعالى : "أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" (هود : ٨٥)، والإحتراز عن الظلم والشح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الظلم فـإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحَّ فـإِنَّ الشَّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" (مسلم)، وقال "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فـإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحْسُسُوا، وَلَا تَجْسَسُوا، وَلَا تَنَاجِشُوا، وَلَا تَخَاسِدُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا" (متفرق عليه)، وقال "الْمُسْلِمُ أَخْوَ الْمُسْلِمِ، لَا يُظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ" (متفرق عليه). التوقير للكبير والشفقة للصغير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (سنن أبي داود). اداء حق الجيران، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني : "إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانَكَ فَأَصِبْهُمْ

مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ" (الصحيح لمسلم). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةً يُذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرُ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيٌ فِي النَّارِ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ فِإِنَّ فُلَانَةً يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقْطِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيٌ فِي الْجَنَّةِ" (مسند أحمد).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উন্নত চরিত্রের কয়েকটি দিক

প্রথম পাঠ : সৎ ব্যবহার

দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৎ ব্যবহার। সৎব্যবহার দুঃভাগে বিভক্ত। প্রথমত : পার্থিব। দ্বিতীয়ত : পারলৌকিক। পার্থিব সৎব্যবহার হল, মানুষে মানুষে পরম্পরে অত্যাবশ্যক বন্ধনসমূহ দয়া ও সহমর্মিতার সঙ্গে রক্ষা করা। পারলৌকিক সৎব্যবহার হল, মানুষ তার প্রস্তাব প্রতি পূর্ণ ইমান ও আকিনায় অবিচল থেকে পূর্ণ ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহসান বা উত্তম আচরণের প্রান্তসীমা বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। আর দেখতে সক্ষম না হলে এ দৃঢ় প্রত্যয় তোমার মাঝে সৃষ্টি কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। সৎ ব্যবহারের বহুদিক রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর তাআলা ও মানুষের মধ্যেকার প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি রক্ষা করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, “ওহে যারা ইমান এনেছ চুক্তি পূর্ণ কর” (মায়েদা ১)। অভাবীদের দান করা। ইরশাদ হচ্ছে, “যদি তাদেরকে দান করো তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর, যদি তোমরা বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে” (বাকারা ২৮০)। এতিমদের সম্পদ থেকে দূরে থাকা। ইরশাদ হচ্ছে, “তোমরা এতিমদের মালের কাছেও যেওনা, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঘোবনে পদার্পন না করা পর্যন্ত।” (ইসরার ৩৪)। পরিমাপ ঠিক যেমন ইরশাদ হচ্ছে, “মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে; যারা মাপে ঘাটতি করে, তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি পালন। লোকদের তাদের প্রাপ্য বন্ত কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না” (শোয়ারা ১৮১-১৮৩)। জুলুম ও কৃপণতা পরিহার করাও সৎ ব্যবহারের মৌলিক দিকসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “জুলুমকে ভয় করো। কেননা জুলুম-অত্যাচার পরকালে অন্ধকারের কারণ হবে। কৃপণতা থেকে মুক্ত থাক। কেননা অতীত যুগে কৃপণতার কারণে বহুজাতি ধর্বৎস হয়েছে।” নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, “ধারণা থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে, কেননা ধারণা মিথ্যা কথা বলতে প্রয়োচিত করে, অন্যের গোপন বিষয় জানতে চেয়ে না, দোষ ত্রুটি খুজে বের করো না, বিবাদ বিসম্বাদ করো না, হিংসা বিদ্বেষে জড়িয়ো না, শক্রতায় লিঙ্গ হয়ে না, অন্যের পিছু নিয়োনা (লেগে থেকে না)। আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। ভাইয়ের প্রতি ভাই যুলুম করতে পারে না, তাকে অপমানিতও করতে পারে না, তাকে তুচ্ছ মনে করতে পারে না” (বুখারি)। বড়দের সম্মান ছোটদের স্নেহ উত্তম আচরণ হিসেবে পরিগণিত। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ଓয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের ল্লেহ করে না, আর বড়দের সম্মান করে না” (আবু দাউদ)। প্রতিবেশির হক আদায় করা যেমন হজরত আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার প্রিয় খলিল আমাকে ওসিয়ত করেছেন “যখন তুমি সুরবা পাকাবে পানি একটু বেশি দিও তারপর তোমার প্রতিবেশিদের পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখ এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো” (মুসলিম)। এক ব্যক্তি বললেন ইয়া রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক মহিলা অধিক নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, দান সদকা করে তবে কথার দ্বারা প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামি। অপর এক মহিলা নামাজ, রোজা, দান সদকা করে, তবে সে ঘনিষ্ঠুত পনির দান করে। তার প্রতিবেশিকে মুখে কষ্ট দেয় না, প্রিয়নবি বললেন সে জান্নাতি” (আহমদ)।

الدرس الثاني : إيفاء الوعد

هو خلق رفيع لا يتخلى به الا من حسنت سيرته و صلحت سريرته فالكريم اذا وعد وفي
وقد امرنا الله تعالى بايفاء العهد بقوله "وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا"(الإسراء : ٣٤)،
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَإِذَا أُوتِمَّ حَانَ" (متفق عليه)، فالوفاء بالعهد من اصل الاخلاق الإسلامية ومن اكثراها
دلالة على صحة ايمان المسلم وحسن اسلامه ولا نغالي اذا قلنا ان الخلق من اهم عوامل
الإنسان في مجتمعه ومن اول الخلائق على رق الإنسان وسمو منزلته ورفعه مستوى الاجتماعي
والأخلاق بالوعد والتخلل من المقت الكبير الذي يكرهه الله لعباده المؤمنين.

দ্বিতীয় পাঠ : ওয়াদা পালন

এটি একটি উন্নত চরিত্র। যাদের স্বভাব ভাল এবং যাদের পারিবারিক পরিবেশ মার্জিত কেবল তারাই মহৎ গুণে গুণাবিত হতে পারে। সম্মানিত ব্যক্তি যখন ওয়াদা করে তা পূরণ করে। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, “এবং তোমরা ওয়াদা পূরণ কর, নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে প্রশং করা হবে” (আল ইসরাা ৩৪)। রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “মুনাফিকের আলামত ৩টি, কথা বললে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে পরক্ষণে ভঙ্গ করে, আর তার কাছে আমানত রাখলে সে খেয়ানত করে” (মুওাফাকুন আলাইহ)। সুতরাং প্রতিশ্রুতিপূরণ করা ইসলামি মৌলিক চরিত্রাবলির অন্যতম এবং তা মুসলমানের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য এবং ইমানের স্বচ্ছতার প্রতি সবচেয়ে বেশি নির্দেশ করে থাকে। আর এ কথা সত্য যে, চরিত্র মানুষের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং তা মানুষের উন্নতি, উচ্চমর্যাদা ও সামাজিক মান উন্নয়নের

অন্যতম উপাদান। অন্যথায় ওয়াদা খেলাফ করা ও প্রতিশ্রুতির ব্যক্তিগত করা চরম অধঃপতনের কারণ।

الدرس الثالث : إعانة المفلس والمسكين والملهوف والأرملة

لقد مد الإسلام بساط العطاء لدى المحتاجين المتربدين من باب إلى باب وجعله خصائص المسلمين وخصال الإسلام وذلك للتيسير على المعاشر والاعانة لذى الحاجة واغناء المفلس والمسكين والسعى على الارملة واعطى هذه الاعمال ما يليق لها من الفضائل وال Shawab، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ" (متفق عليه)، وقال عليه السلام الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لايفتر وكالصادئ لايفطر (متفق عليه)، وقال عليه السلام انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفوج بينهما شيئاً متفق عليه، وهكذا وسع الإسلام دائرة الخير والعطاء والفضل والمسخاء حتى لا يحس المحتاجون انفسهم محرومين.

তৃতীয় পাঠ : দুঃস্থ, অসহায়, নিঃস্ব ও বিধবার সেবা

ইসলাম এক দুয়ার থেকে অন্য দুয়ারে বিভাড়িত ও অভাবীদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার বিছানা বিছিয়ে দিয়েছে এবং এটাকে ইসলাম ও মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যবলির অন্তর্ভুক্ত করেছে। অস্থচ্ছলকে সচ্ছলতা অর্জনে সহযোগিতা করা, অভাবির অভাব মোচন করা, রিভহ্স্ট ও নিঃস্বদেরকে সাবলম্বী করা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সকল আমলের বিনিময়ে ফজিলত ও সাওয়াব দানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে (মুসলমান) যেন সাহায্যের মুখাপেক্ষী দৃঢ়ী ব্যক্তিকে সাহায্য করে" (বুখারি ও মুসলিম শরিফ)। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "নিঃস্ব ও বিধবা নারীদের সহযোগিতায় আত্মনিরোগকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাষ্ট্রে জিহাদকারীর ন্যায়, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ঐ ইবাদতকারীর ন্যায় যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোজা পালনকারীর ন্যায় যে ইফতার করে না (সারা বছর রোজা পালন করে)।" তিনি আরো বললেন, "আমি ও ইয়াতিম লালন-পালনকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকবো। আর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের মাঝে সামান্য ফাঁকা রেখে (জান্নাতে অবস্থানের ধরণের প্রতি) ইঙ্গিত করেন" (বুখারি ও মুসলিম শরিফ)। এভাবেই ইসলাম অনুগ্রহ, বদান্যতা এবং দান খায়রাতের পরিম্পলকে সম্প্রসারিত করেছে যাতে অভাবীরা নিজেদেরকে অসহায় মনে না করে।

الدرس الرابع : عيادة المريض

عيادة المريض : عيادة المريض هي الزيارة وإستخبار المريض وهي من واجبات المسلم وليست تفضلاً أو تطوعاً له، ولذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم "لِمُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ سِتُّ حِصَالٍ" ومنها يَعُودُه إِذَا مَرِضَ" قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدُنِي ! قَالَ : يَا رَبَّ ، كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ ؟" قالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعْدُهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُذْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ" (مسلم). فما ابركتها من عيادة! وما اجلها من زيارة وما اعظمه من عمل يقوم به المرء تجاه أخيه المستضعف المريض فإذا هو في حضرة رب العزة لقد حق ما قال النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم : "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزُلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ" (مسلم) وابن حبان). وإن المريض في المجتمع الإسلامي ليحس في ساعة الشدة والكرب انه ليس وحده وإن عواطف المعيدين من حوله ودعواتهم تغمده وتخفف من بلواه.

চতুর্থ পাঠ : রোগির সেবা

রোগির সেবা করার অর্থ হল রোগির সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তার খোঁজ খবর নেয়া। এ কাজটি মুসলমানের অবশ্য দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে একটি। এটি গুরুত্বহীন অতিরিক্ত কোনো কাজ নয়। এর গুরুত্ব দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এর একটি হল রোগির সেবা করা”। তিনি আরো বলেন, “তোমরা রোগির সেবা কর, আর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সত্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম তুমি আমার সেবা শশ্রমা করনি। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু কিভাবে আমি আপনার সেবা করবো, আপনি তো সময় জগতের প্রতিপালক? তখন আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জাননি যদি তুমি তার সেবা করতে তবে তুমি আমাকে তার নিকটে পেতে” (মুসলিম)। সেবা করা কতই না বরকতময় কাজ, তা কতই না শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ এবং কতই না মহান আমল, যা ব্যক্তি তার দুষ্ট ও অসুস্থ ভাই এর জন্য করে থাকে। প্রকারান্তরে যেন সে কাজগুলো সমানিত প্রভূর উপস্থিতিতে করে থাকে। রহমাতুল্লিল আলামিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছেন, মুসলমান যখন তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সেবা শশ্রমা করে তখন সে সেখান থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের রাস্তায় থাকে (মুসলিম শরিফ) ইসলামি সমাজে রঞ্চ ব্যক্তি যেন তার কঠিন ও সংকটাপন্ন মুহূর্তে এ

ধারণা করতে পারে যে, সে একা নয় বরং তার চার পাশে রয়েছে সেবা শক্রমাকারীদের সাহায্য সহানুভূতি। আর তাদের এ সেবা, সাহায্য, সহানুভূতি ও প্রার্থনা তাকে আবৃত করে রাখছে এবং তার দৃঢ়-কষ্ট লাঘব করছে।

الدرس الخامس : الصدقة

ان الصدقة من أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق وان المسلم صادق امين لا يكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يغدر لان مقتضى الصدق النصيحة والصفاء والانصاف والوفاء لا الغش والكذب والخداع والمخاتلة والاجحاف والغدر، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فضيلة الصدق : "إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ الْبَرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ" (متفق عليه). الصدق طمانينة والكذب ريبة، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (مسلم) وصحيف ابن حبان). وكان يأمر بالصلة والصدق والعفاف والصلة وقد اثنى الله تعالى الصادقين والصادقات وامر بقوله تعالى "وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبه : ١١٩). وقال تعالى : "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء : ٥٨)" فعلى المسلم ان يتخلق بالصدق والأمانة والصفاء والنصيحة ويحترز الغش والغدر والخداع. قال القشيري رحمه الله عنه : الصدق ان يكون احوالك شوب ولا في اعتقاد ريب ولا في اعمالك عيب.

পঞ্চম পাঠ : সততা

সততা মৌলিক গুণাবলি এবং সৎ চরিত্রাবলির মধ্যে অন্যতম একটি গুণ। মুসলমানদের হওয়া চাই সত্যবাদী ও বিশ্বাস। সে মিথ্যা বলবে না, প্রতারণা করবে না, ধোকা দেবেনা, বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না। কেননা সততার দাবি হল কল্যাণ কামনা করা, স্বচ্ছতাবলম্বন করা, ইনসাফ কামন করা এবং ওয়াদা পূরণ করা। একজন সৎ মানুষের মধ্যে প্রতারণা, মিথ্যা, ধোকা, ছলনা, ক্ষতি সাধন এবং বিশ্বাস ঘাতকতা থাকবেনা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সততার সুফলের প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই সততা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায় আর পুণ্য জালাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়” (বুখারি ও মুসলিম)। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন “সত্য প্রশান্তি আর মিথ্যা দ্বিতা সংকোচ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, “যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়” (মুসলিম)। তিনি নামাজ, সততা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং আত্মীয়তা বজায়

ରାଖାର ନିର୍ଦେଶ କରେଛେ । ଆର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଳା ସତ୍ୟବାଦୀ ନାରୀ-ପୁରୁଷଦେର ପ୍ରଶଂସା କରେ ମୁୟିନଗଣକେ ନିର୍ଦେଶ କରେନ, “ତୋମରା ସତ୍ୟବାଦୀଦେର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କର” (ତାଓସା ୧୧୯) । ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଳା ଆରୋ ବଲେନ, “ନିଶ୍ଚଯାଇ ପାଉନାଦାରେର କାହେ ଆମାନତ ପୌଛେ ଦେଇର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ନିର୍ଦେଶ କରେନ” (ନିସା ୫୮) । ତାଇ ମୁସଲମାନେର ଉଚ୍ଚିତ ସତତା, ଆମାନତଦାରି, ନିକଲୁଷତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାମିତାର ଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ମିଥ୍ୟା, ଧୋକା ଓ ପ୍ରବ୍ରଥଣା ଥେକେ ବେଁଚେ ଥାକା । ଇମାମ କୋଶାୟରି ରହମାତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହ ବଲେନ, “ସତତା ମାନେ ତୋମାର ମଧ୍ୟେ ଥାକବେନା କୋନୋ ମିଥ୍ୟାର ସଂମିଶ୍ରଣ, ଆକିଦା ବିଶ୍ୱାସେ ଥାକବେନା କୋନୋ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ, ଆର ତୋମାର ଆମଲେ ଥାକବେନା କୋନୋ ଦୋଷ ତ୍ରଣ୍ଟି ।”

ଅନୁଶୀଳନୀ

କ. ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ:

۱ | حسن المعاملة مانے کی؟

- | | |
|--|--|
| ক. সৎ ব্যবহার | খ. ওয়াদা পালন |
| গ. সত্যবাদিতা | ঘ. সৎ সাহস |
| যদি নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার ন্যায় ? | |
| ক. যে রুপ ব্যক্তিদের সাহায্য করে | খ. যে নিঃস্ব ও বিধবা নারীদের সাহায্যকারী |
| গ. সৎ ব্যবহারকারী | ঘ. সৎ চরিত্রবান |

৩। নিশ্চয়ই সততা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, আর পুণ্য-

- i. জান্মাতের দিকে নিয়ে ঘায়
 - ii. জান্মাতে বসাবাস করে
 - iii. সৎ চরিত্রবান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|--------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর জবাব দাও:

ফারুক মনে করে রঘু ব্যক্তিকে সাহায্য করা মানে নিজের সম্পদ ব্যয় ও সময় নষ্ট করা। যাতে কোনো উপকার নেই।

৪। ফারুকের কথানুযায়ী বিশ্বাস করলে কি হবে?

ক. মুনাফিক হয়ে যাবে

খ. কুরআনের অসমানী করা হবে

গ. ইমান চলে যাবে

ঘ. ইসলামের বিপরীত কাজ হবে

৫। এমতাবস্থায় তার করণীয় হচ্ছে-

i. নতুন করে ইমান আনা

ii. তাওবা করে তার দোষ স্বীকার করা

iii. বেশি বেশ নেক আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক -

ক. i

খ. iii

গ. ii

ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাহমুদ সাহেব পুলিশ অফিসার। তিনি নামাজ পড়েন কিন্তু তিনি মনে করেন, দরিদ্র লোকদের সাহায্য করলে তারা অন্যায় বেশি করবে। তখন তার একজন কর্মী বলল, স্যার আপনার কথার সাথে আমি এক মত নই, কারণ এটা কুরআন-হাদিসের বিপরীত বক্তব্য।

ক. إيفاء الوعد. অর্থ কী?

খ. حسن المعاملة. বলতে কী বুঝা?

গ. মাহমুদ সাহেবে কার্যক্রম ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাহমুদ সাহেবের কর্মীর বক্তব্য মূল্যায়ন কর।

الفصل الثالث: نماذج من الأخلاق المذمومة

الدرس الأول : طمع الرياسة

الرياسة ان يكون الانسان رئيساً وذاك مشروع اذا كان على وجه حسن ولكن الطمع للرياسة يحث الانسان على الجبر والعداوة وربما يجره الى استعمال ألات الحرب ودمير مصالح الناس وافضاء الشر الى المجتمع وايقاع الظلم والجور في البلد وكل ذاك حرام بل الرياسة والقيادة من عند الله تعالى يؤتى بها من يشاء قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي كل الملك من تشاء وتنتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قادر، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُلْتَ إِنْيَهَا، وَإِنْ أُوتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، (البخاري)" وان حرص الرياسة ربما يعطيها الى من ليس من اهلها فيكون ذلك خطراً شديداً، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" (البخاري).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নৈতিক অবক্ষয়ের কয়েকটি দিক

প্রথম পাঠ : নেতৃত্বের লোভ

الرياسة বা নেতৃত্ব অর্থ কোনো মানুষের নেতা হওয়া, উত্তম পঞ্চায় হলে তা ভাল। তবে নেতৃত্বের লোভ মানুষকে অন্যের উপর জবরদস্তি ও শক্রতা পোষণে উৎসাহিত করে। এই নেতৃত্ব হাসিলের লালসায় কখনো কখনো অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, সংঘাত-সংঘর্ষ এবং তাতে মারণান্ত্রের ব্যবহার পর্যন্ত ঘটে থাকে, যার সবকটিই হারাম। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আপনি বলুন, হে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।" নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, "হে আব্দুর রহমান বিন সামুরা! নেতৃত্ব চাইবে না, যদি প্রার্থী হওয়ার পর তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, তাহলে সব দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে, আর প্রার্থী না হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমার উপর নেতৃত্বের ভার অগ্রগ করা হয় তখন তোমাকে সাহায্য করা হবে (অর্থাৎ

আল্লাহর মদদ তুমি পাবে (বুখারি)। নিঃসন্দেহে নেতৃত্বের লালসা কখনো কখনো অযোগ্য লোকদেরকে ক্ষমতার আসনে বসায় যা মারাত্তাক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব চলে গেলে কেয়ামতের অপেক্ষায় থাক”।

الدرس الثاني : الفتنة والفساد

امرنا اللہ تعالیٰ بالاصلح و منعنا عن الافساد فاالإسلام دین الامن والخير يدعو الناس الى البر والصلاح، قال تعالى : **تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ** (المائدة : ٢)، وقال تعالى : **وَالصُّلُحُ حَيْرٌ** (النساء : ١٢٨) . وذم الله تعالى الفساد في كثير من الآيات حيث قال **وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا** (الأعراف : ٥٦) . وقال الله تعالى : **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ** (البقرة : ٩٠) ، قال الله سبحانه وتعالى في ذم المفسدين، **وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ** (الرعد : ٤٥) . وهذا القدر كاف للتنبيه على ان الإسلام أمن وسلامة، قال الله تعالى : **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ** (البقرة : ١٩١) . وهذا اعلام للعالم على ان الإسلام انكر الفساد على حد لا ينكره مثله غيره والنبي صل الله عليه واله وسلم ابطل عن ديننا كل ما فيه فساد وإرهاب.

দ্বিতীয় পাঠ : বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার আদেশ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নিয়ে করেছেন। ইসলাম হলো শান্তি ও মঙ্গলময় জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন বিধান মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহবান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা ভাল কাজ ও তাকওয়ায় পরম্পরের সহযোগিতা কর। শুনাহ ও শক্রতামূলক কাজে সহযোগিতা করো না” (মায়েদা ২)। তিনি আরো বলেন, “মীমাংসা মঙ্গলময়” (নিসা ১২৮)। অনেক আয়াতে আল্লাহ পাক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কুফল বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, “জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে সেখানে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর না” (আরাফ ৫৬)। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেন, “আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না” (বাকারা ২০৫)। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম এ কথা বুঝাবার জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “পৃথিবীতে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারা ঐ সমষ্টি লোক, যাদের জন্য রয়েছে লান্ত বা অভিসম্পত্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট বাসস্থান” (সুরা রাদ ২৫)। আরো ইরশাদ করেন, “ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।” (বাকারা ১৯১)।

ଏଇ ଘୋଷଣା ପୃଥିବୀର କାହେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଯେଛେ ଯେ, ଇସଲାମ ବିଶ୍ୱଖଲାକେ ଏକଦମ ଅପଛନ୍ଦ କରେ ଯତ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଧର୍ମ କରେ ନା । ନବି କରିମ ସାଲାଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଆମାଦେର ଦୀନ ଥେକେ ଏମନ ସବକିଛୁ ବିଦୂରୀତ କରେଛେନ ସେଥାନେ ଫାସାଦ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସ ଥାକତେ ପାରେ ନା ।

الدرس الثالث: الربا

ان الربا من الكبائر وهو في اللغة الزيادة في الشرع وهو فضل حال عن العوض شرط لاحد العاقدين لقد حرم الله الربا في كتابه ورسوله في سنته واجمع العلماء سلفا وخلفا على حرمته فلا مجال لاحد إلى مخالفته قال الله تعالى : "وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا" (البقرة : ٢٧٥)" وقال تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ مُنْكَرًا إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْبَيْعِ مَا يُنْهَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ◊ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" (البقرة : ٢٧٩، ٢٧٨)" . وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "آكِلُ الرِّبَا وَمُوکَلُهُ وَشَاهِدُهُ وَكَاتِبُهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ" (مسلم و سنن الترمذى). فالربا ليس بزيادة في المال في الحقيقة بل هو سبب هلاك المال، وقال الله تعالى : "وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِبَا لَيْزِبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَةً ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" (الروم : ٣٩) .

তৃতীয় পাঠ : সুদ

সুদ কବିରା ଗୁନାହର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ । ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥେ ରେବା ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଓୟା । ଶରିୟତେର ପରିଭାଷାଯ, ସুদ ବଲତେ “ଏମନ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଣି ଯା କୋନୋ କିଛୁର ବିନିମୟ ଛାଡ଼ା କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଯେ କୋନୋ ଏକଜନେର ଜନ୍ୟ ଶର୍ତ୍ତାରୋପେର ମାଧ୍ୟମେ ଉତ୍ସୁଳ କରା ହୁଯା । ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଁର କିତାବେ ଏବଂ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ୍ ସାଲାଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତାଁର ସୁନ୍ନାଯ ସୁଦକେ ହାରାମ କରେଛେନ । ସୁଦ ହାରାମ ହେଁଯାର ବିଷୟେ ଅତୀତ-ବର୍ତମାନ ସକଳ ମନୀଷୀଗଣେର ଇଜମା ହେଁଯାଇଛେ । ସୁତରାଂ ତା ଅସ୍ଵିକାର କରାର ସୁଯୋଗ କାରୋ ନେଇ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଇରଶାଦ କରେନ, “ଆଲ୍ଲାହ ବ୍ୟବସାକେ ହାଲାଲ କରେଛେନ ଏବଂ ସୁଦକେ ହାରାମ କରେଛେନ” (ବାକାରା ୨୭୫) । ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆରୋ ଇରଶାଦ କରେନ, “ହେ ଇମାନଦାରଗଣ ! ଯେଟୁକୁ ସୁଦ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆହେ ତା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଯଦି ତୋମରା ମୁମିନ ହୁଏ । ଯଦି ତା ନା କର ତବେ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ରସୁଲେର ସାଲାଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବିପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧେର ଜନ୍ୟ ଘୋଷଣା ଦାଓ” (ବାକାରା ୨୭୮-୨୭୯) । ହଜରତ ଜାବେର ରାଦିୟାଲାହ୍ ଆନନ୍ଦ ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ୍ ସାଲାଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଇରଶାଦ କରେନ, ସୁଦ ଗ୍ରହିତା, ଦାତା, ସାକ୍ଷୀ ଓ ଲେଖକେର ଉପର ଲାନ୍ତ କରେଛେନ । ଏବଂ ତିନି ବଲେନ, ଏରା ସକଳେଇ ସମାନ” (ବୁଖାରି, ମୁସଲିମ ଓ ତିରମିଜି) । ସୁଦ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନା ବରଂ ତା ସମ୍ପଦ ଧର୍ମ ହେଁଯାର କାରଣ । ଆଲ୍ଲାହ

তাআলা ইরশাদ করেন, “মানুষের সম্পদে প্রবৃদ্ধির জন্য তোমরা যে সুদ দাও তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জাকাত প্রদান করে মূলত তারাই প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী” (রূম ৩৯)।

الدرس الرابع : الرشوة

الرسوة حرام قال الله تعالى : "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذْلُوا بِهَا إِلَى الْخَمَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَئْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة : ١٨٨). قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال : "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ" (أبو داود والترمذى). قال ابن الاثير: الرشوة بمعنى "الوصلة الى الحاجة بالمصانعة" الراشي : من يعطي الذى لعيانته على الباطل، والمرتشي الاخذ للرشوة. فلذا عرفها الطحطاوى انها ما يعطيه الرجل لابطال حق او لاحقاق باطل وقال الفيومى هي ما يعطيه الشخص الحاكم او غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد، فهى فساد فى المجتمع وتضييع للأمانة وظلم للنفس يظلم الراشى نفسه ببذل المال لنيل الباطل والمرتشى بالمحاباة فى احكام الله تعالى فيأكل منها ما ليس فى حقه ويكسب حراما. الرشوة هي مغضبة للرب ومخالفة لسنة الرسول ومحبطة للعذاب.

চতুর্থ পাঠ : ঘূৰ

ঘূৰ হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমরা পরম্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং তোমরা জেনে শুনে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদের কিছু অংশ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই সম্পদগুলো হৃকুমদাতাদের কাছে উপস্থাপন করো না” (বাকারা ১৮৮)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ঘূৰ দাতা এবং ঘূৰ গ্রহিতা উভয়ই জাহানামে যাবে।” ঘূৰ দাতা এবং ঘূৰ গ্রহিতা উভয়কেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন। ইবনুল আসির রহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন অর্থ হল এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা। অর্থ অন্যের জন্য কিছু একটা করা যাতে তার বিনিময়ে সে তোমার জন্য কিছু একটা করে দেয়। এই অর্থ অন্যের জন্য মানুষকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করে। সে কারণে ইমাম তাহতাবি রহমতুল্লাহে আলাইহ ঘূৰের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বানানোর জন্য মানুষ যা প্রদান করে তাকে

ଘୁଷ ବଲେ । ଇମାମ ଫାଇଉମି ରହମତୁଲ୍ଲାହେ ଆଲାଇହ ବଲେନ, ହାକିମ ବା ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛୁ ଦେୟାକେ ବଲେ; ଯାତେ ତିନି ଦାତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ରାଯ ପ୍ରଦାନ କରେନ । ସୁତରାଂ ଘୁଷ ମୂଲତ ସମାଜେର ଏକଟି ଫାସାଦ, ଆମାନତ ଧର୍ମକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପର ଜୁଲୁମ । ଘୁଷ ଦାତା ଅନ୍ୟାଯ ସ୍ଵାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଯ କରେ ନିଜେର ଉପର ଜୁଲୁମ କରେ ଏବଂ ଘୁଷ ଗ୍ରହିତା ଆଲ୍ଲାହର ବିଧାନ ଅମାନ କରେ ତାର ଜନ୍ୟ ନା ହକ ଜିନିସ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ହାରାମ ଉପାର୍ଜନ କରେ । ଘୁଷ ହଲୋ ଆଲ୍ଲାହର ଗଜବେର କୋପାନଲେ ପଡ଼ା, ରମୁଳ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ-ଏର ସୁନ୍ନାତେର ଖେଳାଫ କରା ଏବଂ ଆଯାବେ ନିପତିତ ହେୟାର ଉପାଦାନ ।

الدرس الخامس : شرب الخمر وشرب الدخان

الخمر اسم جامع لكل ما خامر العقل اجمع المسلمين المحققون على تحريم الخمر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الخباث : وقال " لَا تَشْرِبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحٌ كُلِّ شَرٍّ" (سنن ابن ماجه)، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَالُمْ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة : ٩١، ٩٠). وقال صلى الله عليه واله وسلم : " لَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ" (مسند أحمد و مصنف أبي شيبة)، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " مُذْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدٍ وَثَنِّ" (مسند أحمد و المعجم الكبير للطبراني)، وقال صلى الله عليه واله وسلم : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُذْمِنُ خَمْرٍ" (شعب الإيمان و صحيح ابن حبان). والخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلة وتفسد المعدة وتغير الخلقة وتبدل التصور والادراك وتوقع العداوة والبغضاء مع ما فيها من الوعيد الشديد والعقاب. وكذلك شرب الدخان الذي انتشر في مجتمعنا وهو الشراب الذي لا ينكر ما فيه في ضرر في الصحة والمال والمجتمع والدين اما ضرره في البدن فانه يضعف البدن ويضعف القلب، وقد قال تعالى : " وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ" (البقرة : ١٩٥). واما ضرره في المال فانه يضيع كل يوم كثيرا من المال بلا فائدة بل هو الاسراف في كل حال، وقال تعالى : " وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الأنعام : ١٤١)، وقال تعالى إِنَّ

الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ (الإِسْرَاءٌ : ٤٧). شرب الدخان يذهب الحياة والمرارة وهو مضر للصحة وللنفس وللمال.

পঞ্চম পাঠ : মাদক সেবন ও ধূমপান করা

বিবেককে অবলুপ্ত করে দেয় এমন সব বস্তুকে খন্দ তথা মদ ও মাদক বলে। সকল মুসলিম চিন্তাবিদ মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ পানকে সকল অপকর্মের মূল বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, “তোমরা মদ পান করো না, কেননা মদ সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি” (ইবন মাজাহ)। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, “হে ইমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মৃত্তি এবং ভাগ্য নির্দেশক শরসমূহ অপবিত্র, শয়তানের কাজ। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকলেই সফলকাম হবে। নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়, তবুও কি তোমরা তা থেকে নির্বত হবেনা। এ গুলো তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা (এ কাজগুলো থেকে) বিরত থাকবে না?” (মায়েদা ৯০-৯১)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কোনো ব্যক্তি ইমানদার অবস্থায় মদ পান করে না” (মুসনাদে আহমদ ও মুসান্নাফে আবি শায়বা)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, মদ্যপায়ী ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্তিপুজারীর ন্যায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে” (মুসনাদে আহমদ, মু'জামুল কাবির লিত তবারানি)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, “মদ্যপায়ী জান্নাতে যাবে না। মদ আল্লাহর জিকির ও নামাজে বিষ্ণ সৃষ্টি করে, প্রকৃতিগত অবয়বে বিকৃতি সাধন করে, চিন্তা ও বিবেকে বিকৃতি সাধন করে এবং হিংসা ও শক্তির জন্য দেয়। এছাড়া আখেরাতের কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি তো আছেই। অনুরূপভাবে ধূমপান এমন জিনিস যে, সমাজে, সম্পদে, ধর্মে এবং স্বাস্থ্যে তার অনিষ্টতা অস্বীকার করার উপায় নেই। শারীরিক ক্ষতি এই যে, তা দেহ ও হৃদপিণ্ডকে দুর্বল করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমরা নিজেদেরকে ধূংসের দিকে ঢেলে দিও না।” সম্পদে ক্ষতি এই যে, তা প্রতিদিন অহেতুক অনেক অর্থ বিনষ্ট করে। সর্বাবস্থায়ই এটা অপচয়। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না” (আনআম-১৪১)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “নিঃসন্দেহে অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই” (ইসরাঃ-২৭)। ধূমপান লজ্জা ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে। ইহা স্বাস্থ্যের জন্য, আত্মার জন্য এবং সম্পদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।

الدرس السادس: الميسر

الميسر هو في اللغة قمار العرب بالازلام وقال صاحب القاموس هو اللعب بالقداح او هو النرد او كل قمار وقال ابن حجر المكي : "القامار باى نوع كان وصورة القمار المحرم التردد بين ان يغنم او ان يغرم كل لعب يودي الى المخاطر بقصد المال نتيجه لذلك اللعب" ، ونزل القران بحربة الميسر حيث قال تعالى : **"إِنَّمَا الْخُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بِيَنَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبغضاءَ فِي الْخُمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَهِنُونَ"** (المائدة : ٩١ ، ٩٠) ، ومن مفاسد الميسر كما علمنا من الاية المذكورة ايقاع العداوة والبغضاء فيما بين الناس وصد الناس عن ذكر الله وعن اقامة الصلاة وكل ذلك من الكبائر فالميسر شيء يشتمل على مفاسد شرعية كثيرة فالاجتناب عنه حتم و لازم .

ষষ্ঠ পাঠ : জুয়া

- (মাইসার) জুয়া বা হাউজি অভিধানে আরবদের লটারীভিত্তিক এক ধরনের জুয়া । কামুস গ্রন্থকারের মতে، পাথর দিয়ে খেলা অথবা পাশা খেলা অথবা সকল জুয়াকে - **মিস্র** - বলে । প্রত্যেক এমন খেলা, যার ফলাফলে অর্থ হারানোর আশঙ্কা আছে, তাই জুয়া । জুয়া খেলা হারাম ঘোষণা দিয়ে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেন "হে ইমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মৃত্তি এবং ভাগ্য নির্ধারক শর অপবিত্র, শয়তানের কাজ । সুতরাং তা থেকে বিরত থাকলেই সফলকাম হবে । শয়তান তোমাদের মধ্যে মদ-জুয়া বিষয়ে শক্রতা ও হিংসা তৈরি এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায় । অতএব তোমরা কি (সে কাজগুলো থেকে) বিরত থাকবে না?" (মায়েদা ৯০-৯১) । এ আয়াত থেকে আমরা জুয়ার ক্ষতিকর বিষয়গুলো যা জানতে পারলাম তা হল, মানুষের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষ তৈরি করা এবং মানুষকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ কায়েম করা থেকে বিরত রাখা । আর এ সবগুলোই কবিরা শুনাহর অঙ্গৰুক্ত । অতএব জুয়া এমন একটা বিষয় যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অনেক ক্ষতিকর বিষয়ের অবতারণা করে । সে কারণে জুয়া থেকে দূরে একান্ত প্রয়োজন ।

الدرس السابع : حرص المال

حِرْصُ الْمَالِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْذَّمِيمَةِ لَانَّ الْحِرْصَ فِي الْإِنْسَانِ يُجْبِرُهُ عَلَى كَسْبِ مَا هُوَ حَلَالٌ لَهُ وَمَا هُوَ حَرَامٌ فِيمَشِي فِي ذَالِكَ إِلَى حَصْوَلِ الْمَالِ بِطَرِيقِ حَرَامٍ مِنَ الْكَذْبِ وَالْغُشِّ وَالرِّبَا وَالرِّشْوَةِ وَالْخَدَاعِ وَالْمَيْسِرِ وَالْحَلْفِ بِالْكَذْبِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ ذَمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَالِكَ حِيَثُ قَالَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَشْنَا فَلِيُّسْ مَنَا وَقَالَ إِيَّا
ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَزْكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمَنْفَقُ سَلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ فَالْحِرْصُ مَذْمُومٌ وَالسَّعْيُ لِلْكَسْبِ الْحَلَالِ مَدْحُوشٌ حِيَثُ قَالَ
تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتِ الصِّلَوةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

সপ্তম পাঠ : অর্থের লোভ

অর্থের লোভ অসৎ গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। লোভ মানুষকে হালাল ও হারাম নির্বিশেষে সরকিছু কুক্ষিগত করতে প্রয়োচিত করে। লোভী ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের জন্য মিথ্যা, ধোকাবাজি, সুদ, ঘূষ, প্রতারণা, জুয়া, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি হারাম পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ তাআলা এসব কিছুর অনিষ্টতা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন, তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ধোকাবাজ আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি আরো বলেন, তিনি ব্যক্তির সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রণ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যত্নগাদায়ক শান্তি। তারা হল টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী। লোভ একটি নিন্দনীয় স্বভাব। অবশ্য হালাল রিজিকের জন্য চেষ্টা করা প্রশংসনীয় কাজ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন নামাজ সম্পন্ন হবে তখন জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর প্রদত্ত রিয়িক অঙ্গেষণ কর।

الدرس الثامن : الإحتكار

الاحتقار حبس الطعام للغلاء سواء كان الطعام للبشر او للحيوان او لغيرهما والمحتكر منع للخير معتمد اثيم يضيق فضل الله على الناس، فإذا كانت عنده سلعة ويعرف شدة حاجة الناس إليها اخفاها ثم باعها بالسعر الذي يفترض على الناس ولا يقدر عليها عامّة الناس هـ الذين هم في شدة الحاجة إليها وهذا ظلم عظيم وابطال حقوق العباد وتضييق للحياة على

الناس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من احتكر طعاما اربعين يوما يريد به الغلاء فقد بريء من الله وبرئ الله منه" (رواه مسلم)، وفي رواية اخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحتكر الاخطاء" (رواه مسلم)،

অষ্টম পাঠ : মজুদদারি

মানুষ বা জীব জানোয়ারের খাদ্যদ্রব্য দাম বাড়ানোর লক্ষ্যে গুদামজাত করে রাখার নাম ইহতিকার বা মজুদদারি । মজুদদার কল্যাণে বাধাদানকারী, সীমালজ্ঞনকারী, পাপিষ্ঠ, সে মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহকে সংকীর্ণ করে দেয় । তার হাতে যখন ব্যবসায়ী পণ্য থাকে এবং এই পণ্যেরে ব্যাপক চাহিদার কথাও সে বুঝতে পারে তখন উক্ত পণ্যকে বাজারে না ছেড়ে গোলাজাত বা মজুদ করে রেখে দেয় । মানুষের চাহিদা প্রকট আকার ধারন করলে বাজার দরের চেয়ে স্বনির্ধারিত অধিক মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা লুটে নেয় । এই পণ্যের অভাববোধকারী অধিকাংশ মানুষই এত দামে তা ক্রয় করতে পারে না । সুতরাং এ রকম মজুদদারি চরম জুলুম, বান্দার হক বিনষ্টকারী এবং মানুষের জীবনে সংকট সৃষ্টিকারী । রসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কেউ চলিশ দিন পর্যন্ত কোনো খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখলে সে আল্লাহর হেফাজত থেকে বেরিয়ে যায় এবং আল্লাহও তার থেকে আপন হেফাজত তুলে নেন" (মুসলিম) । রসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, "ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য কেউ মজুদদারি করেনা" (মুসলিম) ।

الدرس التاسع: استماع الملاهي والغناء

عمل الغناء والاستماع في الحقيقة اضاعة للوقت ونفاد للمال وتعلق للقلب بغير ذكر الله وسخط الرحمن ورضا للشيطان قال الله تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَرِّي لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضَلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُواً أَوْ لَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ" (لقمان : ٦). ففي البخاري هو الحديث هو الغناء واشباهه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه "والله الذي لا اله غيره ان ذلك هو الغناء وكررها ثلاث مرات، قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله "استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسوق ويتلذذ بها كفر. ولكن القصائد المدوحة التي تشتمل على ثناء الله تعالى ونعت النبي صلى الله عليه واله وسلم ومدح الشريعة واليقظة في عمل الخير والعبادة والأخلاق الحميدة، ليست من الغناء المنوع لما روى ان حسان بن ثابت

رضي الله عنه اثني عليه صلى الله عليه واله وسلم بالشعر بحضرته وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهج المشركين يا حسان فان جبرائيل يويدك.

নবম পাঠ : গান-বাজনা করা ও শোনা

গান-বাজনা করা ও শুনা মূলত সময়ের অপচয়, সম্পদ বিনষ্ট, এবং আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কিছুতে অন্তরকে মশগুল রাখা, আল্লাহর অসম্ভুষ্ট এবং শয়তানকে তুষ্ট করার কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “মানুষের মধ্যে কতেক এমন আছে যারা মানুষকে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথকে বিদ্রূপের বন্ত বানায়। তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি” (লোকমান ৬)। বুখারি শরিফে **দ্বারা গানবাজনা ও তদানুরূপ বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া কোনো মাঁবুদ নেই **দ্বারা গান-বাজনা বুঝানো হয়েছে।** এই কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনু আবেদিন শামি রহমাতুল্লাহি আলাইহ লিখেছেন, “গান শুনা গুনাহের কাজ, গান শুনার জন্য বসা ফাসেক হওয়ার মাধ্যম। আর গান শুনে যদি মনে আনন্দ পায়, মজা অনুভব করে তা কুফরি। তবে ঐ প্রশংসামূলক কাসিদাসমূহ যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা ও শরিয়তের সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং যে কাসিদা কল্যাণমূলক কাজ, ইবাদত ও উত্তম চরিত্রের দিকে উত্তুন্দ করে সেগুলো নিষিদ্ধ গানবাজনার অর্থভূক্ত নয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, হজরত হাস্সান বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতিতে তাঁর প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করেছেন এবং তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, “হে হাস্সান, তুমি কবিতা দিয়ে মুশরিকদের নিন্দা জানাও। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তোমাকে সাহায্য করবে।”**

الدرس العاشر : التصاويير الممنوعة

الصورة الممنوعة من المنكرات شرعا والمصورون لها من الملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالصورة الممنوعة تفسد الاخلاق الحسنة وتميل الى الفحشاء والمنكر وقد امرنا بالنهي عن المنكر حيث قال تعالى تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم المصورون لها سيؤخذون يوم القيمة باحياء التصويرات الممنوعة باعطاء الارواح لها ويعذبون على ذلك كما جاء في الخبران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم

القيامة و يقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ابن عباس رضي الله عنه من صور صورة فان الله يعذبه حق ينفع فيه الروح وليس بنافع فيها ابدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم ثم التصوير الشمسي الذي ليس بفاحشة كلية و حالة الضرورة كجواز السفر و عمل الحج و المعاملة مع بلاد الخارج امر ضروري فلذا جوز العلماء المتأخرون عند الضرورة. وكذلك صورة الاشياء التي لا روح لها لا باس بها عند العلماء كصورة الشجر والحجر والجدار والشجر والازهار والمنظر الطبيعية وغيرها.

দশম পাঠ : নিষিদ্ধ ছবি

নিষিদ্ধ ছবি শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি গৰ্হিত বস্তু। নিষিদ্ধ ছবি নির্মাণকারীরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানে অভিশপ্ত। নিষিদ্ধ ছবি চরিত্র ধ্বংস করে এবং অশ্রীল ও গৰ্হিত কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। গৰ্হিত কাজ বর্জন করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন এ সকল নিষিদ্ধ ছবিতে রূহ দান করে এগুলোকে জীবিত করার জন্য ছবি নির্মাতাদের পাকড়াও করা হবে এবং এই জন্য শান্তি দেয়া হবে।” রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন এ সকল ছবি নির্মাতাদের শান্তি দেওয়া হবে এবং বলা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ তাতে জীবন দাও।” হজরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “কেউ কোনো আকৃতি তৈরি করলে তাতে সে ব্যক্তি রূহ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আয়াব দিতে থাকবেন। আর সে কখনই তাতে রূহ দিতে পারবেন।” রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “সকল ছবি নির্মাতা জাহান্নামী। প্রতিটা ছবির বিপরীতে তার জন্য একটা আত্মা তৈরি করে জাহান্নামে আয়াব দেয়া হবে।” তবে ফটোঘাফী, কাগজের ছবি বিশেষ প্রয়োজনে করা হয়, যেমন পাসপোর্ট, হজের কর্মকাণ্ডে অথবা বিদেশের সাথে লেনদেনে বর্তমান প্রচলিত আইন অনুযায়ী আলেমগণ বিশেষ প্রয়োজনে জায়েজ মনে করেন। অনুরূপভাবে ঐ সকল বস্তুর ছবি যে বস্তুর মধ্যে রূহ থাকেনা সেগুলোর ছবিও ওলামাদের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। যেমন গাছ, পাথর, দেয়াল, ফল-ফুল, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ছবি।

الدرس الحادي عشر : اللواطة

اللواطة من الكبائر وهي من الفواحش التي ذم عليها القرآن بلفظ شديد وذم على قوم لوط

عليه السلام حيث قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ثم قص علينا ما حل بهم من العقاب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطروا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد فهى فاحشة تنكره العقول وترفضه الفطرة وتزجر عنه الشرائع السماوية ولا تقبلها الاخلاق الكريمة ولا تقرها الانسانية الفائقة لانها سبب للنذل والخزي وذهاب للخير والبركات.

একাদশ পাঠ : সমকামিতা

সমকামিতা কবিরা গুনার অন্তর্ভুক্ত। তা এমন গর্হিত কাজ যে পবিত্র কুরআন কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছে এবং লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের এই অশ্লীল কাজের বর্ণনায় বলেছেন, “বিশ্ব জগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে ঝীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাকো। তোমরা তো সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়” (শুয়ারা ১৬৫-১৬৬)। এরপর তাদের উপর কী শাস্তি আরোপিত হয়েছিল তার বর্ণনা এসেছে এইভাবে, “অতৎপর যখন আমার শাস্তির নির্দেশ হল, আমি ঐ জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কক্ষে, যেগুলো আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল এবং সেই পাথরগুলো জালিমদের থেকে দূরে নয়।” এটা এমনই জঘন্য কর্ম যা বিবেক, স্বভাব ও শরিয়াহ পরিপন্থী পূর্ববর্তী শরিয়ত যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। উন্নত চরিত্র তা গ্রহণ করে না এবং উন্নত মানবতা তা স্বীকার করে না। কারণ এ কাজ লজ্জাকর, অপমানজনক এবং কল্যাণ ও বরকতের প্রতিবন্ধক।

الدرس الثاني عشر: أسباب مرض إيدز وطريق الصيانة عنها

أسباب مرض إيدز وطريق الصيانة عنها : هو فيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعي المسئولة عن الدفاع عن الجسم ضد أنواع العدوى المختلفة وأنواع معينة من السرطان وبه يفقد الإنسان قدرته على مقاومة الجراثيم المعدية والسرطانات يسمى هذا الفيروس فيروس نقص المناعة البشرى Human Immune-deficiency virus HIV والاسم العلمى "المرض الايدز". هو متلازمة العوز المناعي المكتسب او متلازمة نقص المناعة المكتسب

Acquired Immune deficiency Syndrome AIDS او اختصاراً وينقلب الايدز بعدة طرق الاولى الاتصال الجنسي المباشر اذا كان احد الطرفين مصاباً الثانية استخدام الادوatters الملوثة بالفيروس والثانية استخدمها المصابون خاصة اذا كانت هناك جروح الثالثة من الام المصابة الى جنينها اثناء فترة الحمل او الولادة او الرضاعة الرابعة نقل الدم او منتجاته الملوثة بالفيروس والخامسة الزنا وذالك لانه كاد اليقين يحصل لنا باستقراء الاطباء على ان الايدز اعظم اسبابه الزنا فالاحتراز عن هذه الاسباب يحفظنا عن الاصابة بهذا الفيروس لانه لا يوجد الى الان علاج يشفى هذا المرض ولذلك تستمر الاصابة به مدى الحياة.

দাদশ পাঠ : এইডস রোগের কারণ ও প্রতিকার

এইডস এমন এক ভাইরাস যা মানুষের শরীরের অতীব প্রয়োজনীয় ঐ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর আক্রমণ করে যা বিভিন্ন সংক্রমন প্রতিরোধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে এবং সুনির্দিষ্ট ক্যান্সারের জীবানু প্রতিহত করার শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর আক্রমনে মানুষ পরিপাকত্বে ও ক্যান্সারের জীবানু প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই ভাইরাসকে **فيروس نقص المناعة البشرية** (মানবীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা হৃণকারী) ইংরেজিতে Human Immune-deficiency virus সংক্ষেপে HIV বলে। এইডস রোগের নাম **متلازمة المناعة المكتسبة** অথবা **نقص المناعة المكتسبة** (সঞ্চিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলোপকারী) ইংরেজিতে Acquired Immune deficiency Syndrome সংক্ষেপে AIDS বলা হয়। বিভিন্নভাবে এইডস রোগ বিস্তার লাভ করে। যেমন- ১. সমজাতীয় মেলামেশার মাধ্যমে- যখন দু'জনের একজন এইডস রোগে আক্রান্তহয়। ২. উক্ত ভাইরাস মিশ্রিত ঘন্টপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং ঐ সকল জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে যে গুলো ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা ব্যবহার করেছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি জরুর থাকে। ৩. গর্ভধারণ, প্রসব ও দুধ পান করানোর সময় আক্রান্ত থেকে সন্তানের কাছে সংক্রমিত হওয়া। ৪. রক্ত দান অথবা রক্ত দ্বারা তৈরি এমন জিনিস যে গুলো ভাইরাস মিশ্রিত। ৫. জেনা। চিকিৎসকদের বাস্তব সমীক্ষায় আমাদের প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে যে এইডস রোগের প্রধানতম কারণ অবৈধ মিলামেশা তথা ব্যাডিচার। সুতরাং, এই সকল বিষয়ে আমাদের দূরে থাকা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। কেননা এ পর্যন্ত এমন কোনো ঔষধ আবিষ্কার হয়নি যা দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। সে কারণে এই রোগে আক্রান্ত হলে তা সারা জীবন অব্যাহত থাকে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। **الریاست অর্থ কী?**

ক. কোনো মানুষের নেতা হওয়া

গ. লোভ

খ. বিশ্রাম করা

ঘ. কল্যাণ না হওয়া

২। **الرسوة মানে-**

ক. সুদ

গ. সুদ ও ঘূষ

খ. ঘূষ

ঘ. অন্যায় কথা বলা

৩। মদ ও ধূমপান বিবেককে-

i. অবলুপ্ত করে দেয়

ii. অসুন্দর করে দেয়

iii. সুস্থ করে দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

গ. ii ও iii

খ. ii

ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুইন মনে করে জুয়া ও ঘূষের মাধ্যমে অতিদ্রুত অর্থ উপার্জন করা যায়, ইসলামের এই নিমেধাঙ্গা ঠিক নয়।

৪। মুইনের চিন্তা কিসের সাথে সাংঘর্ষিক?

ক. ইলমের

গ. মুসলমানদের

খ. কুরআনের

ঘ. কুরআন ও হাদিসের

৫। এখন মুইনের করণীয় হচ্ছে

- i. নতুন করে ইমান আনা
- ii. তাওবা করে সঠিক রাস্তায় আসা
- iii. বেশি বেশি সত্য কথা বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

সুলায়মান সাহেবের এলাকার চেয়ারম্যান। তাঁর অর্থ লোভ খুব বেশি। সরকার প্রদত্ত জনগণের সম্পদ তিনি আত্মসাং করেন। তার বন্ধু তাকে বলল, তোমার এ কাজটি ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। ইসলাম কখনও লোভ, সুদ ও ঘুষকে সমর্থন করেনা।

ক. الرِّبَا وَالْإِحْتِكَار. অর্থ কি?

খ. استماع الملاهي والغنا. বলতে কি বুবা।

গ. سুলায়মান সাহেবের আকাঙ্ক্ষাকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চেয়ারম্যান সাহেবের বন্ধুর বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

الفصل الرابع: الاعمال لحصول الأخلاق الحميدة

الدرس الاول : تعريف التوبة وطريقتها

التوبة اول منزل من منازل السالكين و اول مقام من مقامات الطالبين وهى في اللغة الرجوع فالتجارة الرجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما هو محمود فيه، قال القاري رحمه الله : "التجارة هي الرجوع عن المعصية الى الطاعة او من الغفلة الى الذكر او من الغيبة الى الحضور" (المرقاة)، ومدارها على ثلاثة امور الندم على الذنوب والاعتذار والاقلاع، اي العزم على ان لا يعود الى مثله في المستقبل واما اذا كانت الذنوب من حقوق غير الله فيجب مع الثلاثة المذكورة امر رابع وهو ان يبرأ من حق صاحبها يردها اليه او بطلب العفو او غير ذلك ثم التجارة لا يصل اليها الا بعد محاسبة النفس لأن المرأة عرف ما عليه من الحق بالمحاسبة والي اشاره بقوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَتَرْكُنْ نَفْسًا مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ" (الحشر : ١٨). قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه : "حاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوهُ وَرِزُنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْزِنُوا" (مصنف ابن أبي شيبة)، ثم للتجارة النصوحة علامات منها ان يكون العبد بعد التجارة خيرا مما كان عليه قبلها ومنها ان الخوف يصاحبه على الدوام ومنها اخلاع قلبه وتقطنه ندما وخوفا ومنها كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، وقال تعالى : "تُوبُوا إِلَى اللَّهِ" (التحريم : ٨)، كما قال تعالى "وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (الحجرات : ١١)، تبديل السئيات بالحسنات كما قال تعالى : "إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا" (الفرقان : ٧٠)، وقال الله : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة : ٢٢٢) وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : التجارة هي الندم وقال عليه السلام ايضا "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (ابن ماجه) وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ما من شيء احب الى الله من شاب تائب (ذكره السيوطي في الجامع الصغير).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নৈতিক গুণাবলি অর্জনে আমলসমূহ

প্রথম পাঠ : তাওবার পরিচয় ও পদ্ধতি

আল্লাহর নৈকট্যের পথে বিচরণকারী প্রিয় বান্দাদের স্তরসমূহের মধ্যে প্রথম স্তর এবং আল্লাহর সম্পৃষ্টি অনুসন্ধিসুদের ধাপ সমূহের প্রথম ধাপ তাওবা। অভিধানে এর অর্থ হল-প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং তাওবা হল শরিয়তের দৃষ্টিতে যা নিন্দনীয় তা থেকে প্রশংসিত কর্মকাণ্ডের দিকে ফিরে আসা। আল্লামা মোল্লা আলি কারি রহমাতুল্লাহে আলাইহ বলেন, “তাওবা বলতে বুঝায় আল্লাহর নাফরমানী থেকে তার ইবাদতের দিকে, অলসতা থেকে জিকিরের দিকে, আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে অবস্থান করা থেকে তাঁরই সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন” (মেরকাত)।

তাওবা তিনটি কাজের উপর নির্ভরশীল। ১। কৃত গুনাহের প্রতি লজ্জিত হওয়া ২। অকপটে ক্ষমা চাওয়া এবং ৩। অতীতের সকল অন্যায় অপরাধকে মূলোৎপাটন করা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। আর যদি কৃতকর্ম আল্লাহর হক ছাড়া অন্যান্য হক (অর্থাৎ বান্দা এবং সৃষ্টির হক) সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে উপরোক্ত তিনটি কাজের সাথে চতুর্থ একটি কাজ করা আবশ্যিক হবে। যার হক তার কাছে তা ফিরিয়ে দিয়ে বা ক্ষমা চেয়ে কিংবা অন্য কোনোভাবে অধিকার খর্বের দায় মুক্ত হওয়া। আত্মাপলঙ্কৃ ছাড়া তাওবা পূর্ণতায় পৌছে না। কেননা ব্যক্তি আত্মাপলঙ্কৃর মাধ্যমেই নিজের উপর আরোপিত অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “ওহে যারা ইমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকের উচিত ভবিষ্যতের জন্য অগ্রিম কি পাঠাচ্ছে তা উপলঙ্কিতে আনা”। হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তোমাদের হিসাব নেয়ার আগেই তোমরা নিজের হিসাব করে নাও এবং তোমাদের আমল পরিমাপ করার আগেই তোমরা আপন আমল পরিমাপ কর”।

তাওবা করুলের কিছু নির্দর্শন রয়েছে। যেমন, ১। তাওবাকারী বান্দার আগের অবস্থার চেয়ে পরের অবস্থা ভাল হবে, ২। সব সময় তার মাঝে আল্লাহর ভয় থাকবে, ৩। লজ্জা ও ভয়ে তার হৃদয় বিগলিত থাকবে ৪। হৃদয়ে এমন এক বিশেষ বিনয় ও অসহায়ত্ব অর্জিত হবে যার সাথে কোনো কিছুই সাদৃশ্য হয়না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর” (তাহরীম ৮), “যারা তাওবা করে না তারা জালেম (হজরাত ১১)”। আল্লাহ তাআলা তাওবার মাধ্যমে গুনাহসমূহকে পুণ্যে পরিণত করে দেবেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে, “তারা নয়, যারা তাওবা করে, ইমান আনে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (ফুরকান ৭০)। “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন”(বাকারা ২২২)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তাওবা হল লজ্জিত হওয়া”। তিনি আরো বলেন, “গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন হয়ে যায় যেন তার কোনো গুনাহই ছিলনা” (ইবনে মাজাহ)। তিনি আরো বলেন, “এমন কোনো কিছু নেই যা আল্লাহর নিকট তাওবাকারী যুবকের চেয়ে বেশি প্রিয়” (ইমাম সুয়তি, আল জামে আস ছগির।)

الدرس الثاني : الصلة النافلة والصيام النافلة

النفل معناه الزيادة و في الشرع هو عبادة ليست بفرض ولا واجب و ان الصلوات النافلة بعد اداء الفرائض تفضى الى محبة الله تعالى للعبد و تصيره من جملة اولائه الذين يحبهم و يحبونه فقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : "مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَقَدْ آذَنَتِهِ بِالْحُرْبِ وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِيٌّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالثَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ قَإِذًا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأُعْطِينَهُ (رواه البخاري) . ثم النفل على معناه الشرعي يشتمل الرواتب والزوائد موقته وغير موقته فعلى المؤمن ان يحافظ مع الفرائض على السنن والنواقل ايضا كركعتين قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتين بعده واربع قبل العصر وركعتين بعد المغرب واربع قبل العشاء وركعتين بعده وكذا التهجد والاشراق والضحى والاوابين وغيرها . وكذا في الصيام النافلة كصوم يوم الإثنين والصوم ليوم البيض وغيرها .

দ্বিতীয় পাঠ : নফল সালাত ও নফল রোজা

নফল অর্থ অতিরিক্ত । শরিয়তের পরিভাষায় তা এমন ইবাদত যা ফরজও নয় , ওয়াজিবও নয় । ফরজ আদায়ের পর নফল নামাজ বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার লক্ষ্যে পৌছে দেয় এবং আউলিয়া কেরামের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় “যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন” । নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , নিচয় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন , যে ব্যক্তি আমার অলির (বন্ধুর) সাথে শক্রতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম । আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি তার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো কাজ নেই যা দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে । আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমার নিকটবর্তী হয় । অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি । যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি , তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে , আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে , আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে , তার পা আমার কুদরতি শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যায় যা দ্বারা সে চলে । এমতবস্থায় , সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে দান করি । আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তখনই আশ্রয় দান করি । (বুখারি)

ଶରିୟତେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ନଫଳ ସୁନ୍ନାତେ ମୁୟାକ୍ତାଦା, ସୁନ୍ନାତେ ଯାଯେଦା ଓ ମୁନ୍ତାହାବ ଇତ୍ୟାଦିକେ ଶାମିଲ କରେ, ଚାଇ ତା ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟେର ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋକ ବା ନା ହୋକ । ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମାନଦାରେର ଉଚିତ ଫରଜ ନାମାଜେର ପାଶାପାଶି ସୁନ୍ନାତ ଓ ନଫଳ ନାମାଜେର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଁବା । ସେମନ ଫରଜ ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ଦୁଇ ରାକାତ, ଯୋହରେର ଫରଜେର ପୂର୍ବେ ଚାର ରାକାତ ଓ ପରେ ଦୁଇ ରାକାତ, ଆହରେର ଫରଜେର ପୂର୍ବେ ଚାର ରାକାତ, ମାଗରିବେର ଫରଜେର ପର ଦୁଇ ରାକାତ, ଇଶାର ଫରଜେର ପୂର୍ବେ ଚାର ରାକାତ ଏବଂ ପରେ ଦୁଇ ରାକାତ । ଅନୁରୂପଭାବେ ତାହାଜ୍ଞୁଦ, ଇଶରାକ, ଦୋହା, ଆଓୟାବିନ ଇତ୍ୟାଦି । ରୋଜାର ମଧ୍ୟେ ନଫଳ ରୋଜା ରଯେଛେ । ସେମନ ପ୍ରତି ସୋମବାର ରୋଜା ରାଖା, ଆଇଯାମେ ବିଜେର ରୋଜା ରାଖା ଇତ୍ୟାଦି ।

الدرس الثالث : صرف الأوقات لذكر الله سبحانه وتعالى

الذكر وسيلة لشكر نعمة الله تعالى. الذكر على ثلاثة أخاء، الاول الذكر باللسان والثاني الذكر بالقلب والثالث الذكر بالجوارح. وعلى كل مسلم ان يصرف اوقاته في ذكر الله عز وجل وكل عمل له اذا كان على وفق ما شرع الله ورسوله بعد من ذكر الله تبارك وتعالى مثلا اذا نام الإنسان يذكر الله ثم اذا قام يذكر الله فما بينهما يعد من العبادات وقد اثنى الله تعالى في كتابه بقوله "وَالَّذِي كَرِمَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِي كَرِمَاتِ" (الأحزاب : ٣٥)، قال الله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" (الأحزاب : ٤١). وذكر الله من افضل العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الا انبئكم بخير اعمالكم وازکاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم وبضربون اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل" (المؤطأ لامام مالك والترمذى واحمد وابن ماجه)

ତୃତୀୟ ପାଠ : ନିୟମିତ କିଛୁ ସମୟ ଆଲ୍ଲାହର ଜିକିରେ ମଶଙ୍ଗଲ ଥାକା

ଜିକିର ଆଲ୍ଲାହ ସୁବହାନାହୁ ଓୟା ତାଆଲାର ନେୟାମତେର ଶୋକର ଆଦାୟେର ମାଧ୍ୟମ । ଜିକିର ତିନଭାବେ ହେଁ । ପ୍ରଥମତ: ମୁଖେର ଜିକିର, ଦ୍ୱିତୀୟତ: କାଲବେର ଜିକିର, ତୃତୀୟତ: ଶରୀରେର ଅଂଶସମୁହରେ ଜିକିର । ଆଲ୍ଲାହର ଜିକିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନଦେର ଉପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ମୁମିନ ବାନ୍ଦାର କାଜ ଯଥନ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରସୁଲ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏର ଶରିୟତେର ଅନୁକୂଳେ ହବେ, ତଥନ ତା ଆଲ୍ଲାହର ଜିକିର ହିସେବେ ଗଣ୍ୟ ହବେ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଵରୂପ ଯଦି ଆଲ୍ଲାହର ଜିକିର କରେ ସୁମାଯ, ଅତଃପର ସୁମ ଥେକେ ଉଠେ ଯଦି ଆଲ୍ଲାହର ଜିକିର କରେ, ତାହଲେ ଏତଦୁଭ୍ୟେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟାଓ ଇବାଦତ ହିସେବେ ଗଣ୍ୟ ହବେ । ଆଲ୍ଲାହ

তাআলা তাঁর কিতাবের মাঝে এ ব্যাপারে প্রশংসা করে বলেন, “বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরকারী ও জিকিরকারিনীগণ”। তিনি জিকিরের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, “ওহে যারা ইয়ান এনেছ, “বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির কর” (আহ্যাব ৪১)। আল্লাহর জিকির শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের অন্যতম। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমলের কথা জানিয়ে দিব না? যা তোমাদের প্রভুর কাছে সব চেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদাকে বেশি সমৃদ্ধতকারী, স্বর্গ-রৌপ্য ব্যয় করার চেয়েও তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর এবং তোমরা তোমাদের শক্রদের সাথে মোকাবেলা করার ফলে তোমরা যে তাদের গর্দানে আঘাত হান ও তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত হানে তার চেয়েও (যে আমলটি) বেশি উত্তম? তারা জবাবে বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই বলবেন, হ্যে আল্লাহর রসূল! (এরপর) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তা হল মহান আল্লাহ তাআলার জিকির। (ইমাম মালেক এবং ইমাম তিরমিজি ও ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

الدرس الرابع: فضيلة الصلوة على النبي صلى الله عليه واله وسلم

الصلوة من الله تعالى على نبينا صلى الله عليه واله وسلم معناها الثناء على الرسول والعنابة به باظهار شرفه وفضله وحرمه ومحبته فامرنا ان نصلى ونسلم عليه ايضا بقوله تعالى : "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الأحزاب : ৫৬)، لحصول المحبة واظهار التوقير يجب علينا ان نكثر الصلاة عليه كما امرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، حيث قال : إن من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمي قال يقول بليت قال ان الله حرم على الأرض ان تأكل أجساد الأنبياء وفي رواية فنبي الله حى يرزق.

وقد قال ابى بن كعب رضى الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انى اكثرا الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتى قال ما شئت قلت الرابع قال ما شئت وان زدت فهو خير قلت النصف قال ما شئت وان زدت فهو خير قلت الشلين قال ان شئت وان زدت فهو خير قال اجعل لك صلاتها كلها قال اذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك (رواه الترمذى والحاکم)

واحدم). وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيمة أكثرهم على صلاة (رواه الترمذى وابن حبان والمizar والبغوى). قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ قَلْمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ" (رواه الترمذى)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ حَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ" (أحمد).

চতুর্থ পাঠ : দরুন্দ শরিফের ফজিলত

আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুন্দ পড়ার অর্থ হল নবির প্রশংসা করা, তাঁর শান-মান-মর্যাদা ও মুহাকত বৃদ্ধির জন্য অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুন্দ ও সালাম পড়ার নির্দেশ প্রদান করে ইরশাদ করেছেন, “নিচয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেণ্টাগণ নবির উপর দরুন্দ পড়েন। হে ইমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর দরুন্দ পড় এবং তাজিমের সাথে সালাম দাও” (আহ্যাব ৫৬)। সুতরাং অন্তরে প্রিয়নবির প্রতি মুহাকত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষে তাঁর উপর বেশি বেশি দরুন্দ পড়া আমাদের জন্য অপরিহার্য। যেমনটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেন, “জুমার দিন আমার উপর অধিক হারে দরুন্দ পড়, কেননা তোমাদের দরুন্দসমূহ আমার নিকট পেশ করা হবে, সাহাবায়ে কেরাম প্রশংস করলেন কিভাবে আমাদের দরুন্দ আপনার কাছ পৌছাবে, আপনিতো পচে যাবেন বা গলে যাবেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন” আল্লাহ জমিনের জন্য কোনো নবির শরীর ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। নবিগণ কবরে জীবিত তাঁদের রিজিক দেয়া হয়।

হজরত উবাই ইবনে কাব' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, “আমি আপনার উপর বেশি দরুন্দ পড়ি। আমি আপনার জন্য কতক্ষণ দরুন্দ পড়ব? নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার ইচ্ছা। তিনি বললেন, এক চতুর্থাংশ সময়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ইচ্ছা। তবে আরও বেশি হলে ভালো। তিনি বললেন, তাহলে অর্ধেক। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি হলে ভালো। তিনি বললেন, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ইচ্ছা, তবে বেশি হলে ভালো। তিনি বললেন, তবে আমি আপনার জন্য পুরো সময়টাই দরুন্দ পড়বো। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার সকল চাহিদার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে। (তিরমিজি, হাকেম, আহমদ)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিনে আমার খুব কাছে থাকবে ঐ ব্যক্তি যে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুন্দ পড়বে” (তিরমিজি, ইবনে হিবান, বাজার, বাগভী)।

তিনি আরো ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরংদ শরিফ পড়বে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ণন করবেন, তার দশটি গুনাহ আমলনামা থেকে মুছে দেবেন এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করবেন” (আহমদ)।

ଅନୁଶୀଳନୀ

କ. ବହୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ:

১। ১ বার দরুণ শরিফ পড়লে কয়টি রহমত পাওয়া যায়?

الفصل الثاني

৩। কেয়ামতের দিন আমার কাছে থাকবে ঐ ব্যক্তি যে-

- i. আমাকে স্মরণ করবে।
 - ii. আমার উপর বেশি পরিমাণে দরংদ পড়বে
 - iii. কুরআন তেলাওয়াত করবে

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

নিচের উদ্বীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ମାହୟୁଦ ମନେ କରେ, ବେଶ ବେଶ ଦରଳ ପଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ କୋଣୋ ଫାଯଦା ନେଇ । କାରଣ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲାଲ୍ଲାହ
ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଇଞ୍କୋକାଳ କରେଛେ-

৪। মামুনের চিন্তা ও চেতনা বিশ্বাস করলে কী হবে?

ক. মুনাফিক

খ. কাফির

গ. মুশরিক

ঘ. ফাসেক

৫। এমতবঙ্গায় তার উচিত -

i. নতুন করে ইমান আনা

ii. তাওবা করে ফিরে আসা

iii. চুপ করে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i

খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. iii

খ. সূজনশীল প্রশ্ন :

করিম মনে করে ফরজ নামাজ আদায় করলেইতো সালাত হয়ে যায়, নফলের প্রয়োজন নেই। সেলিম এ কথা শুনে বলল ফরজ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। নফল তার পরিপূরক হয়।

ক. কয়টি বিষয়ের উপর তাওবা নির্ভরশীল এবং কি কি?

খ. “যারা তাওবা করে না তারা জালিম” ব্যাখ্যা কর।

গ. করিমের বিশ্বাসটি কুরআনের আলোকে আলোচনা কর?

ঘ. সেলিমের বক্তব্যটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

الفصل الرابع : الأعمال الذميمة

الدرس الأول: تعريف الكبائر و عقابها

هو ما كان حراما مخضا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة وقال الذهبي كل ما جاء فيه وعيدي في الآخرة من عذاب او غضب او تهديد او لعن فاعله على لسان نبينا صلى الله عليه واله وسلم فكبيرة. وان بعض الكبائر اكبر من بعض الا ترى انه صلى الله عليه واله وسلم عد الشرك بالله من الكبائر مع ان مرتکبه مخلد في النار ولا يغفر له ابدا الا التوبة، حيث قال الا انبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الا شراك بالله وعقوق الوالدين اخرجه الترمذى.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নৈতিক অবক্ষয়ের কর্মসমূহ

প্রথম পাঠ : কবিরা গুনাহের পরিচয় ও শাস্তি

কবিরা গুনাহ এমন গুনাহ যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যার জন্য অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতে শরিয়ত নির্ধারিত সুস্পষ্ট শাস্তি রয়েছে। ইমাম জাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রত্যেক ঐ গুনাহ যার ব্যাপারে আখেরাতে আজাব-গজবের ত্রুটি ও ধর্মক এসেছে অথবা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানে যে সকল গুনাহ সম্পাদনকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে তাকে কবিরা বলে। কিছু কিছু কবিরা গুনাহ অন্যান্য কবিরা গুনাহ থেকে বেশি মারাত্মক ও কঠিন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সাথে শিরক করাকে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তা সম্পাদনকারী চিরস্থায়ীভাবে জাহানামি তাওবা না করলে তাকে কখনও ক্ষমা করা হবে না। “শ্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি কি তোমাদেরকে কবিরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহের কথা জানিয়ে দিব না? একথাটি তিনি তিনবার বললেন। জবাবে সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (আর তা হল) আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা”। (বুখারি ও মুসলিম)

عقاب الكبيرة وخطرها

ان الكبيرة هي كل ما توعد عليه الشارع بخصوصه وعن على رضي الله عنه كل ذنب حتمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب فهى كبيرة فعلم ان الكبيرة يستحق صاحبها عقابا ان لم

يغفر الله ولذلك عبر عنها الشارع عليه السلام بالموبقات وافرد كل واحد منها بالعقاب بازائتها كما قال في عقوب الوالدين، لا يدخل الجنة عاق وفي تارك الصلاة، فقد برئت منه ذمة الله وفي شارب الخمر، ان مات لقى الله كعادب وثُن وفي الكاذب، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وغير ذالك ومن تنتائج المعصية قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وحمل الذكر واضاعة الوقت ونفقة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع اجابة الدعاء وقصوة القلب ومحق البركة في الرزق وال عمر وحرمان العلم ولباس الذل واهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرينة السوء الذين يفسدون القلب ويضيئون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة .

দ্বিতীয় পাঠ : কবিরা গুনাহের শাস্তি ও পরিণতি

যে কাজের জন্য শরিয়ত প্রবক্তা সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মক প্রদান করেছেন তাকে কবিরা বলা হয়। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অত্যেক এমন গুনাকে কবিরা বলা হয়, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম কিংবা গজব অথবা লান্ত বা আয়াবের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহ পাক ক্ষমানা করলে কবিরা গুনাহকারী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। সে কারণেই শরিয়ত এগুলোকে ধর্মসকারী বলে অভিহিত করেছে এবং এগুলোর কোনটির দরশ কি শাস্তি তার প্রতিটি পৃথক পৃথক উল্লেখ করেছে। যেমন পিতা-মাতার অবাধ্যতার ব্যাপারে বলা হয়েছে, ঐ অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যাবেনা, নামাজ তরককারীর ব্যাপারে বলা হয়েছে তার উপর থেকে আল্লাহর হেফাজত উঠে যায়, মদ্যপায়ীর ব্যাপারে বলা হয়েছে পৌত্রলিকের ন্যায় সে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, মিথ্যাবাদীর ব্যাপারে বলা হয়েছে লোকটি মিথ্যা বলতে বলতে অবশ্যে আল্লাহর দরবারে মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লেখা হয়ে যায় ইত্যাদি। গুনাহের খারাপ পরিণতির মধ্যে তওঁফিক করে যাওয়া, রায় প্রদানে ভুল করা, সত্য অপ্রকাশ থাকা, কলব ফাসেদ হয়ে যাওয়া, জিকির বক্স হয়ে যাওয়া, সময় নষ্ট হওয়া, সৃষ্টির ঘৃণা, বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে এক ধরণের সম্পর্কহীনতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া, দোআ করুল না হওয়া, অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া, রিজিক ও হায়াতে বরকত করে যাওয়া, জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া, অপমানের ভূষণ মণ্ডিত হওয়া, শক্র কর্তৃক অপমানিত হওয়া, হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া, অসৎ সঙ্গী যারা কৃলব ও সময় নষ্ট করে তাদের দ্বারা সব সময় পরীক্ষায় নিপত্তি থাকা, সবসময় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থাকা, জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া অন্যতম।

طريق الاجتناب عن الكبائر

الاجتناب عن الكبائر بل وعن الصغار مطلوب في الشرع وله طرق منها المحافظة على الصلوات الخمس كما قال تعالى "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (العنكبوت : ٤٥) ومنها الصوم حيث قال صلی الله عليه واله وسلم فانه له وجاء وقال الصوم جنة وحسن وحسن من النار ومنها استصغر النفس واستحقارها ومنها المحاسبة حيث قال عمر رضي الله عنه حاسبوا قبل ان تحاسبوا ومنها ان يكون بين الخوف الرجاء فانه يقيمه على سبيل الطاعة ويصده عن سبيل المعصية ومنها صحبة الاولياء والصالحين فانها تحفظه عن مكيدة الشياطين وترشده الى فعل الخيرات والتجميل بالمحاسن قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم هم قوم لا يشقى بهم جليسهم ومنها ذكر الله تعالى فان الذكر تنفع المؤمنين قال تعالى فاذكروني اذكركم الاية فالعبد في حفظ الله ما دام في ذكر الله تعالى

তৃতীয় পাঠ : কবিরা গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

কবিরা ও সগিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা শরিয়তের দাবি। বিভিন্নভাবে তা সম্বৰ । ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মত আদায় করা, যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই নামাজ অশীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে”, ২. রোজা পালন করা। যেমন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রোজা তার জন্য গুনাহ নির্ব্বকারী। তিনি আরও বলেন, রোজা ঢাল ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুর্ভেদ্য দূর্গ স্বরূপ, ৩. নিজেকে অসহায় ও ছোট মনে করা, ৪. মুহাসাবা তথা আত্মসীক্ষা। এক্ষেত্রে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, তোমার হিসাব করার আগে তুমি নিজের হিসাব কর, ৫. ভয় ও আশার মাঝে থাকা, কারণ, তা পুণ্যের পথে অটল ও গুনার রাস্তা হতে বিরত রাখে, ৬. আউলিয়া ও নেককারদের সংসর্গ। কারণ তা শয়তানের ধোকা হতে রক্ষা করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন ও উত্তম আদর্শে রঙিন হওয়ার পথ প্রদর্শন করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অলিগণ এমন যে তাদের সাথে যারা বসে তারাও বস্তি হয় না, ৭. আল্লাহর জিকির, কেননা জিকির ইমানদারের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। বান্দাহ ততক্ষণ আল্লাহর হেফাজতে থাকবে যতক্ষণ সে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকবে। সব সময় ওয়ুর সাথে থাকা ও সব সময় প্রিয়নবির উপর দরুণ শরিফ পাঠ করা ইত্যাদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। অর্থ
الْكَبَائِرُ

- ক. এমন গুনাহ যা পূর্ণ হারাম
- গ. এমন কথা যা ইসলাম সমর্থন করে

- খ. এমন কাজ যা শরিয়ত বহির্ভূত
- ঘ. এমন বক্তব্য যা অগ্রহণযোগ্য

২। কবিরা গুনাহের পরিগতি-

- ক. জাহান্নাম
- গ. অসম্মান

- খ. জান্নাত
- ঘ. অপূর্ণতা

৩। নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সাথে শিরক করাকে-

- i. সগিরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন
- ii. কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন
- iii. অভিসম্পাদ করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক-

- ক. i
- গ. ii ও iii

- খ. ii
- ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সমির আল্লাহর সাথে শিরক করা অন্যায় নয় বলে ধারণা করে।

৪। সমিরের ধারণা বিশ্বাস করলে কি হবে?

- ক. কাফির
- গ. গুনাহগার

- খ. মুনাফিক
- ঘ. ফাসেক

৫। বর্তমানে সমিরের করণীয় হচ্ছে -

- i. তার উপর বিশ্বাস করা
- ii. উক্ত কথা পরিহার করা
- iii. আল্লাহর কাছে তাওবা করা

নিচের কোনটি সঠিক-

- ক. i
- গ. ii ও iii

- খ. ii
- ঘ. i ও iii

খ. স্জনশীল প্রশ্ন :

মুনির সব সময় অন্যায় কাজ করে এবং অসত্য কথা বলে। সেলিম তাকে অসত্য কথা ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার তাগিদ দেয়।

- ক. কবিরা গুনাহের ফলাফল কি?
- খ. “অলিগণ এমন, যে তাদের সাথে বসে সেও বঞ্চিত হয় না” ব্যাখ্যা কর।
- গ. মুনিরের আচরণকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সেলিমের কর্মটি বিশ্লেষণ কর।

الفصل السادس : أهمية الدعاء و المناجات في الحياة الإنسانية

الدعاء من أهم واجبات المسلم وان اكثر ما يحتاج اليه المؤمن الدعاء وهو من العبادات وسلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والارض قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تعجز في الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء احد وقال صلی الله علیه وسلم الا ادلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدركم ارزاقكم تدعون الله في ليكم ونهاركم فان الدعاء سلاح المؤمن وفي الحديث القدسى قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي وقال تعالى في القرآن قل ما يعబكم ربكم لولا دعائكم وقال صلی الله علیه وسلم من سره ان يستجيب الله له عند الشدائى فليكثر من الدعاء في الرخاء وقال ايضا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله رحيم كريم يستحب من عبده ان يرفع اليه يديه ثم لا يضع فيما خيرا فعلى المؤمن ان يدعوا الى الله لا يعجر عنه فقد قال الله تعالى واذا سالك عبادي عنى فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعan. من اداب الدعا ان يكون الدعا بالاخلاص وحضور القلب ورفع اليدين عند الدعاء.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মানব জীবনে দোআ ও মুনাজাতের গুরুত্ব

দোয়া একজন মুসলমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মুমিন সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হয় দোআর দিকে। দোআ ইবাদতের মগজ (সার), মুমিনের সম্বল, দ্বিনের স্তুতি, আসমান-জমিনের নুর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমরা দোআ করার ক্ষেত্রে শৈথল্য প্রদর্শন করোনা। কেননা দোআর সাথে কেউ ধৰ্ষণ হয়না”। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় বলে দেব না যা তোমাদেরকে শক্রদের থেকে রক্ষা করবে, তোমাদের জন্য তোমাদের রিজিক যোগাড় করে দেবে, আর তা হল তোমরা রাত-দিন আল্লাহর কাছে দোআ কর। কেননা দোআ মুমিনের সম্বল”। হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, “আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাক এবং আমার কাছে আশা কর আমি তোমার অতীতের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেই এবং আমি কারো পরওয়া করিনা”। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, “আপনি বলুন, তোমাদের দোআ না থাকলে তোমাদের ব্যাপারে প্রভু কেনো পরওয়াই করতেন না”। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি এই কামনা করে যেন আল্লাহ তাআলা তার মুসিবতের সময় সাড়া দেন তাহলে সে

যেন সুখের সময় অধিকহারে দোআ করে”। তিনি আরো ইরশাদ করেন, “দোআ ব্যতীত তাকদির পরিবর্তন হয় না, নেক আমল ব্যতীত হায়াতে বরকত হয় না”। রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা দয়াবান অনুগ্রহশীল। বান্দা যখন তাঁর কাছে হাত উত্তোলন করে তখন নিয়ামত না দিয়ে তাকে খালি হাত ফেরত দিতে আল্লাহ পাক লজ্জাবোধ করেন”। সুতরাং মুমিনের উচিত আল্লাহর কাছে দোআ করা এবং তাতে গাফিলতি না করা। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, (হে রসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজেস করবে, তখন আপনি বলুন, আমি নিকটে। আমি দোআ প্রার্থীর দোআ করুল করি যখন সে দোআ করে। দোআর আদব হল নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে হাত উঠিয়ে দোআ করা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। তাকদির পরিবর্তন হয় কিসের মাধ্যমে?

ক. ইমানের

খ. ইসলামের

গ. দোআর

ঘ. নামাজের

২। দোআর আদব কী?

ক. হাত ছেড়ে দোআ করা

খ. হাত না তুলে দোআ করা

গ. হাত তুলে দোআ করা

ঘ. হাত বেধে দোআ করা

৩। দোআ একজন মুসলমানের-

i. অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য

ii. মাইল ফলক

iii. নেতৃত্ব বিধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. iii

গ. ii

ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

যুমিন বিশ্বাস করে তাকদির আল্লাহ তাআলা পূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা দোআ দ্বারা পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৪। যুমিনের আকিদা কিসের বিপরিত?

ক. কুরআন

খ. তওরাত

গ. যবুর

ঘ. ইঞ্জিল

৫। এমতাবস্থায় তার করণীয় হচ্ছে-

- i. তার কথার উপর বিশ্বাস রাখা
- ii. তার ধারণা থেকে ফিরে আসা
- iii. অধিক জিকির করা

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i

খ. iii

গ. ii

ঘ. i ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

তাহমিদা মনে করে দোআর জন্য হাত তোলার প্রয়োজন নেই। একথা শুনে তায়কিয়া বলল, তোমার কথা ঠিক নয়। কারণ দোআর আদব হল হাত তুলে দোআ করা।

ক. "الدعا مع العبادة" অর্থ কি?

খ. "أهمية الدعاء والمناجات في الحياة الإنسانية" বলতে কী বুঝা? বর্ণনা দাও।

গ. তাহমিদার ধারণা ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর?

ঘ. তায়কিয়ার বক্তব্যটি কুরআন-হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

أصول الشاشي

ଓসুলুশ শাশি

القسم الرابع : أصول الفقه

الفصل الأول : تاريخ أصول الفقه

الدرس الأول : تعريف أصول الفقه و موضوعه و أهميته ومصادرها

إن لاصول الفقه حدا اضافياً وحدها لقبياً فالإضافي هو ما يتراكب من إضافة الأصول إلى الفقه للأصول جمع أصل وهو ما يبني عليه غيره. الفقه معناه الفهم وفي الاصطلاح الفقه معقول من المنقول، فعلم أن أصول الفقه ما يبني عليه الفقه والحد اللقب هو علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية عن دلائلها

وموضوعه بيان طرق الاستنباط عن الأدلة واستخراج الأحكام فالفقه وأصول الفقه علمان يتواردان على الأدلة ولكنهما مختلفان فالفقه يرد على الأدلة ليخرج الأحكام الجزئية العملية وهو يتعرف من كل دليل ما يدل عليه من حكم واما أصول الفقه فيرد على الأدلة من حيث طريق الاستنباط منها وبيان مراتب حجيتها وبيان ما يعرض لها من احوال

وغايتها حصول سعادة الدارين بالعمل الصحيح. أول من دون أصول الفقه هو الإمام الشافعى رضى الله عنه وكتب رسالة بقوانين وضرابط اسمها "كتاب الرسالة" الذى الحق بعنوان المقدمة في كتابه "الإمام"

চতুর্থ ভাগ : উসুলুল ফিকহ

প্রথম পরিচ্ছেদ : উসুলুল ফিকহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম পাঠ : উসুলুল ফিকহের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয় ও গুরুত্ব

উসুলে ফিকহের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু:

উসুলে ফিকহের একটি ইজাফি সংজ্ঞা ও একটি লক্ষণি সংজ্ঞা রয়েছে। ইজাফি সংজ্ঞা - যা উসুল শব্দকে ফিকহ শব্দের দিকে সমন্বয় করার মাধ্যমে সম্প্লান হয়। এ ক্ষেত্রে শব্দটি أصل أصول

অর্থ হল যার উপর অন্য কিছুর ভিত্তি হয়। আর ফিকহ মানে বুঝা। পারিভাষিক অর্থে কুরআন ও হাদিস থেকে বুঝি (প্রজ্ঞা) দ্বারা উত্তীর্ণিত বিধিবিধানকেই ফিকহ বলে। সুতরাং বুঝা গেল যে, উসুলে ফিকহ এমন বিষয় যার উপর ফিকহের ভিত্তি। লকবি সংজ্ঞা হল “উসুলে ফিকহ এমন কিছু নীতিমালার নাম যেগুলোর সাহায্যে সবিস্তার প্রমাণাদির দ্বারা ফিকহের ভিত্তিতে বিধানাবলি উত্তীর্ণ করা হয়।”

উসুলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় হল- দলিল থেকে মাসয়ালা ও হকুম বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করা। সুতরাং ফিকহ ও উসুলে ফিকহ দু'টোই দলিলের উপরে আবর্তিত হয়। কিন্তু উভয়টি ভিন্ন। ফিকহ দলিলের উপর আবর্তিত হয় আমলযোগ্য প্রাণিক মাসলাগুলো বের করার জন্য। প্রতিটি দলিল যে বিধান নির্দেশ করে ফিকহ তা তুলে ধরে। আর উসুলে ফিকহ দলিলের উপর আবর্তিত হয় সেখান থেকে মাসলা বের করার পদ্ধতি, দলিলসমূহের স্তর বিন্যাস এবং উক্ত দলিলের অবস্থানি বর্ণনা করার জন্য।

উসুলের উদ্দেশ্যে হল- সঠিক আমলের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য লাভ করা। উসুলে ফিকহের সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইয়াম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বিভিন্ন কাওয়ায়েদ ও নীতিমালা সম্বলিত একটি পুষ্টিকা লিখেন যার নাম কিতাবুর রিসালা। এ পুষ্টিকা তার বিখ্যাত গ্রন্থ “আল উম্ম” গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে সন্মিলিত হয়েছে।

أهمية اصول الفقه:

ان اصول الفقه يرشد الفقيه الى استخراج الأحكام من الأدلة والمراد بالأدلة القرآن والسنة والاجماع والقياس والأولان اصلاح والآخران تبعان والمكلف في حياته العملية يحتاج الى الاحكام الشرعية الجزئية التي يتضمنها الاصلان الأولان ولا سبيل اليه الا باستخراجها فالفقيه اذا يحتاج في استخراج الاحكام الى قوانين وضوابط لا يمكن له اى استخراج بغيرها وهذه القوانين هي الاصول فعلم انه ميزان يتبيّن به الاستنباط الصحيح من الغلط كما ان التحو ميزان في النطق العربي يتميّز به الصحيح عن الخطاء.

উসুলে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা:

উসুলে ফিকহ ফকিৎকে দলিলসমূহ থেকে আহকাম বের করার পদ্ধতির প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। দলিলসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। প্রথম দুটিই মূল। পরের দুটি অনুগামী। বান্দা তার আমলি জীবনে শরিয়তের ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসলার প্রতি মুখাপেক্ষী হয় যেগুলো প্রথম দুটি দলিল অন্তর্ভুক্ত করে। সেই আমল করার জন্য এগুলোকে বের করে আনার বিকল্প

নেই। সুতরাং আহকাম তথা বিধি-বিধান বের করার ক্ষেত্রে ফকির এমন কিছু নীতিমালার মুখাপেক্ষী হয় যেগুলো ছাড়া কোনো মাসলাই বের করা সম্ভব নয়। এই নীতিমালাগুলোই উসুল। সুতরাং বুৰো গেল, উসুলে ফিকহ এমন মানদণ্ড যার দ্বারা ভুল থেকে সঠিক মাসলা বের করার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়। যেমন, নাহু আৱৰি ভাষা প্ৰয়োগের ক্ষেত্রে এমন এক মানদণ্ড যার দ্বারা ভুল থেকে সঠিক পদ্ধতি পৃথক হয়ে যায়।

الدرس الثاني : المصادر الأصلية لأصول الفقه

وهي اربعة القرآن والسنّة والاجماع والقياس فالاول : القرآن هو كتاب الله المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف والمنقول عنه نقلًا متواترا بلا شبهة، وهو اصل الاصول وقد دعا القرآن نفسه الى الرجوع اليه حيث قال فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والى الرسول الاية. الثاني : السنّة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم و فعله و تقريره وهي في الحقيقة تفسير للقرآن وبيان له قال الله تعال خطابا له صلى الله عليه وسلم لتبيين لهم ما نزل اليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه فهي ادنى منزلة من القرآن اعلى من الاجماع والقياس. الثالث: الاجماع والمراد به اتفاق المجتهدين من الامة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى. الرابع : القياس وهو آخر الاصول الأربع وليس المراد به مطلق القياس فانه دليل فرعى للشريعة وانما المراد به الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم.

দ্বিতীয় পাঠ : উসুলুল ফিকহের মূল উৎস ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উসুলুল ফিকহের উৎস চারটি তা হল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। প্রথমটি পবিত্র 'কুরআন', "আল কুরআন ঐ কিতাবের নাম যা রসুলের উপর অবতীর্ণ, পান্তুলিপিতে লিপিবদ্ধ এবং ধারাবাহিক সন্দেহসন্মতভাবে বর্ণিত।" ইহাই সকল দলিলের মূল। কুরআন নিজেই তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার আহবান জানিয়ে ঘোষণা করেছে, "আর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য কর তবে তার ফায়সালা আল্লাহ ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাও। দ্বিতীয়টি 'সুন্নাহ', আর সুন্নাহ বলতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে বুৰায়। তা মূলত কুরআনের তাফসির ও বৰ্ণনা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যাতে আপনি তাদের কাছে বৰ্ণনা করেন যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে"। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ଓয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জেনে রাখ, আমি কুরআন এবং সাথে তদানুরূপ আরেকটি বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি। অতএব সুন্নাহর স্থান কুরআনের পরই এবং ইজমা ও কিয়াসের উপরে। তৃতীয়টি ‘ইজমা’, তা দ্বারা উদ্দেশ্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এরপর কোনো এক নির্দিষ্ট যুগে শরিয়তের কোনো বিধান প্রসঙ্গে উদ্যাতে ইসলামিয়ার মুজতাহিদগণের এক্যমত্য। চতুর্থটি ‘কিয়াস’, দলিল চতুর্ষত্রের মধ্যে তা সর্বশেষ। কিয়াস দ্বারা সাধারণ কিয়াস উদ্দেশ্য নয়। কারণ কিয়াস শরিয়তের শাখা দলিল। তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন বিষয় যার বিধান সম্পর্কে কোনো নস বা সরাসরি দলিল উল্লেখ হয়নি উক্ত বিষয়কে ঐ বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করা যে বিষয়ের বিধানের উপরে সরাসরি নস প্রয়োগ করা হয়েছে। দু’টি বিষয়ই বিধানের কার্যকারিতার কারণের ক্ষেত্রে অভিন্ন।

الدرس الثالث : حياة صاحب أصول الشاشى و مزايا كتابه

اختلف المؤرخون في اسم صاحب اصول الشاشى اختلافاً كثيراً فلذا لا يمكن ان يقطع بقول دون قول وإنما وقع الاختلاف لأن المصنف صنف ولم يذكر اسمه في كتابه احتراماً عن الرياء وخوفاً عن الرد ورجاء للقبول عند الله بأخلاق هذا العمل الشريف لله تعالى ومع ذلك ما زال أهل العلم والمورخون والمحققون يبحثون عن صاحب هذا الكتاب والنسخة الموجودة في الفهرس خديويه مصر ذكر فيها ان اسمه اسحاق بن ابراهيم الشاشى ساكن سمرقند المتوفى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وكان عالماً ثقة من أئمة الاحناف توفي في مصر ودفن فيه. ذكر في كشف الظنون ان اسمه نظام الدين واعتمد عليه في الفوائد البهية والشاشى نسبة الى شاش اسم بلد من بلاد ما وراء النهر.

مزايا اصول الشاشى : اصول الشاشى كتاب مختصر مفيد متداول بين ايدي الناس في جميع الاقطار والاعصار يعتمد عليه الاحناف في مسائلهم وقد سلك فيه المصنف منهجاً سهلاً يحفظه الطلاب بسهولة وكثيراً من يذكر المصنف في كتابه اختلاف أئمة الاصول وأئمة المذاهب كما انه ذكر القواعد الفقهية واستدل عليها بالقرآن والسنة وقد ذكر صاحب كشف الظنون ان اسم هذا الكتاب الخمسين لأن المصنف صنفه وعمره حينئذ خمسين وقال بعض

المورخين انه كتب هذا الكتاب في خمسين يوما والله اعلم وله شروحات كثيرة (١) شرح الشيخ محمد بن الحسن الخوارزمي (٢) فصول الحواشى (٣) احسن الحواشى على اصول الشاشى (٤) عمدة الحواشى وغيرها.

তৃতীয় পাঠ : উসুলুশ শাশি গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

উসুলে শাশি গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

উসুলে শাশি গ্রন্থকারের নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে প্রচুর মত পার্থক্য আছে। সে জন্য কোনো একটি মত বাদ দিয়ে অন্য মতের উপর নিশ্চিত হওয়া যায় না। গ্রন্থকার রিয়া থেকে বাঁচার জন্য, নিজের নাম-ডাক প্রচার হওয়ার ভয়ে এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার প্রত্যাশায় এখলাসের সাথে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কাজটি নিবেদন করার মানসে নিজের নাম উল্লেখ না করাই মূলত এ মত প্রার্থক্যের কারণ। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এই কিতাবের গ্রন্থকারের নাম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি মিশরের খাদিব গ্রন্থ তালিকায় প্রাপ্ত পাল্লুলিপিতে গ্রন্থকারের নাম ইসহাক বিন ইব্রাহিম শাশি উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি সমরকদের অধিবাসী ছিলেন এবং হিজরি ৩২৫ এ ওফাত প্রাপ্ত হন। হানাফি ইমামদের মধ্যে তিনি নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন। মিশরে ইস্তেকাল করে সেখানেই সমাহিত হন। কাশফুয় যুনুন কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তাঁর নাম নিজামুদ্দীন। ফাওয়ায়েদে বহিয়াহ কিতাবে এ মত কেই নির্ভর যোগ্য বলে বর্ণনা করেছে। শাশি শাশ এর প্রতি সম্মন্দকৃত। শাশ মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের একটি শহরের নাম।

উসুলুশ শাশি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য:

উসুলে শাশি অতীব উপকারী সংক্ষিপ্ত একটি গ্রন্থ যা সকল যুগে সকল স্থানের মানুষের কাছে সমাদৃত ছিল। হানাফি আলেমগণ তাদের মাসায়েলের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করে থাকেন। গ্রন্থকার এই কিতাবে এমন সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যে কারণে ছাত্ররা সহজেই তা মুখস্থ করতে পারে। অনেক স্থানেই গ্রন্থকার উসুলবিদ ও বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের মত পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ফিকহের নীতিমালা বর্ণনা করে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা তার দলিল দিয়েছেন। কাশফুয় যুনুন কিতাবের গ্রন্থকার এই কিতাবের নাম ‘আল খামসিন’ (الخمسين) উল্লেখ করেছেন। কারণ গ্রন্থকার যখন কিতাবটি রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ। কারো কারো মতে এ গ্রন্থখানা তিনি ৫০ দিনে রচনা করেছেন এজন্য খামসিন বলা হয়। এ গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেমনঃ (১) শরহে শায়খ মুহাম্মদ বিন হাসান আল খাওয়ারেয়মী (২) ফসুলুল হাওয়াশী (৩) আহসানুল হাওয়াশী আলা উসুলিশ শাশি (৪) উমদাতুল হাওয়াশী ইত্যাদি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. উসুলে ফিকহের উৎস কয়টি?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ২টি | খ. ৩টি |
| গ. ৪টি | ঘ. ৫টি |

২. উসুল (أصول) শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কয়টি ?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ১টি | খ. ২টি |
| গ. ৩টি | ঘ. ৪টি |

৩. উসুলুস শাশির লেখকের জন্মস্থান কোথায়?

- | | |
|-------------------|------------------|
| ক. আফ্রিকায় | খ. ইউরোপে |
| গ. পূর্ব এশিয়ায় | ঘ. মধ্য এশিয়ায় |

৪. উসুলুল ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা কে?

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ক. ইমাম আজম (রহ.) | খ. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) |
| গ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) | ঘ. ইমাম বাযদাবি (রহ.) |

৫. উসুলে ফিকহের উদ্দেশ্য হচ্ছে -

- শরিয়তের বিধানাবলি দলিল প্রমাণের আলোকে উপলব্ধি করা
- মাসলা উঙ্গাবন করার নীতিমালা জানা
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৬. কুরআন ও হাদিসের পরেই দলিল হল-

- ইজমা
- কিয়াস
- নস

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আব্দুল্লাহ ইসলাম ধর্মকে দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে জানতে চায় কিন্তু ফিকহ ও উসুলে ফিকহ পড়তে নারাজ।

৭. আব্দুল্লাহর নারাজির বিষয়টি কেমন?

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| ক. বাস্তবতার খেলাফ | খ. উসুলের খেলাফ |
| গ. যুক্তির খেলাফ | ঘ. কুরআনের নির্দেশের খেলাফ |

৮. এ ক্ষেত্রে আন্দুল্লাহর করণীয় হচ্ছে -

- i. কুরআন চর্চা করা
- ii. উসুলে ফিকহ পড়া
- iii. যুক্তি দিয়ে ইসলামকে জানা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

আন্দুল্লাহ ইসলামকে দলিল ও যুক্তির সাথে জানতে চায় কিন্তু ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ পড়তে নারাজ।

৯. আন্দুল্লাহর এ নারাজির বিষয়টি-

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| ক. বাস্তবতার খেলাফ | খ. উসুলের খেলাফ |
| গ. যুক্তির খেলাফ | ঘ. কুরআনের নির্দেশের খেলাফ |

১০. এ ক্ষেত্রে আন্দুল্লাহর করণীয় হচ্ছে-

- i. কুরআন চর্চা করা
- ii. উসুলে ফিকহ পড়া
- iii. যুক্তি দিয়ে ইসলামকে জানা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-------------|
| ক.i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. হাসান দাখিল নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। সে তার বাবার সাথে ক্লাসের পড়ার বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করে। একদা সে উসুলে ফিকহের মাসলা সম্পর্কে আলোচনা করে। তার বাব বলল এগুলো রসুলের যুগে ছিল না তা মানার প্রয়োজন নেই। হাসান বলল আমরা যেহেতু কুরআন-সুন্নার সবকিছু জানি না, তাই আমাদের উসুলে ফিকহের মাসলা মানা প্রয়োজন।

- ক. কখন থেকে উসুলে ফিকহের প্রচলন হয়েছে ?
- খ. উসুলে ফিকহের পরিচয় বুঝিয়ে লিখ ।
- গ. হাসানের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. হাসানের বাবার মন্তব্য বিশ্লেষণ কর ।

২. ইব্রাহিম ও ইসহাক দুঁজনই ফকিহ হতে চায়। ইব্রাহিম কুরআন, হাদিস ও ফিকহ পড়ে কিন্তু ইসহাক বলে, শুধু হাদিস পড়লেই চলে। এতো কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই।

- ক. উসুল শব্দের অর্থ কী?
- খ. মাসয়ালা বের করার পদ্ধতি কোন বিষয় পড়লে জানা যায়?
- গ. বাস্তবতার আলোকে ইব্রাহিমের কাজটি মূল্যায়ন কর?
- ঘ. ইসহাকের মতামতটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর?

الفصل الثاني : الأبواب لأصول الشاشى

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উস্লুশশাশির অধ্যায়সমূহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْلَى مَنْزَلَةَ الْمُؤْمِنِينَ بِكَرِيمِ خَطَابِهِ رَفِعَ دَرَجَةَ
الْعَالَمِينَ بِمَعْنَى كِتَابِهِ وَخَصَّ الْمُسْتَبِطِينَ مِنْهُمْ بِمُزِيدٍ إِلَصَابَةٍ وَثَوَابِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ
وَأَصْحَابِهِ وَالسَّلَامُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةِ وَأَحْبَابِهِ

প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর সম্মান সূচক সম্মোধন দ্বারা মোমিনদের মর্যাদাকে সমৃদ্ধি করেছেন এবং
যিনি তাঁর কিতাবের (কুরআনের) অর্থ উপলব্ধিকারী আলেমগণের কে মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন। আর
তিনিই আলেমগণের মধ্য হতে মুজতাহিদগণ অধিকতর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণে অফুরন্ত
পুণ্য প্রদানের ঘোষণা দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর
সাহাবায়ে কেরামগণের উপর দরুন এবং ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলাইহি ও তাঁর প্রিয়
সাথীদের উপর সালাম।

وَعَدَ فَإِنْ أَصْوَلَ الْفِقْهَ أَرْبَعَةً كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَنَةَ رَسُولِهِ وَاجْمَاعَ الْأُمَّةِ وَالْقِيَاسَ فَلَا بُدَّ مِنْ
الْبُحْثِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ لِيُعْلَمَ بِذَالِكَ طَرِيقٌ تَخْرِيجَ الْأَحْكَامِ.

হামদ ও সালাতের পর ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি চারটি : ১. আল্লাহ তাআলার কিতাব, ২. তাঁর রসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর সুন্নাত, ৩. উম্মতে মুহাম্মদের ইজমা, ৪. কিয়াস।

তাই এ মূলনীতিসমূহের প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যিক। যাতে এ সকল মূলনীতির
আলোকে আহকাম উঙ্গাবনের পদ্ধতি সহজে জানা যায়।

الدرس الأول : كتاب الله (الخاص والعام)

প্রথম পাঠ : কিতাবুল্লাহ (আল খাস ও আম)

فِي الْخَاصِ لِفَظٍ وَضَعٍ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ أَوْ لِمَسْمِي مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ كَقَوْلَتَنَا فِي تَخْصِيصِ الْفَرْدِ زِيدٌ
وَفِي تَخْصِيصِ النَّوْعِ رَجُلٌ وَفِي تَخْصِيصِ الْجِنْسِ إِنْسَانٌ

এমন শব্দকে বলে যা নির্দিষ্ট অর্থ কিংবা নির্দিষ্ট নাম বুঝানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(تَخْصِيصُ النَّوْعِ) । যেমন আমরা (تَخْصِيصُ الْفَرْدِ) নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলে থাকি যায়েন।

নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে বলে থাকি পুরুষ। আর (تَحْصِيصُ الْجِنْس) নির্দিষ্ট কোনো জাতির ক্ষেত্রে বলি ইনসান।

وَالْعَامُ كُلُّ لفظٍ يَتَنَظِّمُ جُمِعاً مِنَ الْأَفْرَادِ إِمَّا لفظاً كَقُولَنَا مُسْلِمُونَ وَمُشَرِّكُونَ وَإِمَّا معنى كَقُولَنَا مِنْ وَمَا وَحْكَمَ الْخَاصَّ مِنَ الْكِتَابِ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا حَالَةً فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوْ الْقِيَاسِ فَإِنْ أُمِكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حَكْمِ الْخَاصِّ يُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتَرَكُ مَا يُقَابِلُهُ

مثاله في قوله تعالى يتربيضن بانفسهن ثلاثة قروء فان لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به ولو حمل الاقراء على الاطهار كما ذهب اليه الشافعى رحمه الله باعتبار ان الطهر مذکر دون الحيض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التانيث دل على انه جمع المذکر وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة اطهار بل طهورين وبعض الثالث وهو الذى وقع فيه الطلاق.

المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء **(الآية)** **উত্তর** (খাসের) উদাহরণ হল, আল্লাহ তাআলার বাণী **অর্থাত** তিন তালাক প্রাপ্তা নারীগণ তিন পর্যন্ত ইন্দত পালন করবে। সুতরাং আয়তে

শব্দটি তিন সংখ্যাবোধক একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য খাস। তাই তার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। আর এখানে যদি **قروء** শব্দটিকে **طهر** অর্থে ধরে নেয়া হয়, যেমন ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যবহার করেছেন এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, **طهر** শব্দটি পুঁলিঙ্গ এবং **حِضْ** শব্দটি ত্রীলিঙ্গ। আর কুরআনের মধ্যে **قروء** শব্দটি বহুবচন অবস্থায় ত্রীলিঙ্গের **ثَلَاثَة** এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যা আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, এটি কোনো শব্দের বহুবচন। আর এখানে পুঁলিঙ্গ শব্দ হল **طهر** হায়েজ পুঁলিঙ্গ নয় (বরং ত্রীলিঙ্গ)। কাজেই বুঝা যায়, এখানে **قروء** শব্দটি **طهر** অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহ আনহুমের যুক্তি গ্রহণ করা হলে **قروء** এর খাস শব্দটির উপর আমল করা পরিত্যাগ করতে হয়। কেননা যারা **طهر** অর্থে ব্যবহার করেন তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইদত পালিত হয় পূর্ণ দুই তুহুর ও যে তুহুরে তালাক দেয়া হয়েছে সে তুহুরের কিছু অংশ।

فَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا حَكْمَ الرَّجْعَةِ فِي الْحِينَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوْالِهِ وَتَصْحِيفِ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالِهِ وَحِكْمَ الْحَبْسِ وَالِإِظْلَاقِ وَالْمِسْكَنِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْخُلْمِ وَالْطَّلاقِ وَتَزْوِيجِ الرَّزْوِجِ بِأَخْتِهَا وَأَرْبَعِ سَوَاهَا وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا.

এর এই হুকুমের ভিত্তিতে **ثَلَاثَة** তিন খাস শব্দের আমল করতে গেলে নিম্ন মাসয়ালা বের হয়ে আসে :-

১. তালাক **رجعي** এর ক্ষেত্রে তৃতীয় হায়েজ চলাকালে ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকা না থাকা।
২. তৃতীয় হায়েজের মধ্যে অন্যের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ বন্ধন বিশুদ্ধ মনে করা না করা।
৩. তৃতীয় হায়েজের ইদত পালনের স্থানে ঐ মহিলার আবদ্ধ থাকার কিংবা সেখান থেকে বের হওয়া প্রসঙ্গে অধিকার।
৪. তৃতীয় হায়েজের তালাকদাতা স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তাকে খাদ্য-খোরাক ও বাসস্থান না দেয়া।
৫. তৃতীয় হায়েজের তালাক দাতা স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা ত্রীর সাথে খোলা তালাক দেয়া এবং অবশিষ্ট তালাক দেয়া প্রসঙ্গে।

৬. তৃতীয় হায়েজের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর বোনকে কিংবা এই স্ত্রী ব্যতীত অন্য চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে না পারা।

৭. একাধিক স্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলার স্বামীর মিরাসের উত্তরাধিকারী হওয়া না হওয়া।

وَكَذالك قَوْلُه تَعَالَى {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} خَاصٌ فِي التَّقْدِيرِ الشَّرْعِيِّ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ يُاعْتَبَارًا أَنَّهُ عَقْدٌ مَالِيٌّ فَيَعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مُوكُولًا إِلَى رَأْيِ الرَّوَجِينَ كَمَا ذُكِرَ الشَّافِعِيُّ وَفَرَعَ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّخْلِي لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ أَفْسَلُ مِنِ الْإِشْتِغَالِ بِالنِّكَاحِ وَأَبْحَاجِ إِبْطَالِهِ بِالْطَّلاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّرْفُجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ وَأَبْحَاجِ إِرْسَالِ الْمَلَاثِ جَمْلَةً وَاحِدَةً وَجَعْلِ عَقْدِ النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالْخَلْعِ.

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি অবগত আছি-স্বামীর উপর তাদের স্ত্রীদের জন্য যা নির্ধারণ করেছি। এখানে ফَرَضْنَا বা আমি নির্ধারণ করেছি শব্দটি মহরের শরয়ি পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে খাস। অতএব এর হকুম বা আমলকে বর্জন করা যাবে না। এই ভিত্তিতে যে, বিবাহ্ একটি সাধারণ লেনদেন সুতরাং সাধারণ লেনদেন এর উপর কিয়াস করে বিবাহের মধ্যে সম্পদ তথা মহরের নির্ধারণ স্বামী স্ত্রীর অভিমতের উপর নির্ভরশীল। যেমনটি ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহে আলাইহ বর্ণনা করেছেন। এই মাসয়ালার উপর নির্ভর করে ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহে আলাইহ আরো কয়েকটি শাখা মাসয়ালা বের করেছেন। যেমন তিনি বলেন-

১. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে নির্জন স্থানে নফল ইবাদতে লিঙ্গ থাকা উত্তম। ২. একই কারণে তিনি স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী একসঙ্গে কিংবা পৃথক পৃথকভাবে তালাক প্রদানের দ্বারা বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করাকে মুবাহ বা বৈধ বলেছেন।
৩. তিনি একই বাক্যে তিন তালাক প্রদানকেও জায়েজ বলেছেন।
৪. অনুরূপভাবে খোলা করার মাধ্যমে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

وَكَذالك قَوْلُه تَعَالَى : "حَقَّ تَنكِحُ زوجاً غَيْرِهِ" خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ. بِمَا رُوِيَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنَكَحْتَهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ". بَاطِلٌ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخَلْفُ فِي حلِ الْوَطْئِ وَنُزُومِ الْمُهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَوُقُوعِ الطَّلاقِ

وَالنِّكَاحُ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الْثَّلَاثَ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَدْمَاءُ أَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَّخِرُونَ
مِنْهُمْ

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী অর্থাৎ যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তাহলে সেই স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। এ আয়াতে শব্দটি খাস। স্ত্রী পক্ষ থেকে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার অন্তিমকে প্রকাশ করছে। অতএব এর আমল বর্জিত হবে না। এই হাদিসের কারণে যা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে (অর্থাৎ যে মহিলা তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল বাতিল। ইমাম শাফেয়ি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হাদিস অনুযায়ী আমল করেন) এই মতান্তেক্যের কারণে কতগুলো শাখা-মাসয়ালায় এমতপূর্বৰ্ক্য প্রকাশ পায়। যেমন-

১. উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করার বৈধতা।
২. মহর, অন্ন, বন্ধু ও বাসস্থান প্রদানের অপরিহার্যতা।
৩. তালাক সংঘটিত হতে পারা এবং
৪. তিন তালাক প্রদান করার পর পুনরায় ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারা ইত্যাদি। শেষোক্ত মাসয়ালাটি পূর্ববর্তী শাফেয়ি আলেমগণ এ সকল বিষয়ে হানাফিদের ন্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন।

وَأَمَّا الْعَامُ فَنُوعُهُ عَامٌ خَصٌّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌ لَمْ يَخْصُ عَنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَاصِ فِي حِلْزُومِ الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَةٌ وَعَلَىٰ هُذَا قُلْنَا إِذَا قطعَ يَدُ السَّارِقِ بَعْدَمَا هلكَ الْمَسْرُوقُ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْقطعَ جَزَاءٌ جَمِيعٌ مَا اكْتَسَبَ السَّارِقُ فَإِنَّ كَلْمَةَ مَا عَامَةً يَتَنَاهُوا لِجَمِيعِ مَا وُجِدَ مِنَ السَّارِقِ وَبِتَقْدِيرِ إِيجَابِ الضَّمَانِ يَكُونُ الْجَزَاءُ هُوَ الْمَجْمُوعُ وَلَا يُنْرِكُ الْعَمَلُ بِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْغَضْبِ

দুইপ্রকার। যথা-

১. এমন বাস যা হতে কিছু অংশ খাস করা হয়েছে।
২. এমন আম যা হতে কিছু অংশ খাস করা হয়নি।

অতঃপর যে হতে কিছুই **خاص** করা হয়নি তা আমল করা অবশ্যকরণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এরই অনুরূপ। (অর্থাৎ উহা অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক) এই প্রেক্ষিতে আমরা (হানাফিগণ) বলে থাকি, চোরের হাতে থাকাবস্থায় চোরাই মাল নষ্ট হওয়ার পর যদি চোরের হাত কাটা হয় তাহলে তার উপর মালের ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা হাত কাটাই চোরের কৃত সকল অপরাধের শাস্তি। কেননা আয়াতে উল্লিখিত **عام** মা শব্দটি **ما** যা চোর হতে পাওয়া যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হলে চোরের শাস্তি কেবল হস্ত কর্তনে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং হাতকাটা ও ক্ষতিপূরণ উভয় শাস্তি আরোপিত হয়। সুতরাং চুরিকে লুঠনের উপর কিয়াস করে চোরাই মালের ক্ষতিপূরণ দানের বাধ্য করে আমের ব্যাপকতা পরিত্যাগ করা যায় না।

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ كَلْمَةَ مَا عَامَّةً مَا ذُكِرَهُ مُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ إِذَا قَالَ الْمُؤْلِي لِجَارِيَتِهِ إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكَ غُلَامًا فَأَنْتَ حَرَّةٌ فَوْلَدْتُ غُلَامًا وَجَارِيَةٌ لَا تَعْتَقُ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "فَاقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَنْ ضَرُورَتْهُ عَدَمُ توقُفِ الْجُوَازِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَعَمِلْنَا بِهِمَا عَلَى وَجْهِ لَا يَتَغَيِّرُ بِهِ حَكْمُ الْكِتَابِ بِأَنَّ نَحْمَلَ الْخَبَرَ عَلَى نَفِيِ الْكَمَالِ حَتَّى يَكُونَ مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ فَرِضاً بِحَكْمِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةً بِحَكْمِ الْخَبَرِ

মা শব্দটি আম হওয়ার দলিল যা ইমাম মুহম্মদ(রহমতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন যে, যদি মুনিব তার দাসীকে বলে তোমার গর্ভে যা আছে তা যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহলে তুমি মুক্ত। অতঃপর যদি দাসী একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে তাহলে ঐ দাসী মুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে আমরা বলি, আল্লাহর বানী কুরআন থেকে পড় যা সহজ মনে হয়) এর মধ্যে মা শব্দ **عام** যাহা কুরআন শরিফের প্রত্যেক সহজ আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সুরায়ে ফাতিহা পড়ার উপর সালাত জায়েজ হওয়া নির্ভর করে না অথচ হাদিসে এসেছে : **لَا صَلَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** (অর্থাৎ সুরা ফাতিহা ছাড়ি সালাত হয় না) অতএব আমরা হানাফিগণ আলোচ্য আয়াত ও হাদিসের উপর এমনভাবে আমল করি যাতে, কিতাবুল্লাহর বর্ণিত- **এর ভুক্ত পরিবর্তন হয় না।** অর্থাৎ আমরা হাদিসকে সালাতের পরিপূর্ণতা না হওয়ার উপর প্রয়োগ করব। এমন কি তথা যে কোনো স্থান থেকে কিরাত পাঠ করা কুরআনের

ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆୟାତ ଦ୍ୱାରା ଫରଜ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହଲୋ, ଆର ହାଦିସେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୁରା ଫାତିହା ପାଠ କରା ଓୟାଜିବ ପ୍ରମାଣିତ ହଲ ।

**وَقُلْنَا كَذالكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" أَنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةً مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَجَاءَ فِي الْخُبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فَقَالَ كَلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَوْ ثَبِّتَ الْحُلْمَ
بِتَرْكِهَا عَامِدًا لَثَبَّتَ الْحُلْمَ بِتَرْكِهَا نَاسِيَا فَجِينَتِهِ يُرْتَفَعُ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيَتُرْكَ الْخُبَرُ.**

ଅନୁରୂପଭାବେ ଆମରା (ହାନାଫିଗଣ) ବଲି ଆଲ୍‌ଲାହ୍ ତାଆଲାର ବାଣୀ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆର୍ଥାତ ତୋମରା ଏ ଯବେହକୃତ ପ୍ରାଣୀ ହତେ ଭକ୍ଷଣ କରିଓ ନା ଯା ଯବେହ କରାର ସମୟ ଆଲ୍‌ଲାହ୍ର ନାମ ପଡ଼ା ହୟନି । ଏହି ଆୟାତ ଏ ପ୍ରାଣୀ ହାରାମ ହୋଯା କେ ସାବ୍ୟନ୍ତ କରେ ଜବେହ କାଳେ ଯାର ଉପର ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିସମିଲ୍ଲାହ ପାଠ କରା ହୟନି । ଅର୍ଥାତ ଏ ବର୍ଣିତ ହୟେଛେ ଯେ, ପ୍ରାଣୀ ଯବେହ କରାର ସମୟ ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ବିସମିଲ୍ଲାହ ଛେଡ଼େ ଦେଯା ହୟେଛେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କେ ନବି କରିମ ସାଲାଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମକେ ଜିଜେସ କରା ହୟେଛିଲ, ତିନି ତଥନ ଉତ୍ତରେ ବଲେଛିଲେ-ତୋମରା ତା ଖେତେ ପାର । କେନନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନେର ଅନ୍ତରେଇ ବିସମିଲ୍ଲାହ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଛେ । ଅତଏବ କିତାବୁଲ୍ଲାହ୍ ଓ ଏର ମଧ୍ୟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ ସଂକଳନ ନାହିଁ । କେନନା ଯଦି ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିସମିଲ୍ଲାହ୍ ବଲା ତ୍ୟାଗ କରା ସତ୍ତ୍ଵେ ଏହି ହାଲାଲ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହୟ, ତାହଲେ ଭୁଲକ୍ରମେ ବିସମିଲ୍ଲାହ୍ ପଡ଼ା ବାଦ ଗେଲେ ତା ଅବଶ୍ୟଇ ହାଲାଲ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହବେ । ଏମତାବଦ୍ୟାଯ କୁରାନେ ବର୍ଣିତ ହୁକ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରାପେ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ହୟ । ଅତଏବ କୁରାନେର ହୁକ୍ମ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଖବରେ ଓୟାହେଦକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରତେ ହବେ ।

**وَكَذالكِ قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَأَمْهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ" يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضَعَةِ وَقَد
جَاءَ فِي الْخُبَرِ لَا تَحْرِمُ الْمَصْةَ وَلَا الْمَصْتَانَ وَلَا الإِمْلَاجَةَ وَلَا الإِمْلَاجَتَانَ فَلَمْ يُمْكِنُ التَّوْفِيقَ
بَيْنَهُمَا فَيَتُرْكَ الْخُبَرُ.**

ଅନୁରୂପଭାବେ ଆଲ୍‌ଲାହ୍ ତାଆଲାର ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ ତୋମାଦେର ମାୟେରା, ଯାରା ତୋମାଦେରକେ ଦୁଧ ପାନ କରିଯେଛେନ । ଏ ଆୟାତଟି ଆମଭାବେ ସକଳ ସ୍ତନ୍ଯଦାନକାରିଣୀ ମାତାଗଣେର ସାଥେ ବିବାହ ହାରାମ ବଲେ ଘୋଷଣା କରା ହୟେଛେ । କିନ୍ତୁ ହାଦିସେ ଏସେହେ ଲାଗୁ ଏକବାର ବା ଦୁବାର ଚୋଷଣ କରଲେ କିଂବା ଏକବାର ବା ଦୁବାର ସ୍ତନ୍ରେ ବୋଟା ମୁଖେ ପ୍ରବେଶ କରାଲେ ଏ ମହିଳା ହାରାମ ହୟ ନା ।

আলোচ্য দুটি বক্তব্য তথা কুরআনের আয়াত ও হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। অতএব হাদিসের হুকুম তথা পরিত্যাজ্য হবে।

وَإِنَّمَا الْعَامُ الَّذِي خَصَّ عِنْدَ الْبَعْضِ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُجْبِي الْعَمَلَ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْإِحْتِمَالِ فَإِذَا أَقَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي بِجُوزِ تَخْصِيصِهِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ إِلَى أَنْ يُبْقَى الشُّكُوكُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجْزِي تَخْصِيصُهُ فَيُجْبِي الْعَمَلَ بِهِ.

যে থেকে কিছু অংশ করা হয় তার হুকুম হল অবশিষ্ট অংশের উপর আমল করা ওয়াজিব। তবে তাতে আরো খাস, হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে। অতএব যখন অবশিষ্ট অংশের মধ্যেও চার দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তখন তিনটি একক অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত খবর একটি হুকুম হবে। অবশেষে এর সংখ্যা তিনি পর্যন্ত পৌছার পর চার করা হবে। অতএব অবশিষ্টের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে।

وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخْصَصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضًا مَجْهُولًا يُثْبِتُ الْإِحْتِمَالَ فِي كُلِّ فَرِدٍ مَعِينٍ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ بِأَقِيمَا تَحْتَ حُكْمِ الْعَامِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ فَأَسْتَوَى الطَّرْفَانِ فِي حَقِّ الْمُعِينِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ تَرَجَّحَ جَانِبُ تَخْصِيصِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْصَصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولاً بِعِلْمٍ مَوْجُودَةٍ فِي هَذَا الْفَرِدِ الْمُعِينِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعُلَةِ فِي غَيْرِ هُذَا الْفَرِدِ الْمُعِينِ تَرَجَّحَ جِهَةُ تَخْصِيصِهِ فَيُعَمَّلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْإِحْتِمَالِ.

عام এর কোনো অংশ কারণ এই যে, যদি খাসকারী শব্দটি একটি হুকুম হয় তাহলে এর প্রত্যেকটি এককের মধ্যে খাস হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে। তাই তখন এর প্রত্যেকটি এককে (দুটি অবস্থার যে কোনো একটি সম্ভাবনা, থাকবে) হয়তো তা আমের আওতাভুক্ত থাকবে, নয়তো নির্দিষ্ট কারণের আওতায় আসবে। সুতরাং নির্দিষ্ট করা ও না করার ক্ষেত্রে এককগুলোর উভয় দিক সমান হবে।

অতএব যদি সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা কারী দলিলের অধীনে হওয়ার উপর শরয়ি দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেই এককের ক্ষেত্রে খাস হওয়ার দিকটি প্রাধান্য লাভ করবে। আর যদি খাসকারী শব্দটি এর কোনো নির্দিষ্ট একককে বের করে দেয়, তখন সেই নির্দিষ্ট বহিস্থিত অংশে ইলাত বিদ্যমান থাকার কারণেই তা বাদ থাকবে। এমতাবস্থায় যদি এমন কোনো শরয়ি দলিল পাওয়া যায়, যা অবশিষ্ট অংশের কোথাও ইলাত বিদ্যমান থাকাকে প্রমাণ করে থাকলে সেই অংশের ক্ষেত্রেও খাস হওয়ার দিকটি প্রাধান্য লাভ করবে। অতঃপর অবশিষ্টের সহিত খাস হওয়ার সম্ভাবনার সাথে এর উপর আমল করা যাবে।

الدرس الثاني : المطلق والمقييد

ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بطلاقه فالزيادة عليه يخرب الواحد والقياس لا يجوز مثلا في قوله تعالى : "فاغسلوا وجوهكم" فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموافقة والتسمية بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر

দ্বিতীয় পাঠ : মুতলাক ও মুকাইয়াদ

আমাদের হানাফি ইমামগণের মতে, কুরআনে বর্ণিত (শর্তহীন) শব্দকে মطلق (শর্তহীন) শব্দের উপর পরিবৃক্ষি করা যায়, তাহলে দ্বারা কুরআনের মطلق (অতিরিক্ত ব্যাখ্যারোপ) করা জায়েজ হবে না। এর উদাহরণ হলো-আল্লাহর বাণী **فَاغسلوا** (অজুতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধোত কর) এ আয়াতে তথা সাধারণভাবে মুখমণ্ডল ধোত করার কথা বলা হয়েছে। তাই এর সঙ্গে কোনো দ্বারা অজুর নিয়ত করা তরতিব বজায় রাখা, শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধোত করা ও বিসমিল্লাহ্ বলা ইত্যাদি শর্তারোপ করা যাবে না। তবে এমনভাবে আমল করতে হবে যেন কিতাব তথা কুরআনে ^২ বর্ণিত হকুমের কোনো পরিবর্তন না আসে (সাথে খ্বرو واحد এর উপরও আমল করতে হবে) আর তা

এভাবে যে, কুরআনের নির্দেশনাগুলোকে শতহানভাবে ধৌত করাকে ফরজ ও নিয়ত করাকে খবরের হকুম পালনার্থে সুন্নাত বলা হবে।

**وَكَذَالِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيَ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةً جَلَدَةٍ" إِنَّ الْكِتَابَ
جَعَلَ جَلَدَ مائَةً حَدًا لِلرَّزَنَى فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ التَّغْرِيبُ حَدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ
جَلَدَ مائَةً وَتَغْرِيبَ عَامٍ" بَلْ يَعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيَكُونُ الْجَلَدُ
حَدًا شَرِيعًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالتَّغْرِيبُ مَشْرُوعًا سِيَاسَةً بِحُكْمِ الْخَبْرِ.**

অনুরূপভাবে আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, আল্লাহ্ তাআলার বাণী **الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيَ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةً جَلَدَةٍ** অর্থাৎ তোমরা যিনাকারী ও যিনাকারিনীর প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। এখানে কোরআন একশত বেত্রাঘাতকে যিনার শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হাদিস **الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلَدَ مائَةً وَتَغْرِيبَ عَامٍ** অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারির সঙ্গে ব্যতিচারে লিঙ্গ হলে তাদেরকে তোমরা একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করে দাও। দ্বারা যিনার নির্ধারিত শাস্তিতে এক বছর দেশান্তর করাকে বর্ধিত করা যাবে না, তবে হাদিসটি উপর এমন পদ্ধতিতে আমল করতে হবে যেন কুরআনে বর্ণিত হকুমের কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটে। (আবার হাদিসের উপর আমল কার্যকরী রাখা সম্ভব) তাহলে এভাবে যে, একশত বেত্রাঘাত হলো শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর দেশান্তর করা হলো সামাজিক শৃংখলা রক্ষার বিধান, যা হাদিস বা দ্বারা প্রমাণিত।

**وَكَذَالِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَلِيَطْوِفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" مُطْلَقٌ فِي مُسَمِّي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ
شَرْطُ الْوُضُوءِ بِالْخَبْرِ بَلْ يَعْمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ بِأَنَّ يَكُونُ مُطْلَقُ
الْطَّوَافِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالْوُضُوءِ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْخَبْرِ فَيَجْبُرُ التَّقْصَانَ الْلَّازِمَ بِتَرْكِ
الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ بِاللَّدَّمِ.**

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী (অর্থাৎ তাদের উচিত সে প্রাচীন ঘর তথা কাঁবা শরিফে তাওয়াফ করা) বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের ক্ষেত্রে আয়াতটি **সুতরাং হাদিস দ্বারা** তাওয়াফের পূর্বে অজুর শর্ত বাড়ানো যাবে না। বরং এমনভাবে হাদিসের উপর আমল করতে হবে, যাতে কুরআনের হকুমের কোনো বিকৃতি না ঘটে। তা এভাবে যে, কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিধান

ନିରେଟ ତାଓ୍ୟାଫ ପୂର୍ବେ ଅଜୁ କରା ଓ୍ୟାଜିବ । ଅତେବ ଅଜୁ ନା କରଲେ ଯେ କ୍ରତି ସଂଘାତିତ ହବେ ସେଟି ଦମ ବା କ୍ଷତି ପୂରଣେର ଜନ୍ୟ କୁରବାନି ଦ୍ୱାରା ଓ୍ୟାଜିବ ତରକେର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିତେ ହବେ ।

وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : "وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ" مُطْلَقٌ فِي مُسَمِّي الرُّكُوعِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطٌ
الْتَّعْدِيلُ بِحُكْمِ الْخَبَرِ وَلَكِنْ يُعْلَمُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهِ لَا يَتَعَبَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيَكُونُ مُطْلَقُ
الرُّكُوعِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالْتَّعْدِيلُ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْخَبَرِ

ଅନୁରୂପଭାବେ ଆଲ୍‌ହାତ ତାଆଲାର ବାଣୀ (ଅର୍ଥାତ୍ ତୋମାର ରଙ୍କୁକାରୀଦେର ସାଥେ ରଙ୍କୁ କର) । ଏ ଆୟାତଖାନା ରଙ୍କୁ କରାର ଅର୍ଥେ ଭାବେ ବର୍ଣନା କରା ହେଲେ । ତାହିଁ ଦ୍ୱାରା ତାର ଉପର ତ୍ୟାଗ ବା ଧୀରତ୍ତିରତା ଏର ଶର୍ତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରା ଯାବେ ନା ବରଂ ଏଇ ଉପର ଏମନଭାବେ ଆମଳ କରତେ ହବେ, ଯେନ କୁରାନେ ବର୍ଣିତ ହୁକୁମେର ମଧ୍ୟେ କୋନୋ ରକମେର ପରିବର୍ତନ ନା ଆସେ । ଅତେବ କୁରାନେର ହୁକୁମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରଙ୍କୁ ଫରଜ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହବେ । ଆର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଧୀରତ୍ତିରତାର ହୁକୁମ ଓ୍ୟାଜିବ ବଲେ ବିବେଚିତ ହବେ ।

وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوْضِي بِمَاء الزَّعْفَرَانِ وَيَكُلُّ مَاء خَالِطَهُ شَيْءٌ ظَاهِرٌ فَغَيْرُ أَحَدٍ أَوْ صَافِهِ
لِأَنَّ شَرْطَ الْمُصِيرِ إِلَى التَّيِّمِمِ عَدْمُ مُطْلَقِ الْمَاء وَهَذَا قَدْ بَقَيَ مَاء مُطْلَقًا فَإِنْ قِيدَ الْإِضَافَةَ مَا
أَزَالَ عَنْهُ اسْمَ الْمَاءِ بِلْ قَرَرَهُ فَيَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ مُطْلَقِ الْمَاءِ وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صَفَةِ الْمَنْزِلِ
مِنَ السَّمَاءِ قِيدًا لِهَذَا الْمُطْلَقِ وَبِهِ يَخْرُجُ حُكْمُ مَاء الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْأَشْنَانِ وَأَمْثَالِهِ
وَيَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْقُضِيَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : "وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيَظْهِرُكُمْ" وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ
الظَّهَارَةَ وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ عِلْمُ أَنَّ الْحَدِيثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ فَإِنْ تَخْصِيلُ الظَّهَارَةِ بِدُونِ وجودِ
الْحَدِيثِ مُحَالٌ.

ଆର ଉପରୋକ୍ତ ନୀତିର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ଆମରା (ହାନାଫିଗଣ) ବଲି: ଜାଫରାନେର ପାନି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାନି ଯାର ସାଥେ କୋନୋ ପରିତ୍ରି ବନ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ହେଁ ତାର କୋନୋ ଏକଟି ଶୁଣ ପରିବର୍ତନ କରେ ଦିଯେଛେ । ସେ ସକଳ ପାନି ଦ୍ୱାରା ଅଜୁ କରା ବୈଧ । କେନନା ଅଜୁର ବଦଳେ ତାଯାମ୍ବୁମ ବୈଧ ହେଁବାର ଜନ୍ୟ ଶର୍ତ୍ତ ହଲୋ ମୁଲ୍କ
ତଥା ଯେ କୋନୋ ବିଶ୍ଵନ୍ତ ପାନି ନା ପାଓଯା ଯାଓଯା । ଆର ଜାଫରାନେର ପାନି, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନିର

অন্তর্ভুক্ত। কেননা জাফরানের পানি ও অন্যান্য পবিত্র বস্তু মিশ্রিত পানি থেকে তার সাধারণ নাম দূরীভূত করেনি বরং পানির নামটি আরো জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব জাফরান ইত্যাদি পানি মূল পানিরই অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত পানি আসমান থেকে বর্ণিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যের উপর বিদ্যমান থাকার শর্তরূপ করা মুক্তি কে মুক্তি করারই শামিল। বর্ণিত এ নীতির অলোকে জাফরান, ঘাস, সাবান, উশনেই ইত্যাদির পানি সম্পর্কে হৃকুম বেরিয়ে আসে যে, ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহ -এর মতে এগুলো দ্বারা অজু জায়েজ, আর ইমাম শাফেয়ির মতে জায়েজ নয়। আর আল্লাহ্ তাআলার বাণী “وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيَطْهِرَكُمْ” তবে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। কথাটি দ্বারা উপরোক্ত হৃকুম থেকে অপবিত্র পানি আলাদা হয়ে যায়। কুরআনে বর্ণিত ইশারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল হুন্দুর তথা অজু ভঙ্গ হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি হওয়া। কেননা ব্যতীত তাহারাত অর্জন করা অসম্ভব।

قَالَ أَبُو حُنيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُظَاهِرُ إِذَا جَامَعَ امْرَأَهُ فِي خَلَالِ الْإِطْعَامِ لَا يُسْتَأْنِفُ الْإِطْعَامَ لِأَنَّ الْكِتَابَ مُطْلَقٌ فِي حَقِّ الْإِطْعَامِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطٌ عَدْمُ الْمَسِيسِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ بِلِ الْمُطْلَقُ يَجْبِرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ وَالْمَقِيدُ عَلَى تَقْيِيدهِ وَكَذَالِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةً فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.

ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- যিহারকারী ব্যক্তি যদি যিহারের কাফফারা হিসেবে গরিবদেরকে খাদ্য দান করার সময়সীমার মধ্যে ত্রীর কাছে গমন করেন তাহলে পুনরায় গরিবদেরকে খাদ্য দিতে হবে না। কেননা খাদ্যদানের বিষয়টি কুরআনে মুতলাক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কাজেই সওমের উপর কিয়াস করে তাতে ত্রীর কাছে গমন করার শর্ত বাড়ানো যাবে না। বরং হৃকুমটি মুক্তি হিসেবে এবং হৃকুমটি মুক্তি হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে আমরা (হানাফিগণ) বলি যিহার ও কসমের কাফফারা বর্ণিত রাকাবা বা গোলাম আযাদ শব্দটি অতএব কতল তথা হত্যার কাফফারার সঙ্গে কিয়াস করে তাতে গোলামটি মিন হওয়ার শর্ত বৃদ্ধি করা যাবে না।

فَإِنْ قِيلَ أَنَّ الْكِتَابَ فِي مسح الرَّأْسِ يُوجِبُ مسح مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَدْ قِيدَتْمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاصِيَةِ بِالْخُبْرِ وَالْكِتَابَ مُطْلَقٌ فِي انتِهاءِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بِالنَّكَاجِ وَقَدْ قِيدَتْمُوهُ بِالدُّخُولِ بِحَدِيثِ امْرَأَةِ

رَفَاعَةُ قُلْنَا إِنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ فِي بَابِ الْمُسْحِ فَإِنْ حَكْمُ الْمُطْلَقِ أَنْ يَكُونَ الْآتِيَ بِأَيِّ فَرَدٍ كَانَ آتِيًّا بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَالْآتِيَ بِأَيِّ بَعْضٍ كَانَ هَهُنَا لَيْسَ بَاتَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَإِنَّهُ لَوْ مُسْحٌ عَلَى التَّصْفِ أَوْ عَلَى الْثَّلَاثَيْنِ لَا يَكُونُ الْكُلُّ فَرَضًا وَبِهِ فَارِقُ الْمُطْلَقِ الْمُجْمَلُ وَأَمَّا قِيدُ الدُّخُولِ فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ أَنَّ النَّكَاحَ فِي النَّصِّ حَمِلَ عَلَى الْوَطْرِ إِذَا عَقْدَ مُسْتَفَادًا مِنْ لِفْظِ الزَّرْفَجِ وَبِهِنَا يَزُولُ السُّؤَالُ وَقَالَ الْبَعْضُ قِيدُ الدُّخُولِ ثَبَتُ الْخَبَرُ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ فَلَا يُلْزِمُهُمْ تَقْيِيدُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

অতএব যদি বলা হয় যে, মাথা মাসেহর করার ব্যাপারে পৰিত্ব কুরআন কিছু অংশের মাসেহকে ফরজ করেছে। অথচ তোমরা এই কে একটি হাদিস দ্বারা কপাল পরিমাণের শর্তের দ্বারা মুক্তি করে দিয়েছে। (অনুরূপভাবে) বিবাহ দ্বারা চূড়ান্ত হারামের হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াতটি অথচ তোমরা রিফায়ার স্ত্রী বর্ণিত হাদিস দ্বারা সেটিকে স্ত্রীর কাছে গমন করার শর্তে করে দিয়েছে। উভয়ে আমরা (হানাফিরা) বলি, মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত বা সাধারণ নয়। কেননা সেটি যার কোনো একটি এককের আদায়কারীকে তথা অনিদিষ্ট কার্য সম্পাদনকারী বলে মনে করা হয়। কিছু মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে যে কোনো অংশের আদায়কারীকে আদিষ্ট বিষয়ের পালনকারী করা হয়। কেননা ব্যক্তি যদি মাথার অর্থেক কিংবা দুই তৃতীয়াংশ মাসেহ করে তাহলে একথা বলা হয় না যে, মাসেহকৃত সমস্ত অংশটি ফরজ ছিল। এ আলোচনার দ্বারা স্ত্রী গমনের শর্ত বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের কতিপয় আলেমের বক্তব্য হলো, এই যে, আয়াতের মধ্যে উল্লিখিত নকাহ (বিবাহ) শব্দটি বা স্ত্রী গমনের অর্থে ব্যবহৃত। কেননা পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি রূজ শব্দকে সাধারণভাবে পাওয়া যায়। এভাবে উভয় দেয়া হলে আয়াতের উপর কোনো প্রশ্নই থাকে না। আর অন্য কতিপয় আলেম বলেছেন, স্ত্রী গমনের শর্তবৃদ্ধি বস্তুত একটি হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। তবে তারা সেই হাদিসকে হাদিসে মশহুর হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং দ্বারা কুরআনকে করার অভিযোগ উথিত হয় না।

الدرس الثالث : المشترك والمؤول

الْمُشَرَّكَ مَا وَضَعَ لِعَنِيْنِ مُخْتَلِفِيْنَ أَوْ لِعَانَ مُخْتَلِفَةَ الْحَقَائِقِ مِثَالَهُ قَوْلًا جَارِيَهُ فَإِنَّهَا تَتَنَاؤِلُ الْأُمَّهُ وَالسَّفِينَهُ وَالْمُشَرِّيَ فَإِنَّهُ يَتَنَاؤِلُ قَابِلَ عَقدِ الْبَيعِ وَكَوْكَبِ السَّمَاءِ وَقَوْلَتَا بِائِنَ فَأَنْ يَحْتَمِلُ الْأَبْيَانَ وَحَكْمَ الْمُشَرَّكِ أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّنَ الْوَاحِدُ مَرَادًا يِه سَقْطُ اغْتِبَارٍ إِرَادَهُ غَيْرِهِ وَلِهَذَا أَجَمَ الْعُلَمَاءَ رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنْ لَفْظَ الْقَرْوَهُ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحِيْضِ كَمَا هُوَ مَذَهِبُنَا أَوْ عَلَى الْظُّهُورِ كَمَا هُوَ مَذَهِبُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا أَوْصَى لِمَوَالِيِّ بْنِ فَلَانَ وَلِبَنِيِّ فَلَانَ مَوَالِيِّ مِنْ أَعْلَى وَمَوَالِيِّ مِنْ أَسْفَلَ فَمَا بَطَلتُ التَّوْصِيَّهُ فِي حَقِّ الْفَرِيقَيْنِ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَعَدْمِ الرِّجْحَانِ.

তৃতীয় পাঠ : মুশতারিক ও মুয়াউওয়াল

ঐ শব্দকে বলে যা এমন দুটি অথবা দুইয়ের অধিক অর্থের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা এর দিকে হতে পরস্পর বিভিন্ন। এর উদাহরণ হলো-আমরা বলি **جَارِيَة** শব্দটি, এ শব্দটি দাসী ও নৌকা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে **مُشَرِّي** শব্দটি বিক্রিতা এবং আসমানের একটি তারকা অর্থেও সম্ভাবনা রাখে। আর মুশতারাকের হৃকুম এই যে, যখন বিচার বিশেষণে তার কোনো একটি অর্থ উদ্দেশ্যে হিসেবে নির্ধারিত হয়, তখন অপর সকল অর্থ পরিত্যাজ্য হয়। একারণেই আলেমগণ এ কথার উপর ঐকমত পোষণ করেন যে, কুরআনের বর্ণিত **قرْوَه** শব্দটি হ্যাত হ্যাত অর্থে ব্যবহৃত হবে যা আমাদের (**হানাফি**) মাজহাব অথবা **طُهْر** অর্থে ব্যবহৃত হবে, যা ইমাম শাফেয়ির এর মাজহাব (**অর্থাৎ** উভয় অর্থকে একত্রিত ভাবে কেহই গ্রহণ করেননি)। আর ইমাম মুহাম্মদ (**রহমতুল্লাহে আলাইহ**) বলেন কেউ যদি কারো **مَوَالِي** সম্পর্কে অসিয়ত করে আর তার যদি আযাদকারী ও আযাদকৃত এ উভয় প্রকারের **مَوَالِي** থাকে এ অবস্থায় অসিয়তকারী ব্যক্তি মারা গেলে উভয় প্রকার মাওয়ালির ক্ষেত্রেই অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা উভয় প্রকার কে একত্রিত করা অসম্ভব। আমার একটির উপর অপরটিকে অগ্রাধিকার দানের কোনো কারণও এখানে বিদ্যমান নেই।

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا قَالَ لِزَوْجِهِ أَنْتَ عَلَىٰ مِثْلِي لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا لِأَنَّ الْفَظْلَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْحُرْمَةِ فَلَا يَتَرَجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ إِلَّا بِالثَّنَيَّةِ وَعَلَىٰ هُذَا قُلْنَا لَا يَجِدُ النَّظِيرُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : "فِي جَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعْمٍ" لِأَنَّ الْمِثْلَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْمِثْلِ صُورَةً وَبَيْنَ الْمِثْلِ مَعْنَىً وَهُوَ الْقِيمَةُ وَقَدْ أُرِيدَ الْمِثْلُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَىِ بِهَذَا النَّصِّ فِي قَتْلِ الْحَمَامِ وَالْعَصَفُورِ وَنَحْوِهِمَا بِالْإِلْتِفَاقِ فَلَا يَزَادُ الْمِثْلُ مِنْ حِيثِ الصُّورَةِ إِذْ لَا عُمُومُ لِلْمُشْتَرِكِ أَصْلًا فَيُسْقَطُ اعْتِيَارُ الصُّورَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ

ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যখন কেউ তার ঝীকে বলে তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মত। তখন সে ব্যক্তি যিহারকারী হবে না। কেননা এখানে (মত) শব্দটি মুশতারিক। এখানে শব্দটি মহাত্মা ও হারাম উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব লোকটির নিয়ত ব্যতীত হারাম অর্থ গ্রহণকে অস্থাধিকার বা প্রাধান্য দেওয়া যায় না। (মুশতারিকের মধ্যে উমুম নেই)

এ কথার উপর ভিত্তি করে আমরা হানফিগণ বলি আল্লাহর বাণী- অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় কোনো প্রাণী হত্যা করলে তার সমান বদলা দিতে হবে। এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে শিকারের ক্ষেত্রে সম আকৃতির প্রাণী দেয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা শব্দটি (আকৃতিগত সাদৃশ্য) ও (মূলগত সাদৃশ্য) মধ্যে অর্থের মধ্যে মুশতারাক। আর এ আয়াত দ্বারা কবুতর ও চূড়ই ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্ব সম্মাতিক্রমে মধ্যে মূলগত সাদৃশ্য বুঝানো হয়েছে। তাই অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে মধ্যে মূলগত সাদৃশ্যের অর্থ নেয়া যাবে না। কেননা নীতিগতভাবে মুশতারিকের উভয় অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একত্রিকরণ অসম্ভব বিধায় বা আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিত্যক্ত হবে।

ثُمَّ إِذَا تَرَجَحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرِكِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ يَصِيرُ مَؤْوِلاً وَحْكَمُ الْمَؤْوِلِ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ مَعَ احْتِمَالِ الْخَطَأِ وَمِثْلِهِ فِي الْحَكَمِيَّاتِ مَا قُلْنَا إِذَا أَطْلَقَ الشَّمْنَ فِي الْبَيْعِ كَانَ عَلَىٰ غَالِبٍ نَقْدُ الْبَلَدِ وَذَالِكَ بِطَرِيقِ التَّأْوِيلِ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلَفَةً فَسَدُ الْبَيْعِ لِمَا ذَكَرْنَا وَحملُ الإِقْرَاءِ عَلَىِ الْحَيْضِ وَحملُ التَّكَاحِ فِي الْأَيْمَةِ عَلَىِ الْوَطَئِ وَحملُ الْكِنَائِيَّاتِ حَالَ مَذَاكِرَةِ الطَّلاقِ عَلَىِ الطَّلاقِ مِنْ هَذَا

الْقَبِيلُ وَعَلَى هُذَا قُلْنَا الدِّينُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكَةِ يُصْرَفُ إِلَى أَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَضَاءً لِلَّدَّيْنِ وَفَرْعُ مُحَمَّدٍ
عَلَى هُذَا فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأً عَلَى نِصَابٍ وَلَهُ نِصَابٌ مِنَ الْغُنْمِ وَنِصَابٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ يُصْرَفُ
الَّذِينَ إِلَى الدَّرَاهِمِ حَتَّى لَوْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحُولُ تَجْبُ الزَّكَةُ عِنْهُ فِي نِصَابِ الْغُنْمِ وَلَا تَجْبُ فِي
الَّدَّرَاهِمِ.

অতঃপর যখন মুশতারিকের কোনো অর্থ প্রবল ধারণা (অর্থাৎ দলিল যেমন জৈব দলিল যেমন একটি পরিগত হবে।
এর দ্বারা প্রাধান্য লাভ করে তখন এই মুশতারিক মৌল এ পরিগত হবে।

হুকুম: এই যে, এর উপর ভুলের সম্ভবনা আছে মেনে নিয়ে আমল করা ওয়াজিব।
আহকামের শরিয়তে- এর উদাহরণ সেই মাসলা যা আমরা (হানাফিগণ) বলে থাকি, যখন ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য অনিদিষ্ট রাখা হয়। তখন শহরের বহুল প্রচলিত মুদ্রা উদ্দেশ্য হবে। উপরোক্ত বিধানটি কে মৌল বানানোর ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। আর যদি শহরের সর্ব প্রকার মুদ্রার লেনদেন সমান হয়, তাহলে সে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, পূর্বে বলা হয়েছে যে,
হিচ এর উপর আমল করা বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোরআনে বর্ণিত ক্রয় শব্দকে
অর্থে, এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক সম্পর্কীয় আলোচনা চলাকালে কেনায়া
তালাকের শব্দকে তালাক হিসেবে বিবেচনা করা মৌল এ শ্রেণিভুক্ত।

আর এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফিগণ) বলে থাকি যে, যে খণ্ড জাকাত প্রদানে বাঁধা দান
করে (অর্থাৎ নিসাব পূরণ হতে দেয় না) সে খণ্ড দুটি মালের মধ্যে এই মালের সম্পর্ক যুক্ত হবে, যা
দ্বারা খণ্ড আদায় করা অধিকতর সহজ। (সুতরাং এমতাবস্থায় যে নিসাবটি খণ্ড পরিকুর্ধের জন্য সহজ
তা হতে জাকাতের হুকুম রাহিত হয়ে যাবে) উক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইমাম মুহাম্মদ (র.) শাখা
মাসলা বের করে বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করে এবং মহর হিসেবে নিসাব
প্রদানের কথা উল্লেখ করে। আর সে লোকের কাছে বকরি ও দিরহামের উভয়ের নিসাবই মওজুদ
থাকে, (তখন এ মহরের খণ্ড দিরহামের নিসাবটিতে জাকাত ওয়াজিব হতে বাঁধা প্রদান করবে।
কেননা, এর দ্বারা মহর আদায় করা অধিক সহজ)। এ উভয় নিসাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার
পর বকরির নিসাবের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু দিরহামের নিসাবের উপর জাকাত ওয়াজিব
হবে না।

وَلَوْ ترَجَعَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشَتَّرِكِ بِبَيَانِ مَا قَبْلَهُ مُفَسِّرًا وَحْكَمَ أَنَّهُ يَجِدُ الْعَمَلَ بِهِ
يَقِينًا إِذَا قَالَ لِفُلَانَ عَلَيْهِ عِشْرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ نَقْدِ بَخَارِي فَقَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ بَخَارِي تَفْسِيرٌ لَهُ
فَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ مُنْصَرِفًا إِلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ بِطَرِيقِ التَّأْوِيلِ فَيَتَرَجَّعُ الْمُفَسِّرُ فَلَا يَجِدُ نَقْدَ
الْبَلَدِ.

আর যদি মুশতারিকের কোনো একটি অর্থ স্বয়ং এর বর্ণনা দ্বারা প্রাধান্য লাভ করে তখন তাকে
মفسর বলা হয়। আর উপর সন্দেহ মুক্ত ভাবে আমল করা অপরিহার্য।
যেমন কেউ বলল সে আমার নিকট বুখারার মুদ্রার দশ দিরহাম পাবে। এই বাক্যে বুখারার কথাটি
দিরহাম এর তাফসির। যদি এ তাফসির উল্লেখ না থাকত হবে তাবিলের পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক
দেশের অধিক প্রচলিত দিরহামই নির্ধারণ হত। সুতরাং (উক্ত বর্ণনা দ্বারা) এর মৌল এর উপর
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ফলে শহরের অধিক প্রচলিত মুদ্রা ওয়াজিব হবে না। (বরং বুখারার মুদ্রাই
দিতে হবে)।

الدرس الرابع : الحقيقة والمجاز

كُلُّ لُفْظٍ وَضِعْهُ وَاضْعُ اللُّغَةَ بِإِرَاءِ شَيْءٍ فَهُوَ حَقِيقَةٌ لَهُ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مُجَازًا لَا
حَقِيقَةً ثُمَّ الْحَقِيقَةُ مَعَ الْمُجَازِ لَا يَجْتَمِعُانِ إِرَادَةُ مِنْ لُفْظٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُمَا قُلْنَا لَمَا
أُرِيدَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّاعِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَا تَبِعُوا الدَّرْهَمَ بِالدَّرْهَمِينَ وَلَا الصَّاعَ
بِالصَّاعِينَ) وَسَقَطَ اعْتِبَارُ نَفْسِ الصَّاعِ حَتَّى جَارٌ بَعْدُ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِالْإِثْنَيْنِ وَلَمَا أُرِيدَ الْوَقْعُ مِنْ
آيَةِ الْمُلَامِسَةِ سَقَطَ اعْتِبَارُ إِرَادَةِ الْمُسِّ بِالْيَدِ.

চতুর্থ পাঠ : হাকিকত ও মাজাজ

প্রত্যেক শব্দ, যাকে গঠনকারী কোনো নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করেছে, যদি শব্দটি সেই অর্থেই
ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে হাকিকত বলা হয়। আর যদি শব্দটি উক্ত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহৃত
হয় তবে তাকে মাজাজ বলে। উহা হাকিকত হবে না। অতএব এর সাথে একই শব্দ
হতে একই অবস্থায় অর্থগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে একত্রিত হতে পারে না। আর এজন্য আমরা বলি যে,

لَاتَبِعُوا الْدِرْهَمَ بِالدِّرْهَمِينَ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعِينَ
 নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর বাণী অর্থাৎ তোমরা এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে এবং এক সাঁকে দুই-সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করো না। এ হাদিসের মধ্যে যখন চাউ দ্বারা চাউ দ্বারা (মাপার মত পরিমাপের একক)-এর মধ্যস্থিত জিনিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা তার মাজাজি অর্থ তখন চাউ দ্বারা পরিমাপের পাত্র (যা হাকিকি অর্থ) উদ্দেশ্য করা বাতিল বলে গণ্য হবে। অতএব বস্তুগত একটি কে দুটি এর বিনিময়ে বিক্রিয় করা বৈধ হবে। তেমনিভাবে দ্বারা সহবাসের অর্থ গৃহীত হয়েছে (যা তার মাজাজি অর্থ) তখন আর হাত দ্বারা স্পর্শ করার অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

قَالَ مُحَمَّدٌ رَّحْمَهُ اللَّهُ إِذَا أَوْصَى مَوَالِيَهُ وَلَهُ مَوَالِيٌّ أَعْتَقُهُمْ وَلِمَوَالِيَهُ مَوَالِيٌّ اعْتَقُوهُمْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ
 لِمَوَالِيَهُ دُونَ مَوَالِيَهُ وَفِي السِّيرِ الْكَبِيرِ لَوْ اسْتَأْمِنَ أَهْلَ الْحُرْبِ عَلَى آبَائِهِمْ لَا تَدْخُلُ الْأَجْدَادُ
 فِي الْأُمَانِ وَلَا اسْتَأْمِنُوا عَلَى أَمْهَاتِهِمْ لَا يَثْبِتُ الْأُمَانُ فِي حَقِّ الْجُدَّاتِ

ইমাম মুহাম্মদ বলেন, কেউ যদি মাওয়ালির জন্য অসিয়ত করে, আর তার যদি এমন থাকে যাদেরকে সে আযাদ করেছে। আবার এমন মাওয়ালি (দাস-দাসী) থাকে যাদেরকে তার মাওয়ালি ব্যক্তিরা আযাদ করেছে। তখন তার এই অসিয়ত শুধু তার প্রত্যেক মাওয়ালি তথা তার আযাদকৃত দাসদাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে। আযাদকৃতদের মাওয়ালিদের ক্ষেত্রে অসিয়ত কার্যকরী হবে না। ইমাম মুহাম্মদ রচিত সিয়ারে কবির নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কাফের শক্ত নিজেদের পিতৃবর্গের জন্য নিরাপত্তা কামনা করে তাহলে তাদের দাদি ও নানিদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না।

وَعَلَى هُذَا قُلْنَا إِذَا أَوْصَى لِأَبْكَارِ بْنِي فَلَانَ لَا تَدْخُلُ الْمَصَابَةَ بِالْفَجُورِ فِي حَكْمِ الْوَصِيَّةِ وَلَا
 أَوْصَى لِبْنِي فَلَانَ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنُونُ بْنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بْنِي بْنِيهِ قَالَ أَصْحَابَنَا لَوْ حَلَفَ
 لَا يَنْكِحُ فُلَانَةً وَهِيَ أَجْنِيَّةٌ كَانَ ذَالِكَ عَلَى الْعَدْ حَتَّى لَوْ زَنَ بَهَا لَا يَحْنَثُ وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا
 لَا يَضْعُ قَدْمَهُ فِي دَارِ فَلَانَ يَحْنَثُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيَاً أَوْ مَتَنْعِلًا أَوْ رَأِكِيَاً وَكَذَالِكَ لَوْ حَلَفَ لَا
 يَسْكُنَ دَارَ فَلَانَ يَحْنَثُ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مَلْكًا لِفَلَانَ أَوْ كَانَتِ بِأُجْرَةٍ أَوْ غَارِيَةً وَذَالِكَ جَمِيعُ بَيْنِ
 الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَكَذَالِكَ لَوْ قَالَ عَبْدَهُ حِرَيْمَ يَقْدِمُ فَلَانَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَثُ

(মজাজ একত্রিত করা বৈধ নেই) এই মূলনীতির উপর আলোকে করে আমরা বলি যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বংশের কুমারী নারীগণের জন্য অসিয়ত করে, তাহলে (ঐ বংশের) ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়ে যে মেয়ের কুমারিত্ব নষ্ট হয়েছে সে মেয়ে ঐ অসিয়তের অঙ্গভূক্ত হবে না। এমনিভাবে যদি ব্যক্তি তার পুত্রের জন্য (কিছু দান করার) অসিয়ত করে অথচ সেই ব্যক্তির যেমন পুত্র রয়েছে, তেমনি পুত্রদের পুত্রও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে অসিয়ত কেবল পুত্রের জন্যই কার্যকর হবে। পুত্রদের (পুত্রদের জন্য) জন্য কার্যকর হবে না। আমাদের হানাফি আলেমগণ বলেন কেউ অপরিচিতা বা অনান্তীয়া কোনো মহিলা সম্পর্কে কসম করে বলে যে, সে অমুক মহিলাকে বিবাহ করবে না। তখন কসম দ্বারা বিবাহ উদ্দেশ্য হবে। অতএব, ঐ মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিঙ্গ হলে কসম ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে না। (কেননা, নিকাহ শব্দটি বিবাহ অর্থে মাজাজ)।

এখানে সে হিসেবে কথাটির উপর আমল করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে অমুকের ঘরে পা রাখবে না। অতঃপর যদি ঐ ঘরে খালি পায়ে কিংবা জুতা পায়ে বা আরোহী অবস্থায় যে কোনোভাবে ঘরে প্রবেশ করুন, তাতে সে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে। যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে যে সে অমুকের ঘরে বসবাস করবে না তবে ঐ ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানা ঘরে কিংবা ভাড়াকৃত ঘরে বা ধারকৃত ঘরে যে কোনো ঘরে বাস করুক তার কসম ভঙ্গে যাবে। কারণ এতে হাকিকত ও মাজায়ের একত্রে সমাবেশ ঘটেছে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বলে, যে দিন অমুক ব্যক্তির আগমন হবে সে দিন তার গোলাম আযাদ হবে। তাহলে সে ব্যক্তি দিনে বা রাতে যে সময়ই আগমন করুক তার গোলামটি আযাদ হবে।

قُلْنَا وَضَعَ الْقَدَمَ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدُّخُولِ بِحِكْمَ الْعُرْفِ وَالدُّخُولُ لَا يَتَفَوَّتُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَدَارَ
فَلَانَ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدَّارِ مَسْكُونَةُ لَهُ وَذَالِكَ لَا يَتَفَوَّتُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَلْكًا لَهُ أَوْ كَانَتْ بِأُجْرَةِ
لَهُ وَالْيَوْمِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَدُومِ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى فَعْلٍ لَا يَمْتَدِ
يَكُونُ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ كَمَا عُرِفَ فَكَانَ الْحِنْثُ بِهَذَا الطَّرِيقِ لَا بِطَرِيقِ الْجَمْعِ بَيْنِ
الْحِقِيقَةِ وَالْمَجَازِ

(উপরোল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে) আমরা বলি যে, প্রচলিত অর্থে পা রাখার মাজাজি অর্থ হলো প্রবেশ করা। আর প্রবেশ করা খালি পা থাকা বা জুতা পায়ে থাকা ইত্যাদিতে কোনো পার্থক্য নেই। তেমনি অমুকের বাড়ি কথাটির অর্থ তার বসত বাড়ি তার এ বাড়ি নিজ মালিকানাধীন হতে পারে কিংবা ভাড়া করাও হতে পারে এতে কোনো পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে আগমন করার কথার দিন বলে সাধারণ সময় বুঝানো হয়েছে।

কেননা، শব্দকে যখন শব্দকে যখন (দীর্ঘায়িত কাজের) সাথে সম্পর্ক করা হয়, তখন এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হল সাধারণ সময়। অতএব এ শব্দকের দিনে রাত্রে যখনই আগমন ঘটবে তখনই কথকের গোলামটি আয়াদ হয়ে যাবে। কসমের পূর্ণতা এভাবে হয়- হাকিকত ও মাজাজকে একত্র করার কারণে নয়।

ثَمَ الْحَقِيقَةُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ وَمَهْجُورَةٌ وَمُسْتَعْمَلَةٌ وَفِي الْقُسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ
بِالْإِتَّفَاقِ وَنَظِيرِ الْمُتَعَذِّرَةِ إِذَا حَلَّ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْقُدْرِ فَإِنْ أَكَلَ
الشَّجَرَةَ وَالْقُدْرَ مُتَعَذِّرٌ فَيُنَصَّرِّفُ ذَالِكَ إِلَى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَإِلَى مَا يَحْلِ فِي الْقُدْرِ حَتَّى تَأْكُلَ
مِنْ عَيْنِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ عَيْنِ الْقُدْرِ بِنَوْعِ تَكْلِفٍ لَا يَخْتَنِّ

অতঃপর (ব্যবহার হিসেবে) হাকিকত তিন প্রকার। যথা- (১) দুষ্কর হাকিকত (২) অর্থ হাকিকত পরিত্যক্ত হাকিকত (৩) প্রচলিত হাকিকত। প্রথম দু'প্রকারের মধ্যে মাজাজ তথা ঝুপক অর্থ গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। এর উদাহরণ যেমন-কেউ শপথ করলো যে, সে এ গাছ থেকে বা এ পাতিল থেকে খাবে না। অর্থ গাছ বা পাতিল খাওয়া দুষ্কর। তাই তার কথা দ্বারা গাছের ফল ও পাতিলের মধ্যস্থ রক্ষণকৃত কষ্ট মাজাজি অর্থে গৃহিত হবে। এমনকি যদি সে কোনো অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নিয়ে স্বয়ং গাছ বা পাতিলের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

وَعَلَى هُذَا قُلْنَا إِذَا حَلَّفَ مِنْ هَذِهِ الْبَيْرِ يُنْصَرِفُ ذَالِكَ إِلَى الْاِغْتِرَافِ حَتَّى لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ
لَوْ كَرِعَ بِنَوْعِ تَكْلِفٍ لَا يَخْتَنِّ بِالْإِتَّفَاقِ وَنَظِيرِ الْمَهْجُورَةِ لَوْ حَلَّفَ لَا يَضُعُ قَدْمَهُ فِي دَارِ فَلَانِ
فَإِنْ إِرَادَةُ وَضُعُّ الْقَدْمِ مَهْجُورَةٌ عَادَةٌ وَعَلَى هُذَا قُلْنَا التَّوْكِيلُ بِنَفْسِ الْخُصُومَةِ يُنْصَرِفُ إِلَى
مُطْلَقِ جَوَابِ الْخُصُومِ حَتَّى يَسْعِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُجِيبَ بِنَعِمٍ كَمَا يَسْعِهُ أَنْ يُجِيبَ بِلَا لِأَنَّ التَّوْكِيلَ
بِنَفْسِ الْخُصُومَةِ مَهْجُورَ شَرِعاً وَعَادَةً وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ
مُتَعَارِفٌ فَالْحَقِيقَةُ أُولَى بِلَا خَلَافٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارِفٌ فَالْحَقِيقَةُ أُولَى عِنْدَ أَيِّ حَنِيفَةٍ
وَعِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أُولَى

(প্রথম দু'প্রকার মধ্যে مجازي অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে) এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা (হানফিগণ) বলি যে, যখন কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে এ কৃপ থেকে পানি পান করবে না। তখন অঙ্গলি দ্বারা পানি পান করার অর্থের প্রতি ফেরাতে হবে। তাই যদি আমরা ধরে নেই যে, সে ব্যক্তি কোনো ক্রমে কৃপ থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করছে তাতে সর্ব সম্মতিক্রমে সে হান্থ বা শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর হান্থ এর উদাহরণ হলো যেমন কোনো ব্যক্তি কসম করল যে, অমুকের বাড়িতে সে পা রাখবে না। কেননা এ কথায় দ্বারা নিছক পা রাখার অর্থ সাধারণভাবে বর্জিত। (বরং সমস্ত শরীর নিয়ে প্রবেশের অর্থে ব্যবহৃত হয়)

অনুরূপভাবে আমরা বলি, শুধু প্রতিবাদের জন্য উকিল নিযুক্ত করা সাধারণভাবে বিপক্ষের উত্তর দানের অর্থে বিবেচিত। অতএব উকিল যেমনি ‘না’ জবাব দিতে পারবে, তেমনি হ্যা জবাব ও দেয়ার সুযোগ থাকবে। কেননা শুধু প্রতিবাদের জন্য উকিল নিয়োগ করা শরিয়ত ও সামাজিক ভাবে বর্জিত। আর যদি হাকিকি অর্থ ব্যবহার যোগ্য হয় এবং তার কোনো প্রসিদ্ধ মাজাজি অর্থ না থাকে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে হাকিকি অর্থটিকেই গ্রহণ করা উত্তম। পক্ষান্তরে যদি মাজাজি তথা রূপক অর্থ থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে, হাকিকি অর্থ গ্রহণ করা উত্তম। আর সাহেবাইনের মতে (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) অর্থ গ্রহণ করা উত্তম।

مِثَالهُ لَوْ حَلْفٌ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ يُنْصَرِفُ ذَالِكُ إِلَى عِينِهَا عِنْدَهُ حَقًّى لَوْ أَكَلَ مِنَ الْخَبْزِ
الْخَاصِلِ مِنْهَا لَا يَجْعَلُ عِنْدَهُ مَا يُنْصَرِفُ إِلَى مَا تَضَمِّنَهُ الْحِنْطَةُ بِطَرِيقٍ عُمُومَ الْمَجَازِ
فَيَحْتَسِبُ بِأَكْلِهَا وَبِأَكْلِ الْخَبْزِ الْخَاصِلِ مِنْهَا وَكَذَا لَوْ حَلْفٌ لَا يَشْرِبُ مِنَ الْفَرَاتِ يُنْصَرِفُ إِلَى
الشَّرْبِ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارِفِ وَهُوَ شَرْبٌ مَائِهًا يَأْتِي طَرِيقَ كَانَ ثُمَّ
الْمَجَازُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةِ خَلْفُ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِ الْلَّفْظِ وَعِنْدَهُمَا خَلْفُ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِ
الْحُكْمِ حَقًّى لَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِهَا لِمَانِعٍ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ
وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا وَعِنْدَهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا مَثَالٌ إِذَا
قَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ أَكْبَرُ سَنَا مِنْهُ هَذَا أَبْنِي لَا يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا لِإِسْتِحَالَةِ الْحَقِيقَةِ . وَعِنْدَهُ
يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ حَقًّى يُعْتَقُ الْعَبْدُ

যে হাকিকতের মাজাজি অর্থ বহুল প্রচলিত উহার উদাহরণ এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, এই গম থাবে না। তখন ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে তার এই শপথ প্রকৃত গমের

সাথে সম্পৃক্ত হবে। অতএব যদি সে ব্যক্তি গম হতে তৈরি রুটি খায় তবে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। আর সাহেবাইনের মতে (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) তার এই শপথ মুজাহিদ এর পদ্ধতি অনুসারে এই সব জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হবে যে, গুলোতে গম থাকে। সুতরাং সে ব্যক্তি গম কিংবা গমের তৈরি রুটি খেলে তার শপথ ভঙ্গে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ কসম করে যে, সে ফোরাত নদী হতে পানি পান করবে না, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর মতে উক্ত কসমের সম্পর্ক হবে ফোরাত নদী থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার সাথে। আর সাহেবাইনের মতে কসম প্রচলিত রূপক অর্থের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সে মতে যেভাবেই হোক ফোরাতের পানি পান করলে কসম ভঙ্গে যাবে। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা মতে মাজাজ শব্দের ক্ষেত্রে হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প। আর সাহেবাইনের মতে মাজাজ হৃকুমের ক্ষেত্রে হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত হয়। অতএব সাহাবাইনের মতে হাকিকত যদি এমন হয়, যা অর্থ কার্যকর হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতার দরুন এই উপর আমল করা যাচ্ছে না, তখন মাজাজ অবলম্বন করা হবে। অন্যথায় বাক্যটি অর্থহীন বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে যদি অর্থের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভবপর নাও হয়, তবেও মাজাজ অবলম্বন করা হবে। যেমন কেউ তার নিজের চেয়ে বয়সে বড় গোলাম সম্পর্কে বলল, এ আমার ছেলে। তাহলে সাহেবাইনের মতে এখানে হাকিকতের অর্থ গ্রহণ মৌলিকভাবেই অসম্ভব, তাই কথাটিকে মাজাজ অবলম্বন করা হবে না বরং কথাটি অর্থহীন হয়ে যাবে। অন্য দিকে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে এক্ষেত্রে মাজাজি অর্থ গৃহীত হবে এবং গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে।

وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له على ألف أو على هذا المِحْدَار وقوله عَبْدِي أو حماري حر ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته هذه ابنتي ولهَا نسب معروف من غيره حيث لا تحرم عليه ولا يجعل ذلك مجازاً عن الطلق سواء كانت المرأة صغرى سنا منه أو كبرى لأن هذا اللفظ لو صاح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه وهو الطلق ولا استعارة مع وجود التنافي بخلاف قوله هذا ابني فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه.

ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মাঝে মাজায়ের ত্ত্বলবত্তী হওয়া সম্পর্কিত যে মত পার্থক্য সে মত পার্থক্যের ভিত্তিতেই বঙ্গার কথা **الجدار** لـ علی الف او علی هذا آমার কাছে বা দেয়ালের কাছে অন্যুক্ত ব্যক্তির এক হাজার টাকা পাওনা আছে। এবং **عبدی او حماری حر** آমার গোলাম বা আমার গাধাটি আয়াদ ইত্যাদি বাক্যের ভুকুম নির্গত হয়। (সাহেবাইনের মতে আলোচ্য উদাহরণ দুটি অনর্থক

ହବେ । ଆର ଇମାମ ଆବୁ ହାନିଫା ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନହମର ମତେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍କି ଦାରା ଏକ ହାଜାର ଟାକା ଦେଯା ଆବଶ୍ୟକ ହବେ ଏବଂ ଦିତୀୟ ଉତ୍କି ଦାରା ଗୋଲାମ ସ୍ଵାଧୀନ ହବେ) । ଇମାମ ଆବୁ ହାନିଫା ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନହମର ଉତ୍କ ବିଧାନେର ଉପର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଥାପିତ ହବେ ନା ଯେ, ସଖନ କେଉ ନିଜେର ଶ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବଲେ, ଏଟି ଆମାର କଣ୍ୟା । ଅଥଚ ସେ ଅନ୍ୟେର ସନ୍ତାନ ହିସେବେ ପରିଚିତ । ଏ କଥାଟି ମାଜାଜ ହିସେବେ ତାଲାକ ବଲେବେ ଗଣ୍ୟ କରା ହବେ ନା । ଏମତାବଞ୍ଚାୟ ଶ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ୟ ହାରାମ ହବେ ନା । ଉତ୍କ ଶ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀର ଚେଯେ ବୟସେ ବଡ଼ ହୋକ ବା ଛୋଟ ହୋକ । କେନନା ଏ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ଯଦି ସଠିକ ହୟ ତାହଲେ ତା ବିବାହେର ପରିପଣ୍ଡୀ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେ । (କେନନା ନିଜେର କଣ୍ୟାକେ ବିବାହ କରା ଯାଇ ନା) । ଅତଏବ ଏଟି ବିବାହେର ଭୁକୁମ ତାଲାକେରାଓ ପରିପଣ୍ଡୀ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେ । (ଅର୍ଥାତ ସଖନ ବିବାହରେ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହୟନି ତଥନ ତାଲାକ ସାବ୍ୟନ୍ତ ହେଁଯା ଅସମ୍ଭବ) ସୁତରାଂ ଏମନ ବା ବୈପରିତ୍ୟେର କାରଣେ(ମାଜାଜି ଅର୍ଥେ) ତାଲାକଓ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇ ନା । ମନିବେର ନିଜେର ଚେଯେ ବୟସେର ବଡ଼ ଗୋଲାମକେ “ଏ ଆମାର ଛେଲେ” ବଲା ଉତ୍କ ମାସଲାର ବିପରୀତ । କେନନା ଛେଲେ ହେଁଯାଟା ପିତାର ମାଲିକାନାତେ କୋନୋ ବ୍ାଧାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା । ବରଂ ତଥନ ପ୍ରଥମେ ପିତାର ଜନ୍ୟ ମାଲିକାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୟ ତାରପର ଛେଲେ ଆୟାଦ ହେଁଯା ଯାଇ ।

الدرس الخامس : الصريح والكتابية

الصَّرِيح لفظ يُكون المَرَاد بِه ظَاهِرًا كَقُولِه بِعْت وَاشْتِرِيت وَأَمْثَاله وَحُكْمِه أَنَّه يُوجِب ثُبُوت مَعْنَاه بِأَي طَرِيق كَانَ مِن إِخْبَارٍ أَو نَعْتٍ أَو نِدَاء وَمِن حُكْمِه أَنَّه يَسْتَغْنِي عَن النِّيَّة وَعَلَى هَذَا قُلْنَا : إِذَا قَالَ لَامْرَأَه أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ طَلَقْتُكَ أَوْ يَا طَالِق يَقْعُدُ الطَّلاقُ نُوِي بِه الطَّلاقُ أَوْ لَمْ يُنْوِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَعَبْدِه أَنْتَ حَرٌّ أَوْ حَرَرْتُكَ أَوْ يَا حَرٌّ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِن التَّيْمُ يُفِيدُ الطَّهَارَة لِأَنَّ قَوْلَه تَعَالَى : ”وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيَطْهِرُكُم“ صَرِيحٌ فِي حُصُولِ الطَّهَارَة بِه وَلِلشَّافِعِي فِيهِ قُولَانٍ أَحَدَهُمَا أَنَّ طَهَارَة ضَرُورِيَّة وَالْآخَرُ أَنَّه لَيْسَ بِطَهَارَةٍ بَلْ هُوَ سَاتِرٌ لِلْحَدَثِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْمُسَائِلُ عَلَى الْمُذَهِّبِينَ مِن جَوَازِهِ قَبْلِ الْوَقْتِ وَإِدَاءِ الْفَرَضِيَّنِ بِتَيْمٍ وَاحِدٍ وَأَمَامَةِ الْمُتَيْمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ وَجَوازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلْفِ النَّفَسِ أَوِ الْعُضُوِ بِالْوُضُوءِ وَجَوازِهِ لِلْعِيدِ وَالْجَنَازَةِ وَجَوازِهِ بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ .

পଞ୍ଚମ ପାଠ : ସରିହ ଓ କିନାଯା

ଏମନ ଶବ୍ଦକେ ବଲେ ଯାର ମର୍ମାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବା ସୁମ୍ପଟ । (ଚାଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥେ ହୋକ ବା ମାଜାଜି ଅର୍ଥେ ହୋକ) ଯେମନ କୋନୋ ବଜାର କଥା, ଆମି ବିକ୍ରି କରଲାମ ଏବଂ ଆମି କ୍ରୟ କରଲାମ ଓ

অনুরূপ শব্দ মালা। صَرِيحُ এর হকুম হল, সরিহ তার নিজের অর্থকে যেকোনভাবেই হোক সাব্যস্ত করে, চাই তা সংবাদ হোক কিংবা গুণবাচক বা সমোধন মূলক শব্দ প্রয়োগ দ্বারাই হোক। তার হকুমের মধ্যে এটিও রয়েছে যে, এর মধ্যে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে “তুমি তালাক প্রাপ্ত” অথবা “আমি তোমাকে তালাক দিলাম” অথবা স্ত্রীকে সমোধন করে বলল “হে তালাক প্রাপ্ত” তবে নিয়ত করুক বা নাই করুক তালাক প্রতিত হবে। অনুরূপভাবে মুনিব যদি তার গোলামকে বলে, “তুমি আযাদ” অথবা “তোমাকে আযাদ করে দিলাম” অথবা “হে আযাদ”। এ সকল উক্তি দ্বারা গোলাম আযাদ করার নিয়ত করুক বা না করুক গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, তায়াম্মুম পবিত্রতা লাভের ফায়দা দেয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার বাণী আল্লাহ্ তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। সুতরাং তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে উক্ত আয়াত সরিহ বা স্পষ্ট। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহ-এর এ ক্ষেত্রে দুটি মতামত পরিলক্ষিত হয়। একটি মত হলো-তায়াম্মুম দ্বারা তাহারাতে জুরুরিয়া লাভ হয়। অর্থাৎ তায়াম্মুম শুধু নিরপায় অবস্থায় পবিত্রতা লাভে সাহায্যকারী। দ্বিতীয় উক্তি বা মতামত হলো তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয় না। বরং তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে ঢেকে রাখে। এ মতবৈততার দরুন উভয় মাজহাবের মধ্যে কতিপয় খন্দ মাসলা বের হয়। যেমন উক্ত হওয়ার আগে তায়াম্মুম করা বৈধ হওয়া এবং এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরজ নামাজ আদায় করা, তায়াম্মুমকারী অজুকারীদের ইমামতি করা, অজু করার কারণে প্রাণ বা অঙ্গহনীর ভয় না থাকলেও তায়াম্মুম বৈধ হওয়া, ইদ ও জানাজার নিমিস্তে তায়াম্মুম করা, আর পবিত্রতার মানসে তায়াম্মুম করা। (হানাফিদের মতে এ সবগুলো কাজে ও প্রয়োজনে জায়েজ আর শাফেয়িদের মতে এগুলো কোনোটিই বৈধ নয়)।

وَالْكِنَائِيَةُ هِيَ مَا اسْتَرَّ مَعْنَاهُ وَالْمَجَازُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَتَعَارِفًا بِمَنْزِلَةِ الْكِنَائِيَةِ وَحِكْمَ الْكِنَائِيَةِ ثُبُوتُ الْحِكْمَ بِهَا عِنْدَ وُجُودِ النِّيَّةِ أَوْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ إِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يَرْبُوُ لِيَ الرَّدُّ وَيَتَرَجَّحُ بِهِ بَعْضُ الْوُجُوهِ وَلِهُدَا الْمَعْنَى سِيَّ لِفْظُ الْبَيِّنَوَةِ وَالْتَّحْرِيمِ كِنَائِيَةٌ فِي بَابِ الطَّلاقِ لِمَعْنَى الرَّدُّ وَاسْتَارِ الْمَرَادِ لَا أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلاقِ وَيَتَرَقَّرُ مِنْهُ حِكْمَ الْكِنَائِيَاتِ فِي حَقِّ عَدَمِ وَلَا يَةِ الرَّجْعَةِ وَلَوْجُودِ مَعْنَى الرَّدُّ فِي الْكِنَائِيَةِ لَا يُقَامُ بِهَا الْعُقوَبَاتِ حَتَّى لَوْ أَقْرَرَ عَلَى نَفْسِهِ فِي بَابِ الزَّنَا وَالسَّرِقَةِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْآخَرِسِ بِالإِشَارَةِ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزَّنَا فَقَالَ الْآخَرُ صَدِقَتْ لَا يَجِدُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لَا حِتَّمَ

التَّصْدِيقُ لَهُ فِي غَيْرِهِ ۖ

الدرس السادس: الظاهر، التّص، المفسر، المحكم

فصل في المتقابلات يعني بها الظاهر والثّنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الحفي
والشكل والمجمل والمتشبه فالظاهر اسْم لـكَلَام ظهر المُرَاد به للسامع بِنَفْس السَّماع من
غير تأمل والثّنص مَا سِيق الْكَلَام لِأَجْلِه ومثاله في قَوْلِه تَعَالَى : "وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا"
فالآلية سبقت لبيان التّقْرِيقَة بين البيع والربا رداً لما أَدَعَاهُ الْكُفَّارُ من التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ
فَالْأُولُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا" وقد علم حل البيع وحرمة الرِّبَا بِنَفْس السَّماع فصَارَ ذَلِكَ نصاً في
التّقْرِيقَة ظاهراً في حل البيع وحرمة الرِّبَا وَكَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى : "فَانْكَحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِن
النِّسَاءِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَرَبَاعٍ" سبق الْكَلَامُ لَبَيَانِ الْعَدْدِ وَقَدْ علمَ الْإِظْلَاقَ وَالْإِجَازَةَ بِنَفْسِ
السَّماع فصَارَ ذَلِكَ ظاهراً في حقِ الْإِظْلَاقِ نصاً في بَيَانِ الْعَدْدِ

ষষ্ঠ পাঠ : জাহের, নস, মুফাসসার ও মুহকাম

আমরা আন্তিম পরম্পর বিরোধী বলতে উদ্দেশ্য নিছি। তথা পরম্পর বিরোধী বলতে উদ্দেশ্য নিছি। অতঃপর প্রত্যেক এবং এদের বিপরীত বিষয়সমূহ যেমন কে। অতঃপর প্রত্যেক এবং এদের বিপরীত বিষয়সমূহ যেমন কে। অতঃপর প্রত্যেক এমন বাক্যকে বলা হয়, যা শ্রবণকারী শ্রবণ করা মাত্রই কোনো প্রকার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ইহার মর্ম বুঝতে পারে। উহাকে বলে, যা সেই উদ্দেশ্যকে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। উহাদের প্রত্যেকটি উদাহরণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী “আল্লাহ তাআলা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন”। উল্লিখিত আয়াতটি ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এ আয়াতটি কাফেরদের ঐ দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য অবরুণ। যা তারা বলত যে, “ক্রয় বিক্রয় সুদের অনুরূপই” অথচ আয়াতটি শুনা মাত্রই বুবা যায় যে, ব্যবসা হালাল আর সুদ হারাম। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনায় আয়াতটি নص আর ব্যবসা হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী “তোমরা নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুই, দুই, তিন তিন এবং চার চার জন বিবাহ কর”। আয়াতটি নারীদের সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এ আয়াতটি শ্রবণ মাত্রই নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে বিবাহ করার অনুমতি পাওয়া গেলো। অতএব, আয়াতটি বিবাহের অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং নারীদের সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে হল

। نص

وَكَذالك قَوْلُه تَعَالَى : "لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَّلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" نص في حكم من لم يسم لها المهر وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق وإشارة إلى أن الشكاكح بدون ذكر المهر يصح وَكَذالك قَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَامَ من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه نص في استحقاق العتق للقربى وظاهر في ثبوت الملك له وحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهما عامين كانوا أو خاصين مع احتتمال إرادة الغير وَذالك بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ وعلى هذا قلنا إذا اشتري قرييه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة ولهذا لو قال لها طلاقي نفسك فقلت أبنت نفسي يقع الطلاق رجعيا لأن هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونة فيتراجع العمل بالنص

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী, “তোমরা তোমাদের জ্ঞাকে স্পর্শ করার পূর্বে অথবা তাদের জন্য মহর নির্ধারণের পূর্বে তাদের তালাক দিলে কোনো দোষ নেই।” এ আয়াতটি বিবাহের সময় যে মহিলার মহর নির্ধারণ করা হয়নি তার ভকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে **نص** এবং তালাক প্রদান করার ব্যাপারে স্থামীর একক অধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে **ظاهر** আর মহর উল্লেখ করা ছাড়া (বিবাহের সময়) বিবাহ সহিহ হওয়ার প্রতি আয়াতটি ইঙ্গিত করে। অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি কোনো নিকট আত্মীয়ের মালিক হবে তার নিকট হতে সে তৎক্ষণাত সে আযাদ হয়ে যাবে”। হাদিসখানা নিকটাত্মীয় আযাদ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নস এবং আযাদকারী জন্য সাময়িকভাবে হলেও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থে **ظاهر و نص** এর ভকুম হলো, অন্য অর্থ ও উদ্দেশ্যে হতে পারে এরপ সম্ভাবনার সাথে উভয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব। চাই উভয়টি (ظاهر و نص) আম হোক বা খাস হোক। জাহির ও নসের সম্পর্ক ঠিক হাকিকত এর সাথে মাজায়ের সম্পর্কের মত। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, যখন কোনো ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করে এবং তখন ক্রয়কৃত আত্মীয় আযাদ হয়ে যায় তখন ক্রয়কারী তার মুক্তি দাতা বলে গণ্য হবে। এবং এই নিকটাত্মীয় তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে। আর জাহির ও নসের পার্থক্য কেবল তুলনার সময় স্পষ্ট হবে। এ কারণে কোনো ব্যক্তি যদি তার জ্ঞাকে বলে গণ্য করলাম সময় স্পষ্ট হবে। এর জবাবে **ابنت نفسي**, অর্থাৎ আমি আমার নিজেকে বায়িন করলাম। তখন **طلاق رجعي** তথা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক সংঘটিত হবে। কারণ তালাকের বেলায় এটি (জ্ঞান উত্তীর্ণ) হল নস এবং বায়িন তালাকের বেলায় হল জাহির। সুতরাং নস অনুসারে আমল করাই অথাধিকার দেয়া হবে।

وَكَذالك قَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَام لِأهْل عَرِينَةِ (اشربوا مِنْ أَبْوَاهُمَا وَالْبَانِهَا) نَصٌ فِي بَيَان سَبَب الشَّفَاءِ وَظَاهِرٍ فِي إِجَازَةِ شِرْب الْبَيْوْلِ وَقَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَام (استنزهُوا مِنَ الْبَيْوْلِ فَإِنْ عَامَةً عَذَاب الْقَبْرِ مِنْهُ) نَصٌ فِي وجوب الْإِحْتِرَازِ عَنِ الْبَيْوْلِ فِي تِرْجِحِ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يَحِلُ شِرْب الْبَيْوْلِ أَصْلًا وَقَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَام مَا سَقْتُهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعَشْرَ نَصٌ فِي بَيَانِ الْعَشْرِ وَقَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَام لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةً مَؤْولٍ فِي نَفِيِ الْعَشْرِ لِأَنَ الصَّدَقَةَ تَحْتَمِلُ وُجُوهًا فِي تِرْجِحِ الْأَوْلِ عَلَى الثَّانِيِّ.

অনুরূপভাবে উরায়না গোত্রের লোকেরদের উদ্দেশ্যে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী “তোমরা সদকার উটের পেশাব ও দুধ পান কর”। এই হাদিসটি আরোগ্য লাভের উপায় বর্ণনার

আর উটের পেশাব পান করার অনুমতির ব্যাপারে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন “তোমরা পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর, কেননা পেশাব হতে অসাবধানতার কারণে কবর আয়াব বেশি হয়”। এ হাদিসটি পেশাব থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নস। অতএব, নবি কে জাহানে পেশাব পান কর, হালাল হবে না। এমনিভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী “যে জমিনে বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল উৎপাদিক হয় তাতে এক দশমাংশ ওশর দিতে হবে”। এ হাদিসটি ওশরের বর্ণনায় নস। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেক হাদিস “সবজি জাতীয় (কাঁচা মাল) ফসলে জাকাত নেই”। এ হাদিসটি ওশর ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে মৌল বা ব্যাখ্যা যোগ্য। কেননা, সদকা শব্দটি একাধিক অর্থের সম্বন্ধে রাখে। অতএব(এ সংক্রান্ত) প্রথম হাদিসটি যেহেতু নস দ্বিতীয় হাদিসের মৌল এর উপর প্রাধান্য পাবে।

وَإِمَّا مُفَسَّرٌ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ الْلَّفْظِ بِبَيَانِ مَنْ قَبْلَ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ
احْتِمَالُ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ مِثَالَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كَلَّهُمْ أَجْمَعُونَ" فَاسْمُ
الْمَلَائِكَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ إِلَّا أَنْ احْتِمَالَ التَّخْصِيصِ قَائِمٌ فَانْسَدَ بَابُ التَّخْصِيصِ بِقَوْلِهِ
(كَلَّهُمْ) ثُمَّ يَبْقَى احْتِمَالُ التَّفْرِيقَةِ فِي السُّجُودِ فَانْسَدَ بَابُ التَّأْوِيلِ بِقَوْلِهِ أَجْمَعُونَ وَفِي الشَّرِعِيَّاتِ إِذَا
قَالَ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً شَهْرًا بِكَذَا فَقَوْلُهُ تَزَوَّجْتُ ظَاهِرٌ فِي النِّكَاحِ إِلَّا أَنْ احْتِمَالُ الْمُتَعْنَةِ قَائِمٌ
فِي قَوْلِهِ شَهْرًا فَسِرْ الْمُرَادُ بِهِ فَقُلْنَا هَذَا مُتَعْنَةٌ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَوْ قَالَ لِفَلَانَ عَلَى أَلْفِ مِنْ ثَمَنِ
هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ فَقَوْلُهُ عَلَى أَلْفِ نَصٍ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ إِلَّا أَنْ احْتِمَالُ التَّفْسِيرِ
بِأَقِيرِ فِي قَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ بَيْنَ الْمُرَادِ بِهِ فِي تَرْجِحِ الْمُفَسَّرِ عَلَى النَّصِّ
حَتَّى لَا يَلْزِمُهُ الْمَالِ إِلَّا عِنْدِ قِبْضِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَتَاعِ.

এমন শব্দ বা বাক্যকে বলে যার অর্থ বঙ্গ কর্তৃক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়- কোনোরূপ অবকাশ থাকে না। এর উদাহরণ পরিত্র কোরআনের আয়াত “সকল ফেরেশতাকে একই সাথে সাজদা করলেন”। এখানে শব্দটি ব্যাপকভাবে

সমুদয় ফেরেশতাদের বুঝানোর ব্যাপারে ৱাচি ৱাচি তথা নির্দিষ্ট করনের অবকাশ ছিল। কিন্তু কলম বলার মাধ্যমে তা আর থাকলো না। এরপর সাজদা করাটা একত্রে হল না বিচ্ছিন্ন ভাবে হল, এ ব্যাপারে সংশয় ছিল। অতঃপর **جَمِيعُون**। শব্দ দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে সাজদা করার সন্তাবনা দূর করা হয়েছে। শরিয়তের বিধানে উদাহরণ হল, যদি কেউ বলে আমি এত টাকার বিনিময়ে অমুক মহিলাকে এক মাসের জন্য বিবাহ করলাম”। এখানে বজার উক্তি **تزوّجت** বিবাহের ব্যাপারে ৱাচি ৱাচি কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি ছিল কিনা সে ব্যাপারে সংশয় ছিল। অতঃপর **شَهْرًا** দ্বারা বজ্ঞা তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। সুতরাং আমরা বলি উহা **مُتَعَة** বা অঙ্গীয়ী বিবাহ-সাধারণ বিবাহ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি বলে আমার নিকট এই দাসের মূল্য বাবদ অথবা সম্পদের মূল্য বাবদ এক হাজার টাকা পাবে। উক্তিটি টাকা পাবার ব্যাপারে **نَصٌ**। তবে খাত সম্পর্কে ব্যাখ্যার অবকাশ ছিল। অতঃপর এই গোলাম বা সম্পদের বাবদ বলে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। সুতরাং এ মুফাসসার বা বিশ্লেষিত উক্তিটি মৌল উক্তি তথা নসের উপর প্রাধান্য পাবে। কাজেই গোলাম অথবা সম্পদ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত মূল্য আদায় করা আবশ্যিক হবে না।

وَقُولُهُ لِفُلَانَ عَلَيْهِ الْأَفْرَارِ نَصٌ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِذَا قَالَ مَنْ نَقْدَ بَلَدٍ كَذَا يَتَرَجَّحُ
 الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ فَلَا يَلْزِمُهُ نَقْدُ الْبَلَدِ بَلَدٌ نَقْدَ بَلَدٍ كَذَا وَعَلَى هَذَا نَظَائِرُهُ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا
 ارْدَادُ قُوَّةٍ عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحِينَتِ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا مِثَالُهُ فِي الْكِتَابِ : "أَنَّ اللَّهَ يُكْلِلُ شَيْءَ عَلِيمٍ"
 و "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا" وَفِي الْحَكْمِيَّاتِ مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ إِنَّهُ لِفُلَانَ عَلَيْهِ الْأَفْرَارِ
 هَذَا الْعَبْدُ فَإِنْ هَذَا الْلَّفْظُ مُحْكَمٌ فِي لُرْؤُمِهِ بَدَلًا عَنْهُ وَعَلَى هَذَا نَظَائِرُهُ وَحَكْمُ الْمُفَسَّرِ
 وَالْمُحْكَمُ لِرُؤُومِ الْعَمَلِ بِهِمَا لَا مَحَالَةٌ ثُمَّ لِهِنِّي الْأَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أُخْرَى تَقَابِلُهَا فِضْدَ الظَّاهِرِ الْخَفِيِّ
 وَضِدَ النَّصِّ الْمُشْكُلِ وَضِدَ الْمُفَسَّرِ الْمُجْمَلِ وَضِدَ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِهِ.

কোন বজার উক্তি ‘অমুক আমার কাছে একহাজার টাকা পাবে’। তার এ উক্তি ঝগের স্থীকৃতির ক্ষেত্রে এবং স্থানীয় প্রচলিত মুদ্রার ব্যাপারে নস। কিন্তু যখন অমুক দেশীয় টাকা বলে ব্যাখ্যা করে দেয়, তবে তা মুফাসসার হবে। এবং তা নসের উপর প্রধান্য পাবে। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় টাকা নয় এবং সে বিশেষ দেশের টাকা দিতে হবে। এর অন্যান্য উদাহরণ গুলোও এর উপর কিয়াস করতে হবে। আর

মুক্ত হল, সে উক্তি যা মুফাসসার উক্তি হতেও এত অধিক সুন্দর ও নিশ্চিত হয় যে ক্ষেত্রে হয় যে তাতে অন্যথা (অন্য কোনো মর্মার্থ খোঁজা) ঘটেই জায়েজ নেই। এর উদাহরণ পৰিব্র কোরানের আয়াত “আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত আছেন এবং আল্লাহ কোনো মানুষের উপর জুলুম করেন না” ইসলামি আইনে এর দ্রষ্টান্ত হলো যা আমরা ইতোপূর্বে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছি যে, গোলামের মূল্য বাবদ অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক হাজার টাকা পাবে। কেননা, গোলামের মূল্য বাবদ অমুকের এক হাজার টাকা পাওনা এটা মুহকাম। অনুরূপ অন্যান্য উদাহরণকেও এ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। মুহকাম ও মুফাসসার (বিশেষিত উক্তি ও অকাট্য উক্তি) বক্তব্যকে আবশ্যিকরণে কার্যকর করাই বিধান। এ চারটির বিপরীতে আরো চারটি বিষয় আছে। যথা এর বিপরীত মুক্ত এবং মجمل এর বিপরীত মفسর। মশ্কিন এর বিপরীত মন্তব্য (মুতাশাবিহ)।

فَالْخَفِيُّ مَا حَفِيَ الْمُرَادُ بِهَا بِعَارِضٍ لَا مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةِ مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُو أَيْدِيهِمَا" فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حَقِ السَّارِقِ خَفِيٌ فِي حَقِ الطَّرَارِ وَالنِّبَاشِ وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" ظَاهِرٌ فِي حَقِ الزَّانِي خَفِيٌ فِي حَقِ اللَّوْطِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلْ فَإِنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِ الْعِنْبِ وَالرَّثَامَ وَحَكْمُ الْخَفِيِّ وَجُوبُ الْتَّلْبِ حَتَّى يَرُولَ عَنْهُ الْخَفَاءُ وَأَمَا الْمُشْكُلُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ خَفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَانَهُ بَعْدَمَا خَفِيٌ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتِهِ دَخْلٌ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ حَتَّى لَا يَنَالَ الْمُرَادُ إِلَّا بِالْتَّلْبِ ثُمَّ بِالتَّأْمِيلِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ عَنْ أَمْثَالِهِ.

অতঃপর এ বাক্যকে কে বলে, যার অর্থে বাহ্যিক কারণে অস্পষ্টতা থাকে, মূল শব্দের কারণে নয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী “চোর পুরুষ এবং মহিলা হোক উভয়ের হাত কেটে দাও”। এ আয়াত চোরের হাতকাটার ব্যাপারে প্রকার প্রকার উক্তি। কিন্তু কাফন চোর ও পকেট মার এর ব্যাপারে অস্পষ্ট। আর অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী এ আয়াতটি ব্যাখ্যারের ব্যাপরে অস্পষ্ট। আর অন্যান্য আল্লাহ তাআলার বাণী এর অনুরূপ ব্যাপারে অস্পষ্ট। যদি কেউ ফল খাবে না বলে শপথ করে তবে তা সে সব ফলের ব্যাপারে অস্পষ্ট। যদি কেউ ফল খাবে না বলে শপথ করে তবে তা সে সব ফলের ব্যাপারে অস্পষ্ট। আর আঙুর ও বেদানা ইত্যাদির ব্যাপারে অস্পষ্ট। আর অন্যান্য আল্লাহ তাআলার বাণী এর অনুরূপ ব্যাপারে অস্পষ্ট।

পর্যন্ত অন্নেয়ায় থাকতে হবে। **মশ্কিল** বলা হয় যার মধ্যে খুনি এর তুলনায় অস্পষ্টতা বেশি। বিষয়টি এমন যে, প্রকৃত মর্ম শ্রোতার নিকট খুনি হওয়ার কারণে উহার তদানুরূপ অর্থবহ শব্দ বা বাক্যসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে উহার মর্মার্থ উদঘাটন করা কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। অতঃপর প্রথমে অনুসন্ধান, পরে গভীর চিন্তা গবেষণা দ্বারা উহার অনুরূপ মর্মার্থ থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত সঠিক মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

وَنَظِيرِهِ فِي الْأَحْكَامِ لَوْ حَلَّفَ لَا يَأْتِدُمْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلْ وَالدِّبَسِ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ
وَالْبَيْضِ وَالجِبِنِ حَتَّى يُطَلَّبُ فِي مَعْنَى الْاِتِّدَامِ ثُمَّ يَتَأَمَّلُ أَنَّ ذَالِكَ الْمَعْنَى هَلْ يُوجَدُ فِي اللَّحْمِ
وَالْبَيْضِ وَالجِبِنِ أَمْ لَا ثُمَّ فَوْقَ الْمُشْكِلِ الْمُجْمَلِ وَهُوَ مَا احْتَمَلَ وُجُوهًا فَصَارَ بِحَالٍ لَا يُوقَفُ عَلَى
الْمُرَادِ بِهِ إِلَّا بِبَيَانِ مِنْ قَبْلِ الْمُتَكَلِّمِ وَنَظِيرِهِ فِي الشَّرِعِيَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَحَرَمَ الرِّبَّا} فَإِنَّ الْمَفْهُومَ
مِنَ الرِّبَّا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ غَيْرُ مُرَادِهِ بَلِ الْمُرَادُ الزِّيَادَةُ الْخَالِيةُ عَنِ الْعِوَضِ فِي بَيعِ
الْمُقْدَرَاتِ الْمُتَجَانِسَةِ وَاللَّفْظُ لَا دَلَالَةُ لَهُ عَلَى هَذَا فَلَا يَنْالُ الْمُرَادُ بِالتَّأَمَّلِ ثُمَّ فَوْقَ الْمُجْمَلِ فِي
الْخَفَاءِ الْمُتَشَابِهِ مِثَالُ الْمُتَشَابِهِ الْحُرُوفِ الْمُقْطَعَاتِ فِي أَوَّلِ السُّورِ وَحِكْمَ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ
اعْتِقادُ حَقِيقَةِ الْمُرَادِ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيَانُ.

শরিয়তের বিধানে **مشكل** এর উদাহরণ- যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে যে, সে তরকারি খাবে না।
 সুতরাং এটি সিরকা ও খুরমার রসের ক্ষেত্রে **هـ** বা স্পষ্ট উক্তি আর গোশত, ডিম ও পনিরের
 ব্যাপারে **مشكل**। কাজেই তরকারি অর্থ কি এবং তা গোশত, ডিম ও পনিরে পাওয়া যায় কিনা
 অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। মুশকালের চেয়ে অধিক অস্পষ্ট উক্তি হল মুজমালের এবং মুজমালের
 উক্তিতে বিভিন্ন দিক ও অবস্থার স্থাবনা থাকতে পারে। কাজেই বক্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা
 ব্যক্তিরেকে মুজমালের অর্থ জানা যাবে না। শরিয়তের আইনে মুজমালের উদাহরণ আল্লাহর বাণী **حـ**
 অর্থাৎ সুদ হারাম। আয়াতে বর্ণিত রিবা অর্থ অতিরিক্ত শর্তহীন বৃদ্ধি। অথচ এ অর্থ এখানে
 গৃহিত হয়নি, বরং অর্থ সে বৃদ্ধি যা মাপে ওজনে বিক্রয় যোগ্য জিনিস সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে
 বিক্রয় করার সময় বিনা বিনিময়ে হয়। কিন্তু আয়াতে রিবা শব্দটি এ বিশেষ ধরসের বৃদ্ধি বুঝায় না।
 সুতরাং চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে রেবার মর্মার্থ উদঘাটন করা যাবে না। আর **متشابـ** এর অর্থের

অস্পষ্টতা মুজমালের চাইতেও অধিক। এর উদাহরণ হলো- পবিত্র কোরানের বিভিন্ন সুরার প্রথম বিচ্ছিন্ন উচ্চারিত অক্ষরসমূহ (যেমন - ح- ق- ط- س- م- إ- ت- ي- د)। মুজমাল ও মুতাশাবিহের হকুম হলো তার ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত তার সত্যতা সম্পর্কে ইমান রাখতে হবে।

الدرس السابع : فيما يترك به حقائق الألفاظ

وَمَا يُتْرَكُ بِهِ حَقِيقَةُ الْلَّفْظِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا دَلَالَةُ الْعُرْفِ وَذَالِكَ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ
بِالْأَلْفَاظِ إِنَّمَا كَانَ لِدَلَالَةِ الْلَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ لِلْمُتَكَلِّمِ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مَتَعَارِفًا بَيْنَ النَّاسِ
كَانَ ذَالِكَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارِفُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا فَيُتَرَكُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ مِثَالَهُ لَوْ
حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رَأْسًا فَهُوَ عَلَى مَا تَعْرَفُهُ النَّاسُ فَلَا يَجْعَلْنَاهُ بِرَأْسِ الْعَصْفُورِ وَالْحَمَامَةِ وَكَذَالِكَ
لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بِيَضًا كَانَ ذَالِكَ عَلَى الْمُتَعَارِفِ فَلَا يَجْعَلْنَاهُ بِتَنَاؤِ بِيَضِ الْعَصْفُورِ وَالْحَمَامَةِ
وَبِهِذَا ظَهَرَ أَنَّ تَرْكَ الْحَقِيقَةِ لَا يُوجِبُ الْمُصِيرَ إِلَى الْمُجَازِ بَلْ جَازَ أَنْ تُثْبَتَ بِهِ الْحَقِيقَةُ الْقَاصِرَةُ
وَمِثَالَهُ تَقْيِيدُ الْعَامِ بِالْبَعْضِ وَكَذَالِكَ لَوْ نذرَ حِجَّاً أَوْ مَشِيَّاً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنْ يَضْرِبَ
بِتَوْبِيهِ حَطِيمَ الْكَعْبَةِ يُلْزِمُهُ الْحِجَّةُ بِأَفْعَالِ مَعْلُومَةٍ لِوُجُودِ الْعُرْفِ.

সপ্তম পাঠ : যে সকল কারণে শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাজ্য হয়

دلالة العرف হল প্রথমটি হল শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয় তা পাঁচ প্রকার। এদের প্রথমটি হল দালালতে ওরফ বা সাধারণ প্রচলন বলে। এর কারণ হল শব্দ বক্তার উদ্দেশ্যের উপর দালালত বা নির্দেশনার কারণেই শব্দের দ্বারা আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব শব্দের অর্থ যখন সাধারণ প্রচলিত প্রসিদ্ধ হয়, তখন এই প্রসিদ্ধি পাওয়াই একথার প্রমাণ যে বক্তার কথা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং সে অর্থ অনুসারেই বিধান কার্যকর হবে। এর উদাহরণ হলো, যেমন যদি কেউ শপথ করে যে, মাথা ক্রয় করবে না ইহা দ্বারা সে মাথাই বুঝাবে যে মাথা ক্রয় করার প্রচলন মানুষের মাঝে রয়েছে। কাজেই চূড়ই পাখির মাথা কিংবা কবুতরের মাথা ক্রয় করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। অনুরূপভাবে যদি শপথ করে যে, ডিম খাবে না, তাহলে সে ডিমই বুঝাবে যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সুতরাং কবুতরের ডিম বা চূড়ই পাখির ডিম খেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। উভয় মাসআলা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত অর্থ বর্জিত

ହଲେ ଯେ ବା ରୂପକ ଅର୍ଥ ଗୃହୀତ ହବେ ଏମନ ନୟ । ବରଂ ତଥା ସଠିକ ଅର୍ଥେର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୁଝାନୋ ଯେତେ ପାରେ । ଉହାର ଉଦାହରଣ ହଲୋ ବା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥେର ଶବ୍ଦକେ ତାର ବିଶେଷ ଅଂଶେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରା । ଅନୁରୂପଭାବେ ଯଦି କେଉ ହଜ୍ଜେର ମାନ୍ୟ କରେ, କିଂବା ପାଯେ ହେଟେ ବାଯୁତୁଲ୍ଲାହର ଦିକେ ଯାତ୍ରା କରାର ମାନ୍ୟ କରେ, ଅଥବା ହାତିମେ କାଂବା କେ ନିଜେର କାପଡ଼ ଦିଯେ ଆଘାତ କରାର ନିୟମ କରେ, ତବେ ନିର୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ସହକାରେ ହଜ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ପ୍ରଚଲିତ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାର ଉପର ଓୟାଜିବ ହବେ ।

وَالثَّانِي قد تُرْكَ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ فِي نَفْسِ الْكَلَامِ مِثَالَهُ إِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حَرَلِم يَعْتَقُ
مَكَاتِبُهُ وَلَا مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ إِلَّا إِذَا نَوَى دُخُولَهُمْ لِأَنَّ لِفَظَ الْمَمْلُوكِ مُطْلَقٌ يَتَنَاهَى عَنِ الْمَمْلُوكِ مِنْ
كُلِّ وَجْهٍ وَالْمَكَاتِبُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِهُدَى لَمْ يَجِزْ تَصْرِفُهُ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْمُكَاتِبَةِ
وَلَا تَزُوجُ الْمَكَاتِبُ بَنْتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُوْلَى وَوَرَثَتْهُ الْبِنْتُ لَمْ يَفْسُدْ التَّكَاحُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ
مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لِفَظِ الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَقِ وَهُدَى بِخِلَافِ الْمُدَبِّرِ وَأَمِ الْوَلَدِ فَإِنَّ
الْمُلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ وَلَدَّا حلَّ وَطْئُ الْمُدَبِّرَةِ وَأَمِ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا التَّقْصِانُ فِي الرَّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ
بِالْمَوْتِ لَا مَحَالَةٌ.

ଯେ ପାଁଚଟି ବିଷୟର ଦ୍ୱାରା ହାକିକି ଅର୍ଥ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୟ ତାର ମଧ୍ୟେ ହତେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଲ ଦଲାଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅର୍ଥ କାହାର ବକ୍ତ୍ବେ ଓ ବାଚନ ଭଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରାଇ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବର୍ଜିତ ହୟ । ଉହାର ଉଦାହରଣ ହଲୋ, କୋନୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବଲେ “ଆମାର ମାଲିକାନା ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଗୋଲାମ ଆୟାଦ”, ତଥନ ତାର ମାଲିକାନା ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଗୋଲାମ ଆୟାଦ ହେଉଛେ, ତାରା ସ୍ଵାଧୀନ ହବେ ନା । ତବେ ବକ୍ତା ଯଦି ତାର ଉତ୍ତିର ସମୟ ମାଲିକାନା ଭୁକ୍ତ ନୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଗୋଲାମ ଆୟାଦ ହେଉଥାର ନିୟମ କରେ ଥାକେ ତବେ ତାରା ଆୟାଦ ହବେ । କେନନା ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବା ଶର୍ତ୍ତହିନ ହେଉଥାର କାରଣେ ଏଇ ସକଳ ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତଙ୍କେ ଶାମିଲ କରେ, ଯାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାରା ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ । ଆର ମୁକାତାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ନୟ । ଏ କାରଣେଇ ମନିବେର ଜନ୍ୟ ମୁକାତାବା ଗୋଲାମେର ସାଥେ ସହବାସ କରା ବୈଧ ହବେ ନା । ଆର ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ଗୋଲାମ ଯଦି ତାର ମନିବେର କନ୍ୟାକେ ବିବାହ କରେ, ଅତଃପର ମୁନିବ ମାରା ଯାଇ ଏବଂ ତାର କନ୍ୟା ଓୟାରିଶ ସୂତ୍ରେ ଗୋଲାମ ସ୍ଵାମୀର ମାଲିକ ହୟ, ତାହଲେ ବିବାହ ବାତିଲ ହବେ ନା । କେନନା ସେଇ

مکاتب پূর্ণাঙ্গ গোলামির অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে সাধারণভাবে মালিকানাভুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ইহা মুদাকার ও উম্মে ওয়ালাদ এর বিপরীত। কারণ, তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই এম ও ল্ড ও মেডিব্রে এম ও ল্ড ও মেডিব্রে এতটুকু অপূর্ণতা আছে যে, মুনিবের মৃত্যুর পরে তাদের দাসত্ব অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে।

وَعَلَى هُذَا قُلْنَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتِبَ عَنْ كَفَارَةِ يَمِينِهِ أَوْ ظَهَارِهِ جَازَ وَلَا يَحُوزُ فِيهِمَا إِعْتَاقُ الْمُدْبِرِ
وَأَمُّ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَاجِبُ هُوَ التَّخْرِيرُ وَهُوَ إِثْبَاتُ الْحُرْيَّةِ بِإِزَالَةِ الرِّقِّ فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتِبِ
كَامِلاً كَانَ تَحْرِيرِهِ تَحْرِيرًا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ وَالْقَالِثِ قَدْ تَرْكَ الْحَقِيقَةَ بِدَلَالَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ قَالَ فِي (السَّيِّرِ
الْكَبِيرِ) إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلْحَرَبِيِّ إِنْزَلْ فَنَزَلَ كَانَ آمِنًا وَلَوْ قَالَ إِنْزَلْ إِنْ كَنْتَ رِجْلًا فَنَزَلْ لَا
يَكُونَ آمِنًا وَلَوْ قَالَ الْحَرَبِيِّ الْآمَانِ الْآمَانَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ الْآمَانِ الْآمَانَ كَانَ آمِنًا وَلَوْ قَالَ الْآمَانِ
سَتَعْلَمُ مَا تَلَقَّى غَدًا وَلَا تَعْجَلْ حَتَّى تَرِي فَنَزَلْ لَا يَكُونَ آمِنًا وَلَوْ قَالَ اشْتَرِي جَارِيَةً لِتُخْدِمِنِي
فَاسْتَرِي الْعَمِيَاءَ أَوْ الشَّلَاءَ لَا يَحُوزُ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِي جَارِيَةً حَتَّى أَطْأَهَا فَاسْتَرِي أُخْتِهِ مِنْ
الرَّضَاعِ لَا يَكُونُ عَنِ الْمُوْكَلِ.

উপরোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা বলি যে, মুনিব যখন **مکاتب** কে কসম করা বা যিহারের কাফ্ফারা বাবদ আযাদ করে দেয়, তখন সে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। তবে মুদাকার গোলাম ও উম্মে ওলাদকে আযাদ করলে কাফ্ফারা পরিশোধ হবে না। কেননা এ সব কাফ্ফারায় গোলাম স্বাধীন করা ওয়াজিব এবং গোলাম স্বাধীন করার অর্থ হল গোলামি দূর করে আযাদি কায়েম করা যেহেতু পূর্ণাঙ্গ গোলাম। তাই কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ করলে আযাদ হয়ে যাবে। আর মুদাকার ও উম্মে ওলাদ যেহেতু আংশিক গোলাম সেহেতু তাদেরকে দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করলে আযাদ হবে না। যে পাঁচটি বিষয় দ্বারা হাকিকি অর্থ পরিত্যক্ত হয় তার মধ্যে তৃতীয়টি হল বা বাক্যের পূর্বাপর শব্দসমূহ দ্বারা মর্ম উদঘাটন। ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিয়ারে কবির কিতাবে বর্ণনা করেছেন, কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম হরবিকে বলে, তুমি নেমে আস। সে যতে ঐ ব্যক্তি নেমে আসল তাহলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি বলে, তুমি পুরুষ হও তবে নেমে আস, তাহলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে না। আর যদি মুসলমান বলে নিরাপত্তা নিরাপত্তা, আর মুসলিম বলল,

নিরাপত্তা তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি হরবি নিরাপত্তা বলে। কিন্তু মুসলিম নিরাপত্তা বলার সাথে এ কথাও বলে দেয় যে, তাড়াতাড়ি জানতে পারবে কাল কিসের সম্মুখীন হবে, অথবা ব্যক্ত হওয়ার অবকাশ নেই দেখতে পাবে। এরপর সে নেমে আসলে নিরাপত্তা লাভ করবে না। আর যদি কেউ বলে তুমি আমাকে ভাল একটি বাদী ক্রয় করে দাও, যেন সে আমার খেদমত করতে পারে। অতঃপর সে তার জন্য একটা অঙ্গ বা বিকালঙ্ঘ দাসী ক্রয় করে দিল। তবে তা বৈধ হবে না। আর যদি বলে আমার জন্য এমন একজন দাসী কিনে আন যার সাথে সহবাস করতে পারি। অতঃপর সে তার জন্য উক্ত ব্যক্তির দুধ বোন ক্রয় করে আনল। তখন এ ক্রয়ের দায় তার মুয়াক্কেল তথা ক্ষমতা দানকারী ব্যক্তির উপর বর্তাবে না।

وَعَلَى هُنَّا قُلْنَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي طَعَامٍ أَحَدُكُمْ فَامْقِلُوهُ ثُمَّ انْقِلُوهُ فَإِنْ فِي إِحْدَى جَنَاحِيهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءٌ وَإِنَّهُ لِيَقْدِمَ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ) دَلِيلُ سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْمُقْلَ لِدُفْعِ الْأَذَى عَنَّا لَا لِأَمْرِ تَعْبِدِي حَقًا لِلشَّرِّعِ فَلَا يَكُونُ لِإِبْيَاجِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ" عَقِيبَ قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ" يَدِلُ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْأَصْنَافِ لِقْطَعِ طَعَامِهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِبَيَانِ الْمَصَارِفِ لَهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْخُرُوجُ عَنِ الْعُهْدَةِ عَلَى الْأَدَاءِ إِلَى الْكُلِّ وَالرَّابِعُ قَدْ تُرْكَ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ مِنْ قَبْلِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلَهِ قَوْلِهِ تَعَالَى : "فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفِرْ" وَذَالِكُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ وَالْكُفْرُ قَبِيحٌ وَالْحَكِيمُ لَا يَأْمُرُ بِهِ فَيُتَرْكُ دَلَالَةُ الْلَّفْظِ عَلَى الْأَمْرِ بِحِكْمَةِ الْأَمْرِ وَعَلَى هُنَّا إِذَا وَكَلْ بِشَرَاءِ اللَّحْمِ فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا نَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوخِ أَوْ عَلَى الْمَشْوِيِّ. وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ فَهُوَ عَلَى النَّيءِ

তথা বাক্যের পূর্বাপর বাচনভঙ্গি এর কারণে বাক্যের প্রকৃত অর্থ বর্জিত হওয়ার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী “যখন তোমাদের কারো খাবারের মধ্যে মাছি পতিত হয়, তাহলে মাছিকে খাবারের ভেতরে ভাল করে ডুবিয়ে দাও”। তারপর এটাকে খাবার থেকে তুলে ফেলে দাও। কারণ, তার এক ডানার রয়েছে রোগ ও অপর ডানায় মধ্যে রয়েছে ওষুধ। আর তখন রোগ জীবানু অস্তগামী হয় ওষুধের উপর। এখানে আমল দ্বারা বুঝা যায় যে, মাছি ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশটি আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট মুক্ত রাখার জন্য দেয়া হয়েছে। শরিয়তের কোনো আবশ্যিকীয় কর্তব্য পালন করার জন্য নয়। তাই উক্ত আমল দ্বারা হওয়া প্রমাণিত হবে না।

আর আল্লাহর বাণী (অর্থাৎ সদকা ফকির প্রমুখদের জন্য)- এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার বাণী (অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে হতে এমন লোক রয়েছে যারা সদকাসমূহের ব্যাপারে আপনার সমলোচনা করে)- এ আয়াতের পরে উল্লেখ করার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এতে জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে জাকাত প্রসঙ্গে সমলোচনাকারীদের জাকাত প্রাপ্তির আকাঞ্চ্ছা রোধ করার জন্য। অতএব জাকাতের হকদারদের প্রত্যেককে জাকাত প্রদানের উপর জাকাত আদায়ের দায়িত্ব হতে অব্যহিত লাভ করা নির্ভরশীল নয়। যে কারণে শব্দের ধৈর্যে তথা প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয় চতুর্থ কারণ হল তথা বজার অবস্থার নির্দেশনা। অর্থাৎ কোনো কোনো সময় বজার অবস্থার কারণে শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয়। এর উদাহরণ হল আল্লাহর বাণী “যারা ইচ্ছা করবে ইমান আনয়ন করবে, আর যারা ইচ্ছা করবে কুফরি করবে”। (এ আয়াতে বজার অবস্থার কারণে প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয়েছে)। কেননা, মহান আল্লাহ হলেন প্রজাময় আর কুফরি হল ঘৃণ্য ও জ্বলন্ত কাজ। সুতরাং যিনি প্রজাময় তিনি কুফরি কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না। (অর্থাৎ এ ধরণের নির্দেশ হাকিমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা হাকিম হবার কারণে এ ক্ষেত্রে আদেশ সূচক শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হবে)। আর এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলি, যদি কেউ গোশত ক্রয় করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করে, আর নিয়োগকারী যদি এমন মুসাফির হয় যে পথে অবস্থান করছে। তবে গোশত ক্রয় করার শব্দ দ্বারা রান্না করা গোশত কিংবা ভাজা গোশত উদ্দেশ্য হবে। আর যদি নিয়োগকারী বাড়িতে অবস্থানকারী হয় তাহলে গোশত দ্বারা কাঁচা গোশত বুঝাবে।

وَمِنْ هُذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفُقُورِ مِثَالَهُ إِذَا قَالَ تَعَالَى تَغْدِي مَعِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَغْدِي يَنْصَرِفُ ذَالِكُ
إِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ حَتَّىٰ لَوْ تَغْدِي بَعْدَ ذَالِكَ فِي مَنْزِلِهِ مَعَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فِي ذَالِكَ الْيَوْمِ
لَا يَحْنَثُ وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ ثُرِيدُ الْخُرُوجِ فَقَالَ الزَّرْفُ إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتَ كَذَا كَانَ الْحُكْمُ
مَقْصُورًا عَلَى الْحَالِ حَتَّىٰ لَوْ خَرَجْتِ بَعْدَ ذَالِكَ لَا يَحْنَثُ وَالْخَامِسُ قَدْ تَرْكَ الْحَقِيقَةَ بِدَلَالَةِ مَحْلِ
الْكَلَامِ بِأَنَّ كَانَ الْمَحْلَ لَا يَقْبِلُ حَقِيقَةَ الْلَّفْظِ وَمِثَالُهُ اِنْعِقَادُ نِكَاحِ الْحَرَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ
وَالشَّمْلِيَّكِ وَالصَّدَقَةِ وَقَوْلِهِ لَعَبْدِهِ وَهُوَ مَعْرُوفُ التَّسْبِ منْ غَيْرِهِ هَذَا إِبْনِي وَكَذَا إِذَا قَالَ لَعَبْدِهِ
وَهُوَ أَكْبَرُ سَنَاءِ مِنْ الْمُولَى هَذَا إِبْنِي كَانَ مَجَازًا عَنِ الْعُتْقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلَافًا
لِمَا بِنَاءَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَجَازَ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِيقَةِ الْلَّفْظِ عِنْدُهُ وَفِي حَقِيقَةِ الْحُكْمِ
عِنْدَهُمَا.

বক্তার বাচন ভঙ্গিতে শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জিত হওয়ার এক উদাহরণ হল **يَمِينُ الْفُور** তথা তাৎক্ষণিক কৃত শপথ। যেমন যদি কেউ কাউকে বলে যে, আস। তুমি আমার সাথে সকালের নাস্তা করবে। অতঃপর সে বলল, আল্লাহর শপথ, আমি নাস্তা করব না। তার এই শপথ শুধু সে নাস্তার ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে যে নাস্তার জন্য তাকে আহবান করা হয়েছে। অতএব, উক্ত নাস্তা শেষ হওয়ার পর শপথকারী দাওয়াত দাতার সাথে বা অন্য কারো সাথে তারই বাড়িতে সে দিনই যদি সকাল বেলার নাস্তা করে তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী ঘর হতে বের হওয়ার মনস্ত করলে দ্বায়ী যদি বলে, যদি তুমি ঘর থেকে বের হও তাহলে তুমি তালাক। এ হৃকুমটি তাৎক্ষণিক বের হওয়ার উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। অতএব, যদি সে পরে বের হয় তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। যে সকল কারণে বাক্যের প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয় তার পঞ্চমটি হল **دَلَالَةُ مُحْكَمَةٍ** অর্থাৎ বাক্যের প্রয়োগ ক্ষেত্রের বিচারে প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয়। বাক্যটি এমন অবস্থায় বলা যা শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করে না। এর উদাহরণ হল **بِعِنْدِهِ هَبَةٌ مَّالِيَّةٌ** (বিক্রি) (হেবা) (মালিক) (চৰকা) দ্বারা স্বাধীন নারীর বিবাহ সংঘটিত করার চেষ্টা করা এবং যে গোলামের বৎশ মুনিবের ভিন্ন বৎশের হওয়া সকলের কাছে প্রসিদ্ধ তাকে মুনিব বলল মুনিব হতে অধিক বয়স্ক গোলামকে যদি বলে এ হাবু অন্য হাবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর মতে এটি কুপক অর্থে আয়াদ করার জন্য ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এ মতামত সাহেবাইনের অভিমতের বিপরীত। আর এ মতবিরোধের মূল ভিত্তি হল সে মতভেদের উপর যার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি যে, ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর মতে শান্তিকভাবে মাজাজ হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত আর সাহেবাইনের মতে হৃকুমের ক্ষেত্রে মাজাজ হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত।

الدرس الثامن : النص (العبارة، الاشارة، والدلائل، والاقتضاء)

معنى بها عبارة النص وأشارته ودلالته واقتضاءه فاما عبارة النص فهو ما سبق الكلام لاجله واريد به قصدا واما اشارة النص فهي مثبت بنظم النص من غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سبق الكلام لاجله مثلاه في قوله تعالى {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ} الآية فإنما سبق لبيان استحقاق الغنائم فصار نصا في ذلك وقد ثبت فقرهم بنظم الشخص فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلمين بسبب لثبوت الملك للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملتهم لا يثبت فقرهم ويخرج منه الحكم في مسألة الاستيلاء وحكم

**ثُبُوتُ الْمَلِك لِلتَّاجِر بِالشَّرَاءِ مِنْهُمْ وَتَصْرِفَاتِه مِنَ الْبَيْع وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاق وَحُكْم ثُبُوتِ
الْاسْتِغْنَام وَثُبُوتُ الْمَلِك لِلْغَازِي وَعِجزُ الْمَالِك عَنْ اتِّزَاعِه مِنْ يَدِه وَتَفْرِيعَاه.**

অষ্টম পাঠ : ইবারাতুন্স, ইশারাতুন্স, দালালাতুন্স এবং ইকতেদাউন্স

عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص، اقتضاء متعلقات النصوص
। اঅংশের উদ্দেশ্য হল দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য বলে, যার কারণে বাক্যটি প্রয়োগ করা হয় এবং এই
কারণটিকেই উদ্দেশ্যগতভাবে অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর এই বাক্যের অর্থকে বলা
হয় যা কোনো কিছু বৃক্ষি না করেই নসের শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে তা সর্বদিক থেকে স্পষ্ট নয়
এবং এই অর্থের জন্য মুখ্যতঃ বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়নি। এ দুটির উদাহরণ হল আল্লাহ তাআলার বাণী
অর্থাৎ গনিমতের মালের হকদার সে সব গরিব
মুহাজির যাঁরা তাঁদের বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছেন। এ আয়াতটিতে গনিমতের
মালের হকদার ব্যক্তিদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই আয়াতটি এ ব্যাপারে তথা
স্পষ্টভাষ্য। আর এর শব্দ দ্বারা তাঁদের তথা মুহাজিরদের দারিদ্র্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই উহার
মধ্যে এ কথার প্রতি এশারা বা ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফেরগণ মুহাজিদের মাল দখল করলে তারা
মালিক সাব্যস্ত হবে। কারণ, কাফেরদের দখল নেয়ার পরও যদি এই সম্পত্তিতে মুহাজিরদের মালিকানা
স্বত্ব থাকত, তাহলে তাদের দারিদ্র্য প্রমাণ হবে না। এই এশারা তথা ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য হতে
অর্থাৎ মুসলমানের ফেলে আসা সম্পত্তিতে কাফেরেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা; তাদের
(কাফেরদের) থেকে যে ব্যবসায়ী উক্ত মাল ক্রয় করবে তাতে ব্যবসায়ীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া;
উক্ত ক্রয়কৃত মাল পুনরায় বিক্রি করা, দান করা, গোলাম হলে তাকে আযাদ করার ক্ষমতা সাব্যস্ত
হওয়া ইত্যাদি হুকুম; এই মাল কাফেরদের হাত থেকে (জেহাদের মাধ্যমে) পুনরায় অর্জিত হলে উহাকে
গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য করা; গাজিদের জন্য মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং মুজাহিদদের নিকট
থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পুরাতন মালিককে প্রদান করার অধিকার না থাকা ইত্যাদি আহকাম নির্গত হয়।

وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : "أَحَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ" إِلَى قَوْلُهُ تَعَالَى : "ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ" فَالِّمْسَاكِ فِي أُولِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْجُنَاحَةِ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ حَلِ الْمُبَاشَرَةِ إِلَى الصُّبْحِ

أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تتأتي الصوم ولزمه من ذلك أن المضمة والاستنشاق لا يُنافي بقاء الصوم ويتحقق منه أن من ذاق شيئاً بفمه لم يفسد صومه فإنه لو كان الماء مالحا بجد طعمه عند المضمة لا يفسد به الصوم وعلم منه حكم الاحتلام والاحتجام والادهان لأن الكتاب لما سمي الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوماً علم أن ركن الصوم يتم بالانهاء عن الأشياء الثلاثة

অনুরূপে এর উদাহরণ হল- আল্লাহ তাআলার বাণী “রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্তু সহবাস হালাল করা হয়েছে”। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে- “অতএব তোমরা রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর”। সুতরাং আয়াতে বলা হয়েছে ভোরের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস বৈধ, তাই ভোরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তের সহবাসের কারণে দিনের প্রথম অংশ অবস্থায় আরম্ভ হতে বাধ্য। অর্থাত দিনের সে অংশে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম রোজা-যা পূর্ণ করার জন্য বান্দাকে হৃকুম করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর এ বাণী জনাব বা অপবিত্রতা রোজার জন্য যে ক্ষতিকর নয়-এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে। আর তাতে এটাও প্রকাশ পেয়েছে যে, গোসল করার সময় নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা রোজার ক্ষতিকর নয়। আর তাতে এ মাসলাটিও নির্গত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় তার জিহবা দ্বারা কোনো কিছুর স্বাদ প্রহর করে তাতে রোজা নষ্ট হবে না। কারণ গোসলের পানি যদি লবণাক্ত হয় এবং কুলির সময় সেই লবণাক্ততার স্বাদ অনুভূত হয় তাতে রোজা ভাঙবে না। এর থেকে স্পন্দনোষ, সিংঙ্গা লাগানো এবং তৈল লাগানোর বিধানটিও জানা যায়। (অর্থাৎ এগুলো দ্বারা রোজা নষ্ট হয় না) কেননা, কোরআনে কারিমে উল্লিখিত তিনটি কাজ দিনের প্রথম ভাগে করা হতে বিরত থাকাকে রোজা বলে অভিহিত করেছে। কাজেই বুবা গেল রোজার রোকন তখন পূর্ণ হয় যখন রোজাদার উক্ত তিনটি বিষয় হতে নিজেকে বিরত রাখে।

وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت فإن قصد الإتّيان بالمؤمر به إنما يلزمه عند توجيه الأمر والأمر إنما يتوجّه بعد الجزء الأول لقوله تعالى : ثمَّ أَتَمْوَا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَمَا دَلَائِلُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عَلِمْ عِلْمًا لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةٌ لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنْبَاطًا مِثَالَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَا تَقْلِيلَ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهِرُهُمَا" فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السمع أن تخريم

التأفيف لدفع الأَذى عَنْهُمَا وَحْكَمْ هَذَا النَّوْعُ عُمُومُ الْحُكْمِ الْمُنْصُوصُ عَلَيْهِ لِعُمُومِ عُلْتَهِ
وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا يَتَحْرِيمُ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَالْعُسْدَامِ عَنِ الْأَبِ بِسَبَبِ الْإِجَارَةِ وَالْحَبْسِ
بِسَبَبِ الدِّينِ وَالْقَتْلِ قَصَاصَاتِمَ دَلَالَةِ النَّصِ حَتَّىٰ صَحَّ إِثْبَاتُ الْعُقوَبَةِ بِدَلَالَةِ
النَّصِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَجَبَتُ الْكَفَّارَةُ بِالوَقَاعِ بِالنَّصِ وَبِالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بِدَلَالَةِ النَّصِ وَعَلَىٰ
اعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى قِيلَ يَدِارُ الْحُكْمَ عَلَىٰ تِلْكَ الْعُلَةِ

আর এর উপর ভিত্তি করে রাতের বেলায় রোজার নিয়ত করা প্রয়োজন কিনা সেই বিধান নির্গত হয়। কেননা নির্দেশিত তথা রোজা কার্যকর করার নিয়ত তখনই জরুরি হয় যখন সে নির্দেশিত বাস্তবায়ন করতে যায়। আর নির্দেশ বাস্তবায়ন শুরু হয় দিনের প্রথম ভাগ হতে। কেননা আল্লাহর বাণী আয়াত শব্দটি বা বিলম্ব অর্থ প্রকাশ করার জন্য নির্গত (এতে বুবা গেল যে, রাতে রোজার নিয়ত করা আবশ্যিক নয়)।

دلالة النص বলা হয় এমন অর্থকে যা আভিধানিক দৃষ্টিকোণে আদিষ্ট হৃকুমের কারণ থেকে বুবা যায়—ইজতেহাদ বা ইসতেমবাতের দিক দিয়ে নয়। এর উদাহরণ হল আল্লাহ তাআলার বাণী “পিতা-মাতার ব্যাপারে উহ শব্দও বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না”। যারা ভাষায় অভিজ্ঞ তারা এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই বুবতে পারেন যে, উহ শব্দ হারাম হওয়ার কারণ হলো পিতামাতার কষ্ট দূর করা। এর হৃকুম এই যে, ইল্লত বা কারণ আম হওয়ার কারণে ঘোষিত নির্দেশও আম হবে। অতএব আমরা হানাফিগণ বলি যে, পিতা-মাতাকে মারপিট করা, গালমন্দ করা, পিতা-মাতাকে মজদুর হিসেবে খাঠিয়ে খেদমত আদায় করা, খণ্ডের দায়ে পিতাকে বন্দী করা এবং হত্যার দায়ে পিতাকে হত্যা করা ইত্যাদি হারাম।

অতঃপর **دلالة النص** অন্যান্য নসের মতই অকাট্য। এমনকি ইহা দ্বারা দড় বিধিও কার্যকর করা শুন্দ হবে। আর এর ভিত্তিতে হানাফিগণ বলেন যে, রোজার মধ্যে দিনের বেলায় সহবাসের কারণে কাফফারা যে ওয়াজিব তা নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর পানাহার করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া **دلالة النص** দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। দালালাতুন নস অকাট্য হওয়ার কারণে কেউ কেউ বলেছেন যে, ইল্লত এর ভিত্তিতে হৃকুম আবর্তিত হবে অর্থাৎ ইল্লত পাওয়া গেলেই নির্দেশনা কার্যকর হবে।

قال الإمام القاضي أبو زيد لو أن قوماً يعدون التأليف كرامة لا يحرم عليهم تأليف الأبوين وَكَذَالِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي" الآية إن المعنى في كون البيع منها للاخلال بالسعى إلى الجمعة وَلَوْ قَرَضْنَا بِيعًا لَا يُمْنَعُ الْعَاقِدِينَ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ بِأَنَّ كَانَ فِي سَفِينةٍ تَجْرِي إِلَى الْجَامِعِ لَا يَكْرِهُ الْبَيْعُ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا حَلَّفَ لَا يَضْرِبُ امْرَأَهُ فَمَدَ شَعْرَهَا أَوْ عَصْبَهَا أَوْ خَنْقَهَا يَحْتَنِثُ إِذَا كَانَ بِوْجَهِ الْإِيَّالَامِ وَلَوْ وَجَدَ صُورَةً الضَّرْبِ وَمَدَ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمَلَاعِبَةِ دُونَ الْإِيَّالَامِ لَا يَحْتَنِثُ وَمَنْ حَلَّفَ لَا يَضْرِبُ فَلَانَا فَضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْتَنِثُ لِأَنَّعِدَامَ مَعْنَى الضَّرْبِ وَهُوَ الْإِيَّالَامُ وَكَذَالِكَ لَوْ حَلَّفَ لَا يَكُلُمُ فَلَانَا فَكَلَمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْتَنِثُ لِعدَمِ الإِفْهَامِ وَبِاعتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى يُقَالُ إِذَا حَلَّفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمْكِ وَالْجَرَادَ لَا يَحْتَنِثُ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرَ أَوِ الْإِنْسَانَ يَحْتَنِثُ لِأَنَّ الْعَالَمَ بِأُولِ السَّمَاعِ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَاطِلَ عَلَى هَذَا الْيَمِينِ إِنَّمَا هُوَ الْإِحْتِرَازُ عَمَّا يَنْشأُ مِنَ الدَّمِ فَيَكُونُ الْإِحْتِرَازُ عَنِ تَنَاوُلِ الدَّمْوَيَاتِ فِيدَارِ الْحُكْمِ عَلَى ذَالِكَ.

ইমাম কাজি আবু যায়দ বলেন, যদি কোনো সম্পদায় অফ শব্দ ব্যবহারকে (সামাজিক প্রচলনে) সম্মানজনক বলে মনে করে, তাহলে তাদের জন্য পিতা-মাতাকে অফ শব্দ বলা হারাম হবে না। আর অনুরূপ আমরা বলি আল্লাহ তাআলার বাণী “হে ইমানগণ যখন জুমার আজান হয়, তখন বেচাকেনা বন্ধ করে জুমার দিকে ধাবিত হও”। এই আয়াত দ্বারা ক্রয় বিক্রয় জুমার দিকে যাওয়ার পথে অন্তরায় হওয়ার কারণে (জুমার আজানের পর) উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এমন কোনো ক্রয় বিক্রয় যদি হয়, যা ক্রেতা বিক্রেতার জুমার পথে অন্তরায় হয়না। যেমন ক্রেতা বিক্রেতা দুজনই মসজিদগামী চলন্ত নৌকায় অবস্থান করে তাহলে বেচাকেনা হারাম হবে না। এর উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে প্রহার না করার শপথ করে, অতঃপর তার চুল ধরে টানাটানি করে অথবা তাকে দাঁত দ্বারা কামড় দেয়, অথবা তার গলা টিপে ধরে, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। কিন্তু শর্ত হলো, এ সব স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার মানসে হতে হবে। আর যদি প্রহারের অভিনয় ও চুল টানাটানি খেলার জন্য হয় তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না।

অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে মারব না, অতঃপর তার মৃত্যু পর তাকে মারল এতে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা মারার অর্থ যে কষ্ট দেয়া তা পাওয়া যায়নি। অনুরূপ যদি কেউ কসম করে, অমুকের সাথে কথা বলবে না, তবে মৃত্যুর পর যদি কথা বলে তাতে শপথ

دلالۃ النص دلالة النص
ভঙ্গ হবে না। কারণ, বলার উদ্দেশ্য হলো কিছু বুঝানো যা মৃত্যুর পর সম্ভব নয়। আর এ এর ভিত্তিতে বলা যায়, যদি কেউ গোশত না খাওয়ার শপথ করে। অতঃপর সে যাই অথবা পঙ্গপালের গোশত খায়, তবে সে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি শুকর কিংবা মানুষের গোশত খায়, তবে শপথ ভঙ্গ হবে। কেননা ভাষাবিদগণ কসমের বাক্য শুনা মাত্রই বুঝেন যে, এ শপথ করার কারণ রক্ত দ্বারা তৈরি গোশত খাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং শপথের মর্ম হবে রক্ত দ্বারা তৈরি গোশত খাওয়া হতে বিরত থাকা। তাই সে অনুসারেই শপথের হকুম কার্যকর হবে।

وَإِمَّا مُقْتَضِي فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى النَّصِ إِلَّا بِهِ كَأَنَّ النَّصَ اقْتَضَاهُ لِيَصِحِّ فِي نَفْسِهِ مَعْنَاهُ مثلاً فِي الشَّرِعِيَّاتِ قَوْلُهُ أَنْتَ طَالِقٌ فَإِنْ هُذَا نَعْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِي الْمَصْدِرَ فَكَأَنَّ الْمَصْدِرَ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْإِقْتِضَاءِ وَإِذَا قَالَ اعْتَقْ عَبْدَكَ عَنِي بِإِلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ اعْتَقْتَ يَقْعُ الْعَتْقَ عَنِ الْأَمْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ نَوْيٍ بِهِ الْكُفَّارَ يَقْعُ عَمَّا نَوْيَ وَذَالِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ اعْتَقْهُ عَنِي بِإِلْفِ دِرْهَمٍ يَقْتَضِي مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْهُ عَنِي بِإِلْفِ ثَمَّ كَنْ وَكِيلِ بِإِلْيَاعْتَاقِ فَاعْتَقْهُ عَنِي فَيَثْبِتُ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْإِقْتِضَاءِ فَيَثْبِتُ الْقُبُولُ كَذَالِكَ لِأَنَّهُ رَكِنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفٍ إِذَا قَالَ اعْتَقْ عَبْدَكَ عَنِي بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ اعْتَقْتَ يَقْعُ الْعَتْقَ عَنِ الْأَمْرِ وَيَكُونُ هَذَا مَقْتَضِيَاً لِلْهَبَةِ وَالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقُبْضِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقُبُولِ فِي

باب البيع

একটি অধিক ঐ বিষয়কে বুঝায় যা না হলে নসের অর্থ সঠিক হয় না। সুতরাং নস তার নিজের অর্থ শুন্দি হওয়ার জন্য ঐ অতিরিক্ত বিষয়টির দাবি করছে মনে করা হয়। শরিয়তের বিধানে ইহার উদাহরণ হল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে অন্ত তুমি তালাক আঞ্চ শুন্দি শালি স্ত্রীর সিফাত তথা গুণবাচক বিশেষ্য কিন্তু এ সিফাতটি একটি এর প্রত্যাশা করে। আর এর প্রত্যাশা কেউ বলে, আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার গোলামটি আযাদ করে দাও। তখন সে বলল, আযাদ করে দিলাম। তাহলেও নির্দেশ দাতার পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর একহাজার দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এর দ্বারা যদি নির্দেশ দাতা কাফফারার নিয়ত করে থাকে তাহলে কাফফারাও আদায় হয়ে যাবে। কেননা তোমার গোলামটি

আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে দাও, এর অর্থ হলো, তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার গোলামটি বিক্রি কর, তারপর তুমি আমার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হও এবং আমার পক্ষ থেকে গোলামটি আযাদ করে দাও। অতএব উক্তির اقتضاء النص অনুসারে বিক্রয় করা সাব্যস্ত হল। একই ভাবে তার কবুল করাও সাব্যস্ত হল। আর এ কবুলই হল ক্রয় বিক্রয়ের রোকন। এ কারণে ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) বলেন, যদি কেউ অপরকে বলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার গোলামটি বিনামূল্যে আযাদ করে দাও। তাতে সে আযাদ করে দিল। তবে এ আযাদ করাটা আদেশ দাতার পক্ষ থেকে হবে। যার হবে প্রথমে তুমি তোমার গোলামটি দান কর। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে গোলামটি আযাদ করার ব্যাপারে উকিল নিযুক্ত হও। আর এ ধরনের হেব্বة এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত বস্তু হস্তগত করা আবশ্যিক নয়। কেননা, হেবার ক্ষেত্রে এ قبض তথা হস্তগত করা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এর قبول এর স্থলাভিষিক্ত।

وَلَكُنَا نَقُولُ الْقِبْلُوْلَ رَكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْأَقْتِضَاءَ أَثْبَتْنَا الْقِبْلُوْلَ ضَرُورَةً بِخَلَافِ الْقِبْلُوْلِ فِي بَابِ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْهِبَةِ لِيَكُونَ الْحُكْمُ بِالْهِبَةِ بِطَرِيقِ الْإِقْتِضَاءِ حَكْمًا بِالْقَبْضِ وَحْكَمَ الْمُقْتَضَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْضَّرُورَةِ فَيُقْدَرُ بِقَدْرِ الْضَّرُورَةِ وَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَنُوْيِ بِهِ التَّلَاقُ لَا يَصْحُ لِأَنَّ الطَّلاقَ يُقْدَرُ مَذْكُورًا بِطَرِيقِ الْإِقْتِضَاءِ فَيُقْدَرُ بِقَدْرِ الْضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةِ تُرْتَفَعُ بِالْوَاحِدِ فَيُقْدَرُ مَذْكُورًا فِي حَقِ الْوَاحِدِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ إِنْ أَكْلَتْ وَنُوْيِ بِهِ طَعَامًا غَامًا دُونَ طَعَامٍ لَا يَصْحُ لِأَنَّ الْأَكْلَ يَقْتَضِي طَعَامًا فَكَانَ ذَالِكَ ثَابِتًا بِطَرِيقِ الْإِقْتِضَاءِ بِقَدْرِ الْضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةِ تُرْتَفَعُ بِالْفَرْدِ الْمُطْلَقِ وَلَا تَخْصِيصٌ فِي الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْعُمُومَ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ اعْتَدَيْ وَنُوْيِ بِهِ الطَّلاقَ فَيَقْعُدُ الطَّلاقُ اقْتِضَاءً لِأَنَّ الْاعْتِدَادَ وَجُودَ الطَّلاقَ فَيُقْدَرُ الطَّلاقُ مَوْجُودًا ضَرُورَةً وَلِهَذَا كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ رَجْعِيًّا لِأَنَّ صَفَةَ الْبَيْنُونَةِ زَائِدَةً عَلَى قَدْرِ الْضَّرُورَةِ فَلَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْإِقْتِضَاءِ وَلَا يَقْعُدُ إِلَّا وَاجِدًا لِمَا ذَكَرْنَا

কিন্তু আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, তথা সম্ভতি দেয়া বেচা কেনার একটি (অত্যাবশ্যকীয় বিষয়)। সুতরাং আমরা যখন (পূর্বোক্ত মাসআলায়) নসের অনিবার্য চাহিদা হিসেবে বেচা কেনাকে সম্পূর্ণ বলে সাবল্ল করেছি, তখন তথা সম্ভতি অত্যাবশ্যকীয় ভাবে নির্ধারণ করেছি। কিন্তু হেবা এর ক্ষেত্রে তথা হস্তগত করাটা এর বিপরীত। কেননা হেবার মধ্যে قبض (রোকন নয়, তাই আলোকে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে) এর উকুম কার্যকর হবে না।

এর ছক্কুম হল, প্রয়োজন অনুসারে তা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই
নির্ধারিত হবে। এ কারণে আমরা (হানাফিগণ) বলি, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে
অর্থাৎ তুমি তালাকপ্রাপ্ত। আর একথা দ্বারা যদি সে তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এ নিয়ত বৈধ
হবে না। কেননা স্বামীর উক্ত কথায় তালাক শব্দটি **ঠালি** শব্দের রূপে মেনে নেয়া হয়েছে।
সুতরাং বাক্য শুন্দ হওয়ার জন্য তালাক যতটুকু দরকার ততটুকুই নির্ধারিত হবে। আর এক তালাকের
দ্বারাই এ প্রয়োজন মিটে যায়। অতএব তালাক শব্দ দ্বারা এক তালাকই নির্ধারিত হবে।

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সমাধান বের হয় যে, কেউ যদি বলে আক্ত অন আমি যদি খাই। আর এ উক্তি দ্বারা কিছু কিছু খাদ্য বাদ দিয়ে কোনো কোনো খাদ্যের নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত শুল্ক হবেন। (বরং যে কোনো খাদ্য খেলেই তার শর্ত পূর্ণ হবে) কেননা “খাব” শব্দটি নিঃশর্তে যে কোনো খাবারকে জরুরি হিসেবে বুঝায়। ফলে তা **অভ্যন্তরীণ অধিকারী** অনুসারে প্রয়োজনীয় অংশ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ প্রয়োজন যে কোনো খাদ্য খেলেই পূর্ণ হবে। এতে কোনো খাদ্য নির্দিষ্ট করার নিয়ত চলবে না। কেননা নির্দিষ্ট করন **বাবু** এর ক্ষেত্রে হয়। (আর এখানে প্রমাণিত হয়নি)। যে ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে তাকে যদি দ্বারা বলে, তুমি ইদত পালন কর। আর ইহা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তাহলে **অভ্যন্তরীণ অধিকারী** হিসেবে তালাক পতিত হবে। কেননা ইদত পালন করার পূর্বে তালাকের অঙ্গিত্বের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আবশ্যকীয়ভাবে এখানে তালাক নির্ধারিত হবে। সে কারণে তুমি ইদত পালন কর উক্তি দ্বারা তালাকের নিয়ত করলে ত্রীকে প্রত্যাহার যোগ্য (جع) রেজায়ি তালাক পতিত হবে। কেননা তালাক প্রসঙ্গে ইহার বায়িন হওয়া প্রয়োজনের একটি অতিরিক্ত বিশেষণ। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে না এবং এক তালাকের বেশিও পতিত হবে না। যা আমরা উল্লেখ করেছি (কারণ হিসেবে)।

الدرس التاسع : الامر والنهي

الأمر في اللغة قول القائل لغيره أفعى وفى الشرع صرف إلزام الفعل على الغير وذكر بعض الأئمة أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة واستحال أن يكون معناه إن حقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة فإن الله تعالى متكلم في الأزل عندنا وكلامه أمر ونفي وإخبار واستخبار واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل واستحال أيضاً أن يكون معناه أن المراد بالأمر للأمر يختص بهذه الصيغة فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد وهو معنى الإبتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع.

নবম পাঠ : আমর ও নাহি

অভিধানিক অর্থে অন্য কাউকে অফুল বলার নাম আমর। শরিয়তের পরিভাষায় কোনো কাজকে অপরিহার্যভাবে চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগকে আমর বলা হয়। (উসুলে ফিক্‌হ-এর) কতিপয় ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, আমর দ্বারা যা উদ্দেশ্য তা এই সিগার সাথে নির্দিষ্ট। তাঁদের এ কথার অর্থ এমনটি হওয়া অসম্ভব যে, আমরের এই সিগার সাথে খাস। কেননা আল্লাহ তাআলা অনাদিকালের প্রবক্তা এবং তাঁর কথায় আদেশ নেই, নিমেধ খবর সংবাদ নেই, বর্ণনা গ্রহণ সবই আছে। আর অনাদিকালে এই সিগার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। (সুতরাং বুবা গেল উক্ত সিগার ছাড়াও আমরের অস্তিত্ব ছিল।) তাঁদের এই বক্তব্যের অর্থ এও হওয়া অসম্ভব যে, আমর দ্বারা আমরকারীর উদ্দেশ্য এই সিগার সাথে খাস। কারণ আমর দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দার উপরে কাজকে অপরিহার্য করে দেয়া। আমাদের কাছে এটাই পরীক্ষা গ্রহণের অর্থ। অথচ এই সিগার ছাড়াও কাজের অপরিহার্যতা প্রমাণিত। যার কাছে দাওয়াত পৌছেনি দাওয়াতের বাণী শোনা ব্যতীত তার উপর আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস ছাপন করা অপরিহার্য নয় কি?

قال أبو حنيفة لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على العقلاء معرفته بعقوتهم فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات حتى لا يكون فعل

الرَّسُولُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ افْعَلُوا وَلَا يَلْزُمُ اغْتِقَادُ الْوُجُوبِ بِهِ وَالْمَتَابِعَةُ فِي افْعَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا تُجْبَ عِنْدَ الْمُواظِبَةِ وَانْتِقاءِ دَلِيلِ الْإِخْتِصَاصِ.

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন- (ধরে নেয়া যাক) যদি আল্লাহ তাআলা কোনো রসূল প্রেরণ নাও করতেন, তবুও জ্ঞানীদের উপর নিজ জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ওয়াজিব হত। সুতরাং এর উক্তি একথার উপর প্রযোজ্য হবে যে, শরিয়তের যে জগতের ক্ষেত্রে এবং কর্তব্য বা বান্দার উপর সাধ্যস্ত হয় তা আমরের সিগাহ তথা শব্দের সাথে একটি শব্দের সাথে বা নির্দিষ্ট। এমনকি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণে ফরজ সাধ্যস্ত হওয়ার বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজের অনুসরণ করা ফরজ হবে তখনই যখন সে কাজটি তিনি সব সময় করেছেন বলে প্রমাণিত হবে এবং উক্ত কাজটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হবে।

فصل اختلف الناس في الأمر المطلق أي المجرد عن القرنية الدالة على اللزوم وعدم اللزوم
نحو قوله تعالى : "وَإِذَا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" وقوله تعالى : "وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين" وال صحيح من المذهب إن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه لأن ترك الأمر معصية كما أن الائتمار طاعة قال الحماسي أطعت لأميريك بصرم حبلي مر لهم في أحبتهم بذلك ... فإنهم طاعوك فطاوعهم وإن عاصوك فاعصي من عصاك والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولایة الأمر على المخاطب ولهذا إذا وجهت صيغة الأمر إلى من لا يلزمها طاعتك أصلاً لا يكون ذلك موجبا للائتمار وإذا وجهتها إلى من يلزمها طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه اختياراً يستحق العقاب عرفاً وشرعاً

মানুষ তথা ইমামগন সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আমরে মুতলাক ঐ আমরকে বলা হয় যেখানে আবশ্যক বা অনাবশ্যক হওয়ার কোনো নির্দেশনা থাকে না। যেমন আল্লাহ তাআলার কথা, ‘যখন কোরান পাঠ করা হয়, তখন তা একাছচিত্তে শুন এবং চুপ করে থাক, যাতে তোমরা

অনুগ্রহীত হও”। আল্লাহু তাআলার বাণী “আর তোমরা দুঁজন এ বৃক্ষের কাছে যেওনা, (যদি গাছের নিকটবর্তী হও) তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অঙ্গৃহু হয়ে যাবে”।

(আমরের বিধান প্রসঙ্গে) সহিহ মাজহাব এই যে, আমর এর চাহিদা বা হৃকুম হল অর্থাৎ আদিষ্ট বিষয় ওয়াজিব হওয়া- বিপরীত কোনো দলিল না থাকলে। কেননা, কে বর্জন করা অবাধ্যতা এবং গুণা, যেমনটি পালন করা আনুগত্য তথা ইবাদত। বিশিষ্ট কবি সাহিবুল হামাসা বলেন-

اطعْتُ لِامْرِيكَ بِصَرْمَ حَبْلِيْ * مَرِيْهِمْ فِي احْبَتِهِمْ بِذَالِكَ
فَهُمْ انْ طَاوِعُوكَ فَطَاوِعِيهِمْ * وَانْ عَاصُوكَ فَاعْصِيْ مِنْ عَصَاكَ

অর্থাৎ হে প্রেয়সী। তুমি প্রেমের ডোর ছিল করতে তোমার আদেশদাতাদের আনুগত্য করেছ। তুমি তাদের প্রেমাঙ্গদের সম্পর্কে অনুরূপ আদেশ দাও। তারা যদি তোমার কথা শুনে তুমিও তাদের আনুগত্য কর, আর যদি তারা তোমাকে উপেক্ষা করে তবে তুমিও ঐ ব্যক্তিদের উপেক্ষা কর যারা তোমাকে উপেক্ষা করে। আর শরিয়তের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবাধ্যতা শাস্তি পাওয়ার কারণ। এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, আদেশ প্রতিপালনের অপরিহার্যতার বিষয়টি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর আদেশদাতার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে হয়। সে কারণে যে ব্যক্তি তোমার আনুগত্য করতে বাধ্য নয় তাকে নির্দেশ করে যখন তুমি আমরের সিগাহ ব্যবহার করবে তখন তা প্রতিপালন করা তার উপর অপরিহার্য হবে না। পক্ষান্তরে আমরের সিগাটি যখন তোমার গোলাম- যারা তোমার আনুগত্য করতে বাধ্য- তাদেরকে করবে তখন তা প্রতিপালন করা তাদের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। অতঃপর সে আদেশ ইচ্ছাকৃত অমান্য করলে প্রচলিত নিয়ম ও শরিয়তের দৃষ্টি কোনো শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে।

فَعَلَ هَذَا عَرَفْنَا أَنْ لُزُومَ الائِتِمَارِ يَقْدِرُ وَلَيْةَ الْأَمْرِ إِذَا ثَبَّتْ هَذَا فَقَنْتُوْلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَلِكًا كَامِلاً فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ وَلِهِ التَّصْرِيفُ كَيْفَ شَاءَ وَأَرَادَ وَإِذَا ثَبَّتْ أَنَّ مِنْ لَهُ الْمُلْكُ الْقَاصِرُ فِي الْعَبْدِ كَانَ تَرْكُ الائِتِمَارِ سَبِيلًا لِلعقابِ وَمَا ظَنَكُ فِي تَرْكِ أَمْرٍ مِنْ أَوْجَدَكَ مِنَ الْعَدَمِ وَأَدْرِ عَلَيْكَ شَأْبِيبُ النَّعْمِ

উল্লিখিত বিবরণ হতে আমরা জানতে পারলাম যে, নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য হয় নির্দেশদাতার অধিকার ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং যখন এ মূলনীতি সাব্যস্ত হল, তখন আমরা বলব যে, বিশ্ব জগতের প্রতিটি পরতে আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন। আর যখন এ কথা প্রমাণিত হল যে, কোনো ব্যক্তি স্বীয় গোলামের মধ্যে অপরিপূর্ণ

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর আদেশ অমান্য করা ঐ গোলামের জন্য শাস্তি পাওয়ার কারণ। তখন ঐ সত্তা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি হওয়া উচিত যিনি তোমাকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন (সৃষ্টি করেছেন)। এবং তোমার উপর নেয়ামতের অবারিত ধারা বর্ণণ করেছেন।

فصل الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ لَا يُقْتَضِي التَّكْرَارَ وَلِهُدَا قُلْنَا لَوْ قَالَ طَلَقَ امْرَأَيْ فَطَلَقَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ تَزَوْجَهَا الْمُوْكَلُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُقُهَا بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ ثَانِيَا وَلَوْ قَالَ زَوْجِي امْرَأَةٌ لَا يَتَنَاهُلُ هُذَا تَزْوِيجًا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَوْ قَالَ لَعَبْدِهِ تَزْوِيجٌ لَا يَتَنَاهُلُ ذَالِكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ طَلْبٌ تَحْقِيقَ الْفِعْلِ عَلَى سَيِّلِ الْإِخْتِصَارِ فَإِنْ قَوْلَهُ اسْتِرْبِ مُخْتَصِّرٍ مِنْ قَوْلِهِ افْعَلْ فَعْلَ ضَرْبٍ وَالْمُخْتَصِّرُ مِنْ الْكَلَامِ وَالْمُطْوَلُ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ.

আমর তথ্য বারবার কাজটি করা দাবি করে না- এ জন্য আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, যদি কেউ অন্যকে বলে, আমার ভ্রীকে তালাক দাও, তখন যদি সে উকিল ঐ নারীকে তালাক দেয়। অতঃপর উকিল নিযুক্তকারী ব্যক্তি ঐ নারীকে পরবর্তীতে বিবাহ করে তখন উকিলের অধিকার বর্তাবে না যে, সে নারীকে পূর্বের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় তালাক দেবে। আর যদি কেউ অন্যকে বলে যে, আমাকে কোনো নারীর সাথে বিবাহ করিয়ে দাও। তবে এই নির্দেশ এক বারের পর পুনরায় বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আর যদি ব্যক্তি তার গোলামকে বলে যে, তুমি বিবাহ কর, তবে এ নির্দেশ একবারের পর পুনরায় প্রযোজ্য হবে না। কেননা, কোনো কাজের নির্দেশের অর্থ হল সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ঐ কাজের বাস্তাবায়ন দাবি করা। অতএব কারো উক্তি তুমি প্রহার কর। এটা অস্ত্র প্রহার কার্য সমাধা কর এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আর বাক্য সংক্ষিপ্ত হোক কিংবা দীর্ঘায়িত হোক ছক্কুমের দিক থেকে অভিন্ন।

ثُمَّ الْأَمْرُ بِالضَّرْبِ أَمْرٌ بِجِنْسِ تَصْرِيفِ مَعْلُومٍ وَحِكْمَةُ اسْمِ الْجِنْسِ أَنْ يَتَنَاهُلُ الْأَدْنَى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنْسِ وَعَلَى هُذَا قُلْنَا إِذَا حَلَفَ لَا يَشْرِبُ الْمَاءَ يَحْنَثُ بِشْرِبِ أَدْنَى قَطْرَةٍ مِنْهُ وَلَوْ نَوْيٌ بِهِ جَمِيعُ مِيَاهِ الْعَالَمِ صَحْتَ نِيَّتَهُ وَلِهُدَا قُلْنَا إِذَا قَالَ لَهَا طَلْقِي نَفْسِكَ فَقَالَتْ طَلَقْتَ يَقْعُ الْوَاحِدَةَ وَلَوْ نَوْيٌ الثَّلَاثَ صَحْتَ نِيَّتَهُ وَكَذَالِكَ لَوْ قَالَ الْآخِرُ طَلَقَهَا يَتَنَاهُلُ الْوَاحِدَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَوْ نَوْيٌ الثَّلَاثَ صَحْتَ نِيَّتَهُ وَلَوْ نَوْيٌ الْقَنْتَيْنِ لَا يَصْحُ إِلَّا إِذَا كَانَتِ النِّكْوَةُ أَمْمَةً فَإِنْ نِيَّةَ الشَّتَّنَتَيْنِ فِي حَقِّهَا نِيَّةٌ بِكُلِّ الْجِنْسِ وَلَوْ قَالَ لَعَبْدِهِ تَزْوِيجٌ يَقْعُ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

وَلَوْ نُوِيَ التَّنْتِينَ صَحْتْ نِيَّتَهُ لَأَنْ ذَالِكَ كُلُّ الْجِنْسِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ وَلَا يَتَأَقَّى عَلَى هُذَا فَصْلٍ
تَكْرَارُ الْعِبَادَاتِ فَإِنْ ذَالِكَ لَمْ يُثْبَتْ بِالْأَمْرِ بَلْ بِتَكْرَارِ أَسْبَابِهَا الَّتِي يُثْبَتْ بِهَا الْوُجُوبُ.

অতঃপর প্রহারের আদেশটি এক জাত-জাতিবাচক কাজের ক্ষমতা প্রয়োগের আদেশ বুঝায়। আর অসম (তথ্য জাতি বাচক বিশেষ ইন্দি) এর হৃকুম হল- উহাকে রাখার সময় নিয়তম এককের উপর প্রযোজ্য হবে। তবে সমস্ত শ্রেণির সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা বলি যে, কেউ যদি শপথ করে যে, সে পানি পান করবেনা। অতঃপর এক ফোটা পান করলেও কসম ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে এ কসম দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত পানির নিয়ত করে, তবে সে নিয়তও শুন্দ হবে। এজন্য আমরা বলি, যদি কোনো ব্যক্তি তার ঝীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও। অতঃপর উভয়ে ঝী বলল, আমি তালাক দিলাম। এক্ষেত্রে এক তালাক প্রতিত হবে। আর যদি স্বামী তার উক্তিতে তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে সেই নিয়ত করাও শুন্দ হবে। আর যদি দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে শুন্দ হবে না। তবে বিবাহিতা নারী যদি দাসী হয়, তাহলে দুই তালাকের নিয়ত করাও শুন্দ হবে। কেননা, দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকের নিয়তই পূর্ণ এর নিয়ত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি কেউ তার গোলামকে বলে যে, “তুমি বিবাহ কর”। তাহলে একজন মহিলাকে বিবাহ করাই বুঝাবে। আর যদি বজ্ঞা দু'জনের নিয়ত করে তা শুন্দ হবে। কেননা ইহা গোলামের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে অবস্থায় হওয়ার সূত্র দিয়ে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। কেননা এর মধ্যে ত্বরণ হয়ে আসব আমরের দ্বারা হয়নি বরং এর কারণে হয়ে থাকে যেগুলো দ্বারা সাধ্য হয়। (আর তা হলো এর সময়ের পুনঃপুনঃ আবর্তন)।

وَالْأَمْرُ لِطَبْ أَدَاءً مَا وَجَبَ فِي الدِّمَةِ بِسَبَبِ سَابِقٍ لَا إِلْتَبَاتِ أَصْلُ الْوُجُوبِ وَهُذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ
الرَّجُلِ أَدْثَمَ الْمَبِيعَ وَأَدْنَفَقَةَ الرِّزْوَجَةِ فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا فَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ
مِنْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ الْأَمْرُ لِمَا كَانَ يَتَنَاؤلُ الْجِنْسِ يَتَنَاؤلُ جِنْسٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمِثَالُهُ مَا يُعَالَ إِنْ
الْوَاجِبُ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ هُوَ الظَّهْرُ فَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ ذَالِكَ الْوَاجِبِ ثُمَّ إِذَا تَكَرَّرَ الْوَقْتُ تَكَرَّرَ
الْوَاجِبُ فَيَتَنَاؤلُ الْأَمْرُ ذَالِكَ الْوَاجِبِ الْآخِرِ ضُرُورَةً تَنَاؤلِهِ كُلُّ الْجِنْسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ صُومًا كَانَ
أَوْ صَلَاتَةً فَكَانَ تَكَرَّارُ الْعِبَادَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ لَا بِطَرِيقِ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكَرَارَ.

আর আমরের শব্দটি সে ওয়াজিব আদায়ের তাকিদ করার জন্য যা পূর্ববর্তী সবব দ্বারা দায়িত্বে ওয়াজিব হয়েছে। মূল সাব্যস্ত করার জন্য নয়। আর ইহা কোনো ব্যক্তির উক্তি, বিক্রিত বস্তুর মূল্য পরিশোধ কর এবং স্তুর ভরণ পোষণ আদায় কর, এ পর্যায়ের। অতঃপর ইবাদত যখন তার সববের দ্বারা ওয়াজিব হয় তখন আমরটি ঐ ওয়াজিব আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, যা তার উপর ওয়াজিব হয়েছে। অতঃপর আমরের সিগাহ যখন **জন্স** কে অন্তর্ভুক্ত করে, তা ওয়াজেব বস্তুর **জন্স** কেও শামিল করবে। তার উদাহরণ হল, যোহরের সময় যা ওয়াজিব তা হলো যোহরের নামাজ। সুতরাং আমরের সিগাহটি চাপ সৃষ্টি করেছে সে ওয়াজিব আদায়ের জন্য। অতঃপর যখন ওক্তের পুনরাবৃত্তি ঘটবে তখন ওয়াজিবেরও পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অতএব আমরের শব্দটি একই জাতীয় ওয়াজেবের সকল জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে বিধায় ওয়াজেবের সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করবে। চাই সে ওয়াজিব নামাজ হোক কিংবা রোজা হোক। সুতরাং ইবাদতের পুনরাবৃত্তি এ পদ্ধতিতে হয়। ঐ নীতিতে নয় যে, আমরের শব্দ তাকরারের চাহিদা রাখে।

الْمَأْمُورِ بِهِ نوْعًا مُطْلِقٌ عَنِ الْوَقْتِ وَمَقِيدٌ بِهِ وَحْكَمُ الْمُطْلِقِ أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى التَّرَاجِيِّ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يَفْوَتْهُ فِي الْعُمُرِ وَعَلَى هُذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ لَوْ نَذَرْ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ أَيْ شَهْرًا شَاءَ وَلَوْ نَذَرْ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيْ شَهْرًا شَاءَ وَفِي الرَّزْكَةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعَشْرِ الْمَذْهَبُ الْمَعْلُومُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِالثَّالِثِ مُفْرَطًا فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ التَّصَابُ سَقْطٌ الْوَاجِبُ وَالْحَانِثُ إِذَا ذَهَبَ مَالَهُ وَصَارَ فَقِيرًا كَفَرَ بِالصَّوْمِ وَعَلَى هُذَا لَا يَحُوزُ قَضَاءُ الصَّلْوةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمُكْرُوَهَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحُوزُ قَضَاءً وَعَلَى هُذَا لَا يَحُوزُ قَضَاءً الصَّلْوةِ بِأَدَاءِ التَّاقِصِ فَيَحُوزُ الْعَصْرُ عِنْدِ الْأَحْمَرِ أَدَاءً وَلَا يَحُوزُ قَضَاءً وَعَنِ الْكَرْنَخِيِّ رَحْمَةً أَنْ مُوجِبَ الْأَمْرِ الْمُطْلِقِ الْوَجْبُ عَلَى الْفَوْرِ وَالْخَلَافُ مَعَهُ فِي الْوُجُوبِ وَلَا خَلَافٌ فِي أَنَّ الْمَسَارِعَةَ إِلَى الْائِتِمَارِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا.

মামুর তথ্য আদিষ্ট বিষয় দুই প্রকার (১) যে আমর আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই (২) যা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এর লক্ষ্য হল, উহা বিলম্বের অবকাশে আদায় করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো সারা জীবনের মধ্যে যেন বাদ না পড়ে। এই বিধান অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ তার জামে

গ্রহে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো একমাস এতেকাফ করার নিয়ত করে, তার জন্য যে কোনো মাসে এতেকাফ করা যায়েজ হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি কোনো এক মাস রোজা রাখার মান্নত করে, তবে তাঁর জন্য যে কোনো মাসে রোজা রাখা জায়েজ হবে। জাকাত, ইদুল ফিতরের সদকা ও উৎসরের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মাজহাব হল এগুলোতে বিলম্ব করলে গুনহগার হবে না। যদি সে নেসাব নষ্ট হয়ে যায় তবে দায়িত্ব হতে ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কসমকারীর মাল চলে যায় এবং ফরকির হয়ে যায়, তবে কসমের কাফ্ফারা রোজা দ্বারা আদায় করবে। এ কারণে মাকরুহ সময়গুলোর মধ্যে কাজা নামাজ পড়া বৈধ নয়। কেননা, নামাজ যখন ওয়াজিব হয়েছে নিঃশর্তভাবে তখন কামল তথা পরিপূর্ণভাবে ওয়াজিব হয়েছে। কাজেই তথা অপরিপূর্ণ আদায় দ্বারা দায়িত্বমুক্তি পাওয়া যাবে না। অতএব সূর্য রক্ত বর্ণ ধারণ করলে আসর নামাজ দাই হিসেবে বৈধ হয়, কাজা হিসেবে নয়। ইমাম কারখি রহমাতুল্লাহ মতে আমরে মুতলাক ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাৎক্ষণিক ভাবে আদায় করা ওয়াজিব। তার সাথে আমাদের মত পার্থক্য শুধু ওয়াজিব হবার বিষয়ে। তবে শীঘ্র আদায় করা মুস্তাহাব এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মত পার্থক্য নেই।

وَأَمَّا الْمُوقَتُ فَنُوعٌ نَوْعٌ يِكُونُ الْوَقْتُ ظِرْفًا لِلْفِعْلِ حَتَّى لَا يُشَرِّطُ اسْتِيَاعَ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْفِعْلِ
كالصلة وَمَنْ حَكَمَ هُذَا التَّوْعِيرَ أَنَّ وَجْبَ الْفِعْلِ فِيهِ لَا يُنَافِي وَجْبَ فَعْلٍ آخَرَ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ
حَتَّى لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا أَوْ كَذَا رَكْعَةً فِي وَقْتِ الظَّهَرِ لِزَمَهِ وَمَنْ حَكَمَ أَنَّ وَجْبَ الصلة
فِيهِ لَا يُنَافِي صِحَّةَ صِلْوَةٍ أُخْرَى فِيهِ حَتَّى لَوْ شُغِلَ جَمِيعُ وَقْتِ الظَّهَرِ لِغَيْرِ الظَّهَرِ بِحِلْزَنٍ
وَمَنْ حَكَمَ أَنَّهُ لَا يَتَأَدَّى الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعِينَةٍ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمَّا كَانَ مَشْرُوعًا فِي الْوَقْتِ لَا
يَتَعَيَّنُ هُوَ بِالْفِعْلِ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ لِأَنَّ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ المَزَاحِمِ وَقَدْ بَقِيتِ الْمُرَاجِمَةُ عِنْدِ
ضيقِ الْوَقْتِ.

মুক্তি যে সকল আদিষ্ট বিষয় নির্দিষ্ট সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ষ তা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার সময়টি আদিষ্ট কাজের জন্য হুকুম হল, ফলে পূর্ণ সময়টি আদিষ্ট কাজের জন্য রাখা আবশ্যকীয় নয়। যেমন নামাজ। এই প্রকারের মামুর হে হুকুম হল, ঐ সময় আদিষ্ট ওয়াজিব এর সাথে একই জাতীয় অন্য কাজ ওয়াজিব হতে বাধা নাই। সুতরাং যদি কেউ মান্নত করে যে, যোহরের সময় এত রাকাত নামাজ আদায় করবে তবে তার উপর তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহার আরেকটি হুকুম এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে আদিষ্ট কাজটি ওয়াজিব হওয়া একই সময়ে অন্য নামাজ শুন্দি হওয়ার

বিরোধী নয়। এমনকি মুসল্লি যদি যোহরের সময়কে যোহরের নামাজ ব্যতীত অন্য নামাজ দ্বারা ব্যাপ্ত রাখে তবে পঠিত সকল নামাজ শুন্দ হবে। (যদিও যোহর অনাদায়ের কারণে গুণগার হবে)

এ প্রকারের অন্যতম বিধান হল **তথা আদিষ্ট কাজের সুনির্দিষ্ট নিয়ত ছাড়া আদায় হবে না।**

মামুর কেননা সে ওয়াক্তে যেহেতু শুধু কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হবে না। বরং নিয়ত লাগবে-সময় সংকীর্ণ হলেও। ওয়াক্তের জন্য খাস হিসেবে নির্ধারিত হবে না। যদিও সময় সংকীর্ণ হয়। কেননা, নিয়তের বিবেচনা ত্বার্থ অন্য কাজের ভিত্তের জন্য করা হয়। আর সময় সংকীর্ণ হলেও বহু নামাজের সমাবেশের সম্ভাবনা এখানে বর্তমান আছে।

وَالنَّوْعُ الثَّالِيُّ مَا يَكُونُ الْوَقْتُ معياراً لَهُ وَذَالِكَ مثْلُ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَتَقدَّرُ بِالْوَقْتِ وَهُوَ الْيَوْمُ وَمَنْ حَكَمَهُ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا عَيْنَ لَهُ وَقْتًا لَا يَجِبُ غَيْرُهُ فِي ذَالِكَ الْوَقْتِ وَلَا يَجِزُ إِدَاءُ غَيْرِهِ فِيهِ حَتَّىٰ أَنَّ الصَّحِيحَ الْمُقِيمَ لَوْأَوْقَعَ إِمْسَاكَهُ فِي رَمَضَانَ عَنْ وَاجِبٍ أَخْرِيٍّ قَعْدَ عَنْ رَمَضَانَ لَا عَمَّا نَوْيَ وَإِذَا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين فإن ذلك لقطع المزاحمة ولا يسقط أصل النية لأن الإمساك لا يصير صوما إلا باليقنة فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية وإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعمّن الوقت له بتعيين العبد حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعمّن هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفار والنفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها ومن حكم هذا النوع يشترط تعيين النية لوجود المزاحم.

এর দ্বিতীয় প্রকার যেখানে সময় তার জন্য মুকাবেলা হবে। যেমন-রোধা। কেননা রোজা সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ঐ সময় হল পূর্ণ দিবস। এই প্রকারের ছুকুম এই যে, যেহেতু শরিয়ত এই প্রকার এর জন্য সময়টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেহেতু এই সময়ের ভিতরে

মামুর ছাড়া (সমজাতীয়) অন্য কাজ ওয়াজিবও নয় এবং অন্য কাজ আদায় করাও বৈধ নয়।

অতএব কোনো সুস্থ মুকিম ব্যক্তি রম্যান মাসে এই রম্যানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াজিব রোজা আদায় করতে গেলে তা না হয়ে এই রম্যানের রোজা হিসেবেই তা আদায় হবে। আর যেহেতু এই প্রকারের সমজাতীয় কাজের ত্বার্থ ভিত্তের অবকাশ নাই সেহেতু নির্দিষ্ট করণের নিয়তও এখানে শর্ত নয়। কারণ নির্দিষ্ট করণের নিয়ত সমজাতীয় কাজের অবকাশকে রাখিত করার জন্য

প্রয়োজন হয়। তবে (নির্দিষ্ট করণের নিয়ত শর্ত না হলেও) মূল নিয়ত রাখিত হবে না। কারণ
 নিয়ত ব্যতীত রোজা হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিকুণ্ড থেকে রোজার
 সংজ্ঞা হল- দিনের বেলায় নিয়ত সহকারে পানহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। আর যদি
 শরিয়ত তার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট না করে থাকে তবে বান্দার নির্দিষ্ট করণের মাধ্যমে তার জন্য
 সময় নির্দিষ্ট হবে না। যেমনটি বান্দা যদি রমধান মাসের কাজা রোজা পালন করার জন্য কিছু দিন
 নির্দিষ্ট করে তা এই কাজার জন্য নির্দিষ্ট হবে না। বরং এই দিনগুলোতে কাফ্ফারা ও নফল রোজা আদায়
 করাও জায়েজ হবে। অনুরূপভাবে রমধানের কাজা রোজা পালন করা এই দিন গুলোতে যেমন জায়েজ
 হবে অন্য সময়েও জায়েজ হবে। এই প্রকার **মামুর** এর ভুকুম হল, এই সময়ে যেহেতু সমজাতীয়
 অন্য কাজের পালন করার বৈধতা আছে সেহেতু এখানে নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্টকরণ শর্ত।

ثم للعبد أن يُوجب شيئاً على نفسه موقتاً أو غير موقت وليس له تغيير حكم الشرع مثلاً إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه لزمه ذلك ولو صامه عن قضاء رمضان أو عن كفارة يمينه جاز لأن الشرع جعل القضاء مطلقاً فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقيد بغير ذاك اليوم ولا يلزم على هذا ما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المندور لا عماناً نوى لأن التفل حق العبد إذ هو يستبدل بنفسه من تركه وتحقيقه فجاز أن يؤثر فعله فيما هو حقه لافيما هو حق الشرع وعلى اعتبار هذا المعني قال مشائخنا إذا شرطاً في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكناً سقطت النفقة دون السكنا حتى لا يتمكن الرزق من اخراجها عن بيت العدة لأن السكنا في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة.

অতঃপর বান্দার জন্য এই অধিকার স্বীকৃত যে, সে চাইলে নিজের উপর কোনো বিষয়কে অপরিহার্য করে নিতে পারে, বিষয়টি মুক্ত হোক অথবা **غیر موقت**। তবে শরিয়তের হকুম পরিবর্তন করার কোনো অধিকার তার নেই। উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট দিনে রোজা রাখার নিয়ত করে তবে তা তার উপর ওয়াজিব হবে। তবে ঐ দিন সে যদি রমযানের কাজা অথবা নির্দিষ্ট কাফ্ফারার রোজা পালন করে তাও জায়েজ হবে। কারণ কাজা পালনকে শরিয়ত সকল সময়ের জন্য অবারিত রেখেছে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট ঐ দিন ব্যতীত উক্ত কাজা পালনের জন্য অন্য দিনের শর্তাবোপের মাধ্যমে শরিয়তের সেই অবারিত বিষয়কে পরিবর্তন করার ক্ষমতা বান্দার নেই। এ ক্ষেত্রে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, সুনির্দিষ্ট ঐ দিনে সে যদি নফল নিয়তে রোজা রাখে সে ক্ষেত্রে নিয়ত মোতাবেক নফল আদায় না হয়ে মান্যতাই আদায় হবে। আপত্তি এই জন্য উত্থাপন করা যাবে না যে, যেহেতু নফল

বান্দার অধিকারের বিষয়। উক্ত অধিকার কার্যকর করা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। অতএব মানতের বিষয়টাও যেহেতু তার নিজস্ব অধিকার সে ক্ষেত্রে সে চাইলে নফলকে প্রাধান্য দিতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নয় যা শরিয়তের অধিকার। এই নীতির বিবেচনায় আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন— স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যদি এই শর্তের ভিত্তিতে খলুঁ এর চুক্তি করে যে, স্ত্রীর জন্য (ইন্দত পালনকালে) খোরপোষ ও গৃহবাস দেওয়া হবে না সেক্ষেত্রে খোরপোষ রহিত হলেও গৃহবাস রহিত হবে না। সে কারণে ইন্দতের ঘর থেকে স্ত্রীকে বের করে দেওয়া স্বামীর জন্য জায়েজ হবে না। কারণ ইন্দতের ঘরে গৃহবাস শরিয়তের অধিকার হওয়ার কারণে বান্দা সেই অধিকার রহিত করার ক্ষমতা রাখে না— যা খোরপোষ এর বিপরীত।

فصل الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ يَدْلِي عَلَى حَسْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ حَكِيمًا لَآنَ الْأَمْرِ لِبَيَانِ أَنَّ
الْمَأْمُورِ بِهِ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُوجَدْ فَاقْتَضَى ذَالِكَ حَسْنَهُ ثُمَّ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي حَقِّ الْحُسْنِ تَوْعَانِ
حَسْنٍ بِنَفْسِهِ وَحَسْنٍ لِغَيْرِهِ فَالْحُسْنُ بِنَفْسِهِ مِثْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَشَكْرُ الْمُنْعِمِ وَالصَّدَقِ
وَالْعُدْلِ وَالصَّلْوةِ وَنَحْوُهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ فَحَكْمُ هَذَا التَّوْعَنِ أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ
أَذَاؤُهُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَذَاءِ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطُ مِثْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَمَا مَا يَحْتَمِلُ
السُّقُوطُ فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَذَاءِ أَوْ بِإِسْقَاطِ الْأَمْرِ

কোনো বিষয়ের আদেশ দান সে বিষয়ের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ বহন করে। যদি হৃকুম দাতা হাকিম হয়। কেননা আমর বা হৃকুম এ কথা বুঝানোর জন্য যে, আদিষ্ট বস্তুটি এমন যার অঙ্গত লাভ করা উচিত। কাজেই এ আদেশ আদিষ্ট বিষয়ের উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ। অতঃপর উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে মামুর বি

দু'পুকার যা নিজেই উৎকৃষ্ট (১) যা অন্যের কারণে উৎকৃষ্ট। হস্ত লগ্নের প্রতি ইমান আনা, নেয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সত্যবাদীতা, ন্যায় বিচার, নামাজ পড়া ইত্যাদি নির্ভর্জাল ও খাটি ইবাদতসমূহ। এ প্রকার মামুর বি এর উদাহরণ হলো— আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা, নেয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সত্যবাদীতা, ন্যায় বিচার, নামাজ পড়া ইত্যাদি নির্ভর্জাল ও খাটি ইবাদতসমূহ। এ প্রকার মামুর বি এর উক্ত হলো— যখন বান্দার উপর এরূপ ইবাদত আদায় করা ওয়াজিব হয় তখন আদায় করা ব্যতীত উহা রহিত হবে না। আর রহিত না হওয়া এই মামুর বি এর ব্যাপারে হবে যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। যেমন আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা। আর যে মামুর বি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তা আদায় করার দ্বারা অথবা আদেশ দাতার রহিত করা দ্বারা রহিত হবে।

وعلى هـذا قـلـنا إـذـا وـجـبـتـ الـصـلـوةـ فـيـ أـوـلـ الـوقـتـ سـقـطـ الـأـوـاجـبـ بـالـأـدـاءـ أوـ باـعـتـرـاضـ الـجـنـونـ وـالـحـيـضـ وـالـنـفـاسـ فـيـ آـخـرـ الـوقـتـ بـاعـتـبـارـ أـنـ الشـرـعـ أـسـقـطـهـ عـنـهـ عـنـدـ هـذـهـ الـعـوـارـضـ وـلـاـ يـسـقـطـ بـضـيقـ الـوقـتـ وـعـدـمـ الـمـاءـ وـالـلـبـاسـ وـنـخـوهـ التـنـوـعـ التـانـيـ مـاـ يـكـونـ حـسـنـ بـوـاسـطـةـ الـغـيـرـ وـذـالـكـ مـثـلـ السـعـيـ إـلـىـ الـجـمـعـةـ وـالـوـضـوـءـ لـلـصـلـوةـ فـإـنـ السـعـيـ حـسـنـ بـوـاسـطـةـ كـوـنـهـ مـفـضـيـاـ إـلـىـ أـدـاءـ الـجـمـعـةـ وـالـوـضـوـءـ حـسـنـ بـوـاسـطـةـ كـوـنـهـ مـفـتـاحـاـ لـلـصـلـاةـ وـحـكـمـ هـذـاـ التـنـوـعـ أـنـ يـسـقـطـ بـسـقـطـ تـلـكـ الـوـاسـطـةـ حـتـىـ أـنـ السـعـيـ لـاـ يـجـبـ عـلـىـ مـنـ لـاـ جـمـعـةـ عـلـيـهـ وـلـاـ يـجـبـ الـوـضـوـءـ عـلـىـ مـنـ لـاـ صـلـاةـ عـلـيـهـ وـلـوـ سـعـيـ إـلـىـ الـجـمـعـةـ فـحـمـلـ مـكـرـهـاـ إـلـىـ مـوـضـعـ آـخـرـ قـبـلـ إـقـامـةـ الـجـمـعـةـ يـجـبـ عـلـيـهـ السـعـيـ ثـانـيـاـ وـلـوـ كـاـنـ مـعـتـكـفـاـ فـيـ الـجـامـعـ يـكـونـ السـعـيـ سـاقـطـاـ عـنـهـ وـكـذـالـكـ لـوـ تـوـضـأـ فـأـحـدـثـ قـبـلـ أـدـاءـ الـصـلـوةـ يـجـبـ عـلـيـهـ الـوـضـوـءـ ثـانـيـاـ وـلـوـ كـاـنـ مـتـوـضـاـ عـنـدـ وـجـوبـ الـصـلـوةـ لـاـ يـجـبـ عـلـيـهـ تـجـديـدـ الـوـضـوـءـ وـالـقـرـيبـ مـنـ هـذـاـ التـنـوـعـ الـخـدـودـ وـالـقـصـاصـ وـالـجـهـادـ فـإـنـ الـخـدـ حـسـنـ بـوـاسـطـةـ الرـجـرـ عـنـ الـجـنـائـةـ وـالـجـهـادـ حـسـنـ بـوـاسـطـةـ دـفـعـ شـرـ الـكـفـرـ وـإـعـلـاءـ كـلـمـةـ الـحـقـ وـلـوـ فـرـضـنـاـ عـدـمـ الـوـاسـطـةـ لـاـ يـبـقـيـ ذـالـكـ مـأـمـورـاـ بـهـ فـإـنـهـ لـوـلـاـ الـجـنـائـةـ لـاـ يـجـبـ الـخـدـ وـلـوـلـاـ الـكـفـرـ المـقـضـيـ إـلـىـ الـحـرـابـ لـاـ يـجـبـ عـلـيـهـ الـجـهـادـ

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, যখন নামাজের প্রথম ওক্তে নামাজ ওয়াজিব হয় তখন এই নামাজ আদায় করা দ্বারা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেয়ে যাবে অথবা নামাজের শেষ সময়ে মন্তিক বিকৃতি হলে কিংবা নিষ্ঠা বিকৃতি হলে উক্ত নির্দেশ রহিত হয়ে যাবে। এ হিসেবে যে, শরিয়ত এ সকল অবস্থায় তা রহিত করেছেন। তবে সময়ের সংকীর্ণতা, পানি কিংবা বন্ধ না পাওয়া গেলে এ ওয়াজিব রহিত হবে না। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মামুর বৰ্ণনা হল যা অন্যের মাধ্যমে হাসান হয়। এর উদাহরণ হল জুমার নামাজের জন্য সুন্নি করা এবং নামাজের জন্য অজু করা। জুমার নামাজের জন্য সুন্নি করা জুমার নামাজ আদায়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে হাসান এবং অজু নামাজের চাবিকাঠি হওয়ার কারণে হাসান। আর এ প্রকারের ত্বকুম হল- সে মাধ্যম রহিত হয়ে গেলে মামুর বৰ্ণনা রহিত হয়ে যাবে। সে কারণে যার জন্য জুমার নামাজ ওয়াজিব নয় তার জন্য

فصل الْوَاجِب بِحُكْم الْأَمْر نَوْعًا أَدَاء وَقَضَاء فَالْأَدَاء عَبَارَة عَن تَسْلِيم عِنْ الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحْقَه وَالْقَضَاء عَبَارَة عَن تَسْلِيم مِثْل الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحْقَه ثُمَّ الْأَدَاء نَوْعًا كَامِل وَقَاصِر فَالكامل مثل أداء الصَّلَاة في وقتها بالجَمَاعَة أو الطَّوَاف متوضئاً وَتَسْلِيم الْمَبِيع سليماً كما اقتضاه العقد إلى المُشَتَّري وَتَسْلِيم الْغَاصِب العين المَغْصُوبَة كَمَا غَصَبَهَا وَحُكْم هَذَا النَّوْع أَن يَحْكُم بِالْخُرُوج عَن الْعَهْدَة يَهُ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا الْغَاصِب إِذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ مِن الْمَالِكَ أَو رَهْنَهِ عِنْدَهُ أَو وَهْبَهُ لَهُ وَسَلَمَهُ إِلَيْهِ يَخْرُج عَن الْعَهْدَة وَيَكُون ذَالِك أَدَاء لِحَقِهِ وَيَلْغُو مَا صَرَح بِهِ مِن الْبَيع وَالْهَبَة.

পরিচেছেন: আমরের হকুমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওয়াজিব দুষ্কার। ১) **আদায়** | ২) **অদায়** | ৩) **হলো** যা ওয়াজিব হয়েছে মৌল সে বস্তুটাই হকদারের নিকট অর্পণ করা। আর **অদায়** হকদারের কাছে ওয়াজিব বস্তুর অনুরূপ কিছু প্রদান করা।

অতঃপর যথা- (১) দাএ কামল. (২) দাএ ফাস্র। যথে- জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, অজু সহকারে তওয়াফ করা, বিক্রয়কৃত মাল চুক্তি অনুসারে সঠিক অবস্থায় ক্রেতার নিকট অর্পণ করা এবং ছিনতাইকারী কর্তৃক ছিনতাইকৃত বস্তুকে

সঠিক অবস্থায় ফেরত দেওয়া। এ প্রকার এর হৃকুম হলো, ইহা সম্পাদন করলে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। এ নীতির ভিত্তিতে আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, যখন ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত মাল প্রকৃত মালিকের নিকট বিক্রয় করে অথবা মালিকের নিকট বন্ধক রাখে, অথবা তাকে তা দান করে ও তার নিকট হস্তান্তর করে তখন ছিনতাইকারী দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। আর এরপ করার দ্বারা মালিকের অধিকার আদায় করে দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং বিক্রয় ও দান ইত্যাদি যা-ই উল্লেখ করুক তা বাতিল হয়ে যাবে।

وَلَوْ غَصَبَ طَعَامَهُ فَأُطْعِمَهُ مَالِكُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامَهُ أَوْ غَصَبَ ثُوْبَاهُ فَأُلْبِسَهُ مَالِكُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ ثُوبَهُ يَكُونُ ذَالِكَ أَدَاءً لِحَقِّهِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيعِ الْفَاسِدِ لَوْ أَعْغَارَ الْمَبِيعَ مِنَ الْبَايِعِ أَوْ رَهْنَهُ عِنْدَهُ أَوْ أَجْرَهُ مِنْهُ أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ أَوْ وَهْبَهُ لَهُ وَسْلَمَهُ يَكُونُ ذَالِكَ أَدَاءً لِحَقِّهِ وَيَلْغُو مَا صَرَحَ بِهِ مِنَ الْبَيعِ وَالْهِبَةِ وَنَخْوَهُ وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمٌ عَيْنَ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صَفْتِهِ نَخْوَهُ الْصَّلْوَةِ بِدُونِ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ أَوْ الظَّوْافِ مُحْدَثًا وَرَدَ الْمَبِيعُ مَشْغُولًا بِالْتَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَانِيَّةِ وَرَدَ الْمَغْصُوبُ مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقُتْلِ أَوْ مَشْغُولًا بِالْتَّيْنِ أَوْ الْجِنَانِيَّةِ بِسَبَبِ عِنْدِ الْغَاصِبِ وَأَدَاءِ الرُّؤُوفِ مَكَانَ الْحِيَادِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذَالِكَ وَحْكَمَ هَذَا التَّوْعَ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ جَرْبَ النُّقْصَانِ بِالْمُلْتَلِ يَنْجِبُرُ بِهِ وَإِلَّا بِسُقْطِ حَكْمِ النُّقْصَانِ إِلَّا فِي الْإِثْمِ.

যদি ছিনতাইকারী খাবার বন্ধ ছিনতাই করে ঐ খাদ্যটি উহার মালিককে ভক্ষণ করায় অথচ মালিক জানে না যে, এটা তারই খাদ্য অথবা ছিনতাইকারী কাপড় ছিনতাই করে প্রকৃত মালিককে পরিয়ে দেয়, অথচ সে জানে না যে এটা তারই কাপড় এতেও ছিনতাইকারীর পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর এর ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে তার সম্পদ ধার দেয় অথবা বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখে অথবা বিক্রেতার নিকট ভাড়া দেয় অথবা বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে অথবা বিক্রেতাকে উহা হৈ করে দেয় এবং তার হাতে অর্পণ করে তাহলেও উল্লিখিত কার্যক্রমের দ্বারা তা মূল মালিকের অধিকার আদায় হিসেবে গণ্য হবে। আর ক্রেতা যে বিক্রয় বা দান ইত্যাদি উল্লেখ করেছে তা অনর্থক হবে। তথা অসম্পূর্ণ আদায় হল প্রকৃত ওয়াজিবকে তার বৈশিষ্ট্যে কিছু ঘাটতি সহকারে হকদারের নিকট অর্পণ করা। যেমন ছাড়া নামাজ পড়া অথবা অজু ছাড়া তওয়াফ করা অথবা বিক্রিত বন্ধকে ঝণযুক্ত অবস্থায় বা অন্য কোনো প্রকারের ঝটিযুক্ত অবস্থায় ফেরত দেয়া অথবা জবর দখলকৃত গোলাম মুনিবকে এমন অবস্থায় ফেরত দেয়া যে সে জবর

দখলকারীর কাছে থাকা অবস্থায় হত্যার কারণে মোবাহুদ দম (মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত) হয়ে আছে কিংবা ঝণ্যুক্ত হয়ে আছে অথবা অন্য যে কোনো অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আছে। ঝণ্ডাতাকে অবহিত না করে নিখুঁত দেরহামের ছলে অচল দিরহাম অর্পণ করা। এ প্রকার আদায়ের হুকুম হল, অনুরাপ জিনিস দ্বারা যদি অসম্পূর্ণতা পুষিয়ে নেয়া যায় তবে তা করতে হবে। অন্যথায় অসম্পূর্ণতার হুকুম রাহিত হবে। তবে গুনাহ বহাল থাকবে।

وعلى هـذا إـذا ترك تـعديـل الأـركـان في بـاب الـصـلوـة لـا يـمـكـن تـدـارـكـه بـالـمـثـل إـذ لـا مـثـل لـه عـنـدـه العـبـد فـسـقـط وـلـو تـرـك الصـلوـة في أـيـام التـشـرـيق فـقـضـاـهـا في غـير أـيـام التـشـرـيق لـا يـكـبـر لـأـنـه لـيـس لـه التـكـبـير بـالـجـهـر شـرـعا وـقـلـنا في تـرـك قـرـاءـة الـفـاتـحة وـالـقـنـوت وـالـتـشـهـد وـتـكـبـيرـات الـعـيـدـيـن أـنـه يـنـجـبـر بـالـسـهـو وـلـو طـاف طـوـاف الـقـرـض مـحـدـثـا يـنـجـبـر ذـالـك بـالـدـيـم وـهـو مـثـل لـه شـرـعا وـعـلـى هـذا لـو أـدـى زـيـفـا مـكـان جـيـد فـهـلـك عـنـد الـقـاـيـض لـا شـيـء لـه عـلـى الـمـدـيـون عـنـد أـي حـنـيـقة لـا نـه لـا مـثـل لـصـفـة الـجـودـة مـنـفـرـدة حـتـى يـمـكـن جـبـرـها بـالـمـثـل وـلـو سـلـم الـعـبـد مـبـاح الـدـم بـحـيـاتـه عـنـد الـغـاصـب او عـنـد الـبـائـع بـعـد الـبـيـع فـاـن هـلـك عـنـد الـمـالـك او الـمـشـتـري قـبـل الدـفـع لـزـمـه الشـمـ وـبـرـئ الـغـاصـب بـاعـتـيـار أـصـل الـأـدـاء وـاـن قـتـل بـيـتـلـك الـحـيـاتـه اـسـتـنـد الـهـلاـك إـلـى أـول سـبـبـه فـصـار كـأـنـه لـا يـوـجـد الـادـاء عـنـد أـي حـنـيـقة.

পারে। আর যদি ছিনতাইকৃত গোলাম ছিনতাইকারীর নিকট থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা করে মিহাব

والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عِنْد الْغَاصِب فَمَا تُبْلِي الْوِلَادَةِ عِنْدُ الْمَالِكِ لَا يَبْرأُ الْغَاصِب
عَنِ الْضَّمَانِ عِنْدَ أَبِي حِنْفَةَ ثُمَّ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الْأَدَاءُ كَامِلًا كَانَ أَوْ نَاقِصًا وَإِنَّمَا يُصَارُ
إِلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ تَعْذُرِ الْأَدَاءِ وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوِدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْغَصْبِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُوْدَعُ
وَالْوَكِيلُ وَالْغَاصِبُ أَنْ يَمْسِكَا بِالْعَيْنِ وَيَدْفَعَا مَا يَمْاثِلُهُ لَيْسَ لَهُ ذَالِكُ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَمَهُ فَظَاهِرٌ
يُهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشَتَّرِي بِالْحِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالْتَّرْكِ فِيهِ وَبِاعتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ يَقُولُ
الشَّافِعِي الْوَاجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رُدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَانْتَهَى بِالْمُغْصُوبَةِ وَانْتَهَى بِالْغَاصِبِ فَاحِشَا
وَيَحْبُبُ الْأَرْشُ بِسَبَبِ التَّقْصِانِ.

যদি লুঞ্চিতা দাসী লুঞ্চকারীর নিকট থাকা অবস্থায় (তার দ্বারা বা অন্য কারো দ্বারা) গর্ভবতী হওয়ার পর মালিককে ফেরত দেয়া হয়। অতঃপর সে দাসী প্রসবকালে মালিকের কাছে মারা যায়, তখন ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে লুঞ্চকারী জরিমানা প্রদান হতে অব্যহতি পাবে না। অতঃপর সকল নারী এর অধ্যায়ে হল মূল ব্যবস্থা। চাই উহা হোক বা আর সকল না হলেই কেবল প্রচার এর দিকে যেতে হবে। আর মূলনীতি বা মৌল বিধান হওয়ার কারণেই এর ক্ষেত্রে মূল বস্তু আদায় করতে হবে। আর যদি আমানতরূপে গ্রহণকারী, উকিল ও লুঞ্চকারী মূল মালকে আটক রেখে তার অনুরূপ বস্তু প্রদান করতে চায় তবে তাদের জন্য তা বৈধ হবে না। আর যদি কেউ কোনো বস্তু বিক্রয় করে আর ক্রেতাকে অর্পণ করার পর তাতে দোষ প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে ক্রেতা তা গ্রহণ করা বা না করা উভয়ের অধিকার রাখবে। মূলনীতি হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ছিনতাইকারীর কাছে ছিনতাইকৃত

মাল খুব বেশি পরিমাণ বিকৃত হয়ে গেলেও মূল বস্তুটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। অবশ্যই এ ক্ষতির দরখন তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।

وَعَلَى هُذَا لَوْ غَصْبٍ حِنْطَةٌ فَطَحْنَهَا أَوْ سَاجَةٌ قَبَنِي عَلَيْهَا دَارَا أَوْ شَاءَ فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْ عَنْبَا فَعَصَرَهَا أَوْ حِنْطَةٌ فَزَرَعَهَا وَنَبَتَ الرَّزْرَعُ كَانَ ذَالِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ إِنْدَهُ وَقُلْنَا جَمِيعَهَا لِلْغَاصِبِ وَيَحِيبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيمَةِ وَلَوْ غَصْبٌ فَضَّةٌ فَضَرِبَهَا دَرَاهِمٌ أَوْ تِبْرًا فَاتَّخَذَهَا دَنَانِيرًا أَوْ شَاءَ فَذَبَحَهَا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَذَالِكَ لَوْ غَصْبٌ قَطْنَا فَغْزَلَهُ أَوْ غَزْلًا فَنَسْجَهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هُذَا مَسْأَلَةً الْمَضْمُونَاتِ وَلَذَا قَالَ لَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ بَعْدَمَا أَخْذَ الْمَالِكُ ضَمَانَهُ مِنَ الْغَاصِبِ كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَالِكِ رَدُّ مَا أَخْذَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَأَمَا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانُ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيمٌ مِثْلُ الْوَاحِدِ صُورَةً وَمَعْنَى كَمْ غَصْبٌ قَفِيزٌ حِنْطَةٌ فَاسْتَهْلَكَهَا ضَمْنٌ قَفِيزٌ حِنْطَةٌ وَيَكُونُ الْمُؤَدِّي مِثْلًا لِلْأُولِيِّ صُورَةً وَمَعْنَى وَكَذَالِكَ الْحَكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلَيَّاتِ.

লুঠনকারীর জন্য লুঠিত বস্তুই ফেরত দেওয়া ওয়াজিব যদিও তাতে পরিবর্তন সাধিত হয়- এ মূলনীতির ভিত্তিতে যদি লুঠনকারী গম লুঠন করে আটা তৈরি করে ফেলে, কাঠ জবর দখল করার পর উহার দ্বারা গৃহ নির্মাণ করে ফেলে, ছাগল লুঠন করার পর তা জবেহ করে ভুনা করে ফেলে, আঙুর লুঠন করার পর ইহার রস বের করে ফেলে, গম লুঠণ করে তা জমিনে বপন করে ও চারা বের করে- এ সকল অবস্থায় ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে লুঠিত বস্তু দ্বারা যা তৈরি করা হয়েছে (অর্থাৎ লুঠিত বস্তু বর্তমানে যে অবস্থায় আছে) মালিক ঐ গুলোর অধিকারী হবে। আর আমরা হানাফিগণ বলি, এই সব গুলোই লুঠনকারীর। তবে এগুলোর মূল্য পরিশোধ করা তার উপর অপরিহার্য হবে। লুঠনকারী রৌপ্য লুঠন করে তা দ্বারা দিরহাম তৈরি করে ফেলে অথবা স্বর্ণ লুঠন করে তা দিয়ে দিনার তৈরি করে ফেলে অথবা ছাগল লুঠন করে তা জবেহ করে ফেলে তাহলে জাহেরি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালিকের অধিকার বিনষ্ট হবে না। অনুরূপ তুলা লুঠন করে ইহা দ্বারা সুতা তৈরি করে ফেলে বা সুতা লুঠন করে তা দ্বারা কাপড় তৈরি করে ফেলে তাহলেও জাহেরি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালিকের অধিকার বিলুপ্ত হবে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণযোগ্য মালামালের মাসআলা নির্গত হয়। (অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মূল বস্তু আদায় করতে হবে। আর ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মূল বস্তু বাজার দরে মূল্য আদায় করতে হবে।) তাই ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মালিক লুঠনকারী হতে লুঠিত গোলামের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার পর যদি গোলামটি আত্মকাশ করে, তবে সে গোলাম মালিকের অধিকারে থাকবে। আর

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মালিক যে মূল্য উসুল করেছিল তা অবশ্যই ছিনতাইকারীকে ফেরত দিতে হবে।
قضاء و دعویٰ پ्रকار। যথা (۱) کامل (پرিপূর্ণ کاجا) (۲) ناقص (অপরিপূর্ণ کاجা)। کاجায়ে
কামিল হল, ওয়াজিবের আকৃতি গত ও অর্থগত অনুরূপ বস্তু অর্পণ করা। যেমন- কোনো ব্যক্তি গমের
বুড়ি লুঠন করে বিনষ্ট করে ফেলল, তবে এক বুড়ি গম ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। আদায়কৃত
বস্তু আকৃতিতে ও অর্থে প্রথমটির অনুরূপ হবে। আর এই ভুক্ত সর্ব প্রকার **مثليات** (পরিমাপ ও ওজন
জিনিসের) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

وَمَا الْقَاصِرُ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنَى كَمْنَ غَصْبٍ شَاءَ فَهَلَكَتْ ضِمْنَ قِيمَتِهَا وَالْقِيمَةِ مِثْلَ الشَّاهَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ وَالْأَصْلُ فِي الْقَضَاءِ الْكَامِلِ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا غَصَبَ مِثْلِيَا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ وَانْقَطَعَ ذَالِكَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ضِمْنَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ لِأَنَّ الْعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُثْلِ الْكَامِلِ إِنَّمَا يُظْهِرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ فَأَمَّا قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَلَا لِتَصْوِرِ حُصُولِ الْمُثْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَمَّا مَا لَا مِثْلُ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنَى لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالْمُثْلِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا إِنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَضْمِنُ بِالْإِتَّلَافِ لِأَنَّ إِيجَابَ الضَّمَانِ بِالْمُثْلِ مُتَعَذِّرٌ وَإِيجَابَهُ بِالْعَيْنِ كَذَالِكَ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَمَاثِلُ الْمَنَفَعَةَ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنَى كَمَا إِذَا غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَخَدَهُ شَهْرًا أَوْ دَارًا فَسَكَنَ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ رَدَ الْمَغْصُوبَ إِلَى الْمَالِكِ لَا يُجْبِ عَلَيْهِ ضَمَانَ الْمَنَافِعَ خَلْفًا لِلشَّافِعِيِّ.

আর আপরিপূর্ণ কাজা এমন একটি বিষয়, যা মামুর আকৃতিগত দিক দিয়ে অনুরূপ হয় না, তবে অর্থগত তার অনুরূপ জ্ঞান করা হয়। যেমন কেউ একটি বকরি লুঠন করার পর তা মারা গেল। এক্ষেত্রে সে তার মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করবে। আর মূল্য হল অর্থের দিক থেকে উক্ত বকরির অনুরূপ, আকৃতিগত দিক দিয়ে নয়। আর কাজার ক্ষেত্রে মূল কাজায়ে কামিল। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন কেউ কোনো মূল বস্তু ছিলতাই করে ও তার হাতে থাকাকালীন বিনষ্ট হয়ে যায়। আর সে বস্তু বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়, তবে মালিক যে দিন মোকাদ্মার (মামলা) রায় হয়েছে সে দিন উহার যে মূল্য ছিল সে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা পূর্ণ সমতুল্য বস্তু প্রদানে অপারগতা মামলার রায়ের দিন প্রকাশ পেয়েছে। মামলা রায়ের পূর্বে প্রকাশ পায়নি। কেননা এর পূর্বে সব দিক দিয়ে থেকে পূর্ণাঙ্গ সমতুল্য বস্তু পাওয়া যাওয়ার

সম্ভাবনা ছিল। যে বক্তুর আকৃতিগত ও অর্থগত কোনোরূপ অনুরূপ বক্তু নেই, তাতে সমতুল্য বক্তু দ্বারা কাজা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা হানাফিগণ বলি, কোনো বক্তু থেকে উপকার মূলক উপাদানগুলো বিনষ্ট করলে সেগুলো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কেননা উপাদানগুলোর সমতুল্য বক্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় সাব্যস্ত করা যেমন অসম্ভব, তেমন মূল বক্তু দ্বারাও ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ মূল বক্তু কখনো উপকার মূলক উপাদানের সমতুল্য হয় না—আকৃতিতেও নয়, প্রকৃতিতে নয়। যেমন কেউ একটি গোলাম ছিনতাই করল এবং তার দ্বারা এক মাস পর্যন্ত উপকার গ্রহণ করল অথবা কোনো বাড়ি জবর দখল করল ও তাতে একমাস যাবত বসবাস করল অতঃপর গোলাম ও বাড়ি প্রকৃত মালিককে ফেরত দিল এক্ষেত্রে ব্যবহারিক উপকার করার ক্ষতিপূরণ মালিককে (সম্ভব না হওয়ার কারণে) আদায় করতে হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ভিন্ন মত পোষণ করেন।

فَبَقِيَ الْإِثْمُ حِكْمَةً وَأَنْتَلَ جَرَأَةً إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ وَلِهُنَا الْمَعْنَى قُلْنَا لَا تَضْمِنْ مَنَافِعَ الْبَضْعِ
بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَى الطَّلاقِ وَلَا بِقْتَلِ مَنْكُوحةِ الْغَيْرِ وَلَا بِالْوُطُّءِ حَتَّى لَوْ وَطَعَ زَوْجَةَ إِنْسَانٍ
لَا يَضْمِنْ لِلرَّزْوَجِ شَيْئًا إِلَّا إِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْمُثْلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَمْاثِلُهُ صُورَةً وَلَا مَعْنَى فَيَكُونُ مَثْلًا
لَهُ شَرْعًا فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِالْمُثْلِ الشَّرْعِيِّ وَنَظِيرِهِ مَا قُلْنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي مِثْلِ
الصَّوْمِ وَالدِّيَةِ فِي الْقَتْلِ خَطْأً مِثْلَ النَّفْسِ مَعَ أَنَّهُ لَا مَشَابِهَةَ بَيْنَهُمَا.

কিন্তু গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে এবং পরকালে এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এজন্য আমরা হানাফিগণ বলি, তালাকের ব্যাপারে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়ার ফলে সঙ্গমের উপকারিতা উপভোগের অধিকার হরণকরার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। আর অন্যের স্ত্রীকে হত্যা করার দ্বারা এবং অন্যের স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দ্বারা স্বামীর যে যৌন সংস্কারের উপকারিতা বিনষ্ট হয়, তা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এমন কি কেউ অন্যের স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে স্বামী কোনোরূপ ক্ষতিপূরণের হকদার হবে না। হাঁ যদি শরিয়তের পক্ষ হতে সে উপকারিতার কোনো সমতুল্য প্রবর্তিত হয় যদিও তা মূল বিষয়ের আকৃতিগত সমতুল্য নয় তবে এটা শরিয়ত সম্মত সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর শরিয়ত সম্মত সমতুল্য দ্বারা তার কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এর উদাহরণ হল- অত্যন্ত বৃদ্ধের পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করা হচ্ছে রোজার সমতুল্য। ভুলক্রমে হত্যা করলে দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ হল জীবনের সমতুল্য। যদিও উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বিদ্যমান নেই।

فَصَلِّ فِي النَّهَيِ : النَّهَيُ نَوْعَانِ نَهِيٌ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحُسْنِيَّةِ كَالْزِنَا وَشَرْبِ الْخَمْرِ وَالْكَذْبِ وَالْظُّلْمِ
وَنَهِيٌ عَنِ التَّصْرِيفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالنَّهِيٌ عَنِ الصَّوْمِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَالصِّلَوةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوحةِ
وَبَيْعِ الدَّرْهَمِ بِالْدَّرْهَمِينِ وَحِكْمَمِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ المَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ عَيْنُ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ

النَّهْيُ فِي كُونِ عِينِهِ قَبِيحاً فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعاً أَصْلًا وَحَكْمُ النَّوْعِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَنْهِ عَنْهُ غَيْرَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ النَّهْيُ فِي كُونِهِ هُوَ حَسْنًا بِنَفْسِهِ قَبِيحاً لِغَيْرِهِ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مَرْتَكِباً لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ.

পরিচ্ছেদ: (নিষেধাজ্ঞা) দুই প্রকার। যথা (১). (নি) নিষেধাজ্ঞা হতে নিষেধাজ্ঞা। যেমন ব্যভিচার করা, মাদকদ্রব্য পান করা, মিথ্যা বলা, অত্যাচার করা। (২). (النَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرِيعَةِ) শরিয়তে হস্তক্ষেপকৃত কার্যাবলি হতে নিষেধাজ্ঞা। যেমন- কুরবানির দিন রোজা রাখা, মাকরুহ সময় সমূহে নামাজ পড়া এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা। প্রথম প্রকারের হুকুম এই যে, যার উপর নাহি আগত হয়েছে উহা স্বয়ং নিষিদ্ধ। সুতরাং ঐ নিষিদ্ধ বস্তুর সত্ত্বাই মন্দ এবং নিষেধ আসার পর সে নিষিদ্ধ বস্তুটি আদৌ সিদ্ধ হতে পারে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম হল, সে বস্তুটি স্বয়ং হাসান বা ভাল। কিন্তু অন্য কারণে কৃত অন্য কারণে হাসানে লিঙ্গ হয়েছে বলে হুকুম দেয়া হয়। এ ধরণের নিষেধাজ্ঞায় লিঙ্গ ব্যক্তিকে অন্য কারণে হাসানে লিঙ্গ হয়েছে বলে হুকুম দেয়া হয়।

وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابَنَا التَّهْنِيَّ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرِيعَيَّةِ يَقْتَضِي تَقْرِيرُهَا وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ بَعْدَ التَّهْنِيِّ يُبْقِي مَشْرُوعًا كَمَا كَانَ لِإِنْهِ لَوْلَمْ يُبْقِي مَشْرُوعًا كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا عَنِ تَخْصِيلِ الْمَشْرُوعِ وَجِينِيَّدٌ كَانَ ذَالِكَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ وَذَالِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ وَبِهِ فَارِقُ الْأَفْعَالِ الْحَسِيَّةِ لَانَّهُ لَوْ كَانَ عِينَهَا قَبِيحاً لَا يُؤَدِّي ذَالِكَ إِلَى نَهْيِ الْعَاجِزِ لَانَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ لَا يَعْجِزُ الْعَبْدُ عَنِ الْفَعْلِ الْحَسِيِّ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حَكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالْتَّذْرِيْبِ صُومُ يَوْمِ النَّحْرِ وَجَمِيعِ صُورِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرِيعَيَّةِ مَعَ وُرُودِ التَّهْنِيِّ عَنْهَا فَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمُلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ بِإِعْتِيَارِ أَنَّهُ بَيْعٌ وَيَجِبُ نَقْضُهِ بِإِعْتِيَارِ كُونِهِ حَرَامًا لِغَيْرِهِ

(অর্থাৎ অন্যের কারণ মন্দ ও গর্হিত) এই নীতির ভিত্তিতে আমাদের হানাফি আলেমগণ বলেন, এর তصرفات شرعية, এর উপর নাহি এই কাজগুলো মূলে প্রতিষ্ঠিত থাকা দাবি করে। এর অর্থ হল, নাহি আসার পরও মূল কাজটি শরিয়ত সম্মত হওয়া আগের মতই বাকি থাকে। কেননা যদি শরিয়ত সম্মত হওয়া বর্তমান না থাকে তা হলে বান্দা তা লাভ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। তখন ব্যর্থ ও অক্ষমের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা

তصریفات আবশ্যিক হয়ে পড়বে, যা শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষে অসম্ভব। আর এ আলোচনার দ্বারা

وَهُدًى بِخَلْفِ نِكَاحِ الْمُشَرَّكَاتِ وَمِنْ كُوْحَةِ الْأَبِ وَمِعْتَدَةِ الْغَيْرِ وَمِنْ كُوْحَتِهِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ
وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شَهُودٍ لِأَنَّ مُوجَبَ النِّكَاحِ حَلَ التَّصَرُّفَ وَمُوجَبَ التَّهْيِي حُرْمَةَ التَّصَرُّفِ فَاسْتَحْالَ
الجُمْعُ بَيْنَهُمَا فَيَحْمِلُ التَّهْيِي عَلَى التَّهْيِي فَإِنْمَا مُوجَبُ الْبَيْعِ ثُبُوتُ الْمُلْكِ وَمُوجَبُ التَّهْيِي حُرْمَةَ
الْتَّصَرُّفِ وَقَدْ أُمِكِنَ الجُمْعُ بَيْنَهُمَا بَأْنَ يَثْبِتُ الْمُلْكُ وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ تَخْمَرُ الْعَصِيرُ
فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِ يَبْقُى مُلْكُهُ فِيهَا وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِذَا نَذَرْتِ صَوْمَ يَوْمٍ
النَّخْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَصْحُّ نَذْرُهُ لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِصَوْمٍ مَشْرُوعٍ وَكَذَالِكَ لَوْ نَذَرْتِ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ
الْمُكْرُوْهَةِ يَصْحُّ لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِعِيَادَةِ مَشْرُوعَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّهْيِي يُوجَبُ بَقَاءَ التَّصَرُّفِ مَشْرُوعًا.

ଆର ମୁଶରିକା ନାରୀକେ ବିବାହ କରା, ପିତାର ତ୍ରୀକେ (ତାଲାକ ପ୍ରାଣ୍ତ) ବିବାହ କରା, ଅନ୍ୟେର ଇନ୍ଦତ ପାଲନରତ ମହିଳାକେ ବିବାହ କରା, ଅପରେର ବିବାହିତା ତ୍ରୀକେ ବିବାହ କରା, ମୁହରାମାତ ନାରୀଗଣକେ ବିବାହ କରା, ଆକ୍ଷମୀ ଛାଡ଼ା ବିବାହ କରା ଇତ୍ୟାଦି (ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏଇ ହୁକୁମେର) ବିପରୀତ । କେନନା ବିବାହେର ଚାହିଦା ହଲ ତ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ହାଲାଲ ହେଁଯା ଏବଂ ନାହିର ଚାହିଦା ହଲ ତ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ହାରାମ ହେଁଯା । ଆର ହାଲାଲ ହେଁଯା ଓ ହାରାମ ହେଁଯା (ଏକଇ ବଞ୍ଚିତ) ଏକତ୍ରିତ ହେଁଯା ଅସ୍ତ୍ରେ । କାଜେଇ ଏ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ନାହି ନଫିର ଅର୍ଥେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହବେ । କିନ୍ତୁ ବେଚା କେନାର ଦାବି ହଲ ମାଲିକାନା ସାବ୍ୟନ୍ତ ହେଁଯା ଆର ନାହିର ଦାବି ହଲ ବ୍ୟବହାର ହାରାମ ହେଁଯା । ଏ ଦୁଟି ଏକତ୍ରିତ ହତେ ପାରେ । ତା ଏଭାବେ ଯେ, ମାଲିକାନା ସାବ୍ୟନ୍ତ ହବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହାରାମ ହବେ । ବିଷୟାଟି ଏମନ ନୟ କି ଯେ, କୋନୋ ମୁସଲାମନେର ମାଲିକାନାୟ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁରେର ରସ ଦିଯେ ମଦ ତୈରି

করা হয় তবে তার মালিকানা তাতে বজায় থাকে। কিন্তু এই মদ ব্যবহার করা তার জন্য হারাম। এর ভিত্তিতে আহনাফ বক্তব্য পেশ করেছেন যে, কেন্দ্রো ব্যক্তি যদি আইয়ামে তাশরিক এবং কুরবানির দিনে রোজার মাল্লত করে তবে তার মানত শুন্দ হবে। কেন্দ্রো, সে শরিয়ত অনুমোদিত কাজ রোজার মাল্লত করেছে। অনুরূপভাবে মাকরহ সময়ে নামাজ পড়ার মাল্লত করলে মাল্লত শুন্দ হবে। কেন্দ্রো সে একটি শরিয়ত সম্মত ইবাদতের মাল্লত করেছে। কারণ নাহি কাজের বাকি রাখাকে আবশ্যিক করে।

وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِزَمَهِ بِالشُّرُوعِ وَارْتِكَابِ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ
لِلْزُّومِ الْاِتَّمَامِ فَانَّهُ لَوْ صَبِرَ حَتَّىٰ حَلَتِ الْصَّلْوَةِ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَغَرَوبِهَا وَدِلْوَكَهَا أَمْكَنَهُ اِتَّمَامُ
بِدُونِ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ فَارِقٌ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ فَانَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ لَا يُلْزِمُهُ عِنْدَ أَبِي حِنْفَةَ وَمُحَمَّدٌ
لَآنِ الْاِتَّمَامِ لَا يَنْفَكُ عَنْ اِرْتِكَابِ الْحَرَامِ وَمِنْ هَذَا التَّقْوَعُ وَطْءُ الْخَائِضِ فَانَّ التَّهْفِي عَنْ
قِرْبَانِهَا بِإِغْتِبَارِ الْأَذَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ" وَلِهَذَا قُلْنَا يَتَرَكَّبُ الْاِحْكَامُ عَلَى هَذَا الْوُظُوءِ فَيَثْبِتُ بِهِ
إِحْسَانُ الْوَاطِئِ وَتَحْلِ الْمَرْأَةُ لِلرَّزْوَجِ الْأَوَّلِ وَيَثْبِتُ بِهِ حُكْمُ الْمَهْرِ وَالْعُدْدَةِ وَالنَّفَقَةِ وَلَا اِمْتَنَعْتُ
عَنِ التَّمْكِينِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاسِرَةً عِنْدَهُمَا فَلَا تَسْتَحِقُ النَّفَقَةَ.

(নাহি আসার পর থেকে যাওয়ার কারণে) আমরা হানাফিগণ বলে থাকি, যদি মাকরহ সময় কেউ নফল নামাজ শুরু করে তবে শুরু করার কারণে এ নফল নামাজ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এ ওয়াজিব নামাজ পূর্ণ করতে হারামে লিঙ্গ হওয়া অনিবার্য হবে না। কারণ সে যদি সূর্য উঠে যাওয়া কিংবা সূর্য ডুবে যাওয়া বা সূর্য ঢলে যাওয়ার পর নামাজ বৈধ হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তবে ক্রাহে ব্যতীত নামাজ পূর্ণ করে নেয়া সম্ভব। এই বিশ্লেষণ দ্বারা (উল্লিখিত নফল নামাজ) ইদের দিনের নফল রোজা হতে পৃথক হয়ে গেল। কেন্দ্রো, ইদের দিন নফল রোজা শুরু করলে আমাদের ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর মতে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না। কারণ তা পূর্ণ করা হারামে লিঙ্গ হওয়া থেকে মুক্ত নয়। খ্তুবত্তীর সাথে সহবাস করাও এ ধরণের মাসআলার সমপর্যায়ের। কারণ এ সহবাস থেকে নিষেধ করা হয়েছে কষ্টের কারণে। আল্লাহ তাআলার এ ফরমানের কারণে, **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ** অর্থাৎ হে নবি! লোকেরা আপনার নিকট হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, এ হায়েজ কষ্ট। সুতরাং তোমরা হায়েজের সময় ঝীদের থেকে

পৃথক থাক এবং পরিত্ব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ে না। আর এ কারণে এ সহবাসের উপর আমরা হানাফিগণ বিধান প্রবর্তনের পক্ষপাতি। কাজেই এ সহবাসকারী মোহসিন হওয়ার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। সহবাসের কারণে মহর, ইন্দত, ভরণ পোষণের হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি ত্রী মহর আদায়ের উদ্দেশ্যে পরবর্তী সহবাসের সুযোগ না দেয়, 'তবে সাহেবাইনের মত ত্রী অবাধ্য বলে প্রমাণিত হবে। সে খোরপোষের হকদার হবে না।

وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تَنَافِي تَرْتِيبُ الْأَخْكَامِ كَطَلَاقِ الْحَائِضِ وَالْأُوْضُوءِ بِالْمَغْصُوبَةِ وَالْإِصْطِيَادِ
بِقَوْسِ مَغْصُوبَةِ وَالْذِيْجِ بِسَكِينِ مَغْصُوبَةِ وَالصِّلْوَةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْأَبْيَعِ فِي وَقْتِ النَّدَاءِ
فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحَكْمُ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَعَ اشْتِمَاعِهَا عَلَى الْحُرْمَةِ وَبِإِعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبْدًا" إِنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيُنْعَدِدُ التَّكَاحُ بِشَهَادَةِ
الْفَسَاقِ لَأَنَّ التَّهْيِي عَنْ قُبُولِ الشَّهَادَةِ بِدُونِ الشَّهَادَةِ مُحَالٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَقْبِلْ شَهَادَتَهُمْ لِفَسَادِهِ
الْأَدَاءِ لَا لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ أَصْلًا وَعَلَى هَذَا لَا يَجُبُ عَلَيْهِمُ اللَّعَانُ لَأَنَّ ذَالِكَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَلَا أَدَاءُ
مَعَ الْفَسِيقِ.

কোনো কাজ হারাম হওয়া (যেমন হায়েয়ের সময় সহবাস করা) ঐ কাজের উপর হুকুম প্রবর্তিত হওয়ার পরিপন্থি নয়। যেমন হায়েয়ে হাজীকে তালাক দেয়া, ছিনতাইকৃত পানি দ্বারা অজু করা, ছিনতাইকৃত ধনুক দ্বারা শিকার কর, ছিনতাইকৃত ছুরি দ্বারা জবেহ করা, জবর দখলকৃত জমিনে নামাজ পড়া, আজানের সময় বেচা-কেনা করা ইত্যাদি। এ সকল কর্ম হারাম হওয়া সম্ভ্রেণ সংঘটিত হলে এগুলো উপর হুকুম প্রবর্তিত হবে। এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, মহান আল্লাহর বাণী **وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبْدًا** অর্থাৎ তোমরা তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ফাসেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য এবং ফাসেকদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিবাহ সংগঠিত হবে। (কেননা আয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতাই যদি না থাকে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা অর্থহীন হয়ে যায়।) কাজেই সাক্ষ্য গ্রহণ সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা মেনে নেওয়া ব্যক্তিত অসম্ভব। ঐ সকল ফাসেকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়না সাক্ষ্য দানের মধ্যে ত্রুটির কারণে, সাক্ষ্যের যোগ্যতা না থাকার কারণে নয়। এ সব লোকদের উপর লুকান ওয়াজিব নয়। কেননা এক প্রকার সাক্ষ্য আদায়ের নাম। আর ফাসেকির সাথে সাক্ষ্য আদায় হবে না।

اعلم ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا منها : ١. ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا آخر فالحقيقة أولى مثاله ما قال علماؤنا البت المخلوقة من ماء الرّبّنا يحرم على الرّبّاني نكاحها وقال الشافعي رح يحل والصحيح ما قلنا لأنّها بنته حقيقة فتدخل تحت قوله تعالى : "حرمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم" ويتفقّع منه الأحكام على المذهبين من حل الوظء ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث ولولاية المتنع عن الخروج والبروز:

ଅରଣ ରାଖିତେ ହବେ ଯେ, (କୁରାଆନ ହାଦିସେ ଉଲ୍‌ଲିଖିତ) **ଚାରୀ ନେତୃତ୍ବରେ ଜନ୍ୟ କରାଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ହତ୍ୟାର ଜନ୍ୟ** ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ରହେଛେ, ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ହଳ ସଦି **ନେତୃତ୍ବରେ ଜନ୍ୟ କରାଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ହତ୍ୟାର ଜନ୍ୟ** ହୁଏ ଏବଂ ଅପର ଅର୍ଥେ **ମୁହାରିନୀ** ତଥା ରୂପକ ହୁଏ, ତାହଲେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଇ ଉତ୍ତର । ଏର ଉଦାହରଣ ମେ ମାସଆଳା ଆମାଦେର ହାନାଫି ଆଲେମଗଣ ବଲେନ ଯେ, ଜିନାର କାରଣେ ଜନ୍ୟ ନେଯା କନ୍ୟାକେ ଜିନାକାରୀରଙ୍କ ସନ୍ତାନ । କାଜେଇ ଏ କନ୍ୟାଟିଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାର ବାଣୀ **ଖୁଲ୍ଲାମ ହତ୍ୟାର ଜନ୍ୟ** ହରମ ହତ୍ୟାର ଜନ୍ୟ (ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତୋମାଦେର ମାତାଗଣ ଓ କନ୍ୟାଗଣ କେ ବିବାହ ହାରାମ କରା ହଲ) ଏର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆର ଏ ମତଭେଦେର ଉପର ଭିଡ଼ିତେ କରେ ଉତ୍ତର ମାଜହାବ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀର ଐ ମେୟେକେ ବିବାହ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ସାଥେ ସହବାସ ହାଲାଲ ହୁଏଥା, ତାକେ ମହର ପ୍ରଦାନ କରା ଓ ଜାରି ହୁଏ ଖୋର-ପୋର ପ୍ରଦାନ ଅପରିହାର୍ୟ ହୁଏଥା, ପରମ୍ପରା ଉତ୍ତରାଧିକାରିରେ ବିଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏଥା ଏବଂ ବହିରାଗମଣେ ବୀଧି ଦେଯାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରା ଇତ୍ୟାଦି ବୈଧତାର ବିଧାନଙ୍ଗଲୋ ନିର୍ଗତ ହୁଏ । ଇମାମ ଶାଫେସୀ ରହମାତୁଲ୍‌ଲାହି ଆଲାଇହି-ଏର ମତେ ବିବାହ ଆଦୌ ହାଲାଲ ନୟ ବିଧାୟ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ।

وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحَمَّلِينَ إِذَا أَوْجَبَ تَخْصِيصًا فِي النَّصِّ دُونَ الْآخَرِ فَالْمُحَمَّلُ عَلَى مَا لَا يُسْتَلِزِمُ التَّخْصِيصُ أَوْلَى مِثَالَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "أَوْ لَامْسُتُمُ النِّسَاءَ" فَالملامسة لَوْ حَمَلَتْ عَلَى الْوَقَاعِ كَانَ النَّصِّ مَعْمُولاً بِهِ فِي جَمِيعِ صُورِ وُجُودِهِ وَلَوْ حَمَلَتْ عَلَى الْمُسْ بِالْيَدِ كَانَ النَّصِّ مَخْصُوصًا بِهِ فِي كَثِيرٍ مِّن الصُّورِ فَإِنَّ مُسَ الْمَحَارِمِ وَالطَّفْلَةِ الصَّغِيرَةِ جَدًا غَيْرَ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ فِي أَصْحَاحِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمُذَهِّبِينَ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُنْصَوِّرَةِ وَمَسِ الْمُصْحَفِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَصَحَّةِ الْإِمَامَةِ وَلَزُومِ التَّشِيمِ عِنْدِ دُمُّ الْمَاءِ وَتَذَكِّرُ الْمُسُ فِي أَثْنَاءِ الْمُنْصَوِّرَةِ.

যে সব পদ্ধতিতে এর মর্ম উদঘাটন করা হয় সেগুলো মধ্য হতে একটি হল নসের দুটি সম্ভাবনাময় অর্থ যখন এক অর্থে নির্দিষ্ট কারণের হয় এবং দ্বিতীয় অর্থ নির্দিষ্ট করণে প্রয়োজন হয় না। তখন নসকে সেই অর্থে ব্যবহার করা উভয় যাতে কোনো বিশেষত্ব নেই। যেমন আল্লাহর বাণী আয়াতের মধ্যে আয়াতের মধ্যে ملائمة বা سُبْرَسْ দু প্রকার প্রয়োগ হতে পারে- যথা সহবাস করা বা নিষ্ক হাতে স্পর্শ করা। এর উদাহরণ আল্লাহ তাআলার বাণী এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মধ্যে ملائمة অর্থ স্পর্শ করাকে যদি সহবাসের অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তবে তথা স্পর্শ করার যত অবস্থা আছে সব অবস্থায়ই নসের উপর আমল করতে হবে। আর যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে বহুবিদ অবস্থা নস দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে। কেননা মুহারাম নারীদের স্পর্শ করলে এবং শিশু কন্যাকে স্পর্শ করলে, ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর দুই মতে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী অঙ্গু হবে না। অর উভয় মাজহাবের মতবাদের ভিত্তিতে নামাজ পঠন, কোরান স্পর্শ করণ, মসজিদে প্রবেশ ইমামত বিশুদ্ধ হওয়া পানির অভাবে তায়াম্বুম অপরিহার্য হওয়া, এবং নামাজের মাঝে জ্ঞানী স্পর্শ করণের বিষয় স্মরণ আসা। এ সব ক্ষেত্রে কতিপয় প্রাসঙ্গিক মাসআলা নির্গত হয়।
(ইমাম আবু হানিফা- এর মতে মস বালিদ এর ক্ষেত্রে অঙ্গু হতাল আছে বিধায়, উল্লিখিত বিষয়গুলো যথা বৈধ অবস্থায় থাকবে এবং ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে নষ্ট হয় বিধায় উক্ত বিষয় গুলো নিষিদ্ধ হবে)।

مِنْهَا أَنَّ النَّصْ إِذَا قِرَأَ بِقَرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرَوَايَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ عَمَلاً بِالْأَوْجَاهِينِ أَوْلَى مِثَالَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَأَرْجُلُكُمْ" قِرَأَ بِالتَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمَغْسُولِ وَبِالْخُفْضِ عَطْفًا عَلَى الْمَمْسُوحِ فَحَمِلَتْ قِرَاءَةُ الْخُفْضِ عَلَى حَالَةِ التَّخْفُفِ وَقِرَاءَةُ النَّصْ عَلَى حَالَةِ عَدْمِ التَّخْفُفِ وَبِإِعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ الْبَعْضُ جَوازُ الْمَسْحِ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : "حَتَّىٰ يَطْهَرُنَّ" قِرَأَ بِالْتَّشْدِيدِ وَالْتَّخْفِيفِ فَيَعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامَهَا عَشَرَةً وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامَهَا دُونُ الْعَشَرَةِ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحِيْضُ لِأَقْلَ منْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجِدْ وَطْءَ الْحَائِضِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ لِأَنَّ كَمَالَ الطَّهَارَةِ يَثْبَتُ بِالْإِغْتِسَالِ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمَهَا لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطْئُهَا قَبْلَ الغُسلِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ يَثْبَتُ بِإِنْقِطَاعِ الدَّمِ.

এর মর্ম উদঘাটনের পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল নস এর (আয়াতের মধ্যে যদি দুটি ক্রান্ত হয় কিংবা হাদিসের মধ্যে দু ধরণের বর্ণনা হয়, তবে এ নসের সাথে এমন পদ্ধতি আমল করা উভয় ক্রান্ত কিংবা উভয় বর্ণনার উপর আমলে হয়ে যায় এর উদাহরণ আল্লাহর বাণী **وار جلڪم** এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ শব্দটিকে অজুর মধ্যে বৈত করার অঙ্গসমূহের উপর **عطف** করে নসব দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। অপর দিকে মাসেহ করার অঙ্গের উপর **عطف** করে দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। সুতরাং যের বিশিষ্ট **قرأة** কে মোজা পরিহিত না হওয়ার অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে। এ অর্থ অনুসারে কোনো কোনো আলেম বলেন যে, কোরান দ্বারাই মোজার উপর মাসেহের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী **حَقِّيْ يَطْهُرُنَ** কেরাতের সাথে আমল করা হলে, হায়েয়ের সময় সীমা দশ দিনের হবে। আর তাশদীদসহ কিরায়াতের সাথে আমল করা হলে হায়েয়ের সময়সীমা দশ দিনের কম হবে। এ নিয়মানুসারে হানাফিগণ বলেন যখন দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হায়েজ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন গোসলের পূর্বে সে খ্তুবতী মহিলার সাথে সহবাস বৈধ নয়। কেননা গোসল করার পরেই কেবল পূর্ণ পরিত্রাতা লাভ হবে। আর যদি দশ দিন হবার পর হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে গোসলের পূর্বেই সহবাস করা বৈধ। কেননা, সাধারণ পরিত্রাতা রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে।

وَلَهُدَا قُلْنَا إِذَا انْقَطَعَ دِمَ الْحِيْضُورُ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ فِي أَخْرَى وَقْتٍ الصَّلْوَةُ تَلْزِمُهَا فَرِيْضَةُ الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارًا مَا تَغْتَسِلُ بِهِ وَلَوْ انْقَطَعَ دِمَهَا لِأَقْلَى مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فِي أَخْرَى وَقْتٍ الصَّلْوَةُ إِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارًا مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ وَتَحْرِمُ لِلصَّلْوَةِ لِزِمْنَتِهَا الْفَرِيْضَةُ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ نَذْكُرُ طرفاً مِنَ التَّمْسَكَاتِ الْمُضِيِّفَةِ لِيَكُونُ ذَالِكَ تَنْبِيَهًا عَلَى مَوْضِعِ الْخَلْلِ فِي هَذَا التَّنْوُعِ مِنْهَا إِنَّ الشَّمَسُكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ) لِاِثْبَاتِ أَنَّ الْقَيْءَ غَيْرُ نَاقِضٍ ضَعِيفٍ، لَأَنَّ الْأَثْرَ يَدِلُ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فِي الْحَالِ وَلَا خَلْفَ فِيهِ وَانْمَا الْخَلْفُ فِي كَوْنِهِ نَاقِضاً.

আমরা হানাফিগণ বলি যে, যদি দশ দিন পূর্ণ হয়ে নামাজের শেষ সময় রক্তস্নাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে ঐ মহিলার উপর তৃতীয়ের নামাজ অপরিহার্য হবে, যদিও গোসল করে নেয়ার পর্যন্ত সময় হাতে না থাকে। আর যদি দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নামাজের শেষ সময়ে রক্তস্নাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে যদি এটটুকু পরিমিত সময় থাকে যে, গোসল করে নামাজের তাকবিরে তাহরিমা বলতে পারে, তবে সে

ওয়াক্তের ফরজ নামাজ পড়া তার জন্য অপরিহার্য হবে। আর যদি উল্লিখিত পরিমাণ সময় না থাকে, তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা অপরিহার্য নয়। অতঃপর আমরা দলিল গ্রহণ করার কয়েকটি দুর্বল পদ্ধতি উল্লেখ করেছি, যাতে দলিল গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে বিষ্ণু সৃষ্টির জায়গায় সতকর্তা দান করে। তন্মধ্যে একটি হল-যা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সে হাদিসের সাথে করা হয়েছে যে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বমি করেছেন কিন্তু অজু করেননি। এটা এ জন্য যে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, বমি করলে অজু ভঙ্গ হয় না। এতে দুর্বলতার কারণ হল-হাদিসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বমি করার তৎক্ষণিকভাবে অজু ওয়াজিব হয় না। এ কথার উপর হাদিসটি দলিল এতে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ কেবল এ কথায় যে, বমি করা আদৌ অজু ভঙ্গের কারণ কি না।

وَكَذالك التَّمَسْك بِقوله تَعَالَى : "حَرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيتَة" لاثبات فساد الماء بِمَوْتِ الدُّبَاب ضَعِيفٌ لَآنَ التَّصْ يثبت حُرْمَةِ الْمِيتَةِ وَلَا خَلَفٌ فِيهِ وَانما الْخَلَفُ فِي فَسَادِ الْمَاءِ وَكَذالك التَّمَسْك بِقوله عَلَيْهِ السَّلَام (حتَّى يَمْرُدُ اقْرَصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ) لاثبات أَنَّ الْخَلَلَ لَا يَزِيلُ النَّجْسَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي وَجْوبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَاءِ فَيَتَقْيِدُ بِحَالِ وجودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحْلِ وَلَا خَلَفٌ فِيهِ وَانما الْخَلَفُ فِي طَهَارَةِ الْمَحْلِ بَعْدِ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخَلَلِ وَكَذالك التَّمَسْك بِقوله عَلَيْهِ السَّلَام (في أربعين شاة شاة) لاثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وَجْوبِ الشَّاةِ وَلَا خَلَفٌ فِيهِ وَانما الْخَلَفُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِأَدَاءِ القيمة.

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী (তোমাদের উপর মৃত প্রাণী হারাম করে দেয়া হয়েছে) দ্বারা দলিল গ্রহণ পূর্বক মাছি মরণ দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাওয়ার দুর্বল পঞ্চ। কেননা এ নস টি মৃত প্রাণী হারাম হওয়া প্রমাণ করে এ ব্যাপারে মতভেদ নেই। তবে মতভেদ কেবল এ কথায় যে, মাছি পড়ে মরলে পানি নাপাক হবে কিনা? এমনিভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী (হায়েজের রক্তকে তোমরা ঘষে ফেল, তারপর নখগ্রস্থ দ্বারা টোকা মার, অতঃপর পানি দ্বারা ধোত করে ফেল। এর দ্বারা এই কথার প্রমাণ পেশ করা যে, সিরকা নাপাক দূর করতে পারে না। এটাও একটা অতি দুর্বল পঞ্চ। কেননা, হাদিসের চাহিদা হল, রক্তকে পানি দ্বারা ধোত করা ওয়াজিব। সুতরাং রক্ত ধোয়ার এ বিধান ঐ অবস্থায় উপর সীমাবদ্ধ থাকবে, যখন রক্ত কাপড়ের সম্মানে অবস্থান করবে। এ বিষয় কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ শুধু এ কথায় যে সিরকা দ্বারা যদি রক্ত দূর হয়ে যায়, তবে নাপাক জায়গা পাক হবে কিনা। অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বাণী চলিশ্বটি বকরিতে একটি জাকাত দিতে হবে- এর দ্বারা এ কথার উপর দলিল পেশ করার দুর্বল যে, ছাগলের পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করা বৈধ হবে না।

কেননা, এ হাদিসটি প্রতি চলিশ ছাগলের একটি ছাগল দেয়া ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়। এতে কারো দ্বিমত নেই। দ্বি-মত কেবল এ ব্যাপার যে, (ছাগল না দিয়ে) মূল্য আদায় করলে জাকাতে আদায় হবে কিনা।

وَكَذالك التَّمَسْك بِقوله تَعَالَى : "وَأَتَمُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ" لِإثْبَات وجوب العمرَة ابْتِداء ضَعِيف لأنَّ النَّص يَقْتَضِي وجوب الإِتْمَام وَذالك إِنَّمَا يَكُون بَعْد الشُّرُوع وَلَا خَلَف فِيهِ وَإِنَّمَا الْخَلَف فِي وُجُوبِهَا ابْتِداء وَكَذالك التَّمَسْك بِقوله عَلَيْهِ السَّلَام (لَا تَبِعُوا الدَّرْهَم بِالدَّرْهَمِينْ وَلَا الصَّاع بِالصَّاعِينْ) لِإثْبَات أَنَّ الْبَيْع الْفَاسِد لَا يُفِيد الْمُلْك ضَعِيف لأنَّ النَّص يَقْتَضِي تَحْرِيم الْبَيْع الْفَاسِد وَلَا خَلَف فِيهِ وَإِنَّمَا الْخَلَف فِي ثُبُوت الْمُلْك وَعَدْمِه.

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী (তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ কর)। এ আয়াতটি দ্বারা (হজের ন্যায়) উমরাকেও প্রথম হতে ওয়াজিব বলে দলিল পেশ করা দুর্বল পস্থা, কেননা এই আয়াতের চাহিদা হল, উমরা (শুরু করার পর) পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং এতে কারো দ্বিমত নেই। মতভেদ হল কেবল প্রাথমিক ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্কে। অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী অর্থাৎ لَا تَبِعُوا الدَّرْهَم بِالدَّرْهَمِينْ وَلَا الصَّاع بِالصَّاعِينْ তোমরা এক দিরহামকে দুদিরহামের বিনিময়ে এবং এক সা' কে দুই সার' বিনিময়ে বিক্রি করো না। এর দ্বারা অবৈধ বিক্রি এর ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত না করার উপর দলিল গ্রহণ করা একটি দুর্বল পস্থা। কেননা উল্লিখিত “নস” টি শুধু অবৈধ বিক্রি হারাম হওয়ার দাবি উপস্থাপন করে, এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এই ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া, না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

وَكَذالك التَّمَسْك بِقوله عَلَيْهِ السَّلَام (أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أَكْل وَشَرْب وَبَعْل) لِإثْبَات أَنَّ التَّذْرِيقَ صَوْمَ يَوْم التَّخْرِير لَا يَصْح ضَعِيف لأنَّ النَّص يَقْتَضِي حُرْمَة الْفِعْل وَلَا خَلَف فِي كَوْنِه حَرَامًا وَإِنَّمَا الْخَلَف فِي إِفَادَةِ الْأَحْكَام مَعَ كَوْنِه حَرَامًا وَحُرْمَة الْفِعْل لَا تَنَافِي تَرَقِيب الْأَحْكَام فِي إِنَّ الْأَب لَوْ اسْتَولَد جَارِيَة ابْنِه يَكُون حَرَامًا وَيُثْبَت بِهِ الْمُلْك لِلْأَب وَلَوْ ذِبْح شَاة بِسْكِين مَغْصُوبَة يَكُون حَرَامًا وَيَحْلِمَ المَذْبُوح وَلَوْ غَسْلَ التَّوْبَة التَّجْس بِمَاء مَغْصُوب

يَكُون حَرَامًا وَيَطْهُر بِهِ التَّوْبَ وَلَوْ وَطِئَ امْرَأةً فِي حَالَةِ الْحِيْضِ يَكُون حَرَامًا وَيَثْبُت بِهِ إِحْسَانُ الْوَاطِئِ وَيَثْبُت الْحُلُلُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ.

আলা তসুমো ফি হেন্ডে আইয়াম অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস (فَإِنَّهَا أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشَرْبٌ وَبَعْلٌ) সতর্ক থাক, এ দিনগুলোতে রোজা রেখো না কেননা এ দিনগুলো পানাহার ও স্ত্রীগমনের দিবস কুরবানি দিনে রোজা রাখার মানত করলে মানত বিশুদ্ধ নয়) হওয়ার দলিল গ্রহণ করলে দুর্বল। কেননা, এ নসচির উদ্দেশ্য হল কুরবানির দিন রোজা রাখা হারাম করা। আর এ দিন রোজা হারাম হওয়ার মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ হল কেবল (এ দিনের রোজা রাখা) হারাম হওয়া সত্ত্বেও বিধানের ফায়দা দেয় কিনা? কোনো ক্রিয়া হারাম হওয়ার তার উপর বিধান প্রবর্তন হওয়ার জন্য মুনাফি বা প্রতিবন্ধক নয়, কেননা পিতা যদি পুত্রের উম্মে ওলাদ বানিয়ে দেয়, তবে এ উম্মে ওলাদ বানানো হারাম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর কোনো ছাগলকে ছিনতাইকারী ছুরি দ্বারা জবেহ করে তাহলে কাজটি হারাম হবে কিন্তু যবেহকৃত পশুটি হালাল হবে। আর জবর দখল কৃত পানিরদ্বারা নাপাক কাপড় ধোত করা হারাম কিন্তু তা সত্ত্বে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। হায়েজাবছায় মোহসিন সাবিত হয়ে যায়, আর এ নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল প্রমাণিত হয়ে যায়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. خاص کات پرکار?

ক. ২ প্রকার

খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার

ঘ. ৫ প্রকার

২. عام کات پرکار?

ক. ২ প্রকার

খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার

ঘ. ৫ প্রকার

৩. مجاز ارث کی?

ক. ৱৰপক অর্থ জ্ঞাপক

খ. সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক

গ. প্ৰকৃত অর্থ ছেড়ে ভিন্ন অর্থ

ঘ. নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক

৪. صاع پরিমাণ کی?

ক. ২.৫০ কেজি

খ. ৩.৫০ কেজি

গ. ৪.৫০ কেজি

ঘ. ৫.৫০ কেজি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জাহিদ দাখিল নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে উসুলে ফিকহের বিষয় পড়ার সময় আয়াতে কারিমা مفترضنا

عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

৫. জাহিদের উভিটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

ক. جائز

খ. مکروہ

গ. حرام

ঘ. واجب

৬. এ ক্ষেত্রে জাহিদের করণীয় হচ্ছে -

- i. মোহর নির্ধারণ পরিহার করা
- ii. মাসযালা মেনে নেয়া
- iii. আয়াতিতের উসুল উদ্ঘাটন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক.i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

* রাহাত নবম শ্রেণির উসুলে ফিকহ ক্লাসে অনিয়মিত থাকে। ওভাদ ক্লাসে **مجاز و حقيقة** পড়ালে রাহাত বলে এগুলো ছাড়াই কুরআন বুঝা যায়।

৭. রাহাতের বক্তব্যে যে বিষয় অঙ্গীকার করা হয়-

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক. উসুলে তাফসির | খ. উসুলে হাদিস |
| গ. উসুলে ফিকহ | ঘ. উসুলুত তাজবিদ |

৮. এ ক্ষেত্রে রাহাতের করণীয় হচ্ছে -

- i. উক্ত বক্তব্য পরিহার করা
- ii. যথার্থ জ্ঞান হাসিল করা
- iii. উসুলে ফিকহ ভালভাবে জানা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-------------|
| ক.i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

হাসিব দাখিল দশম শ্রেণিতে পড়ে, তার বড় ভাই সদ্য বিবাহ করেছে কিন্তু কোনো মোহর নির্ধারণ করেনি। হাসিব বলল, মোহর কমপক্ষে ১০ দিরহাম হলেও নির্ধারণ করতে হবে। তার ভাই বলল মোহর ছাড়াও বিবাহ বৈধ হবে।

ক. মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ কত?

খ. مافرضنا عليهم في ازواجهم آياً تاشير البخارة

গ. হাসিবের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাসিবের ভাইয়ের বক্তব্য কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর?

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল আকাইদ ওয়াল ফিকহ পাঠ্য পুস্তকটি সম্পূর্ণ নতুন আপিকে রচিত। তাই সম্মানিত শিক্ষিকবৃন্দের জন্য পুস্তকটি পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা বাস্তুনীয়।

১. প্রথম ভাগ আল আকাইদ। বিষয়টি যেহেতু মন-মানসিকতার সাথে সম্পৃক্ত, তাই আকাইদ বিষয়টির আলোচনা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে ভালো হবে।
২. আকাইদ, ফিকহ ও আখলাক এবং উসুলে ফিকহের পরিভাষাসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞা বোর্ডে লিখে দিয়ে শ্রেণিকক্ষে মুখ্য করালে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি উপকৃত হবে।
৩. ইলমুল ফিকহের ইতিহাস, কুদুরী ও উসুলুস শাশির লেখকদের জীবনী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আত্মসম্মত করালে ভাল হবে।
৪. তাহারাত, সালাত, সাওম, হজ্জ, কুরবানিসহ আখলাকের বিষয়াবলি অর্থাৎ, উত্তম চরিত্র ও মন্দ চরিত্রের দিকসমূহ, দোআ ও মুনাজাতের পদ্ধতিসমূহসহ তাওবা, আল্লাহর জিকির, কবিরা গুনার নামসমূহ, ইস্তিগফারের দোয়া ও সামগ্রিক বিষয়াবলি বাস্তবে প্রশিক্ষণ দিলে শিক্ষার্থীরা আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারবে।

সমাপ্ত



দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর
-আল হাদিস

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত